



The sweetest Children!
Manmana Bava! Mathyaji Bava!
Daily Murli Bengali
April 2024

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের এই জীবন দেবতাদের থেকেও উত্তম, কারণ তোমরা এখন রচয়িতা আর রচনাকে যথার্থরূপে জেনে আনন্দিত হয়েছো"

*প্রশ্নঃ - সঙ্গমযুগী ঈশ্বরীয় পরিবারের বিশেষত্ব কি যা পুরো কল্পেও আর হবে না?

*উত্তরঃ - বাচ্চারা, এইসময় স্বয়ং ঈশ্বর পিতা-রূপে তোমাদের লালন-পালন করেন, শিক্ষক-রূপে পড়ান এবং সঙ্গীত দিয়ে তোমাদেরকে সুন্দর সুন্দর ফুল (গুণ-গুণ) বানিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে যান। সত্যযুগে দৈবী-পরিবার হবে কিন্তু এমন ঈশ্বরীয় পরিবার হতে পারে না। বাচ্চারা, তোমরা হলে এখন অসীম জগতের সন্তানসীও, আবার রাজযোগীও। রাজস্ব নেওয়ার জন্য পড়ছো।

ওম্ শান্তি। এ হলো স্কুল বা পাঠশালা। কাদের পাঠশালা? আত্মাদের পাঠশালা। এ তো অবশ্যই ঠিক যে আত্মা শরীর ব্যতীত কিছু শুনতে পারে না। যখন বলা হয় যে, আত্মাদের পাঠশালা, তখন বোঝা উচিত - আত্মা শরীর ছাড়া তো বুঝতে পারে না। তখন আবার বলতে হবে জীবাত্মা। এখন জীবাত্মাদের পাঠশালা তো সবই, তাই বলা হয় যে, এ হলো আত্মাদের পাঠশালা আর পরমপিতা পরমাত্মা এসে পড়ান। ওটা হলো পার্থিব পড়াশোনা, এ হলো আত্মিক পড়া, যা অসীম জগতের পিতা এসে পড়ান। তাই এ হলো গড ফাদারের ইউনিভার্সিটি। ভগবানুবাচ, তাই না? এটা ভক্তিমার্গ নয়, এ হলো পড়াশোনা। স্কুলে পড়াশোনা হয়। ভক্তি তো মন্দির ইত্যাদি স্থানে হয়। এখান কে পড়ায়? ভগবানুবাচ। আর কোনও পাঠশালায় ভগবানুবাচ হয়ই না। শুধুমাত্র এই একটাই জায়গা আছে যেখানে ভগবানুবাচ হয়। উচ্চ থেকেও উচ্চতম ভগবানকেই জ্ঞান-সাগর বলা হয়, তিনিই জ্ঞান দিতে পারেন। আর বাকি সবই হলো ভক্তি। ভক্তির বিষয়ে বাবা বুঝিয়েছেন যে, এতে (ভক্তিতে) কোনো সঙ্গতি হয় না। সকলের সঙ্গতিদাতা এক পরমাত্মা, তিনি এসে রাজযোগ শেখান। আত্মা শরীরের দ্বারা শোনে। আর কোনো নলেজ ইত্যাদিতে ভগবানুবাচ নেই। একমাত্র ভারতই হলো সেই স্থান যেখানে শিবরাত্রি পালন করা হয়। ভগবান তো নিরাকার তাহলে শিবরাত্রি কিভাবে পালন করে। জন্মদিন/জয়ন্তী তো তখন হয় যখন শরীরে প্রবেশ করে। বাবা বলেন, আমি তো কখনও গর্ভে প্রবেশ করি না। তোমরা সবাই গর্ভে প্রবেশ করো। ৮৪ জন্ম নাও। সর্বাপেক্ষা অধিকবার জন্মগ্রহণ করে এই লক্ষ্মী-নারায়ণ। ৮৪ জন্ম নিয়ে আবার শ্যামবর্ণের, গায়ের ছেলে হয়ে যায়। লক্ষ্মী-নারায়ণ বলো আর রাধা-কৃষ্ণ বলো। রাধা-কৃষ্ণ হলো শৈশবকালে। তারা যখন জন্মগ্রহণ করে তখন স্বর্গে জন্ম নেয়, যাকে বৈকুণ্ঠও বলে। সর্বপ্রথম জন্ম হয় এঁনার(ব্রহ্মা), তাই ৮৪ জন্মও ইনিই নেন। শ্যাম(কালো) আর সুন্দর, সুন্দর তথা পুনরায় শ্যামবর্ণের। কৃষ্ণ সকলের কাছেই অতি প্রিয়। কৃষ্ণের জন্মই তো হয় নতুন দুনিয়ায়। পুনরায় জন্ম নিতে নিতে এসে পুরনো দুনিয়ায় পৌঁছায় তখন শ্যাম হয়ে যায়। এ খেলাই হলো এমন। ভারত প্রথমে সত্যপ্রধান সুন্দর ছিল, এখন কালো (তমোপ্রধান) হয়ে গেছে। বাবা বলেন, এতো সব আত্মারা হলো বাবার সন্তান। এখন সকলে কাম-চিন্তায় বসে কালো হয়ে গেছে। আমি এসে সকলকে ফিরিয়ে নিয়ে যাই। এই সৃষ্টি-চক্র এইরকমই। ফুলের বাগিচাই পুনরায় কাঁটার জঙ্গলে পরিণত হয়। বাবা বোঝান, বাচ্চারা, তোমরা কত সুন্দর বিশ্বের মালিক ছিলে, এখন পুনরায় তৈরী হচ্ছে। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ বিশ্বের মালিক ছিল। তাঁরা ৮৪ জন্ম ভোগ করে পুনরায় এমন তৈরী হচ্ছে অর্থাৎ তাঁদের আত্মা এখন পড়ছে।

তোমরা জানো যে, সত্যযুগে অপার (অসীম) সুখ রয়েছে, সেইজন্য কখনো বাবাকে স্মরণ করার প্রয়োজনও পড়ে না। বলাও হয় - দুঃখে স্মরণ সকলেই করে..... কার স্মরণ? বাবার। এতো সব-কে স্মরণ করতে হবে না। ভক্তিতে কতো স্মরণ করে। কিছুই জানে না। কৃষ্ণ কখন এসেছে, তিনি কে - কিছুই জানে না। কৃষ্ণ আর নারায়ণের মধ্যে প্রভেদ কি তাও জানে না। শিববাবা হলেন সর্বোচ্চ। আবার তাঁর নীচে হলো ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্কর.... তাঁদেরকে দেবতা বলা হয়। লোকেরা তো সকলকেই ভগবান বলে সম্বোধন করে। সর্বব্যাপী বলে দেয়। বাবা বলেন - সর্বব্যাপী তো মায়া ও বিকার যা প্রত্যেকের ভিতরেই রয়েছে। সত্যযুগে কোনো বিকার থাকে না। মুক্তিধামেও আত্মা পবিত্র থাকে। অপবিত্রতার কোনও কথাই নেই। তাই এই রচয়িতা বাবা-ই এসে এখন নিজের পরিচয় দেন, আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বোঝান, যার ফলে তোমরা আনন্দিত হয়ে যাও। তোমরা একবার-ই আনন্দিত হও। তোমাদের এই জীবন দেবতাদের থেকেও উত্তম। স্মরণও করা হয় যে, মনুষ্য জীবন অতি দুর্লভ। আর যখন পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ হয় তখন তা হীরে-তুল্য হয়ে যায়। লক্ষ্মী-নারায়ণকে (তাঁদের জীবনকে) হীরে-তুল্য বলা যাবে না। তোমাদের জন্ম হীরে-তুল্য। তোমরা হলে ঈশ্বরীয় সন্তান, এঁরা হলেন (লক্ষ্মী-নারায়ণ)

দৈবী-সন্তান। এখানে তোমরা বলা যে, আমরা হলাম ঈশ্বরীয় সন্তান, ঈশ্বর আমাদের পিতা, তিনি আমাদের পড়ান কারণ তিনি জ্ঞানের সাগর, তাই না, তিনি রাজযোগ শেখান। এই জ্ঞান তো এই একবারই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে পাওয়া যায়। এ হলো উত্তম থেকে উত্তম পুরুষ (আত্মা) হওয়ার যুগ, যাকে দুনিয়া জানেই না। সকলেই কুস্কর্ণের মতো অজ্ঞানতার নিদ্রায় নিদ্রিত হয়ে রয়েছে। সকলেই বিনাশের সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাই বাচ্চারা, এখন তোমরা কারোর সাথেই সম্বন্ধ রেখো না। বলা হয় যে, অন্তিমকালে যে স্ত্রী-কে স্মরণ করে.....(তবে দেহপসারিনী হয়ে জন্ম হয়) অন্তিমসময়ে শিববাবাকে স্মরণ করলে নারায়ণের বংশের (বৈষ্ণবকুল) আসবে। এই সিঁড়ি একদম সঠিক। লিখিত আছে - আমরা (ব্রাহ্মণ) তথা দেবতা আবার তথা ঋত্রিয় ইত্যাদি। এইসময় হলো রাবণ-রাজ্য, যখন (তোমরা) নিজেদের আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মকে ভুলে অন্য ধর্মে আটকে পড়েছো। এই সমগ্র দুনিয়াই এখন লক্ষা। এছাড়া স্বর্ণ-লক্ষা বলে কিছু ছিল না। বাবা বলেন, তোমরা নিজেদের থেকেও বেশী আমার গ্লানি করেছে, নিজেদের জন্য ৮৪ লক্ষ আর আমাকে কণায়-কণায় (অনু-পরমানু-তে) বলে দিয়েছো। এমন অপকারীর উপরেও আমি উপকার করি। বাবা বলেন, তোমাদের কোনো দোষ নেই, এ হলো ড্রামার খেলা। সত্যযুগের শুরু থেকে নিয়ে কলিযুগের অন্তিম পর্যন্ত এই খেলা চলে, যাকে আবার রিপীট হতেই হবে। একে (খেলা) বাবা ছাড়া আর কেউ-ই বোঝাতে পারে না। তোমরা সকলেই হলে ব্রহ্মাকুমার-কুমারী। তোমরা অর্থাৎ ব্রাহ্মণেরা হলে ঈশ্বরীয় সন্তান। তোমরা ঈশ্বরীয় পরিবারে বসে রয়েছ। সত্যযুগে হবে দৈবী-পরিবার। এই ঈশ্বরীয় পরিবারে বাবা তোমাদের লালন-পালনও করেন, পঠন-পাঠনও করান আবার ফুল বানিয়ে সঙ্গে করে নিয়েও যাবেন। তোমরা পড়ে মনুষ্য থেকে দেবতা হওয়ার জন্য। গ্রন্থসাহেবে রয়েছে যে, মনুষ্য থেকে দেবতা হতে বেশি সময় লাগে না (মনুষ্য সে দেবতা কিয়ে করত না লাগি বার), তাই পরমাত্মাকে জাদুকরও বলা হয়। নরক-কে স্বর্গে পরিণত করা, এ তো জাদুরই খেলা, তাই না। স্বর্গ থেকে নরকে পরিণত হতে ৮৪ জন্ম লাগে, আবার নরক থেকে স্বর্গ এক সেকেন্ডেই হয়ে যায়। এক সেকেন্ডে জীবনমুক্তি। আমি আত্মা, আত্মাকে জেনেছি, বাবাকেও জেনে নিয়েছি। আর কোনো মানুষ(অজ্ঞানী) জানে না যে, আত্মা কি? গুরু অনেক, সঙ্গুরু এক। বলা হয় যে, সঙ্গুরু হলেন অকালমূর্তি। সঙ্গুরু হলেন একজনই, তিনি পরমপিতা পরমাত্মা। কিন্তু গুরু তো অনেক। নির্বিকারী তো কেউ-ই নয়। সকলেই বিকার থেকে জন্ম নেয়।

এখন রাজধানী স্থাপিত হচ্ছে। তোমরা সকলেই এখানে রাজত্ব প্রাপ্ত করার জন্য পড়ছো। তোমরা হলে রাজযোগী, অসীম জগতের সন্ত্যাসী। ওইসময় হঠযোগীরা হলো পার্থিব জগতের সন্ত্যাসী। বাবা এসে সকলের সঙ্গতি করে সবাইকে সুখী করে দেন। আমাকেই বলা হয় সঙ্গুরু অকালমূর্তি। ওখানে (স্বর্গ) আমরা ঘন-ঘন শরীর ত্যাগ আর গ্রহণ করি না। ওখানে কাল গ্রাস করে না। তোমাদের আত্মাও অবিনাশী, কিন্তু পতিত আর পাবন হয়ে যায়। আত্মা নির্লিপ্ত অর্থাৎ লেপ-ছেপহীন নয়। ড্রামার রহস্যও বাবা-ই বোঝান। রচয়িতাই রচনার আদি-মধ্য-অন্তের রহস্যকে বোঝেন, তাই না। তিনিই হলেন জ্ঞানের সাগর, আমাদের একমাত্র পিতা। তিনিই তোমাদেরকে মনুষ্য থেকে দেবতা, দ্বি-মুকুটধারী বানান। তোমাদের জন্ম তো কড়ি-তুল্য ছিল। এখন তোমরা হীরে-তুল্য তৈরী হচ্ছে। বাবা-ই তো ব্রাহ্মণ তথা দেবতা..... শূদ্র তথা ব্রাহ্মণ (হাম সো, সো হাম) -- এই মন্ত্রের অর্থ বুঝিয়েছেন। ওরা (অজ্ঞানী) বলে যে, আত্মাই পরমাত্মা তথা পরমাত্মাই আত্মা, অর্থাৎ আমিই সে, সে-ই আমি। বাবা বলেন, আত্মাই পরমাত্মা কি করে হতে পারে? বাবা তোমাদের বোঝান - আমরা অর্থাৎ আত্মারা এইসময় হলাম ব্রাহ্মণ, আবার আমরা আত্মারা ব্রাহ্মণ তথা দেবতা হব, পুনরায় তথা ঋত্রিয় হবো, আবার শূদ্র তথা ব্রাহ্মণ হবো। সর্বাপেক্ষা উচ্চ জন্ম হলো তোমাদের। এটা হলো ঈশ্বরীয় আশ্রয়। তোমরা কার কাছে বসে আছো? মাতা-পিতার কাছে। সকলেই ভাই-বোন। বাবা আত্মাদের শিক্ষা দেন। তোমরা সকলেই আমার সন্তান, অবিনাশী উত্তরাধিকারের অধিকারী, তাই পিতা পরমাত্মার কাছ থেকে সকলেই উত্তরাধিকার নিতে পারে। আবালবৃদ্ধ, ছোট, বড় সকলের-ই বাবার কাছ থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার অধিকার রয়েছে। তাই বাচ্চাদেরও এটাই বোঝাও - নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো আর বাবাকে স্মরণ করো তবেই পাপ কেটে যাবে। ভক্তিমার্গের মানুষেরা তো এই কথা কিছুই বুঝতে পারে না। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাত-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-স্মরণ আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

রাত্রি ক্লাস :-

বাচ্চারা বাবাকে জানেও আর বোঝেও যে বাবা-ই পড়াচ্ছেন, ওঁনার কাছ থেকে অসীম জগতের উত্তরাধিকার পাবে। কিন্তু মুশকিল হলো এই যে, মায়া ভুলিয়ে দেয়। কোনো না কোনো বিঘ্ন চলে আসে, যার ফলে বাচ্চারা ভয় পেয়ে যায়। তারমধ্যেও প্রথম নব্বরের বিকারে (কাম) পতিত হয়। চোখ ধোঁকা দিয়ে দেয়। এখানে চোখ উপরে ফেলার কোনো

ব্যাপার নেই। বাবা জ্ঞান-নেত্র প্রদান করেন। জ্ঞান আর অজ্ঞানতার লড়াই চলে। জ্ঞান হলো বাবা, আর অজ্ঞান হলো মায়া। এদের লড়াই অত্যন্ত তীক্ষ্ণ (ভয়ংকর)। অধঃপতনে গেলেও বুঝতে পারে না। আবার অনুভবও করে যে, আমি পতিত হয়ে গেছি, আমি নিজের অনেক ক্ষতি করেছি। মায়া যদি একবার হারিয়ে দেয়, তখন আবার উপরে চড়া খুবই মুশকিল হয়ে যায়। অনেক বাম্ভারা বলে, আমরা যখন ধ্যানে যাই, তখনও কিন্তু সেখানেও মায়া প্রবেশ করে। জানতেও পারা যায় না। মায়া চুরি করাবে, মিথ্যা বলাবে। মায়া কি না করায় ! তা আর জিজ্ঞাসা করো না। নোংরা (অপবিত্র) করে দেয়। ফুল হতে-হতে আবার ছিঃ-ছিঃ (অপবিত্র) হয়ে যায়। মায়া এতো শক্তিশালী যে প্রতি মুহূর্তে পতনের দিকে নিয়ে যায়।

বাম্ভারা বলে, বাবা আমরা প্রতি মুহূর্তে ভুলে যাই। পুরুষার্থ করান বাবা, তিনি তো একজনই, কিন্তু কারোর ভাগ্যে যদি না থাকে তাহলে সে পুরুষার্থও করতে পারে না। এরজন্য কারোর কাছে বিশেষ আনুকূল্যও পেতে পারে না আর না (বাবা) অতিরিক্ত পড়া পড়ান। লৌকিক পড়ায় তো এক্সট্রা করে পড়ানোর জন্য আলাদাভাবে টীচারকে ডাকা হয়। বাবা তো ভাগ্য তৈরীর জন্য সকলকে একইরকম (একরস) পড়ান। এক-একজনকে আলাদা-আলাদা কিভাবে পড়াবেন? তাঁর কত অগণিত বাম্ভা। লৌকিক পড়ায় যদি কোনো ধনী ব্যক্তির সম্মান হয়, আর অধিক ব্যয় করতে পারে তবে তাকে আলাদাভাবে অতিরিক্তও পড়ানো হয়। শিক্ষক জানে যে, এই বাম্ভা ডাল (পড়াশোনায় মাথা কম) তাই তাকে পড়িয়ে স্কলারশিপ পাওয়ার যোগ্য করে তোলে। এই বাবা এমন করেন না। তিনি তো সকলকেই একরস(সমানভাবে) পড়ান। ওটা হলো টীচারের অতিরিক্ত পুরুষার্থ করানো। ইনি তো কাউকে অতিরিক্ত পুরুষার্থ করান না। এক্সট্রা পুরুষার্থ মানেই হলো টীচারের কিছু কৃপা করা। যদিও এরজন্য পয়সা নেয়। বিশেষ সময় দিয়ে পড়ায় তাই সে বেশী পড়ে বুদ্ধিমান হয়ে যায়। এখানে তো বেশী কিছু পড়ার কোনো ব্যাপারই নেই। এঁনার তো একটাই কথা। একটাই মহামন্ত্র দেন - মন্মনাভব-র। স্মরণের দ্বারা কি হয়, বাম্ভারা, তা তো তোমরা বোঝো। বাবা-ই পতিত-পাবন, তোমরা জানো যে, তাঁকে স্মরণ করলেই আমরা পবিত্র হয়ে যাব। আচ্ছা - গুড নাইট।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) সমগ্র দুনিয়াই এখন কবরে (সমাপ্ত) পরিণত হবে। বিনাশ সম্মুখে এসে গেছে, তাই কারোর সঙ্গে সম্বন্ধ রেখো না। অন্তিম সময়ে যেন একমাত্র বাবাই স্মরণে থাকে।

২) শ্যাম থেকে সুন্দর, পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার, এটাই হলো পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ। পুরুষের (আত্মার) উত্তম হওয়ার এটাই সময়, সদা এই স্মৃতিতে থেকে নিজেকে কড়ি থেকে হীরে-তুল্য বানাতে হবে।

বরদানঃ:- জ্ঞান ধনের দ্বারা প্রকৃতির সব সাধন প্রাপ্তকারী পদ্মা-পদমপতি ভব
জ্ঞান ধন স্কুল ধনের প্রাপ্তি স্বতঃই করায়। যেখানে জ্ঞান ধন আছে সেখানে প্রকৃতি স্বতঃই দাসী হয়ে যায়।
জ্ঞান ধনের দ্বারা প্রকৃতির সব সাধন স্বতঃই প্রাপ্ত হয়ে যায়, সেইজন্য জ্ঞান ধন হলো সকল ধনের রাজা।
যেখানে রাজা আছে সেখানে সর্ব পদার্থ স্বতঃ প্রাপ্ত হয়। এই জ্ঞান ধনই পদ্ম-পদমপতি বানিয়ে দেয়।
পরমার্থ আর ব্যবহারকে স্বাভাবিকভাবেই প্রমাণ করায়। জ্ঞান ধনে এত শক্তি আছে যে অনেক জন্মের
জন্য রাজাদেরও রাজা বানিয়ে দেয়।

স্লোগানঃ:- “আমি হলাম কল্প-কল্পের বিজয়ী আত্মা” - এই আত্মিক নেশা ইমার্জ থাকলে মায়াজিৎ হয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent

2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - অন্যান্য সঙ্গ পরিত্যাগ করে একজনের সঙ্গতে যুক্ত হয়ে যাও, ভাই-ভাইয়ের দৃষ্টিতে দেখো তাহলে দেহকে দেখবে না, দৃষ্টি বিগড়ে যাবে (থারাপ) না, বাণীতে জোর থাকবে"

*প্রশ্নঃ - বাবা বাচ্চাদের কাছে ঋণী নাকি বাচ্চারা বাবার কাছে?

*উত্তরঃ - বাচ্চারা, তোমরা হলে অধিকারী, বাবা তোমাদের কাছে ঋণী। বাচ্চারা, তোমরা যখন দান করো তখন তোমাদের এক এর শতগুণ বাবাকে দিতে হয়। ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে তোমরা যা দাও পরজন্মে তার রিটার্ন পাও। তোমরা এক মুঠো চাল দিয়ে বিশ্বের মালিক হয়ে যাও, তাহলে তোমাদের কতখানি উদার মনের হওয়া উচিত। আমি বাবাকে দিয়েছি, এই চিন্তাও কখনো আসা উচিত নয়।

ওম্ শান্তি । মিউজিয়াম, প্রদর্শনীতে বোঝাতে হবে যে এ হলো পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ। সমঝদার হলে কেবল তোমরাই, তাহলে সকলকে কতখানি বোঝাতে হবে যে এ হলো পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ। সবথেকে বেশি সেবা করার জায়গা হলো মিউজিয়াম। সেখানে অনেকেই আসে। ভালো সার্ভিসেবল বাচ্চা কম রয়েছে। সমস্ত সেন্টারগুলো হলো সার্ভিস স্টেশন। দিল্লিতে লেখা রয়েছে স্পিরিচুয়াল মিউজিয়াম। এরও সঠিক অর্থ বেরোয় না। অনেক লোকেরাই প্রশ্ন করে তোমরা ভারতের কি সেবা করছো? ভগবানুবাচ রয়েছে, তাইনা ! এ হলো ফরেষ্ট (জঙ্গল)। তোমরা এই সময় সঙ্গমে রয়েছে। না হলে ফরেষ্টের, না হলে বাগিচার। এখন বাগিচায় যাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছো। তোমরা এই রাবণরাজ্যকে রামরাজ্যে পরিণত করছো। তোমাদেরকে প্রশ্ন করে - এত খরচ কোথা থেকে আসছে? বলো, আমরা বি.কে.-রাই করি। রাম রাজ্যের স্থাপনা হচ্ছে। তোমরা কিছুদিনের জন্য এসে বোঝো যে আমরা কি করছি, আমাদের এইম অবজেক্ট কি? ওরা সার্বভৌমত্বকে মানেই না, সেইজন্য রাজাদের রাজত্ব সমাপ্ত করে দিয়েছে। এইসময় ওরাও তমোপ্রধান হয়ে পড়েছে, সেইজন্য তাদের ভালো লাগেনা। ওদেরও ড্রামা অনুসারে দোষ নেই। যা কিছু ড্রামাতে হয় সেই ভূমিকা আমরাই পালন করে থাকি। প্রতিকল্পে বাবার দ্বারা স্থাপনার এই পার্ট চলতে থাকে। বাচ্চারা, খরচাও তোমরাই করো, নিজেদের জন্য। শ্রীমৎ অনুসারে নিজেই খরচ করে নিজের জন্য সত্যযুগীয় রাজধানী তৈরি করছো, আর কারোর জানাও নেই। তোমাদের নাম প্রসিদ্ধ -- আননোন ওয়ারিয়ার্স (অজ্ঞাত যোদ্ধা)। বাস্তবে ওই সেনার মধ্যে আননোন ওয়ারিয়ার্স কেউ হয় না। সিপাইদের রেজিস্টার থাকে। এইরকম হতে পারে না যে কারোর নাম, নম্বর রেজিস্টার নেই। বাস্তবে আননোন ওয়ারিয়ার্স হলে তোমরা। তোমাদের কোনো রেজিস্টারে নাম নেই, তোমাদের কোনো অস্ত্রশস্ত্রের ক্ষমতা নেই, এখানে শারীরিক হিংসা তো নেই। যোগবলের দ্বারা তোমরা বিশ্বের উপর বিজয় প্রাপ্ত করো। ঈশ্বর হলেন সর্বশক্তিমান। স্মরণের দ্বারা তোমরা শক্তি গ্রহণ করছো। সতোপ্রধান হওয়ার জন্য তোমরা বাবার সঙ্গে যোগযুক্ত হচ্ছে। তোমরা সতোপ্রধান হলে তখন রাজ্যও সতোপ্রধান চাই। তা তোমরা শ্রীমতানুসারে স্থাপন করছো। ইনকগনিটো (গুপ্ত) তাদেরকে বলা হয়, যারা আছে কিন্তু নজরে আসে না। তোমরা শিববাবাকেও এই চোখ দ্বারা দেখতে পারো না। তোমরাও হলে গুপ্ত, সেইজন্য শক্তিও তোমরা গুপ্তভাবে নিচ্ছো। তোমরা বোঝো যে আমরা পতিত থেকে পবিত্র হচ্ছি আর পবিত্রতার মধ্যেই শক্তি রয়েছে। তোমরা সকলেই সত্যযুগে পবিত্র হবে। তাদেরই ৮৪ জন্মের কাহিনী বাবা বলেন। তোমরা বাবার থেকে শক্তি নিয়ে, পবিত্র হয়ে, তারপর পবিত্র দুনিয়ায় রাজ্য ভাগ্য করবে। বাহুবলের দ্বারা কেউ বিশ্বের উপর বিজয় প্রাপ্ত করতে পারে না। এও হলো যোগবলের কথা। ওরা লড়াই করে, রাজ্য তোমাদের হাতে আসবে। বাবা হলেন সর্বশক্তিমান সেইজন্য ওঁনার থেকে শক্তি পাওয়া উচিত। তোমরা বাবাকে আর রচনার আদি মধ্য অন্তকেও জানো।

তোমরা জানো যে আমরাই হলাম স্বদর্শন চক্রধারী। এ'কথা সকলের স্মৃতিতে থাকেনা। বাচ্চারা, তোমাদের স্মৃতিতে থাকা উচিত কারণ তোমরাই অর্থাৎ বাচ্চারা এই নলেজ পেয়ে থাকো। বাইরের কেউই বুঝতে পারে না, সেইজন্য সভায় বসানো হয় না। পতিত-পাবন বাবাকে তো সকলেই ডাকে, কিন্তু নিজেকে পতিত কেউই মনে করে না। এমনিই গাইতে থাকে, পতিত-পাবন সীতারাম। তোমরা সকলেই হলে ব্রাইডস্ (বধূ), বাবা হলেন ব্রাইডগ্রুম (বর)। তিনি আসেনই সকলের সদগতি করতে। বাচ্চারা, তোমাদেরকে শৃঙ্গার করান। তোমাদের ডবল ইঞ্জিন প্রাপ্ত হয়েছে। রোলস রয়েল্‌সের (দামী গাড়ি) ইঞ্জিন অত্যন্ত ভালো হয়ে থাকে। বাবাও হলেন তেমনই। মানুষ বলে যে পতিত-পাবন এসো, আমাদের পবিত্র করে সাথে নিয়ে যাও। তোমরা সকলেই শান্তিতে বসে রয়েছে। কোনও কাসর ঝাঁঝর ইত্যাদি বাজাও না। কষ্টের কোনো কথা নেই। চলতে-ফিরতে বাবাকে স্মরণ করতে থাকো, যাকেই পাবে তাকেই রাস্তা বলতে থাকো। বাবা বলেন আমার বা

লক্ষ্মী-নারায়ণ, রাধা-কৃষ্ণ ইত্যাদির যারা ভক্ত রয়েছে তাদেরকে এই দান দিতে হবে, ব্যর্থ নষ্ট করোনা। পাত্রকেই দান দেওয়া হয়ে থাকে। পতিত মানুষ পতিতকেই দান করতে থাকে। বাবা হলেন সর্বশক্তিমান, ঔঁনার থেকে শক্তি নিয়ে উত্তম হয়ে যাও। রাবণ যখন আসে সেই সময়ও সঙ্গম থাকে -- ত্রেতা আর দাপরের। এই সঙ্গম হলো কলিযুগ আর সত্যযুগের। জ্ঞান কতটা সময় আর ভক্তি কতটা সময় ধরে চলে, এই সমস্ত কথা তোমাদের বুঝে বোঝাতে হবেন। মুখ্য কথা হলো বাবাকে স্মরণ করো। যখন অসীম জগতের বাবা আসেন তখন বিনাশ হয়। মহাভারতের লড়াই কবে হয়েছিল? যখন ভগবান রাজযোগ শিখিয়েছিলেন। বোঝা যায় নতুন দুনিয়ার আদি, পুরোনো দুনিয়ার অন্ত অর্থাৎ বিনাশ হবে। দুনিয়া ঘোর অন্ধকারে পড়ে রয়েছে। এখন তাদেরকে জাগাতে হবে। অর্ধেক কল্প ধরে শুয়ে রয়েছে। বাবা বোঝান নিজেকে আত্মা মনে করে ভাই ভাইয়ের দৃষ্টিতে দেখো। তাহলে তোমরা যখন কাউকে জ্ঞান দান করবে তখন তোমাদের কথায় শক্তি আসবে। আত্মাই পবিত্র এবং পতিত হয়। আত্মা যখন পবিত্র হবে তখন শরীরও পবিত্র পাবে। এখন তো পেতে পারো না। পবিত্র তো সকলকেই হতে হবে। কেউ যোগবলের দ্বারা, কেউ সাজাভোগের দ্বারা। পরিশ্রম রয়েছে স্মরণের যাত্রায়। বাবা প্র্যাকটিসও করাতে থাকেন। কোথাও গেলে তখন বাবাকে স্মরণ করে যাও। যেভাবে পাদ্রীরা শান্তিতে থ্রাইস্টের স্মরণে যায় আর থ্রাইস্টকে স্মরণ করতে থাকে। ভারতবাসিরাও অনেককে স্মরণ করে থাকে। বাবা বলেন একজন ব্যতীত আর কাউকে স্মরণ করো না। অসীম জগতের বাবার থেকে আমরা মুক্তি এবং জীবনমুক্তির অধিকারী হই। সেকেন্ডে জীবনমুক্তি প্রাপ্ত হয়। সত্যযুগে সকলেই জীবনমুক্তিতে ছিলে, কলিযুগে সকলেই জীবনবন্ধে রয়েছে। এইসমস্ত কথা বাবা বাচ্চাদেরকে বুঝিয়ে থাকেন। বাচ্চারা আবার বাবার শো করে। সবদিকেই চক্কর কাটতে থাকে। তোমাদের কর্তব্য হলো মানুষমাত্রকেই এই সংবাদ দেওয়া যে এ হলো পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ। অসীম জগতের বাবা অসীম জগতের উত্তরাধিকার দেওয়ার জন্য এসেছেন। বাবা বলেন মামেকম (একমাত্র আমাকেই) স্মরণ করো তবেই বিকর্ম বিনাশ হবে। পাপ দূর হয়ে যাবে। এ হলো সত্যিকারের গীতা যা বাবা শিখিয়ে থাকেন। মানুষের মতানুসারে পতনে গেছো, ভগবানের মতানুসারে তোমরা উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করেছো। মূল কথা হলো - উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে বাবাকে স্মরণ করতে থাকো আর পরিচয় দিতে থাকো। ব্যাচ তো তোমাদের কাছে রয়েছে। ফ্রি-তে দিতে বাঁধা নেই। কিন্তু পাত্র দেখে।

বাবা বাচ্চাদের উদ্দেশ্যে অনুযোগ করেন যে তোমরা লৌকিক বাবাকে স্মরণ করো আর আমাকে অর্থাৎ পারলৌকিক বাবাকে ভুলে যাও। লজ্জা করে না! তোমরাই পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গের গৃহস্থী জীবনে ছিলে, এখন আবার হতে হবে। তোমরা হলে ভগবানের সওদাগর। নিজের ভেতরে দেখো, বুদ্ধি কোথাও এদিকে-সেদিকে ঘুরতে থাকে না তো? বাবাকে কতখানি সময় ধরে স্মরণ করেছো? বাবা বলেন - অন্য সঙ্গ পরিত্যাগ করে একের সঙ্গতে জুড়ে থাকো। ভুল কোরো না। এও বোঝানো হয়েছে যে ভাই-ভাইয়ের দৃষ্টিতে দেখো তাহলে দেখকে দেখবে না। দৃষ্টি খারাপ হবে না। লক্ষ্য রয়েছে, তাই না! এই জ্ঞান তোমাদের এখনই প্রাপ্ত হয়। ভাই-ভাই তো সকলেই বলে, মানুষ বলে - ব্রাদারহুড। সে তো ঠিকই আছে। আমরা হলাম পরমপিতা পরমাত্মার সন্তান। তাহলে এখানে কেন বসে রয়েছো? বাবা স্বর্গের স্থাপনা করছেন তাহলে এমন-এমনভাবে বুঝিয়ে উল্লিখিত প্রাপ্ত করতে থাকো। বাবার অনেক সার্ভিসেবেল কন্যা চাই। সেন্টার্স খুলতে থাকে। বাচ্চাদের শখ রয়েছে, বোঝে অনেকের কল্যাণ হবে। কিন্তু দেখভাল করার জন্য টিচারস্ও ভালো মহারথী চাই। টিচারদের মধ্যেও নম্বরের অনুক্রম রয়েছে। বাবা বলেন যেখানে লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দির রয়েছে, শিবের মন্দির রয়েছে, গঙ্গার উপকণ্ঠে যেখানে অনেক ভিড় হয়, সেখানে গিয়ে সার্ভিস করা উচিত। বোঝাও - ভগবান বলেন কাম হলো মহাশত্রু। তোমরা শ্রীমতানুসারে সার্ভিস করে থাকো। এ হলো তোমাদের ঈশ্বরীয় পরিবার। এখানে ৭ দিন ভাঙিতে এসে পরিবারের সাথে থাকো। বাচ্চারা, তোমাদের অত্যন্ত খুশি হওয়া উচিত। অসীম জগতের বাবা, যার মাধ্যমে তোমরা পদ্মাপদম সৌভাগ্যশালী হয়ে যাও। দুনিয়া জানে না যে ভগবান পড়াতে পারেন। এখানে তোমরা পড়ো, তাহলে তোমাদের কত খুশিতে থাকা উচিত। আমরা উচ্চ থেকেও উচ্চে (সর্বোচ্চে) যাওয়ার জন্য পড়ছি। কত উদারচিত্তের হওয়া উচিত। বাবার উপর তোমরা ঋণ চাপিয়ে দাও। ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে যা দাও, পরজন্মে তার রিটার্ন নিয়ে নাও, তাই না! বাবাকে তোমরা সব কিছু দিয়েছো তাই বাবাকেও সবকিছু দিতে হবে। আমি বাবাকে দিয়েছি, এই চিন্তা কখনো আসা উচিত নয়। অনেকের ভিতরে চলতে থাকে -- আমি এত দিয়েছি, আমার আদর-সম্মান কেন হয়নি? তোমরা এক মুঠো চাল দিয়ে বিশ্বের বাদশাহী নিয়ে নাও। বাবা হলেন দাতা, তাই না! রাজারা রয়্যাল হন, সর্বপ্রথমে যখন সাক্ষাৎ হয় তখন আমরা উপহার দিয়ে থাকি, তিনি কখনো হাতে নেন না। সেক্রেটারীর দিকে ইশারা করবেন। তাহলে শিববাবা, যিনি হলেন দাতা তিনি কিভাবে নেবেন। উনি হলেন অসীম জগতের বাবা, তাই না? ঔঁনার সামনে তোমরা উপহার রাখো। কিন্তু বাবা তো শতগুণ ফেরত দিয়ে দেবেন। তাহলে আমি দিয়েছি - এই চিন্তা কখনো আসা উচিত নয়। সর্বদা মনে করো আমরা তো গ্রহণ করছি। ওখানে তোমরা পদ্মাপদমপতি (বিপুল ঈশ্বর্যশালী) হয়ে যাবে। বাস্তবে তোমরা পদ্মাপদম সৌভাগ্যশালী হয়ে যাও। অনেক বাচ্চারা উদারচিত্তও হয়। আবার অনেকে কৃপণও হয়। বোঝেই না যে আমরাই পদ্মাপদমপতি হয়ে যাই,

আমরা অত্যন্ত সুখী হয়ে যাই। যখন পরমাত্মা বাবা উপস্থিত থাকেন না তখন ইনডাইরেক্টলি অল্প সময়ের জন্য ফল দেন। যখন উপস্থিত থাকেন তখন ২১ জন্মের জন্য দিয়ে থাকেন। এ কথা গাওয়া হয় যে শিববাবার ভান্ডারা ভরপুর রয়েছে। দেখো, অগণিত বাচ্চা রয়েছে, কারোর এ'কথা জানা নেই যে কে কি দিচ্ছে ? বাবা জানেন আর বাবার পুটলি (ব্রহ্মা) জানেন, যাঁর মধ্যে বাবা থাকেন -- একদম সাধারণ। সেই জন্য বাচ্চারা এখান থেকে বাইরে বেরিয়ে গেলে তখন সেই নেশা হারিয়ে যায়। জ্ঞান, যোগ না থাকলে তখন ছোট ছোট সংঘর্ষ চলতে থাকে। ভালো ভালো বাচ্চাদেরকেও মায়া পরাস্ত করে দেয়। মায়া বিমুখ করে দেয়। শিব বাবা, যার কাছে তোমরা আসো, তাঁকে তোমরা স্মরণ করতে পারো না ! ভিতরে অগাধ খুশি থাকা উচিত। সেই দিন আজ এসেছে, যার উদ্দেশ্যে বলতে যে তুমি এলে তখন আমরা তোমার হয়ে যাব। ভগবান এসে অ্যাডপ্ট করেন তাহলে কত সৌভাগ্যশালী (খুশনসীব) বলবে। কত খুশিতে থাকা উচিত। কিন্তু মায়া খুশি নষ্ট করে দেয়। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) ভগবান আমাদের অ্যাডপ্ট করেছেন, তিনিই আমাদের টিচার হয়ে পড়াচ্ছেন, নিজের পদ্মাপদম ভাগ্যকে স্মরণ করে খুশিতে থাকা উচিত।

২) আমরা হলাম আত্মা, ভাই-ভাই, এই দৃষ্টি পাকা করতে হবে। দেহকে দেখা উচিত নয়। ভগবানের সঙ্গে সওদা করার পর পুনরায় বুদ্ধিকে এদিকে-ওদিকে নিয়ে যাবে না।

বরদানঃ:- এই অলৌকিক জীবনে সম্বন্ধের শক্তির দ্বারা অবিনাশী স্নেহ এবং সহযোগ প্রাপ্তকারী শ্রেষ্ঠ আত্মা ভব বাচ্চারা, এই অলৌকিক জীবনে সম্বন্ধের শক্তি তোমাদের ডবল রূপে প্রাপ্ত হয়। এক, বাবার দ্বারা সর্ব সম্বন্ধ, দ্বিতীয়টি দৈবী পরিবারের দ্বারা সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধের দ্বারা সর্বদা নিঃস্বার্থ স্নেহ, অবিনাশী স্নেহ আর সহায়তা প্রাপ্ত হতে থাকে। তাহলে তোমাদের কাছে সম্বন্ধেরও শক্তি আছে। এইরকম শ্রেষ্ঠ অলৌকিক জীবনের অধিকারী শক্তিসম্পন্ন বরদানী আত্মা হয়ে যাও, সেইজন্য প্রার্থনাকারী (আর্জি জানায় যে) নয়, সর্বদা সম্মতি/সন্তুষ্ট (রাজী) হও।

স্নোগানঃ:- যেকোনও প্ল্যান বিদেহী, সাক্ষী হয়ে ভাবো আর সেকেন্ডে প্লেন (সরল) স্থিতি তৈরী করতে থাকো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent

4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার স্মরণে সর্বদা উৎফুল্ল থাকো, পুরানো দেহের ভাব ছাড়তে থাকো, কারণ তোমাদের যোগবলের দ্বারা বায়ুমন্ডলকে শুদ্ধ করার সেবা করতে হবে"

*প্রশ্নঃ - স্কলারশিপ নিতে গেলে অথবা নিজেই নিজেকে রাজ-তিলক দেওয়ার জন্য কেমন পুরুষার্থ চাই?

*উত্তরঃ - রাজ তিলক তখন প্রাপ্ত হবে যখন স্মরণের যাত্রার পুরুষার্থ করবে। নিজেদের মধ্যে ভাই-ভাই মনে করার অভ্যাস করলে নাম-রূপের ভাব চলে যাবে। ফালতু কথা কখনো শুনো না। বাবা যা শোনান সেটাই শোনো, দ্বিতীয় কোনো কথায় কান বন্ধ করে নাও। পড়াশুনার উপর সম্পূর্ণ মনোযোগ দাও তবে স্কলারশিপ প্রাপ্ত হতে পারে।

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা জানে আমরা শ্রীমতের আধারে নিজেদের জন্য রাজধানী স্থাপন করছি। যে যত সার্ভিস করে, মনসা-বাচা-কর্মে নিজেরই কল্যাণ করে থাকে। এতে কামেলার কোনো ব্যাপার নেই। ব্যস্, এই পুরোনো দেহের ভাব ছাড়তে ছাড়তে তোমরা ওখানে গিয়ে পৌঁছাও। বাবাকে স্মরণ করলে খুশীও অনেক হয়। সর্বদা স্মরণে থাকলে খুশী আর খুশী। বাবাকে বিস্মৃত হলে বিষন্নতা চলে আসে। বাচ্চাদের সর্বদা উৎফুল্ল থাকা চাই। আমরা হলাম আত্মা। আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের পিতা এই (ব্রহ্মা বাবার) মুখ এর দ্বারা বলেন আর আমরা আত্মারা এই কান এর দ্বারা শুনি। নিজেদের এইরকম সব অভ্যাস রপ্ত করার জন্য পরিশ্রম করতে হয়। বাবাকে স্মরণ করতে করতে পরমধাম গৃহে ফিরে যেতে হবে। এই স্মরণের যাত্রাই ভীষণ ভাবে শক্তি প্রদান করে। তোমাদের এতোই শক্তি প্রাপ্ত হয় যে তোমরা বিশ্বের মালিক হয়ে ওঠো। বাবা বলেন তোমরা মামেকম্ স্মরণ করলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে। এই বিষয়টি সুনিশ্চিত করা চাই। পরিশেষে এই বশীকরণ মন্ত্রটিই কাজে আসবে। সবাইকে ঈশ্বরীয় বার্তাও এখানেই দিতে হবে- নিজেকে আত্মা মনে করো, এই শরীর হলো বিনাশী। বাবার আদেশ হলো আমাকে স্মরণ করলে পবিত্র হয়ে যাবে। বাচ্চারা, তোমরা বাবার স্মরণে বসেছো। সাথে জ্ঞানও আছে, কারণ তোমরা রচয়িতা আর রচনার আদি-মধ্য-অন্তকেও জানো। নিজের আত্মাতে সমস্ত জ্ঞান রয়েছে। তোমরা তো হলে স্বদর্শন চক্রধারী। তোমাদের এখানে বসে বসে অনেক উপার্জন হচ্ছে। তোমাদের দিন আর রাত শুধুই উপার্জন। তোমরা এখানে আসোই প্রকৃত উপার্জন করতে। সত্যিকারের উপার্জন আর কোথাওই হয় না, যা সঙ্গে যাবে। তোমাদের তো কিছু জীবিকা অর্জনের জন্য কর্ম ইত্যাদি এখানে (মধুবনে) নেই। বায়ুমন্ডলও তেমনি সুন্দর। তোমরা যোগবলের দ্বারা বায়ুমন্ডলকেও শুদ্ধ করো। তোমরা অনেক সার্ভিস করছ। যারা নিজেদের সেবা করে তারাই ভারতের সেবা করে। আবার এই পুরানো দুনিয়াও থাকবে না। তোমরাও থাকবে না। দুনিয়াই নতুন হয়ে যাবে। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের বুদ্ধিতে সমস্ত জ্ঞান আছে। এটাও জানো যে - পূর্ব কল্পে যে সার্ভিস করেছিল সেই এখন করতে থাকে। প্রত্যেক দিন অনেককে নিজের সমান বানাতেই থাকে। এই জ্ঞান শুনে খুব খুশী হয়। রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। বলে এই জ্ঞান কখনো কারোর থেকে শুনি। তোমাদের ব্রাহ্মণদের থেকেই শুনছি। ভক্তি মার্গে তো পরিশ্রম কিছুই নেই। এতে সমস্ত পুরোনো দুনিয়াকে ভুলে যেতে হয়। এই অসীম জগতের সন্ধ্যাস বাবা-ই করান। তোমাদের বাচ্চাদের মধ্যেও নম্বর অনুযায়ী হয়। খুশীও নম্বর অনুযায়ী হয়, একরকম নয়। জ্ঞান-যোগও একরকম না। আর সব মানুষ তো দেহধারীদের কাছে যায়। এখানে তোমরা তাঁর কাছে আসো যার নিজের দেহ নেই।

স্মরণের পুরুষার্থ যত করতে থাকবে ততই সতোপ্রধান হতে থাকবে। খুশী বাড়তে থাকবে। এ হলো আত্মা আর পরমাত্মার শুদ্ধ লভ। তিনি হলেন নিরাকার। তোমাদের মরচে যত উঠে যেতে থাকবে, আকর্ষণ ততই হবে। নিজেদের ডিগ্রী তোমরা দেখতে পারো - আমরা কতো খুশীতে থাকি। এতে আসনে বসা ইত্যাদির ব্যাপার নেই। হঠযোগ নয়। আরাম করে বসে বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। শুয়ে শুয়েও স্মরণ করতে পারো। অসীম জগতের পিতা বলেন আমাকে স্মরণ করলে তোমরা সতোপ্রধান হয়ে যাবে আর পাপ খন্ডন হবে। অসীম জগতের পিতা তোমাদের টিচারও বটে, সঙ্করও, তাঁকে খুব ভালোবেসে স্মরণ করতে হবে। এতেই মায়া বিঘ্ন ঘটায়। দেখতে হবে আমি কি বাবার স্মরণে থেকে প্রফুল্লতার সাথে আহার প্রস্তুত করেছি? দয়িতার যদি দয়িতের সাথে মিলন হয় তবে অবশ্যই খুশী হবে। স্মরণে থাকার জন্য তোমাদের অনেক জমা হতে থাকে। লক্ষ অনেক বড়। তোমরা কি থেকে কি হও। প্রথমে তো অবুঝ ছিলে, এখন তোমরা অনেক বুঝদার হয়েছ। তোমাদের এইম-অবজেক্ট কতো ফার্স্টক্লাস। তোমরা জানো, আমরা বাবাকে স্মরণ করতে করতে এই পুরানো দুনিয়ার চামড়াটি ছেড়ে গিয়ে নতুন নিই। কর্মাতীত অবস্থা হলে আবার এই খোলস ছেড়ে দেবো। বাড়ির কাছাকাছি এলে

বাড়ির কথাই তো স্মরণে আসে তাই না ! বাবার জ্ঞান অত্যন্ত মধুর। বাচ্চাদের কতো নেশা থাকা উচিত। ভগবান এই রথে (ব্রহ্মা বাবার দেহে) বসে তোমাদের পড়াচ্ছেন। তোমাদের এখন হলো (চড়তি কলা) উর্ধ্ব গতিতে চলার সময়। তোমাদের চড়তি কলায় সকলের মঙ্গল হয়। তোমরা কোনো নতুন কথা শুনছো না। জানো যে অনেক বার আমরা শুনেছি, সেটাই আবার শুনছি। শুনে ভিতরে ভিতরে বিগলিত হতে থাকবে। তোমরা হলে আননো ওয়ারিয়র্স, যারা কিনা ভেরি ওয়েলনো। তোমরা সমগ্র বিশ্বকে হেভেন করে তোলা, তাই দেবীদের এতো পূজা হয়। যে করে আর যিনি করান দুইয়েরই পূজা হয়। বাচ্চারা জানে দেবী-দেবতা ধর্মের যারা তাদেরকলম সারিবদ্ধ হচ্ছে। এই নিয়ম এখন শুরু হলো। তোমরা নিজেদের তিলক লাগাও। যে ভালো করে পড়াশুনা করে সে নিজেকে স্কলারশিপের যোগ্য করে তোলে। বাচ্চাদের স্মরণের যাত্রার অনেক পুরুষার্থ করা উচিত। নিজেদেরকে ভাই-ভাই মনে করলে নাম-রূপের ভাব বেরিয়ে যাবে, এতেই পরিশ্রম। অনেক মনোযোগ দিতে হবে। ব্যর্থ কথা কখনো শুনো না। বাবা বলেন আমি যা শোনাবো, সেটা শোনো। ঝগড়া-ঝাঁটির কথা শুনো না। কান বন্ধ করো। সবাইকে শান্তিধাম আর সুখধামের রাস্তা বলতে থাকো। যে যত বেশী জনকে রাস্তা বলে, সে ততই লাভবান হয়। উপার্জন হয়। বাবা এসেছেন সকলকে সুসজ্জিত করতে আর গৃহে নিয়ে যেতে। বাবা সর্বদা বাচ্চাদের সহযোগী হন। যারা বাবার সহযোগী হয়েছে, বাবা তাদেরও ভালোবাসার সাথে দেখেন। যারা অনেককে রাস্তা বলে, বাবাও তাদের খুব স্মরণ করেন। তাদেরও বাবার স্মরণের প্রতি আকর্ষণ বোধ হয়। স্মরণের দ্বারাই মরচে ঝড়ে যায়, বাবাকে স্মরণ করা মানে গৃহের স্মরণ করা। সর্বদা বাবা-বাবা করতে থাকো। এ হলো ব্রাহ্মণদের আত্মিক যাত্রা। সুপ্রিম আত্মাকে স্মরণ করতে করতে গৃহে পৌঁছে যাবে। যত দেহী-অভিমানী হওয়ার পুরুষার্থ করবে ততো কর্মেন্দ্রীয় বশ হতে থাকবে। কর্মেন্দ্রীয়কে বশ করার একটাই উপায় হলো- স্মরণ। তোমরা হলে আধ্যাত্মিক (রুহানী) স্বদর্শন চক্রধারী ব্রাহ্মণ কুল ভূষণ। এটা হলো তোমাদের সর্বোত্তম শ্রেষ্ঠ কুল। ব্রাহ্মণ কুল দেবতাদের কুলের থেকেও উচ্চ, কারণ তোমাদের বাবা পড়ান। তোমরা বাবার হয়েছে, বাবার থেকে বিশ্বের বাদশাহীর উত্তরাধিকার নেওয়ার জন্য। বাবা উচ্চারণ করলেই উত্তরাধিকারের সুগন্ধ আসে। শিবকে প্রায়ই বাবা-বাবা বলা হয়। শিববাবা হলেনই সঙ্গতি দাতা আর কেউ সঙ্গতি দিতে পারে না। খাঁটি সন্মুখ হলেন একজনই নিরাকার, যিনি অর্ধ-কল্পের জন্য রাজ্য দিয়ে যান। তাই মূল কথাই হলো স্মরণ। শেষ সময় কোনো শরীরের ভাব অথবা ধন-দৌলত স্মরণে যেন না আসে। নয়তো পুনর্জন্ম নিতে হবে। ভক্তিতে কাশী-কলবটে বলিদান হয়, তোমরাও কাশী কলবটে বলি হয়েছে অর্থাৎ বাবার হয়ে গেছে। ভক্তি মার্গেও কাশী কলবটে বলিদান হয়ে মনে করে সব পাপ খন্ডন হয়ে গেল। কিন্তু কেউ ফিরে যেতে পারে না। যখন সবাই উপর থেকে চলে আসবে আবার বিনাশ হবে। বাবাও যাবেন, তোমরাও যাবে। সকলে বলে পান্ডব পাহাড়ের উপরে গলে গেছিল। ওটা তো যেন অপঘাত হয়ে গেল। বাবা ভালো করে বোঝান। বাচ্চারা, সকলের সঙ্গতি দাতা এক আমিই, কোনো দেহধারী তোমাদের সঙ্গতি করতে পারে না। ভক্তির সময় থেকে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমেছো, শেষে বাবা এসে জোর করে তোলেন। একে বলা হয় হঠাৎ অসীম জগতের সুখের লটারী পাওয়া। সেটা হয় ঘোড় দৌড়। এটা হলো আত্মাদের দৌড়। কিন্তু মায়ার কারণে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে যায় বা সম্পর্কচ্ছেদ ঘটায়। মায়া বুদ্ধিযোগ ছিল করে। কামনার উপর পরাজয় হলে উপার্জন ঝড়ে যায়। কামনা অনেক বড় ভূত, কামনার উপর বিজয় প্রাপ্ত করলে জগতজিৎ হবে। লক্ষ্মী-নারায়ণ জগতজীত ছিল। বাবা বলেন এই অস্তিম জন্ম অবশ্যই পবিত্র হতে হবে, তবে বিজয় হবে। তা না হলে পরাজিত হবে। এটা হলো মৃত্যুলোকের অস্তিম জন্ম। অমরলোকের ২১ জন্মের আর মৃত্যু লোকের ৬৩ জন্মের রহস্য বাবা-ই বোঝান। এখন হৃদয় থেকে জিজ্ঞাসা করো আমি কি লক্ষ্মী-নারায়ণ হওয়ার যোগ্য? যত ধারণা হতে থাকবে ততই খুশীও হবে। কিন্তু ভাগ্যে না থাকলে মায়া স্থির হতে দেয় না।

এই মধুবনের প্রভাব দিনে দিনে ক্রমশঃ আরো বেশী বৃদ্ধি পাবে। মুখ্য ব্যাটারি হলো এখানে, যে সার্ভিসেবেল বাচ্চা, তাকে বাবার খুব প্রিয় মনে হয়। যারা ভালো সার্ভিসেবেল বাচ্চা তাদের বেঁছে বেঁছে বাবা সার্চলাইট দেন। তারাও অবশ্যই বাবাকে স্মরণ করে। সার্ভিসেবেল বাচ্চাদের বাপদাদা দু'জনে স্মরণ করেন, সার্চলাইট দেন। বলেন যা দেবে সেটাই ঘুরে ফিরে আসবে... স্মরণ করলে স্মরণের রেসপন্স পাবে। একদিকে সারা দুনিয়া আর একদিকে তোমরা খাঁটি ব্রাহ্মণ। তোমরা উচ্চতমের চেয়েও উচ্চ বাবার সন্তান, যে বাবা হলেন সকলের মোক্ষদাতা। তোমাদের এই দিব্য জন্ম হীরে তুল্যা। আমাদের কড়ি থেকে হীরা উনিই করেন। অর্ধ কল্পের জন্য এতো সুখ দিয়ে দেন যে আবার ওনাকে স্মরণ করার প্রয়োজন হয় না। বাবা বলেন-- বাচ্চারা প্রচুর পরিমাণ ধন তোমাদের দিচ্ছি। তোমরা সব হারিয়ে বসেছ। কতো হীরে জহরতের আমারই মন্দিরে লাগাও। এখন দেখো হীরের কতো দাম। আগে হীরের কিনলে তার উপরও কিছু ছাড়িয়ে হতো এখন তো সস্তির উপরেও ছাড় পাওয়া যায় না। তোমরা জানো কিভাবে রাজ্য নিয়েছি, কি ভাবে হারিয়েছো? এখন আবার নিচ্ছে। এই জ্ঞান অনেক ওয়ান্ডারফুল। কারোর বুদ্ধিতে মুশকিল মনে হয়। রাজস্ব নিতে গেলে সম্পূর্ণ শ্রীমতে চলতে হবে। নিজের মৃত্যু কাজে আসবে না। জীবিত থেকে বাণপ্রস্থে যেতে গেলে সব কিছু ওঁনাকে দিতে হবে। ওয়ারিশ করতে হবে। ভক্তি

মার্গেও ওয়ারিশ করে। দান করে কিন্তু কম সময়ের জন্য। এখানে তো ওঁনাকে (শিববাবা) ওয়ারিশ করতে হবে - জন্মজন্মান্তরের জন্য। কথায় আছে ফলো ফাদার। যে ফলো করে সে-ই উঁচু পদ প্রাপ্ত করে। অসীম জগতের পিতার হলে অসীম জগতের উত্তরাধিকার প্রাপ্তি হবে। শিববাবা হলেন দাতা। এই ভাঁড়ার হলো ওঁনার। ভগবানের নিমিত্তে যে দান করে, দ্বিতীয় জন্মে অল্প সময়ের সুখ পায়। সেটা (ভক্তি মার্গে) হলো ইনডায়রেক্ট। এটা (জ্ঞান মার্গে) হলো ডায়রেক্ট। শিববাবা তোমাদের ২১জন্মের জন্য দেন। কারোর মনে হয় আমি শিববাবাকে দিচ্ছি। এ যেন ইনসাল্ট। বাচ্চারা দেয় নেওয়ার জন্য। এটা হলো বাবার ভাঁড়ার। কাল কন্টক দূর হয়ে যায়। বাচ্চারা পড়াশুনা করে অমরলোকের জন্য। এটা হলো কাঁটার জঙ্গল। বাবা ফুলের বাগানে নিয়ে যান। তাই বাচ্চাদের অনেক খুশী হতে হবে। দৈবী গুণও ধারণ করতে হবে। বাবা কতো ভালোবেসে বাচ্চাদের ফুল তৈরী করেন। বাবা অনেক ভালোবেসে বোঝান। নিজের কল্যাণ করতে চাইলে দৈবী গুণও ধারণ করো আর কারোর অবগুণ দেখো না। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) অসীম জগতের পিতার থেকে সার্চ লাইট নেওয়ার জন্য ওঁনার সহযোগী হতে হবে। মুখ্য ব্যাটারির সাথে নিজের কানেকশন জুড়ে রাখতে হবে। কোনো কথায় সময় নষ্ট করতে নেই।

২) প্রকৃত উপার্জন করতে বা ভারতের প্রকৃত সেবা করার জন্য এক বাবার স্মরণে থাকতে হবে, কারণ স্মরণের দ্বারা বায়ুমন্ডল শুদ্ধ হয়। আত্মা সতোপ্রধান হয়ে ওঠে। অপার খুশীর অনুভব হয়। কর্মেন্দ্রিয় বশ হয়ে যায়।

বরদানঃ:- স্ব-পরিবর্তনের দ্বারা বিশ্ব-পরিবর্তনের কার্যে হৃদয়ের পছন্দ মতো সফলতা প্রাপ্তকারী সিদ্ধিস্বরূপ ভব প্রত্যেকে স্ব-পরিবর্তন দ্বারা বিশ্ব পরিবর্তন করার সেবাতে রত আছে। সকলের মনে এই উৎসাহ-উদ্দীপনা আছে যে এই বিশ্বকে পরিবর্তন করতেই হবে আর নিশ্চয়ও আছে যে পরিবর্তন হবেই। যেখানে সাহস থাকে সেখানে উৎসাহ-উদ্দীপনাও আছে। স্ব-পরিবর্তনের দ্বারাই বিশ্ব পরিবর্তনের কাজে হৃদয়ের পছন্দ মতো সফলতা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এই সফলতা তখন প্রাপ্ত হয় যখন একই সময়ে বৃত্তি, ভায়ব্রেশন আর বাণী তিনটিই শক্তিশালী হবে।

স্নোগানঃ:- যখন বাণীতে স্নেহ আর সংযম হবে তখন বাণীর এনার্জী জমা হবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent

4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - ঘর পরিবারে থেকেও পারলৌকিক বাবার কাছ থেকে সম্পূর্ণ অবিনাশী উত্তরাধিকার গ্রহণ করতে হবে, সুতরাং নিজের সবকিছু এক্সচেঞ্জ করে নাও, এ হলো অনেক বড় বিজনেস"

*প্রশ্নঃ - ডামার জ্ঞান কোন বিষয়ে বাচ্চারা, তোমাদের অনেক সাহায্য করে থাকে?

*উত্তরঃ - যখন শরীর রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে তখন ডামার জ্ঞান অনেক সহযোগ প্রদান করে থাকে। কেননা তোমরা জানো যে এই ডামা হুবহু রিপিট হচ্ছে। এখানে কাল্পনিক দৃষ্টান্ত করার কোনো প্রশ্নই নেই। কর্মের হিসাব-নিকাশ মেটাতে হবে। ২১ জন্মের সুখের উপহারের সাথে তুলনা করলে এই দৃষ্টান্ত কিছুই নয়। এই জ্ঞান সম্পূর্ণ না থাকার কারণে ছটফট করে থাকে।

ওম শান্তি। ভগবানুবাচ। ভগবান তাঁকেই বলা হয় যাঁর নিজের কোনও শরীর নেই। এমনটাও নয় যে ভগবানের নাম, রূপ, দেশ, কাল কিছুই নেই। তা নয়, ভগবানের শরীর নেই। এছাড়া কিন্তু সমস্ত আত্মাদের নিজের নিজের শরীর আছে। এখন বাবা বলছেন মিষ্টি মিষ্টি আত্মিক বাচ্চারা, নিজেকে আত্মা মনে করে বসো। প্রকৃত অর্থে আত্মাই শোনে, রোল প্লে করে, শরীর দ্বারা কর্ম করে। আত্মাই সংস্কার নিয়ে যায়। ভালো মন্দ কর্মের ফলও আত্মাই ভোগ করে, শরীরের সাথে। শরীর ছাড়া তো ভোগ হতে পারে না। তাই বাবা বলেন নিজেকে আত্মা মনে করে বসো। বাবা আমাদের শোনান। আমরা আত্মারা এই শরীর রূপী কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা শুনি। ভগবানুবাচ : "মনমনাভব"। দেহ সহ দেহের সব ধর্মকে ত্যাগ করে নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো। একথা একজন বাবাই বলেন, যিনি গীতার ভগবান। ভগবান অর্থাৎ যিনি জন্ম-মৃত্যুর উর্ধ্বে। (জন্ম-মৃত্যু নেই)। বাবা বোঝান - আমার অলৌকিক জন্ম। আর কেউ এমন জন্ম গ্রহণ করে না। যেমন আমি এনার মধ্যে (ব্রহ্মা বাবা) প্রবেশ করি। এসব ভালোভাবে স্মরণ করা উচিত। এমন নয়, সবকিছু ভগবান করেন, পূজ্য-পূজারী, কাঠ পাথরের ভিতরেও পরমাত্মা বাস করেন। ২৪ অবতার, কচ্ছ-মৎস অবতার, এমনকি পরশুরামকেও অবতার রূপে দেখানো হয়েছে। এখন তোমরা বুঝেছো ভগবান পরশুরাম রূপে অবতার হয়ে কুঠার নিয়ে হিংসার আশ্রয় নেবেন! সম্পূর্ণ ভুল। যেমন পরমাত্মাকে সর্বব্যাপী বলে দিয়েছে, তেমনই কল্পের আয়ু লক্ষ বছর লিখেছে, একেই বলে ঘোর অন্ধকার অর্থাৎ কোনও জ্ঞান নেই। জ্ঞানের দ্বারাই আলোর প্রবেশ ঘটে। এখন অজ্ঞানতার ঘোর অন্ধকার চলছে। তোমরা বাচ্চারা এখন আলোয় প্রবেশ করেছে। তোমরা সবাইকে ভালোভাবে জেনেছো। যারা জানেনা তারাই পূজা ইত্যাদি করে থাকে। তোমরা সবাইকে জেনে গেছো সেইজন্য তোমাদের পূজা করার প্রয়োজন নেই। তোমরা এখন পূজারী থেকে মুক্ত হয়েছ। পূজ্য দেবী-দেবতা হওয়ার জন্য তোমরা এখন পুরুষার্থ করছ। তোমরাই পূজ্য দেবী-দেবতা ছিলে তারপর পূজারী মনুষ্য হয়েছ। মানুষের মধ্যেই আছে আসুরি গুণ আর তাই নিয়ে গীতও আছে - মানুষকে দেবতা করে তোলে। মানুষকে দেবতা করে তুলতে বেশি সময় লাগে না। এক সেকেন্ডেই দেবতা করে তোলেন। বাচ্চারা বাবাকে চেনার সাথে সাথেই শিববাবা বলতে শুরু করে। বাবা বললেই অন্তরে এটাই জেগে ওঠে যে, আমরা বিশ্বের, স্বর্গের মালিক হতে যাচ্ছি। ইনি হলেন অসীম জগতের পিতা। এখন তোমরা দ্রুততার সাথে বাবার হয়ে উঠেছ। বাবা বলেন ঘর পরিবারে থেকেই এখন তোমরা পারলৌকিক বাবার কাছ থেকে এই অবিনাশী উত্তরাধিকার গ্রহণ কর। লৌকিক উত্তরাধিকার তো তোমরা নিয়েই আসছ, এখন লৌকিক বর্সাকে পারলৌকিক উত্তরাধিকারের সাথে এক্সচেঞ্জ করে নাও। কত সুন্দর সওদা। লৌকিক উত্তরাধিকার দিয়ে কি হবে? এ হল অনন্ত অধিকার, যা গরিবরা চট করে গ্রহণ করে নেয়। বাবা গরিবদের-ই দত্তক নিয়ে থাকেন। বাবা হলেন দীনবন্ধু, তাই না! গীতও আছে আমি দীনবন্ধু। ভারত সবচেয়ে গরিব। আমিও আসি এই ভারতে। এখানে এসে বিত্তবান করে তুলি। ভারতের মহিমা প্রসিদ্ধ। এ হলো সবচেয়ে বড় তীর্থ। কিন্তু কল্পের আয়ু দীর্ঘ করে দেওয়ার জন্য সম্পূর্ণ ভুলে গেছে। ভাবে ভারত খুব বিত্তশালী ছিল, এখন গরিব হয়ে গেছে। আগে সবজি-আনাজ সব এখান থেকে বিদেশ যেত। এখন বুঝেছে ভারত গরিব হয়ে গেছে, তাই সাহায্য করে থাকে। এমনও তো হয় - যখন কোনও বিখ্যাত মানুষ অসফল হয়, তখন সবাই মিলে আলাপ-আলোচনা করে তাকে সাহায্য করা হয়। এই ভারত সবচেয়ে প্রাচীন। ভারতই স্বর্গ ছিল। সর্বপ্রথম আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল। শুধুমাত্র সময় দীর্ঘ করে দেওয়ার জন্য মুষড়ে পড়ে। ভারতকেও কতভাবে সাহায্য করা হয়। বাবাকেও ভারতেই আসতে হয়।

তোমরা বাচ্চারা জানো আমরা এখন বাবার কাছ থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার গ্রহণ করছি। লৌকিক বাবার কাছ থেকে

পাওয়া উত্তরাধিকার পারলৌকিক বাবার সাথে এক্সচেঞ্জ করছি। যেমন ব্রহ্মা বাবা করেছিলেন। দেখেছিলেন, পারলৌকিক বাবার কাছ থেকে রাজমুকুট-রাজসিংহাসন প্রাপ্ত হয় - কোথায় সেই বাদশাহী আর কোথায় এই সামান্য গদি। বলাও হয়ে থাকে ফলো ফাদার। এখানে না খেয়ে মরবার কোনো প্রশ্নই নেই। বাবা বলেন ট্রাস্টি হয়ে সবকিছুর প্রতি যত্নশীল হও। বাবা এসে সহজ পথ বলে দেন। বাচ্চারা অনেক কষ্টের দিন দেখেছে, তবেই তো বাবাকে আহ্বান করে - হে পরমপিতা পরমাত্মা, দয়া করো। সুখের সময় কেউ বাবাকে স্মরণ করে না, দুঃখের সময় সবাই বাবার নাম জপতে থাকে। এখন বাবা বলে দিচ্ছেন কিভাবে স্মরণ করা উচিত। তোমাদের তো স্মরণ করাও আসে না। আমি এসেই তোমাদের বলে দিই। বাচ্চারা নিজেকে আত্মা মনে করে, পারলৌকিক বাবাকে স্মরণ করলে তোমাদের পাপ বিনষ্ট হয়ে যাবে। প্রতিটি স্মরণ দ্বারা সুখ অনুভব কর, শরীরের কষ্ট, যন্ত্রণা সব শেষ হয়ে যাবে। শরীর সংক্রান্ত যা কিছু কষ্ট সব মিটে যাবে। তোমাদের আত্মা আর শরীর দুই-ই পবিত্র হয়ে যাবে। তোমরা এমনই কাঞ্চনকায় ছিলে। তারপর পুনর্জন্ম নিতে নিতে আত্মায় মরচে পড়ে যায়। শরীরও পুরানো প্রাপ্ত হয়। যেমন সোনার মধ্যে খাদ দেওয়া হয়। খাঁটি সোনার অলঙ্কার খাঁটি হয়ে থাকে। ওতে ঔজ্জ্বল্যও থাকে। খাদযুক্ত অলঙ্কার কালো হয়ে যায়। বাবা বলেন তোমাদের মধ্যেও খাদ পড়েছে, তাকে বের করে আনতে হবে। কিভাবে বেরোবে? বাবার সাথে যোগযুক্ত হও। যিনি শিক্ষা প্রদান করেন তাঁর সাথে যোগযুক্ত হতে হয় তাইনা! ইনি তো একাধারে বাবা, গুরু, টিচার সবকিছু। ওঁনাকে স্মরণ করলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে আর উনি তো তোমাদের শিক্ষা দিচ্ছেন।

পতিত-পাবন সর্বশক্তিমান তোমরা আমাকেই বল। কল্পে-কল্পে এসে বাবা এভাবেই বুঝিয়ে বলেন। মিষ্টি মিষ্টি হারিয়ে পাওয়া বাচ্চারা, ৫ হাজার বছর পরে তোমাদের পেয়েছি। সেইজন্য তোমাদের হারানিধি বলা হয়। এখন এই দেহের অহঙ্কার ত্যাগ করে আত্ম-অভিমानी হও। বাবা আত্মার জ্ঞানও প্রদান করেছেন, যা বাবা ছাড়া আর কেউ দিতে পারে না। এমন কোনও মানুষ নেই যার মধ্যে আত্মার জ্ঞান আছে। সন্ন্যাসী, সন্ত, গুরু, গোঁসাই কেউ-ই জানেনা। সবার শক্তি কমে গেছে। সমস্ত সৃষ্টি রূপী কল্পবৃক্ষ এখন জরাজীর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছে। এখন আবার নতুন করে স্থাপনা হতে চলেছে। বাবা এসেই ভিন্ন-ভিন্ন প্রকারের বৃক্ষের রহস্যকে বুঝিয়ে বলেন। তিনি বলেন প্রথমে তোমরা রাম রাজ্যে (শিবালয়ে, স্বর্গে) ছিলে, তারপর যখন বাম মার্গে এলে তখন থেকেই রাবণ রাজ্য শুরু হয়। তারপর অন্যান্য ধর্ম আসে। শুরু হয় ভক্তি মার্গ। আগে তোমরা জানতে না। কারও কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করতে পার - তোমরা রচয়িতা আর রচনার আদি-মধ্য অন্তকে জানো? কেউ বলতে পারবে না। বাবা ভক্তদের বলেন এখন তোমরা বিচার করে দেখো। বোর্ডে লিখে দাও - অ্যাক্টর হয়েও ড্রামার ডাইরেক্টর, ক্রিয়েটর, প্রিন্সিপাল অ্যাক্টরকে (প্রধান চরিত্রাভিনেতা) জানেনা, সূত্রাং এমন অ্যাক্টরকে কি বলবে? আমরা আত্মারা এখানে ভিন্ন-ভিন্ন শরীর ধারণ করে রোল প্লে করতে আসি নিশ্চয়ই এটা নাটক, তাই না!

গীতা হলো মা আর বাবা হলেন শিব। সৃষ্টির সবকিছুই তাঁর রচনা। গীতা নতুন জগতঃ স্থাপনা করে। এটাও সবার অজানা যে, নতুন দুনিয়া কিভাবে সৃষ্টি করে থাকেন। নতুন দুনিয়াতে সর্বপ্রথম তোমরাই যাবে। এখন হলো পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগী দুনিয়া। এটা যেমন পুরানো দুনিয়া নয়, তেমনি নতুন দুনিয়াও নয়। এ হলো সঙ্গম, ব্রাহ্মণদের শিখা (চটি, সর্বোচ্চ স্থান)। বিরাট রূপে না শিববাবাকে দেখানো হয়, না ব্রাহ্মণ চটিকে দেখানো হয়। তোমরা তো চটিও দেখিয়েছো একদম উপরেই, সেখানে তোমরা ব্রাহ্মণরা বসে আছো। দেবতাদের পরে আসে ঋত্বিয়। দ্বাপর থেকে শুরু হয় পেটের জন্য পূজারী, তারপর তারাই শূদ্রে পরিণত হয়। এ হলো ডিগবাজি খাওয়া। এই ডিগবাজিকেই তোমরা শুধুমাত্র স্মরণ কর। এটাই তোমাদের জন্য ৮৪ জন্মের যাত্রা। সেকেন্ডেই সব স্মরণে এসে যায়। আমরা এভাবেই চক্রাকারে ঘুরছি। এটাই সঠিক চিত্র। ওটা (ভক্তি মার্গের) ভুল। বাবা ছাড়া সঠিক চিত্র আর কেউ তৈরি করতে পারেনা। এই চিত্র দ্বারাই বাবা বুঝিয়ে বলেন। তোমরা এইভাবেই ডিগবাজি খেয়ে চলেছো। সেকেন্ডে তোমাদের যাত্রা শুরু হয়, এতে কষ্টের কোনও ব্যপার নেই। আত্মা রূপী বাচ্চারা বুঝেছে বাবা আমাদের পড়াচ্ছেন। এই সতসঙ্গ হলো যিনি সত্য সেই বাবার সাথে। ওটা (লৌকিক) হলো মিথ্যে সঙ্গ। সত্য খন্ড বাবাই এসে স্থাপনা করেন। মানুষের কোনও শক্তি নেই স্থাপনা করার। ভগবানই করতে পারেন। ভগবানকেই জ্ঞানের সাগর বলা হয়। সাধু-সন্ন্যাসীরা জানে না যে, এ হলো পরমাত্মার মহিমা। ঐ শান্তির সাগর এসে তোমাদের শান্তি প্রদান করছেন। অমৃতবেলায় তোমরা ড্রিল কর। শরীর থেকে আলাদা হয়ে বাবার স্মরণে থাকো। এখানে তোমরা এসেছ জীবিত হয়ে ও মৃতপ্রায় থাকতে। বাবার প্রতি পূর্ণ সমর্পিত হয়ে ওঠ তোমরা। এই পুরানো দুনিয়ার এটা পুরানো শরীর, এর প্রতি যেন ঘৃণা জন্মে গেছে, একেই ত্যাগ করে চলে যাবো, কিছুই যেন স্মরণে না আসে। সবকিছু তোমরা ভুলে গেছো। তোমরা বলেও থাক ভগবানই সবকিছু দিয়েছেন সূত্রাং এখন ওঁনাকে সবকিছু দিয়ে দাও। ভগবান তোমাদের বলেন তোমরা ট্রাস্টি হও। ভগবান ট্রাস্টি হবেন না। তোমরা ট্রাস্টি হয়ে ওঠো, তখন আর পাপ করবে না। আগে পাপ আত্মাদের সাথে লেনদেন হয়ে এসেছে। এখন সঙ্গম যুগে তোমাদের পাপাত্মাদের সাথে কোনও লেনদেন

নেই। পাপাত্মাদের দান করলে পাপ মাথায় চড়ে যাবে। বলো ঈশ্বরার্থে, আর দান করছ পাপাত্মাদের। বাবা তো কিছুই নেন না। বাবা বলেন সেন্টার খোলো এতে অনেকের কল্যাণ হবে।

বাবা বুঝিয়ে বলেন যা কিছুই হচ্ছে হুবহু ড্রামানুসারে রিপিট হচ্ছে। এরমধ্যে কাল্পনিকটি, দুঃখ প্রকাশ করার কোনও প্রশ্নই নেই। কর্মের হিসেব-নিকেশ মিটেছে এটা তো ভালোই হচ্ছে। বৈদ্যরা বলে সব রোগ উথলে বাইরে বেরিয়ে আসবে। বাবাও বলে থাকেন বাকি থাকা হিসেব-নিকেশ মিটিয়ে ফেলতে হবে। হয় যোগ দ্বারা, নতুবা সাজা খেয়ে মেটাতে হবে। সাজা তো (শাস্তি) খুব কড়া। রোগভোগ ইত্যাদি দ্বারা মিটে গেলে সেটাও অনেক ভালো। ঐ দুঃখ ২১ জন্মের সুখের উপহারের কাছে কিছুই নয়, কেননা সেখানে অনন্ত সুখ। জ্ঞান সম্পূর্ণ না থাকার কারণে অসুখ-বিসুখে ছটফট করতে থাকে। রোগগ্রস্ত হয়ে পড়ে যখন, তখন ভগবানকে স্মরণ করে। সেটাও ভালো। একজনকেই স্মরণ করতে হবে। বাবাও একথা বোঝান। ওরা ওদের গুরুকে স্মরণ করে, গুরু তো অনেকেই আছে। এক সঙ্করকে তোমরাই জানো। তিনি হলেন সর্বশক্তির অধিকারী। বাবা বলেন আমি এইসব বেদ, গ্রন্থ ইত্যাদি জানি। এসবই হলো ভক্তি মার্গের সামগ্রী, এর দ্বারা আমাকে পাওয়া যায় না। বাবা আসেন এই পাপ আত্মাদের দুনিয়ায়। এখানে পুণ্য আত্মা কোথা থেকে আসবে। যে সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম গ্রহণ করেছে তার শরীরেই আসি। সর্বপ্রথম সেই শোনে। বাবা বলেন এখানে তোমাদের স্মরণের যাত্রা ভালো হয়। যদিও তুফান আসবে কিন্তু বাবা বোঝাতে থাকেন যে নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ কর। কল্প পূর্বেও তোমরা এভাবেই জ্ঞান শুনেছিলে। প্রতিদিনই শুনছ। রাজধানী স্থাপন হতে চলেছে। পুরানো দুনিয়ারও বিনাশ ঘটবে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মূল্য সার:-

১). অমৃতবেলায় উঠে শরীর থেকে ডিট্যাচ হওয়ার ড্রিল করতে হবে। পুরানো দুনিয়া, পুরানো শরীর কিছুই যেন স্মরণে না আসে, সবকিছু ভুলে যেতে হবে।

২). সঙ্গম যুগে পাপ আত্মাদের সাথে লেনদেন করা উচিত নয়। কর্মের হিসেব-নিকেশ আনন্দের সাথে মেটাতে হবে। কাল্পনিকটি বা দুঃখ করা উচিত নয়। সবকিছুই বাবার কাছে সমর্পণ করে ট্রাস্টি হয়ে সামলাতে হবে।

বরদান:- অনুভবের শক্তির দ্বারা স্ব পরিবর্তনকারী তীব্র পুরুষার্থী ভব যেকোনও পরিবর্তনের সহজ আধার হলো অনুভবের শক্তি। যতক্ষণ অনুভবের শক্তি না আসে ততক্ষণ অনুভূতি হয় না আর যতক্ষণ অনুভূতি না হয় ততক্ষণ ব্রাহ্মণ জীবনের বিশেষত্বের ফাউন্ডেশন মজবুত হয় না। এবং উৎসাহ উদ্দীপনার চালও থাকে না। যখন অনুভবের শক্তি প্রতিটি কথার অনুভবী বানাবে তখন তীব্র পুরুষার্থী হয়ে যাবে। অনুভবের শক্তি সবসময়ের জন্য সহজ পরিবর্তন করিয়ে দেয়।

স্নোগান:- স্নেহের স্বরূপকে সাকারে ইমার্জ করে ব্রহ্মা বাবার সমান হও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium

Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবাকে ভালোবেসে স্মরণ করো তাহলে তোমরা সম্পন্ন হয়ে যাবে, দৃষ্টি দ্বারা সম্পন্ন হওয়ার অর্থ হলো বিশ্বের মালিক হওয়া"

*প্রশ্নঃ - দৃষ্টি দ্বারা সম্পন্ন করলেন স্বামী সদগুরু.... এই কথাটির বাস্তবিক অর্থ কি?

*উত্তরঃ - আত্মা যখন বাবার দ্বারা জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র প্রাপ্ত করে এবং সেই চোখ দিয়ে বাবাকে চিনতে পারে তখন সে সম্পন্ন হয়ে যায় অর্থাৎ সদগতি লাভ করে। বাবা বলেন - বাচ্চারা, দেহী-অভিমানী হয়ে তোমরা আমার দৃষ্টিতে একনিষ্ঠ হও অর্থাৎ আমাকে স্মরণ করো, অন্য সব সঙ্গ ত্যাগ করে এক আমার সঙ্গে যুক্ত হও তাহলে দূরবস্থা বা কাণ্ডাল স্থিতি থেকে সম্পন্ন বা ধনী হয়ে যাবে।

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি আত্মা রূপী বাচ্চারা কার কাছে আসে? আত্মাদের পিতা পরমাত্মার কাছে। তোমরা বুঝতে পারো আমরা শিববাবার কাছে যাই। এই কথাও জানো শিববাবা হলেন সর্ব আত্মার পিতা। এই কথাতেও বাচ্চাদের দৃঢ় বিশ্বাস থাকা চাই যে সুপ্রিম টিচারও হলেন তিনি, সুপ্রিম গুরুও হলেন তিনি । সুপ্রিম অর্থাৎ পরম। ওই এক-কেই স্মরণ করতে হবে। দৃষ্টি দ্বারা দৃষ্টির মিলন হয়। বলা হয়ে থাকে - দৃষ্টি দ্বারা সম্পন্ন করেন স্বামী সদগুরু। তার কোনো অর্থ তো থাকা চাই। দৃষ্টি দ্বারা সম্পন্ন করা হয় কাদের? অবশ্যই সম্পূর্ণ দুনিয়ার জন্যে বলা হবে, কারণ সকলের সদগতি দাতা হলেন তিনি। সকলকে এই পতিত দুনিয়া থেকে নিয়ে যান উনি। এবারে দৃষ্টিটি কার? এই চোখ দুটি কি? না , জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র যা প্রাপ্ত হয়। যার দ্বারা আত্মা জানতে পারে ইনি হলেন সকল আত্মাদের পিতা। বাবা আত্মাদের পরামর্শ দেন যে আমাকে স্মরণ করো। বাবা আত্মাদের বোঝান। আত্মারা-ই পতিত তমোপ্রধান হয়েছে। এখন এই হল তোমাদের ৮৪-তম জন্ম, এই নাটকটি পূর্ণ হয়েছে। পূর্ণ তো অবশ্যই হতে হবে। প্রতিটি কল্প পুরানো দুনিয়া থেকে নতুন দুনিয়ায় পরিণত হয়। নতুন দুনিয়া আবার পুরানো হয়। নামও আলাদা থাকে। নতুন দুনিয়ার নাম হল সত্যযুগ। বাবা বুঝিয়েছেন তোমরা প্রথমে সত্যযুগে ছিলে, তারপরে পুনর্জন্ম নিয়ে ৮৪ জন্ম পার করেছ। এখন তোমাদের আত্মা তমোপ্রধান হয়েছে। বাবাকে স্মরণ করলে সম্পন্ন হয়ে যাবে। বাবা সামনে থেকে বলেন আমাকে স্মরণ করো, আমি কে? পরমপিতা পরমাত্মা। বাবা বলেন - বাচ্চারা, দেহী-অভিমানী হও, দেহ-অভিমানী হয়ো না। আত্মা-অভিমানী হয়ে তোমরা আমার সঙ্গে দৃষ্টি মিলন করো তাহলে তোমরা সম্পন্ন হয়ে যাবে। বাবাকে স্মরণ করতে থাকো, এতে কোনও কষ্ট নেই। আত্মা-ই পড়াশোনা করে, পার্ট প্লে করে। খুব সূক্ষ্ম। যখন এখানে আসে তখন ৮৪ জন্মের পার্ট প্লে করে। সেই পার্ট আবার রিপিট করতে হয়। ৮৪ জন্মের পার্ট প্লে করে আত্মা পতিত হয়েছে। এখন আত্মার শক্তি কমেছে। এখন আত্মা সম্পন্ন নয়, কাণ্ডাল হয়েছে। তাহলে আবার সম্পন্ন হবে কিভাবে? এই শব্দটি হল ভক্তিমার্গের, যার সম্বন্ধে বাবা বোঝান। বেদ, শাস্ত্র, চিত্র ইত্যাদি বিষয়েও বোঝান। তোমরা এইসব চিত্র শ্রীমৎ অনুসারে তৈরি করেছ। অসুরী মতানুসারে অনেক অনেক চিত্র আছে। সেসব হল মাটির পাথরের। তার কোনো অক্যুপেশান নেই। এখানে তো বাবা এসে বাচ্চাদের পড়ান। ভগবানুবাচ বলা হয় অর্থাৎ এইসব হলো তাঁরই নলেজ । স্টুডেন্ট জানে ইনি অমুক টিচার। এখানে তোমরা বাচ্চারা জানো যে অসীম জগতের বাবা একবার-ই এসে এমন ওয়াল্ডারফুল পার্ট পড়ান। এই আত্মিক পড়াশোনা এবং ওই দৈহিক পড়াশোনার মধ্যে রাত-দিনের তফাৎ আছে। ওই পড়াশোনা পড়তে পড়তে রাত হয়, এই পড়া পড়লে দিন আসে। ওই পড়াশোনা তো জন্ম জন্মান্তর পড়েছে। এইখানে বাবা স্পষ্ট বলেন যে আত্মা যখন পবিত্র হবে তখন ধারণা হবে। বলা হয় বাঘিনীর দুধ সোনার পাত্রে রাখা যায়। তোমরা বাচ্চারা বুঝেছো, আমরা এখন সোনার পাত্রে পরিণত হচ্ছি। থাকব তো মানুষ কিন্তু আত্মাকে সম্পূর্ণ পবিত্র হতে হবে। ২৪ ক্যারেট ছিল এখন ৯ ক্যারেট হয়ে গেছে। আত্মার জ্যোতি যে প্রস্ফলিত ছিল এখন নিভু নিভু অবস্থায় পৌঁছেছে। জাগ্রত জ্যোতি এবং স্নান জ্যোতি মানুষের মধ্যেও তফাৎ আছে। জ্যোতি জাগ্রত হল কিভাবে এবং কিভাবে পদমর্যাদা প্রাপ্ত হল - সব কথা বাবা এসে বোঝান। বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করো। যারা আমাকে ভালো ভাবে স্মরণ করবে আমিও তাদের ভালো করে স্মরণ করব। এই কথাও বাচ্চারা জানে যে দৃষ্টি দ্বারা সম্পন্ন করেন একমাত্র বাবা হলেন স্বামী। ব্রহ্মার আত্মাও সম্পন্ন হয়। তোমরা সবাই হলে বহি পতঙ্গ, পরমাত্মাকে অগ্নি শিখা বলা হয়। কোনও পতঙ্গ শুধুমাত্র পরিচরম করতে আসে। কেউ বাবাকে ভালো ভাবে চিনতে পারে এবং জীবন্মুত (জীবিত অবস্থায় মৃত স্বরূপ) হয়ে যায়। কেউ পরিচরমা করে ফিরে যায়, মাঝে মাঝে আসে ও চলে যায়। এই সঙ্গমের-ই সম্পূর্ণ গায়ন আছে। এই সময় যা কিছু চলে তারই শাস্ত্র তৈরি হয়। বাবা একবার এসে স্বর্গের অধিকার (বর্সা) প্রদান করে চলে যান। অসীম জগতের পিতা অবশ্যই অসীমের বর্সা অর্থাৎ স্বর্গের উত্তরাধিকার দেবেন। গায়নও আছে ২১ জন্ম। সত্যযুগে কে উত্তরাধিকার প্রদান

করেন? ভগবান রচয়িতা নিজেই অর্ধকল্পের জন্যে বর্ষা প্রদান করেন রচনা-কে। স্মরণও সবাই তাঁকেই করে। তিনি-ই হলেন পিতা, টিচার, স্বামী ও সদ্ধুরু। তোমরা যদিও অন্যকে স্বামী সদ্ধুরু বলে সম্বোধন করো। কিন্তু সত্য পিতা হলেন একজন-ই। বাবাকে সর্বদা সত্য বা ঠুথ বলা হয়। তিনি এসে কোন্ ঠুথ করেন? তিনি-ই পুরানো দুনিয়াকে সত্যথণ্ডে পরিণত করেন। সত্যথণ্ডের জন্যে আমরা পুরুষার্থ করছি। যখন সত্যথন্ড ছিল অন্য সব থন্ড গুলি ছিল না। এইসব পরবর্তীকালে আসে। সত্য থণ্ডের কথা কারো জানা নেই। বাকি যে থন্ড গুলি এখন রয়েছে সেসবের কথা তো সবাই জানে। নিজের ধর্ম স্থাপক কে জানে। বাকি সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী এবং এই সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণ কুলের কথা কেউ জানে না। প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে বিশ্বাস করে, তারা বলে আমরা ব্রাহ্মণ ব্রহ্মার সন্তান, কিন্তু তারা হল কুখ বংশী (গর্ভের দ্বারা জন্ম লাভ হয়), তোমরা হলে মুখ বংশী। তারা হল অপবিত্র, তোমরা হলে মুখ বংশী পবিত্র। তোমরা মুখ বংশী হয়ে পুনরায় ছিঃ ছিঃ দুনিয়ায় রাবণ রাজ্যে চলে যাও। সেখানে রাবণ রাজ্য হয় না। এখন তোমরা চল নতুন দুনিয়ায়। তাকে বলা হয় ভাইসলেস ওয়ার্ল্ড। ওয়ার্ল্ড-ই নতুন পুরানো হয়। কিভাবে হয় সে কথা তোমরা জেনেছো। অন্য কারো বুদ্ধিতে নেই। লক্ষ বছরের কথা কেউ জানতেও পারে না। এটা তো অল্প সময়ের কথা। এইসব কথা বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন।

বাবা বলেন আমি আসি তখন যখন বিশেষ করে ভারতে ধর্মের গ্লানি হয়। অন্য স্থানে কেউ জানে না যে নিরাকার পরমাত্মা কি বস্তু। বিশাল লিঙ্গ তৈরি করে রেখেছে। বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে - আত্মার সাইজ কখনও ছোট-বড় হয় না। যেমন আত্মা অবিনাশী, তেমনই বাবাও হলেন অবিনাশী। তিনি হলেন সুপ্রিম আত্মা। সুপ্রিম অর্থাৎ সর্বদা পবিত্র এবং নির্বিকারী। তোমরা আত্মারাও নির্বিকারী ছিলে, দুনিয়াও নির্বিকারী ছিল। সেই স্থানকে বলা হয় সম্পূর্ণ নির্বিকারী, নতুন দুনিয়া যা অবশ্যই পুরানো হয়। কোয়ালিটি কম হয়ে যায়। দুই কলা বা কোয়ালিটি কম হয়ে চন্দ্রবংশী রাজ্য ছিল তারপরে দুনিয়া আরও পুরানো হতে থাকে। পরে অনেক থন্ড আসে। তাদের বলা হয় বাইপ্লট, কিন্তু মিস্ত্র হয়ে যায়। ড্রামা প্ল্যান অনুযায়ী যা কিছু হয় সব আবার রিপিট হবে। যেমন বৌদ্ধ ধর্মের কোনো বিশিষ্ট জন এসে অনেককে বৌদ্ধ ধর্মে নিয়ে যায়। ধর্ম পরিবর্তন করিয়ে দিল। হিন্দুরা নিজের ধর্ম নিজেরাই বদলেছে, কারণ কর্ম ভ্রষ্ট হওয়ার দরুন ধর্ম ভ্রষ্টও হয়েছে। বাম মার্গে চলে গেছে। জগন্নাথের মন্দিরও গিয়েছে হয়তো, কিন্তু কারো কোনো চিন্তন চলে না। নিজেরা বিকারী, তাই তাঁদেরও বিকারী দেখিয়েছে। এই কথা বুঝতে পারেনি যে দেবতারা যখন বাম-মার্গে গেছে, তখন এমন বিকারী হয়েছে। সেই সময়েরই এই চিত্র। দেবতা নাম তো খুব ভালো। হিন্দু তো হিন্দুস্তানের নাম। তারপরে নিজেদেরকে হিন্দু বলেছে। কতখানি ভুল হয়েছে। তাই বাবা বলেন "যদা যদা হি ধর্মস্যঃ" বাবা ভারতে আসেন। এমন তো বলেন না - আমি হিন্দুস্তানে আসি। এই হল ভারত, হিন্দুস্তান বা হিন্দু ধর্ম নেই। মুসলমানরা হিন্দুস্তান নাম রেখেছে। এও ড্রামাতে নির্দিষ্ট আছে। ভালো রীতি বোঝা উচিত। এও নলেজ। পুনর্জন্ম নিতে নিতে বাম মার্গে এসে ভ্রষ্টাচারী হয়, তারপরে দেবতাদের সামনে গিয়ে বলে, আপনি হলেন সম্পূর্ণ নির্বিকারী। আমরা হলাম বিকারী পাপী অন্য কোনও থণ্ডের মানুষ এমন বলবে না। আমরা নীচু অথবা আমাদের কোনও গুণ নেই। কেউ এমন বলছে তোমরা শোনোনি হয়তো। শিখ ধর্মের লোকেরা গ্রন্থসাহেবের সামনে বসে কিন্তু কখনও এমন বলে না যে নানক, তুমি নির্বিকারী, আমরা বিকারী। গুরু নানকের অনুগামীরা কঙ্কন (লৌহ বালা) ধারণ করে, সেটা হলো নির্বিকারী হওয়ার প্রতীক। কিন্তু বিকার ছাড়া থাকতে পারে না। মিথ্যা চিহ্ন গুলি রেখেছে। যেমন হিন্দু মানুষ পৈতা ধারণ করে, সেইটি হল পবিত্রতার চিহ্ন। আজকাল তো ধর্মকে কেউ বিশ্বাস করে না। এই সময় ভক্তিমার্গ চলছে। যাকে বলা হয় ভক্তি কাল্ট। জ্ঞান কাল্ট হল সত্যযুগে। সত্যযুগে দেবতারা হলেন সম্পূর্ণ নির্বিকারী। কলিযুগে সম্পূর্ণ নির্বিকারী কেউ হতে পারে না। প্রবৃত্তি মার্গের স্থাপনা তো বাবা-ই করেন। বাকিরা সবাই গুরু নিবৃত্তি মার্গের অর্থাৎ সন্ন্যাস ধর্মের, বাবার চেয়ে গুরুদের জোর বেশি হয়েছে। বাবা বলেন এইসব যা কিছু তোমরা পড়েছো, সেসবের দ্বারা আমাকে প্রাপ্ত করা সম্ভব নয়। আমি যখন আসি, তখন সবাইকে দৃষ্টি দ্বারা সম্পন্ন করি। গায়নও আছে দৃষ্টি দ্বারা সম্পন্ন করেন স্বামী সদগুরু তোমরা এখানে কেন এসেছো? সম্পন্ন হতে। বিশ্বের মালিক হতে। বাবাকে স্মরণ করো তাহলে সম্পন্ন হয়ে যাবে। কেউ কখনও বলবে না যে এমন করলে তোমরা এমন হয়ে যাবে। বাবা-ই বলেন তোমাদের এইরূপ (দেবতা স্বরূপ) হতে হবে। তাঁরা লক্ষ্মী-নারায়ণ কিভাবে হয়েছেন? কেউ জানে না। বাচ্চারা, বাবা তোমাদের সবকিছু বলেন, ব্রহ্মাবাবা ৮৪ জন্ম নিয়ে পতিত হয়েছেন তারপরে আমি তোমাদের দেবতায় পরিণত করতে আসি।

বাবা নিজের পরিচয় দেন এবং দৃষ্টি দ্বারা সম্পন্নও করেন। এই কথা কার উদ্দেশ্যে বলা হয়? এক সদ্ধুরুর উদ্দেশ্যে। জাগতিক গুরুদের তো সংখ্যা অনেক এবং মাতারা হলেন অবলা, অবোধ। তোমরা সবাই হলে ভোলানাথের সন্তান। শঙ্করের উদ্দেশ্যে বলা হয় চোখ খুলতেই বিনাশ হয়। এও তো একপ্রকার পাপ কর্ম। বাবা কখনও এমন কাজের জন্য ডাইরেকশন দেন না। বিনাশ তো অন্য কিছু দিয়ে হবে তাইনা। বাবা এমন ডাইরেকশন দেন না। এইসব তো বিজ্ঞানের

আবিষ্কার, বুঝতে পারে আমরা নিজের কুলের নিজেরাই বিনাশ করি। তারাও ডামার বন্ধনে আবদ্ধ। ত্যাগ করতে পারবে না। নাম বিখ্যাত হয়। চাঁদে যায় কিন্তু কোনও লাভ হয় না।

মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরাও বাবার সঙ্গে দৃষ্টি মিলন করো অথবা হে আত্মা, নিজের পিতাকে স্মরণ করো তাহলে সম্পন্ন হয়ে যাবে। বাবা বলেন - যারা আমায় স্মরণ করে, আমিও তাদের স্মরণ করি। যারা আমার জন্যে সার্থিস করে, আমিও তাদের স্মরণ করি, ফলে তারা শক্তি প্রাপ্ত করে। তোমরা সবাই এখানে বসে আছো যারা সম্পন্ন হবে, তারা রাজা হবে। গায়নও আছে অন্য সব সঙ্গ ত্যাগ করে এক সঙ্গ তে যুক্ত হই। এক হলেন নিরাকার। আত্মাও হলেন নিরাকার। বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করো। তোমরা নিজেরা বল হে পতিত-পাবন এই কথা কাকে বলেছে? ব্রহ্মাকে, বিষ্ণুকে, শঙ্করকে? না। পতিত-পাবন হলেন একজনই, তিনি হলেন সর্বদা পবিত্র। তাঁকে বলা হয় সর্বশক্তিমান। বাবা-ই সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের নলেজ বলে দেন এবং তাঁর সব শাস্ত্রের জ্ঞান আছে। সন্ন্যাসীরা শাস্ত্র ইত্যাদি পাঠ করে টাইটেল অর্জন করেন। বাবার তো প্রথম থেকেই টাইটেল আছে। তাঁকে পাঠ করে নিতে হয় না। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা ওঁনার আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) অগ্নি শিখায় (পিতা পরমাত্মা) জীবিত অবস্থায় মৃত অর্থাৎ সমর্পিত হয়ে বহি পতঙ্গ হতে হবে, শুধু ঘোরাফেরা করলে হবে না। ঈশ্বরীয় পঠন পাঠন ধারণ করবার জন্য বুদ্ধিকে সম্পূর্ণ পবিত্র করতে হবে।

২) অন্য সব সঙ্গ ত্যাগ করে এক বাবার সঙ্গে যুক্ত হতে হবে। এক এর স্মরণে থেকে নিজেকে সম্পন্ন করতে হবে।

বরদান:- হৃদয়ের অনুভবের দ্বারা দিলারামের আশীর্বাদ প্রাপ্তকারী স্ব পরিবর্তক ভব
স্ব অর্থাৎ নিজেকে পরিবর্তন করার জন্য দুটি কথার অনুভব সত্য হৃদয় থেকে চাই, ১ - নিজের দুর্বলতার অনুভব, ২ - যে পরিস্থিতি বা ব্যক্তি নিমিত্ত হয় তার ইচ্ছা আর মনের ভাবনার অনুভব। পরিস্থিতিরূপী পরীক্ষার কারণে জেনে নিজে পাস হওয়ার শ্রেষ্ঠ স্বরূপের অনুভব যাতে হয় যে - স্ব স্থিতি হলো শ্রেষ্ঠ, পরিস্থিতি হলো পরীক্ষা - এই অনুভব সহজেই পরিবর্তন করিয়ে দেবে আর সত্য হৃদয় থেকে অনুভব করলে তো দিলারামের আশীর্বাদও প্রাপ্ত হবে।

স্লোগান:- ওয়ারিস্ (উত্তরাধিকারী) হলো সে যে এভারেডি হয়ে প্রতিটি কার্যে 'জী হজুর হাজির' বলে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent

4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - শ্রীমতে চলে যারা খুব ভালো সার্ভিস করে, তারাই রাজস্বের প্রাইজ প্রাপ্ত করে, বাচ্চারা, তোমরা এখন বাবার সাহায্যকারী হয়েছো, তাই তোমরা অনেক বড় প্রাইজ পাও"

*প্রশ্নঃ - বাবার জ্ঞান ডাম্প কোন্ বাচ্চাদের সামনে খুব ভালো হয়?

*উত্তরঃ - যাদের জ্ঞানের শখ আছে, যাদের যোগের নেশা আছে, তাদের সামনে জ্ঞান ডাম্প খুব ভালো হয়। স্টুডেন্টরা নম্বরের ক্রমানুসারে হয় কিন্তু এ হলো এক আশ্চর্য স্কুল, কারো কারো মধ্যে সামান্যতমও জ্ঞান নেই, কেবল ভাবনা আছে, সেই ভাবনার আধারে অবিনাশী উত্তরাধিকারের অধিকারী হয়ে যায়।

ওম্ শান্তি। আত্মা রূপী বাচ্চাদের আত্মাদের বাবা বোঝান যে, একে বলা হয় আধ্যাত্মিক জ্ঞান বা স্পিরিচুয়াল নলেজ। এই আধ্যাত্মিক জ্ঞান একমাত্র বাবার মধ্যেই থাকে, আর কোনো মনুষ্যমাত্রের মধ্যেই আধ্যাত্মিক জ্ঞান থাকে না। এই রূহানী জ্ঞান দানও করেন একজন, যাঁকে জ্ঞানের সাগর বলা হয়। প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যেই তাদের নিজের নিজের বিশেষত্ব থাকে, তাই না। ব্যারিস্টার, ব্যারিস্টারই হয়, আবার ডাক্তার, ডাক্তারই। প্রত্যেকেরই কর্তব্য বা পার্ট আলাদা - আলাদা। প্রত্যেক আত্মাই তার নিজের - নিজের পার্ট পেয়েছে আর এই পার্ট হলো অবিনাশী। আত্মা কতো ছোটো। এ তো আশ্চর্যের, তাই না। এমন গীতও আছে, ক্রকুটির মাঝে ঝলমলে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র - এমন গীতও আছে যে, নিরাকার আত্মার এই শরীর হলো আসন। এ হলো এক ছোটো বিন্দু। আর সমস্ত আত্মাই হলো অ্যাক্টর। এক জন্মের চেহারা অন্য জন্মের সঙ্গে মেলে না, এক জন্মের পার্টও অন্য জন্মের সঙ্গে মেলে না। কেউই জানে না যে আমরা অতীতে কি ছিলাম আবার ভবিষ্যতে কি হবো। এইসব কথা বাবা এই সঙ্গম যুগে বসেই বোঝান। ভোরে বাচ্চারা, তোমরা যখন স্মরণের যাত্রায় বসো, তখন তোমাদের নিভন্ত আত্মা প্রজ্জ্বলিত হতে থাকে, কেননা আত্মায় অনেক জং লেগে আছে। বাবা স্যাকরার কাজও করেন। পতিত আত্মা, যাদের মধ্যে খাদ জমা হয়ে আছে, তাদের তিনি পিওর বা স্বচ্ছ করেন। খাদ তো পড়েই, তাই না। রূপা, তামা, লোহা ইত্যাদি নামও এমনই। স্বর্ণ যুগ, রৌপ্য যুগ - সতোপ্রধান, সতোঃ, রজঃ, তমঃ -- এইসব কথা আর কোনো মানুষ বা গুরু বোঝাবেন না। এক সঙ্গুরই তা বোঝাবেন। তারা তো সঙ্গুরের অকাল আসনের কথাই বলে। ওই সঙ্গুরও তো আসন চাই, তাই না। যেমন আত্মারা, তোমাদেরও তো নিজের নিজের আসন আছে, তাঁকেও তেমনই আসন নিতে হয়। তিনি বলেন, আমি কোন্ আসন নিই - সে কথা এই দুনিয়ার কেউই জানে না। ওরা তো এও না, ওটাও না, এমনই বলে এসেছে। আমরা জানতাম না। বাচ্চারা, তোমরাও বুঝতে পারো, প্রথমে আমরা কিছুই জানতাম না। যে কিছুই বোঝে না, তাকে অবুঝ বলা হয়। ভারতবাসী মনে করে, আমরা খুবই বুঝদার ছিলাম। এই বিশ্বের রাজ্য - ভাগ্য আমাদেরই ছিলো। এখন অবুঝ হয়ে গেছি। বাবা বলেন যে, তোমরা শাস্ত্র ইত্যাদি যা কিছুই পড়ো না কেন, সে সব এখন ভুলে যাও। যদিও গৃহস্থ জীবনে থাকো তবুও কেবলমাত্র এক বাবাকে স্মরণ করো। সন্ন্যাসীদের ফলোয়াররা তাদের নিজের - নিজের ঘরেই থাকে। কেউ কেউ সত্যিকারের ফলোয়ার হলে তারা তাদের সঙ্গে থাকে। বাকি কেউ কোথায়, কেউ বা অন্য কোথাও থাকে। তো এইসব কথা বাবা বসে বোঝান। একে বলা হয় জ্ঞান ডাম্প। যোগ তো হলো সাইলেন্স। জ্ঞানের হয় ডাম্প। যোগে তো সম্পূর্ণ শান্ত থাকতে হয়। ডেড সাইলেন্স বলা হয়। তিন মিনিট ডেড সাইলেন্স। কিন্তু এর অর্থও কেউ জানে না। সন্ন্যাসীরা শান্তিলাভের জন্য জঙ্গলে যায় কিন্তু ওখানে শান্তি পাওয়াও যায় না। এমন এক গল্পও আছে --- রাণীর হার গলায় ছিলো আর তা সে খুঁজে বেড়াচ্ছিল, এই উদাহরণও শান্তির বিষয়েই। বাবা এই সময় যে বিষয় বোঝান, সেই দৃষ্টান্তই ভক্তিমার্গে চলতে থাকে। বাবা এই সময় পুরানো দুনিয়ার পরিবর্তন করে নতুন দুনিয়া বানান। তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান বানান। এ তো তোমরাই বুঝতে পারো। বাকি এই দুনিয়াই হলো তমোপ্রধান, পতিত কেননা সবারই জন্ম হয় বিকার থেকে। দেবতাদের জন্ম তো বিকার থেকে হয় না। তাকে বলা হয় সম্পূর্ণ নির্বিকারী দুনিয়া। নির্বিকারী শব্দটি বলা হয় কিন্তু এর অর্থ কেউই জানে না। তোমরাই পূজ্য থেকে পূজারী হয়েছো। বাবার জন্য কখনোই এমন কথা বলা হয় না। বাবা কখনোই পূজারী হন না। মানুষ তো প্রতিটি কণায় - কণায় পরমাত্মা আছেন -- এমনও বলে দেয়। বাবা তখন বলেন, যখন যখন ভারতে ধর্মের এমন গ্লানি হয়....। ওরা তো এমন শ্লোক এমনই পড়ে থাকে, এর অর্থ কিছুই জানে না। ওরা বলে, শরীর তো পতিত হয়, কিন্তু আত্মা হয় না।

বাবা বলেন, প্রথমে আত্মা পতিত হয়, তখন শরীরও পতিত হয়। সোনাতেও যখন খাদ দেওয়া হয় তখন গয়নাও তেমনই তৈরী হয় কিন্তু এ সবই হলো ভক্তিমার্গের। বাবা বোঝান, প্রত্যেকের মধ্যেই আত্মা বিরাজিত, বলাও হয় জীব আত্মা। জীব

পরমাত্মা, এমন কথা বলা হয় না। মহান আত্মা বলা হয় কিন্তু মহান পরমাত্মা বলা হয় না। আত্মাই ভিন্ন - ভিন্ন শরীর নিয়ে পার্ট প্লে করে। তাহলে যোগ হলো সম্পূর্ণ সাইলেন্স। এ হলো জ্ঞান ডাম্প। বাবার জ্ঞান ডাম্পও তাদের সামনেই হবে, যাদের এই বিষয়ে শখ থাকবে। বাবা জানেন যে, কার মধ্যে কতটা জ্ঞান আছে, যোগের নেশা কার মধ্যে কতটা আছে। টিচার তো জানাবেনই তাই না। বাবাও জানেন, কোন্ - কোন্ বাচ্চা খুব ভালো গুণবান। ভালো - ভালো বাচ্চাদেরই এখানে ওখানে ডাকা হয়। বাচ্চাদের মধ্যেও নম্বরের ক্রমানুসার আছে। প্রজাও পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে তৈরী হয়। এ তো হলো স্কুল অথবা পার্শালা। পার্শালাতে সবসময় নম্বরের ক্রমানুসারেই বসে। তোমরা বুঝতে পারো যে, এ খুবই তুখোর, এ মিডিয়াম। এ তো হলো অসীম জগতের ক্লাস, এখানে কাউকে নম্বর অনুসারে বসানো যায় না। বাবা জানেন যে, আমার সামনে এ যে বসে আছে, এর মধ্যে কিছুই জ্ঞান নেই। কেবল ভাবনা আছে। বাকি তো না আছে জ্ঞান আর না স্মরণ। এতটা নিশ্চয় থাকা উচিত যে - ইনি বাবা, এঁনার থেকে আমাদের অবিনাশী উত্তরাধিকার নিতে হবে। এই অবিনাশী উত্তরাধিকার তো সবাইকেই পেতে হবে। কিন্তু রাজস্বে তো নম্বরের ক্রমানুসারে পদ। যে খুব ভালো সার্ভিস করে সে খুব ভালো প্রাইজ পায়। এখানেও তাদেরকে প্রাইজ দেওয়া হয়। যে মূল্যবান মতামত রাখে বা বুদ্ধি খাটিয়ে কিছু করে, তাদেরকে খুব ভালো প্রাইজ দেওয়া হয়। এখন তোমরা জানো যে, এই বিশ্বে প্রকৃত শান্তি কিভাবে আসবে? বাবা বলেছেন, ওদের জিজ্ঞেস করো তো, কবে বিশ্বের প্রকৃত শান্তি ছিলো? কখনো শুনেছো বা দেখেছো কি? তোমরা কোন্ প্রকারের শান্তি চাও? তা কবে ছিলো? তোমরা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারো কারণ তোমরা জানো যে, যারা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে অথচ উত্তর নিজেরাই জানে না তাদের কি বলা হবে? তোমরা খবরের কাগজের মাধ্যমে জিজ্ঞেস করো যে, তোমরা কোন্ প্রকারের শান্তি চাও? শান্তিধাম তো আছেই, যেখানে আমরা সব আত্মারা থাকি। বাবা বলেন যে, তোমরা এক তো শান্তিধামকে স্মরণ করো আর দ্বিতীয় সুখধামকে স্মরণ করো। সৃষ্টিচক্রের সম্পূর্ণ জ্ঞান না থাকার কারণে মানুষ কতো গালগল্প বলে দিয়েছে।

বাচ্চারা, তোমরা জানো যে আমরা ডবল মুকুটধারী হই। আমরা পূর্বে দেবতা ছিলাম, এখন আবার মানুষ হয়েছি। দেবতাদের দেবতাই বলা হয়, মানুষ নয়, কেননা তাঁরা তো দৈবী গুণ সম্পন্ন। যার মধ্যে অপগুণ আছে সে বলে, আমি নিগুণ, হেরে যাওয়ার মধ্যে কোনো গুণ নেই। মানুষ শাস্ত্রে :যে কথা শুনেছে তাই এতকাল গেয়ে এসেছে - অচ্যুতম্ কেশবম্...। যেমনভাবে তোতাকে শেখানো হয়। ওরা বলে, বাবা এসে আমাদের সবাইকে পবিত্র বানাও। ব্রহ্মলোককে বাস্তুবে দুনিয়া বলা হবে না। ওখানে তোমরা আত্মারা থাকো। বাস্তুবে ভূমিকা পালন করার জন্য হলো এই দুনিয়া। সেটা হলো শান্তিধাম। বাবা বোঝান যে, বাচ্চারা আমি বসে তোমাদের নিজের পরিচয় দিই। আমি তাঁর মধ্যেই আসি যে নিজের জন্মকে জানে না। ইনিও এখনই শোনে। আমি এনার মধ্যে প্রবেশ করি। পুরানো পতিত দুনিয়া হলো রাবণের দুনিয়া। যিনি এক নম্বর পবিত্র ছিলেন, তিনিই আবার এক নম্বর পতিত হয়েছেন। আমি তাঁকে নিজের রথ বানাই। প্রথমে যিনি ছিলেন তিনিই শেষে এসেছেন। তাঁকেই আবার প্রথমে যেতে হবে। ছবিতেও বোঝানো হয়েছে - ব্রহ্মার দ্বারা আমি আদি সনাতন দেবী - দেবতা ধর্মের স্থাপন করি। এমন তো বলেন না যে, আমি দেবী - দেবতা ধর্মে আসি। তিনি যে শরীরে এসে অবস্থান করেন, তিনিই গিয়ে নারায়ণ হন। বিষ্ণু অন্য কেউ নয়। লক্ষ্মী - নারায়ণ বা রাধা - কৃষ্ণের যুগল বলা। বিষ্ণু কে - এ কথাও কেউ জানে না। বাবা বলেন, আমি তোমাদের বেদ শাস্ত্র, সব চিত্র ইত্যাদির রহস্য বুঝিয়ে বলি। আমি যাঁর মধ্যে প্রবেশ করি, তিনিই আবার এমন হন। এ তো প্রবৃত্তি মার্গ, তাই না। এই ব্রহ্মা, সরস্বতীই আবার লক্ষ্মী - নারায়ণ হন। আমি এই ব্রহ্মার মধ্যে প্রবেশ করে ব্রাহ্মণদের জ্ঞান দান করি। তাই এই ব্রহ্মাও শোনে। ইনি প্রথম নম্বর যিনি এই জ্ঞান শোনে। ইনি হলেন বড় নদী ব্রহ্মপুত্র। মেলাও সাগর আর ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরেই হয়। যেখানে সাগর আর নদীর সঙ্গম সেখানে বড় মেলা বসে। আমি এনার মধ্যে প্রবেশ করি। ইনিই নারায়ণ তৈরী হন। এনার ব্রহ্মার থেকে বিষ্ণু হতে এক সেকেন্ড সময় লাগে। এনার সাক্ষাৎকার হয়ে যায় আর চট করে নিশ্চয় এসে যায় যে - আমিই এমন তৈরী হবো। আমিই বিশ্বের মালিক হবো। তাহলে এই গাধার বোঝার গদি নিয়ে কি করবো? তিনি সব ছেড়ে দিলেন। তোমরাও প্রথম জানতে পেরেছো যে, বাবা এসেছেন, এই দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে, তাই সাথে সাথে ছুটে যাবো। বাবা তোমাদের ভাগিয়ে আনেননি। হ্যাঁ, ভাঙি তৈরী হতো। বলা হয় কৃষ্ণ ভাগিয়ে নিয়ে এসেছিলো। আচ্ছা, কৃষ্ণ যদি ভাগিয়ে আনে তাহলে পাটরানী তো বানিয়েছিলো। তাহলে এই জ্ঞানে তোমরা এই বিশ্বের মহারাজা - মহারানী হও। এ তো ভালোই। এতে গালি খাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। আবার এও বলে, কলঙ্ক যখন লাগে তখনই কলঙ্কীধর তৈরী হয়। কলঙ্ক তো লাগে শিববাবার উপর। মানুষ তাঁর কতো গ্লানি করে। মানুষ বলে আমি আত্মাই পরমাত্মা আবার বলে পরমাত্মাই আত্মা। বাবা এখন বোঝাচ্ছেন - এমন হয় না। আমরা আত্মা এখন ব্রাহ্মণ হয়েছি। ব্রাহ্মণ হলো সবথেকে উঁচু কুল। একে সাম্রাজ্য বলা হবে না। সাম্রাজ্য অর্থাৎ যেখানে রাজত্ব থাকে। এ হলো তোমাদের কুল। এ হলো খুবই সহজ, আমরা ব্রাহ্মণ থেকেই দেবতা হই তাই অবশ্যই দৈবী গুণ ধারণ করতে হবে। সিগারেট, বিড়ি ইত্যাদি কি দেবতাদের ভোগে দেওয়া হয়? শ্রীনাথ দ্বারে

অনেক ঘিয়ের প্রসাদ প্রস্তুত হয়। এতো ভোগ দেওয়া হয় যে তার দোকানও তৈরী হয়। যাত্রীরা গিয়ে তা গ্রহণও করে। মানুষের অনেক ভক্তির ভাবনা থাকে। সত্যযুগে তো এমন কথা হয়ই না। এমন ভক্তিও সেখানে হবে না যে কোনো জিনিস খারাপ হবে। এখানের মতো অসুস্থতা সেখানে থাকবে না। বড় মানুষদের কাছে অজুহাত অনেকই থাকে। ওখানে তো এমন কোনো কথাই থাকে না। রোগ ইত্যাদিও হয় না। এই সব রোগ দ্বাপর যুগ থেকে শুরু হয়। বাবা এসে তোমাদের এভার হেল্পী বানান। তোমরা বাবার স্মরণের পুরুষার্থ করো, যাতে তোমরা এভার হেল্পী হয়ে যাও। তোমাদের আয়ুও অনেক বেশী হয়। এ তো কালকের কথা। তখন তো তোমাদের ১৫০ বছর আয়ু ছিলো, তাই না। এখন তো গড় আয়ু ৪০ - ৫০ বছরের, কেননা ওরা ছিলো যোগী আর এরা ভোগী।

তোমরা হলে রাজযোগী এবং রাজঋষি, তাই তোমরা পবিত্র। এ হলো পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ। মাস বা বছর নয়। বাবা বলেন, আমি কল্প - কল্প পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে আসি। বাবা আমাদের রোজ - রোজ বোঝাতে থাকেন। তবুও একটা কথা রোজই বলেন, কখনো ভুলে যেও না - পবিত্র হতে হলে আমাকে স্মরণ করো। নিজেকে আত্মা মনে করো। দেহের সমস্ত ধর্ম ত্যাগ করো। এখন তোমাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে। আমি এসেছি তোমাদের আত্মাকে স্বচ্ছ করতে, যাতে তোমরা শরীরও পবিত্র পাবে। এখানে তো বিকারের দ্বারা জন্ম হয়। আত্মা যখন সম্পূর্ণ পবিত্র হয় তখন তোমরা এই পুরানো শরীর রূপী জুতাকে ত্যাগ করো। এরপর আর পাবে না। তোমাদের মহিমা হয় - বন্দে মাতরম্। তোমরা এই ধরিগ্রীকেও পবিত্র করো। তোমরা মায়েরা স্বর্গের দ্বার খোলো কিন্তু এ কথা কেউই জানে না। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) আত্মারূপী জ্যোতিকে প্রজ্জ্বলিত করার জন্য ভোরবেলা স্মরণের যাত্রায় বসতে হবে। এই স্মরণেই জং দূর হবে। আত্মাতে যে খাদ জমা হয়েছে, সেই খাদ স্মরণের দ্বারা দূর করে প্রকৃত সোনা হতে হবে।

২) বাবার থেকে উচ্চ পদের প্রাইজ নেওয়ার জন্য ভাবনার সঙ্গে জ্ঞানবান এবং গুণবান হতে হবে। সেবা করে দেখাতে হবে।

বরদান:- চলন আর চেহারার দ্বারা পবিত্রতার শৃঙ্গারের ঝলক দেখানো শৃঙ্গারিত মূর্তি ভব পবিত্রতা হলো ব্রাহ্মণ জীবনের শৃঙ্গার। চেহারা এবং চলনের দ্বারা সব সময় পবিত্রতার শৃঙ্গারের অনুভূতি অন্যদের হবে। দৃষ্টিতে, মুখমণ্ডলে, হাতে, পায়ে সदा পবিত্রতার শৃঙ্গার প্রত্যক্ষ হবে। প্রত্যেকে বর্ণনা করবে যে এর ফিচার্স থেকে পবিত্রতা দেখা যায়। নয়নে পবিত্রতার ঝলক থাকবে, মুখে পবিত্রতার স্মিত হাসি থাকবে। অন্য কোনও কথা তার নজরে আসবে না - একেই বলা হয় - পবিত্রতার শৃঙ্গারের দ্বারা শৃঙ্গারিত মূর্তি।

স্লোগান:- ব্যর্থ সম্বন্ধ-সম্পর্কও অ্যাকাউন্টকে খালি করে দেয়, সেইজন্য ব্যর্থকে সমাপ্ত করো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;

2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে সংস্কার মিলন করা - এটাই হলো সত্যিকারের হোলী”

আজ বাপদাদা চারিদিকের নিজের হোলিয়েস্ট আর হাইয়েস্ট বাচ্চাদেরকে দেখছিলেন। বিশ্বে সবথেকে হাইয়েস্ট উঁচুর থেকেও উঁচু শ্রেষ্ঠ আত্মা তোমরা বাচ্চারা ছাড়া আর কেউ আছে? কেননা তোমরা সবাই হলে উঁচুর থেকেও উঁচু বাবার বাচ্চা। সমগ্র কল্প চক্র লাগিয়ে দেখো তো সবথেকে উঁচু পদের অধিকারী আর কেউ নজরে আসে? রাজ্য-অধিকারী স্বরূপেও তোমাদের থেকে উঁচু রাজ্য অধিকারী কেউ হয়েছে? আবার পূজা আর গায়ন-ও দেখো, যতটা বিধিপূর্বক তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদের পূজা হয়, তারথেকে বেশী আর কারো হয়? ড্রামার ওয়ান্ডারফুল রহস্য কতোই না শ্রেষ্ঠ যেটা তোমরা স্বয়ং চৈতন্য স্বরূপে, এই সময় নিজের পূজ্য স্বরূপের নলেজের দ্বারা জেনেও থাকো আর দেখতেও থাকো। একদিকে তোমরা চৈতন্য আত্মারা রয়েছে আর অন্যদিকে তোমাদের জড় চিত্র পূজ্যরূপে রয়েছে। নিজেদের পূজ্য স্বরূপকে দেখছো তাই না? জড় রূপেও আছে আবার চৈতন্য রূপেও আছে। তো এই খেলা বড়ই ওয়ান্ডারফুল তাই না! আবার রাজ্যের হিসেবেও সমগ্র কল্পে নির্বিঘ্ন, অখন্ড-অটল রাজ্য এক তোমাদের অর্থাৎ আত্মাদেরই চলে। রাজা তো অনেক হয় কিন্তু তোমরা হলে বিশ্বরাজন বা বিশ্বরাজনের রম্যাল ফ্যামিলিতে সবথেকে শ্রেষ্ঠ। তো রাজ্যেও হাইয়েস্ট, পূজ্য রূপেও হাইয়েস্ট আর এখন সঙ্গমে পরমাত্ম-উত্তরাধিকারের অধিকারী, পরমাত্ম মিলনের অধিকারী, পরমাত্ম স্নেহের অধিকারী, পরমাত্ম পরিবারের আত্মারা আর কেউ হয়? তোমরাই হয়েছে তাই না? হয়ে গেছো নাকি হচ্ছে? হয়েও গেছো আর এখন তো উত্তরাধিকার নিয়ে সম্পন্ন হয়ে বাবার সাথে সাথে নিজের ঘরে ফিরে যাচ্ছে। সঙ্গমের সুখ, সঙ্গম যুগের প্রাপ্তিগুলি, সঙ্গম যুগের সময় শ্রেষ্ঠ লাগে তাই না! অত্যন্ত প্রিয় মনে হয়। রাজ্যের সময়ের থেকেও সঙ্গমের সময় ভালো লাগে, তাই না? ভালো লাগে নাকি তাড়িতাড়ি চলে যেতে চাও? তাহলে কেন জিজ্ঞেস করো যে বাবা বিনাশ কবে হবে? চিন্তা করতে থাকো - জানিনা বিনাশ কবে হবে? কি হবে? আমি কোথায় থাকবো? বাপদাদা বলছেন যেখানেই থাকবে - স্মরণের যাত্রায় থাকবে, বাবার সাথে থাকবে। সাকারে বা আকারে সাথে থাকবে, তবে কিছুই হবে না। সাকারে কাহিনী শুনেছো তাই না। বিড়ালের ছানাগুলি স্বলন্ত ভাঙিতে থাকা স্বত্তেও সেফ ছিল তাই না! নাকি পুড়ে গিয়েছিল? সবাই সেফ ছিল। তো তোমরা পরমাত্মার বাচ্চারা যারা সাথে থাকবে তারা সেফ থাকবে। যদি অন্য কোথাও বুদ্ধি যায় তাহলে কিছু না কিছু সেফ (আঘাত) লাগবে, কিছু না কিছু প্রভাব পড়বে। সাথে কন্সাইন্ড থাকবে, এক সেকেন্ডও একলা হবে না তাহলে সেফ থাকবে। কখনও কখনও কাজকর্মে বা সেবাতে একলা অনুভব করো? কি করবো, একলা আছি, অনেক কাজ আছে! তারপর ক্লান্তও হয়ে যায়। তখন বাবাকে কেন সাথী বানাও না! দুই ভূজধারীকে সাথী বানিয়ে নাও, হাজার ভূজধারীকে কেন সাথী বানাও না। কে বেশী সহযোগ দেবে? হাজার ভূজধারী নাকি দুই ভূজধারী?

সঙ্গমযুগে ব্রহ্মাকুমার বা ব্রহ্মাকুমারীরা একলা হতে পারে না। কেবল যখন সেবাতে, কর্মযোগে অনেক বিজি হয়ে যাও তখন বাবার সাথও ভুলে যাও আর তখন ক্লান্ত হয়ে যাও। তারপর বলবে ক্লান্ত হয়ে গেছি, এখন কি করবো! ক্লান্ত হয়ো না। যখন বাপদাদা তোমাদেরকে সদা সাথ দেওয়ার জন্য এসেছেন, পরমধাম ছেড়ে কেন এসেছেন? ঘুমাবার সময়, ঘুম থেকে ওঠার সময়, কর্ম করার সময়, সেবা করার সময়, সাথ দেওয়ার জন্যই তো এসেছি। ব্রহ্মা বাবাও তোমাদের সবাইকে সহযোগ দেওয়ার জন্য অব্যক্ত হয়েছেন। ব্যক্ত রূপের তুলনায় অব্যক্ত রূপে সহযোগ দেওয়ার গতি খুব তীব্র হয়, এইজন্য ব্রহ্মা বাবাও নিজের বতন চেজ করেছেন। তো শিববাবা আর ব্রহ্মা বাবা দুজনে প্রত্যেক সময়ে তোমাদের সবাইকে সহযোগ দেওয়ার জন্য সদা হাজির থাকেন। তোমরা চিন্তা করলে - ‘বাবা’, আর তৎক্ষণাৎ তাঁর সহযোগ অনুভব করলে। যদি সেবা, সেবা, সেবা কেবল সেটাই স্মরণে থাকে, বাবাকে কিনারাতে বসে দেখার জন্য আলাদা করে দাও তো বাবাও সাক্ষী হয়ে দেখেন, দেখেন যে বাচ্চারা কতক্ষণ একা একা কাজ করতে পারে। তথাপি আসতে তো এখানেই হবে। তাই বাবার সাথ ত্যাগ করবে না। নিজের অধিকার আর প্রেমের সূক্ষ্ম সূতোর দ্বারা বেঁধে রাখো। কিন্তু তোমরা বাঁধন আলাগা করে ফেলো। স্নেহকে টিলা করে ফেলো, অধিকারকে কিছু সময়ের জন্য স্মৃতি থেকে কিনারা করে দাও। তো এইরকম করবে না। যখন সর্বশক্তিমান সাথে থাকার অফার করছেন তো এইরকম অফার সমগ্র কল্পে আর পাওয়া যাবে? পাওয়া যাবে না, না? তো বাপদাদাও সাক্ষী হয়ে দেখেন, আত্মা দেখি কতক্ষণ একা একা করতে পারে!

তো সঙ্গমযুগের সুখ আর ভাগ্যকে ইমার্জ রাখো। বুদ্ধি বিজি থাকে তাই না, তো বিজি থাকার কারণে স্মৃতি মার্জ হয়ে যায়। তোমরা চিন্তা করো সারাদিনে যে কাউকে জিজ্ঞেস করবে যে বাবা স্মরণে থাকে নাকি বাবাকে স্মরণ করতে ভুলে

যাও? তখন কি বলবে? না। এটা তো রাইট যে স্মরণে থাকে কিন্তু ইমার্জ রূপে থাকে নাকি মার্জ থাকে? স্থিতি কেমন থাকে? ইমার্জ রূপের স্থিতি নাকি মার্জ রূপের স্থিতি, এতে কি পার্থক্য আছে? ইমার্জ রূপে কেন স্মরণ থাকে না? ইমার্জ রূপের নেশা, শক্তি, সহযোগ, সফলতা হলো অনেক বড়। স্মরণ তো ভুলতে পারবে না কারণ এই সম্পর্ক এক জন্মের নয়, যদিও শিববাবা সত্যযুগে সাথে থাকবেন না কিন্তু সম্পর্ক তো এটাই থাকবে, তাই না! ভুলতে পারবে না, এটা হলো রাইট। হ্যাঁ, কেউ বিঘ্নের বশীভূত হয়ে যায় তো ভুলেও যায় কিন্তু যখন ন্যাচারাল রূপে থাকে তখন ভোলে না, কিন্তু মার্জ থাকে। এইজন্য বাপদাদা বলেন - বারংবার চেক করো যে সাথের অনুভব মার্জ রূপে আছে নাকি ইমার্জ? ভালোবাসা তো আছেই। ভালোবাসা ভেঙে যেতে পারে? ভেঙে যেতে পারে না, তাই না? তো ভালোবাসা যখন ভেঙে যেতে পারেনা তো ভালোবাসার লাভ নাও। লাভ নেওয়ার কায়দা শেখো।

বাপদাদা দেখছেন যে ভালোবাসাই বাবার বানিয়েছে। ভালোবাসাই মধুবন নিবাসী বানিয়ে দেয়। যদিও তোমরা নিজেদের স্থানে যেভাবেই থাকো, যতই পরিশ্রম করো কিন্তু তথাপি মধুবনে ঠিকই পৌঁছে যাও। বাপদাদা জানেন, দেখেন, কোনও বাচ্চার কলিযুগী সারকামস্ট্যান্স হওয়ার কারণে টিকিট নেওয়াও মুশকিল হয় কিন্তু ভালোবাসা পৌঁছেই দেয়। এইরকম না? ভালোবাসায় পৌঁছে যাও কিন্তু সারকামস্ট্যান্স তো দিন-দিন বৃদ্ধি হতেই থাকবে। সত্য হৃদয়ে সাহেব রাজী তো থাকেন-ই। কিন্তু স্থূল সহযোগও কোথাও না কোথাও যেকরেই হোক পেয়ে যাবে। ডবল ফরেনার্স হও কিন্তু ভারতবাসী, সকলের জন্যই বাবার এই ভালোবাসা সারকামস্ট্যান্সের দেওয়াল পার করিয়ে দেয়। এইরকমই হয় তাই না? নিজের-নিজের সেন্টারে দেখো তো এইরকম বাচ্চারাও আছে যারা এখান থেকে যায়, চিন্তা করে জানিনা পরের বছর আসতে পারবো নাকি পারবো না কিন্তু ঠিকই পৌঁছে যায়। এটাই হলো ভালোবাসার প্রমাণ। আচ্ছা।

আজ হোলী পালন করেছে? পালন করেছে হোলী? বাপদাদা তো হোলী পালনকারী হোলীহংসদেরকে দেখছেন। সকল বাচ্চার একটাই টাইটেল হলো হোলীয়েস্ট। দ্বাপর থেকে শুরু করে কোনও ধর্মাত্মা বা মহাত্মা সবাইকে হোলীয়েস্ট বানাতে পারেনি। নিজে হয় কিন্তু নিজের ফলোয়ারসকে, সাথীদেরকে হোলীয়েস্ট, পবিত্র বানায়নি আর এখানে পবিত্রতা হলো ব্রাহ্মণ জীবনের মুখ্য আধার। এই পড়াশোনা কেমন? তোমাদের স্লোগানই হলো - “পবিত্র হও-যোগী হও”। স্লোগান আছে তাই না? পবিত্রতাই হলো মহানতা। পবিত্রতাই হলো যোগী জীবনের আধার। কখনও কখনও বাচ্চারা অনুভব করে যে যদি চলতে-চলতে মন্মাতে অপবিত্রতা অর্থাৎ ওয়েস্ট বা নেগেটিভ, পরিচিন্তনের সংকল্প চলতে থাকে তো যতখানি পাওয়ারফুল যোগ করতে চায়, কিন্তু হয় না। কেননা অল্প একটু অংশমাত্রও সংকল্পেও কোনও প্রকারের অপবিত্রতা রয়েছে। তো যেখানে অপবিত্রতার অংশ আছে সেখানে পবিত্র বাবার স্মরণ যা রয়েছে, যেমন রয়েছে, সেইরকম আসতে পারে না। যেসকল দিন ও রাত একসাথে থাকে না। এইজন্য বাপদাদা বর্তমান সময়ে পবিত্রতার উপরে বার বার অ্যাটেনশন দিচ্ছেন। কিছু সময় পূর্বে বাপদাদা কেবলমাত্র কর্মে অপবিত্রতার জন্য ইশারা দিতেন কিন্তু এখন সময় সম্পূর্ণতার সমীপে আসছে। সেইজন্য মন্মাতেও অপবিত্রতার অংশ ধোঁকা দিয়ে দেবে। তো মন্মা, বাচা, কর্মণা, সম্বন্ধ-সম্পর্ক সবকিছুতেই পবিত্রতা অতি আবশ্যিক। মন্মাকে হালকা করবে না কারণ মন্মা বাইরে থেকে দেখা যায় না কিন্তু মন্মা অত্যন্ত ধোঁকা দেয়। ব্রাহ্মণ জীবনের যে আন্তরিক উত্তরাধিকার সদা সুখ স্বরূপ, শান্ত স্বরূপ, মনের সন্তুষ্টি, তার অনুভব করার জন্য মনের পবিত্রতা চাই। বাইরের সাধন দ্বারা বা সেবার দ্বারা নিজেই নিজেকে খুশী করা - এটাও হলো নিজেকে ধোঁকা দেওয়া।

বাপদাদা দেখেন কখনও কখনও বাচ্চারা নিজেকে এই আধারে ভালো মনে করে, খুশী হয়ে গিয়ে নিজেকেই ধোঁকা দিয়ে দেয়, দিচ্ছেও। দিয়ে দেয় আর দিচ্ছেও, এটাও হলো এক গুপ্ত রহস্য। কি হয়, বাবা হলেন দাতা, তোমরা হলে দাতার বাচ্চা, তো সেবা যদি যুক্তিযুক্ত নাও হয়, মিস্স থাকে, কিছু স্মরণে আর কিছু বাইরের সাধন বা খুশীর আধারে হয়, হৃদয়ের আধারে নয় কিন্তু বুদ্ধির আধারে সেবা করে তো সেবার প্রত্যক্ষ ফল তাদেরও প্রাপ্ত হয়; কেননা বাবা হলেন দাতা আর তারা এটাতেই খুশী থাকে যে বাঃ আমি তো ফল পেয়ে গেছি, আমাদের সেবা খুব ভালো হয়েছে। কিন্তু তাদের মনের সন্তুষ্টিতা সদাকালের জন্য থাকে না আর আত্মারা যোগযুক্ত পাওয়ারফুল স্মরণের অনুভব করতে পারে না, তার থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। তবে কিছুই প্রাপ্ত হবেনা, তা কিন্তু নয়। কিছু না কিছু প্রাপ্ত হয় কিন্তু জমা হয় না। উপার্জন করলে, খেলে আর শেষ। এইজন্য এই বিষয়েরও অ্যাটেনশন রাখবে। সেবা খুব ভালো করেছে, ফলও খুব ভালো প্রাপ্ত হয়েছে, তো খেলে আর শেষ। জমা কী হল? ভালো সেবা করেছে, ভালো রেজাল্ট হয়েছে, কিন্তু সেই সেবার ফল পেয়ে গেলে, জমা হয় না। এইজন্য জমা করার বিধি হলো - মন্মা, বাণী, কর্ম - পবিত্রতা। ফাউন্ডেশন হলো পবিত্রতা। সেবারও ফাউন্ডেশন হলো পবিত্রতা। স্বচ্ছ হবে, সার্ব হবে। আর কোনও ভাব মিস্স থাকবে না। ভাবেও পবিত্রতা, ভাবনাতেও পবিত্রতা।

হোলীর অর্থই হলো - পবিত্রতা। অপবিত্রতাকে পোড়াতে হবে। এইজন্য প্রথমে পোড়ায় তারপর উৎসব পালন করে আর তারপর পবিত্র হয়ে সংস্কারের মিলন করে। তো হোলীর অর্থই হলো - প্রথমে পোড়ানো, তারপর পালন করা। বাইরের লোকেরা তো কোলাকুলি করে কিন্তু এখানে হলো সংস্কার মিলন, এটাই হলো মঙ্গল মিলন। তো এইরকম মিলন করেছে নাকি কেবল ডাম্প করেছে? গোলাপজল দিয়েছে? সেটাও খুব ভালো, আরও দাও। বাপদাদা খুশী হন, গোলাপজল দেওয়ার হলে দাও, ডাম্প করতে চাইলে করো কিন্তু সদা ডাম্প করো। কেবল ৫-১০ মিনিটের ডাম্প নয়। একে-অপরের মধ্যে গুণের ভায়রেশন ছড়িয়ে দেওয়া - এটাই হলো গোলাপজল দেওয়া। আর পোড়ানোকে তো তোমরা জানোই, কি পোড়াতে হবে! এখনও পর্যন্ত পোড়াতে থাকো। প্রত্যেক বছরই হাত তোলো, ব্যস্ দূট সংকল্প হয়ে গেলো। বাপদাদা খুশী হন, সাহস তো রাখে। তো সাহসের জন্য বাপদাদা অভিনন্দনও দেন। সাহস রাখা হল প্রথম কদম। কিন্তু বাপদাদার শুভ আশা কী? সময়ের ডেট দেখবে না। ২০০০ এ হবে, ২০০১ এ হবে, ২০০৫ এ হবে, এসব চিন্তা করবে না। চলো, এভারেডি নাও হও, এটাও বাপদাদা ছেড়ে দিচ্ছেন, কিন্তু চিন্তা করো অনেক সময়ের সংস্কারও তো চাই তাই না! তোমরাই শুনিয়ে থাকো যে অনেক সময়ের পুরুষার্থ, অনেক সময়ের রাজ্য-অধিকারী বানিয়ে দেয়। যদি অন্তিম সময়ে দূট সংকল্প করবে, তো সেটা অনেক সময়ের হল নাকি অল্প সময়ের? কোন্ সময়টিকে গণনা করবে? অল্প সময়ের হবে তাই না! তো অবিনাশী বাবার থেকে উত্তরাধিকার রূপে কি নিয়েছে? অল্প সময়ের? এটা ভালো লাগে? লাগে না, তাই না! তো অনেক সময়ের অভ্যাস চাই, কতটা সময় বাকি আছে সেই চিন্তা করবে না, যত যত অনেক সময়ের অভ্যাস থাকবে, তত অন্তিমকালেও ধোঁকা থাকে না। অনেক সময়ের অভ্যাস না থাকলে বর্তমানে অনেক সময়ের সুখ, অনেক সময়ের শ্রেষ্ঠ স্থিতির অনুভবের দ্বারাও বঞ্চিত হয়ে যায়। এইজন্য কি করতে হবে? অনেক সময় ধরে করতে হবে? যদি কারো বুদ্ধিতে ডেট-এর অপেক্ষা থাকে তো অপেক্ষা করবে না, পুরুষার্থ করো। অনেক সময়ের পুরুষার্থ করো। ডেট-কে তোমাদেরকেই এগিয়ে আনতে হবে। সময় তো এখনও এভারেডি আছে, কালও হতে পারে কিন্তু সময় তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। তোমরা সম্পন্ন হও তো সময়ের পর্দা অবশ্যই সরে যাবে। তোমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে। রাজ্য-অধিকারী তো তৈরী হয়েই আছে তাই না? সিংহাসন খালি যেন না থাকে, তাই না! তোমরা কি একা একাই বিশ্বরাজন সিংহাসনে বসবে! এটা শোভনীয় হবে কী? রয়্যাল ফ্যামিলী চাই, প্রজা চাই, সব চাই। কেবল বিশ্বরাজন সিংহাসনে বসে যাবে, দেখতে থাকবে - কোথায় গেল আমার রয়্যাল ফ্যামিলী। এইজন্য বাপদাদার একটাই শুভ আশা হল যে সকল বাচ্চা, সে নতুন হোক বা পুরানো, যারা নিজেদেরকে ব্রহ্মাকুমারী বা ব্রহ্মাকুমার বলে পরিচয় দেয়, সে মধুবন নিবাসী হোক বা বিদেশ নিবাসী বা ভারত নিবাসী - প্রত্যেক বাচ্চা অনেক সময়ের অভ্যাস করে অনেক সময়ের অধিকারী হবে। কখনও কখনও নয়। পছন্দ হয়েছে? এক হাতের তালি বাজাও। পিছনে যারা বসেছে তারা খুবই হুশিয়ার আছে, অ্যাটেনশন দিয়ে শুনছে। বাপদাদা পিছনের বাচ্চাদেরকে নিজের সামনে দেখছেন। সামনের বাচ্চারা তো সামনেই আছে। (মেডিটেশন হল-এ বসে মুরলী শুনছে) নীচে যারা বসেছে তারা মাথার মুকুট হয়ে বসে আছে। তারাও তালি বাজাচ্ছে। নীচে বসা বাচ্চাদের ত্যাগের ভাগ্য তো প্রাপ্ত হবেই। তোমাদের সম্মুখে বসার ভাগ্য হয়েছে আর তাদের ত্যাগের ভাগ্য জমা হচ্ছে। আচ্ছা বাপদাদার একটা আশা শুনেছো! পছন্দ হয়েছে তাই না! এবার সামনের বছর কী দেখবে? এইরকমভাবেই আবার হাত ওঠাবে! হাত যদিও তোলো, দুই হাত তোলো কিন্তু তার সাথে মনের হাতও তোলো। দূট সংকল্পের হাত সবসময়ের জন্য তোলো।

বাপদাদা এক-একজন বাচ্চার ললাটে সম্পূর্ণ পবিত্রতার ঝলমলে মণি দেখতে চাইছেন। নয়নে পবিত্রতার ঝলক, পবিত্রতায় উজ্জ্বল দুই নয়নের মণি, আত্মিকতায় ঝলমল করা নয়ন দেখতে চাইছেন। বাণীতে মধুরতা, বিশেষ অমূল্য বাণী শুনতে চান। কর্মে সন্তুষ্টতা, নির্মাণতা সদা দেখতে চান। ভাবনাতে - সদা শুভ ভাবনা আর ভাবে সদা আত্মিক ভাব, ভাই-ভাইএর ভাব। সদা তোমাদের ললাট থেকে লাইটের, ফরিষ্টাভাবের মুকুট দেখা যাবে। দেখা যাবে অর্থাৎ অনুভব হবে। এইরকম সৃজিত মূর্তি দেখতে চাইছেন। আর এইরকম মূর্তিই শ্রেষ্ঠ পূজ্য হবে। তারা তো তোমাদের জড় চিত্র বানাবে কিন্তু বাবা চৈতন্য চিত্র দেখতে চাইছেন।

আচ্ছা - চারদিকের সদা বাপদাদার সাথে থাকা, নিকটে থাকা সদা সাথী, সদা অনেক সময়ের পুরুষার্থ দ্বারা অনেক সময়ের সঙ্গমযুগী অধিকার আর ভবিষ্যতের রাজ্য-অধিকার প্রাপ্তকারী অতি সেন্সীবল আত্মাদেরকে, সদা নিজেকে শক্তি আর গুণের দ্বারা সজ্জিত রাখা, বাবার আশার দীপক আত্মাদেরকে, সদা নিজেকে হোলিয়েস্ট আর হাইয়েস্ট স্থিতিতে স্থিত রাখা বাবার সমান অতি স্নেহী আত্মাদেরকে বাপদাদার স্মরণের স্নেহ সুমন আর নমস্কার। বিদেশ বা দেশে দূরে বসে থেকেও সম্মুখে অনুভবকারী সকল বাচ্চাদেরকে বাপদাদার অনেক-অনেক-অনেক স্মরণের স্নেহ-সুমন।

বরদানঃ

সময়কে শিক্ষক বানানোর পরিবর্তে বাবাকে শিক্ষক বানানো মাস্টার রচয়িতা ভব

কোনো কোনো বাচ্চার মধ্যে সেবার উৎসাহ আছে কিন্তু বৈরাগ্য বৃত্তির অ্যাটেনশন নেই, এতে আলস্য

রয়েছে। চলছে... হচ্ছে... হয়ে যাবে... সময় এলে ঠিক হয়ে যাবে... এইরকম চিন্তা করা অর্থাৎ সময়কে নিজের শিক্ষক বানানো। বাচ্চারা বাবাকেও আশ্বস্ত করে যে - চিন্তা করোনা, সময় এলে ঠিক হয়ে যাবে, করে নেবো। উল্লতির দিকে এগিয়ে যাবো। কিন্তু তোমরা হলে মাস্টার রচয়িতা, সময় হল তোমাদের রচনা। রচনা মাস্টার রচয়িতার শিক্ষক হবে এটা শোভা দেয় না।

স্লোগান:- বাবার পালনার রিটার্ন হলো - স্ব কে এবং সবাইকে পরিবর্তন করতে সহযোগী হওয়া।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - এই চোখ দিয়ে যা কিছু দেখছে - সেসব শেষ হয়ে যাবে, তাই এসবের প্রতি অসীমের (বেহদের) বৈরাগ্য প্রয়োজন, বাবা তোমাদের জন্য নতুন দুনিয়া বানাচ্ছেন"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা, তোমাদের সাইলেঞ্চে কোন রহস্য-টি সমাহিত আছে?

*উত্তরঃ - যখন তোমরা সাইলেঞ্চে বসো তখন শান্তিধামকে স্মরণ করো। তোমরা জানো সাইলেঞ্চে অর্থাৎ জীবিত অবস্থায় মৃত হওয়া। এখানে বাবা তোমাদের সদ্ব্যুৎ রূপে সাইলেঞ্চে থাকা শেখাচ্ছেন। তোমরা সাইলেঞ্চে থেকে বিকর্ম গুলি দন্ধ করো। তোমাদের এই জ্ঞান আছে যে এখন ঘরে (পরম ধামে) ফিরতে হবে। অন্য সংসঙ্গে শান্তিতে বসে কিন্তু তাদের শান্তিধামের জ্ঞান নেই।

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি আত্মা রূপী (রহানী) বাচ্চাদেরকে শিববাবা বলছেন। গীতায় আছে শ্রী কৃষ্ণ বলেছেন, কিন্তু আসলে হলো শিববাবা বলছেন, কৃষ্ণকে বাবা বলা যাবে না। ভারতবাসীরা জানে যে পিতা হলেন দু'জন, লৌকিক ও পারলৌকিক। পারলৌকিককে পরম পিতা বলা হয়। লৌকিককে পরম পিতা বলা যাবে না। তোমাদের কোনও লৌকিক পিতা বোঝাচ্ছেন না। পারলৌকিক পিতা পারলৌকিক সন্তানদের বোঝাচ্ছেন। সর্ব প্রথমে তোমরা যাও শান্তিধাম, যাকে তোমরা মুক্তিধাম, নির্বাণধাম বা বাণপ্রস্থও বলা। এখন বাবা বলছেন - বাচ্চারা, এবার শান্তিধাম যেতে হবে। শুধুমাত্র তাকেই বলা হয় টাওয়ার অফ সাইলেঞ্চে। এখানে বসে প্রথমে শান্তিতে বসতে হবে। সব সংসঙ্গে প্রথমে শান্তিতে বসানো হয়। কিন্তু তাদের শান্তিধামের জ্ঞান থাকে না। বাচ্চারা জানে আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের এই পুরানো শরীর ছেড়ে ঘরে (পরমধাম) ফিরতে হবে। যে কোনও সময়ে শরীর ত্যাগ করতে হবে, তাই এখন বাবা যা পড়াচ্ছেন সেসব ভালো ভাবে পড়তে হবে। সুপ্রিম টিচারও হলেন তিনি। সন্নতি দাতা গুরুও হলেন তিনি, তাঁর সঙ্গেই যোগ যুক্ত হতে হবে। এই একজন-ই তিনটি সার্ভিস করেন। এমন ভাবে অন্য কেউ তিনটি সার্ভিস করতে পারে না। একমাত্র শিববাবা সাইলেঞ্চেও শেখান। জীবিত অবস্থায় মৃত তাকেই সাইলেঞ্চে বলা হয়। তোমরা জানো আমাদের এখন শান্তিধাম ঘরে ফিরতে হবে। যতক্ষণ আত্মারা পবিত্র নয়, ততক্ষণ ঘরে ফিরতে পারে না। ফিরতে তো সবাইকে হবে তাই শেষ কালে পাপ কর্মের সাজা প্রাপ্ত হয়, তাতেই পদব্রষ্ট হয়ে যায়। কষ্ট যন্ত্রণা সবই সহ্য করতে হয় কারণ মায়ার কাছে হেরেছে। বাবা তো আসেন মায়াকে পরাজিত করাতো। কিন্তু গাফিলতি করে বাবাকে স্মরণ করে না। এখানে তো এক বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। ভক্তিমার্গেও অনেকে চতুর্দিকে ঘুরে বেড়ায়, যেখানে মাথা নোয়ায় তার পরিচয় জানে না। বাবা এসে এমন ভ্রমণ বন্ধ করেন। বোঝান জ্ঞান হলো দিন, ভক্তি হলো রাত। রাতের অন্ধকারেই ধাক্কা খেতে হয়। জ্ঞানের দ্বারা দিন অর্থাৎ সত্যযুগ-ত্রৈতা। ভক্তি অর্থাৎ রাত, দ্বাপর-কলিযুগ। এই হল সম্পূর্ণ ড্রামার সময় অবধি বা ডিউরেশন। অর্ধেক সময় দিন, অর্ধেক সময় রাত। প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার-কুমারীদের দিন ও রাত। এ হল অসীম জাগতিক কথা। অসীম জগতের পিতা অসীমের সঙ্গমে আসেন, তাই বলা হয় শিবরাত্রি। মানুষ এই কথা জানে না যে শিবরাত্রি কাকে বলে? তোমাদের ছাড়া আর একজনও শিব রাত্রির গুরুজ্ঞ জানে না কারণ এই সময়টি হলো মাঝখানে। যখন রাত পুরো হয়ে, দিন শুরু হয়, একেই বলা হয় পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ। পুরানো দুনিয়া ও নতুন দুনিয়ার মধ্যখানের সময়। বাবা আসেন পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে-যুগে। এমন নয় যুগে-যুগে। সত্যযুগ-ত্রৈতার সঙ্গম কালকেও সঙ্গম যুগ বলে দেয়। বাবা বলেন এই কথাটি ভুল।

শিববাবা বলেন আমাকে স্মরণ করো, তাহলে পাপ বিনষ্ট হবে, একেই যোগ অগ্নি বলা হয়। তোমরা সবাই হলে ব্রাহ্মণ। যোগ শেখাও পবিত্র হওয়ার জন্য। ওই ব্রাহ্মণরা কাম চিতায় বসায়। ওই ব্রাহ্মণ এবং তোমরা যে ব্রাহ্মণ, দুই ব্রাহ্মণদের মধ্যে রাত-দিনের তফাৎ আছে। ওরা হল কুখ বংশী (গর্ভে জন্ম হয়), তোমরা হলে মুখ বংশী। প্রত্যেকটি কথা ভালো ভাবে বুঝতে হবে। যদিও কেউ আসলে তাকে বোঝানো হয়, অসীম জগতের বাবাকে স্মরণ করো তাহলে বিকর্ম বিনাশ হবে এবং বেহদের বাবার কাছে স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত হবে। তারপরে যত যত দৈবী গুণ ধারণ করবে ও করাবে ততই উঁচু পদের প্রাপ্ত হবে। বাবা আসেন পতিতদের পবিত্র করতে। অতএব তোমাদেরও এই সার্ভিস করতে হবে। পতিত তো সবাই। গুরু কাউকে পবিত্র করতে পারেন না। পতিত-পাবন নাম হল শিববাবার। তিনি আসেনও এখানে। যখন সবাই পুরোপুরি পতিত অবস্থায় পৌঁছে যায় ড্রামা প্ল্যান অনুযায়ী, তখন বাবা আসেন। সর্ব প্রথমে বাচ্চাদের অল্ক বুঝিয়ে দেন। আমাকে স্মরণ করো। তোমরা বল তাইনা উনি হলেন পতিত-পাবন। আত্মিক বাবাকে বলা হয় পতিত-পাবন। বলা হয় - হে ভগবান বা হে বাবা। কিন্তু পরিচয় কেউ জানে না। এখন তোমাদের অর্থাৎ সঙ্গমবাসীদের পরিচয় প্রাপ্ত হয়েছে। তারা

হলো নরক বাসী। তোমরা নরক বাসী নও। হ্যাঁ, কেউ যদি হেরে গিয়ে একেবারে নীচে পড়ে যায়। তার অর্জিত জমা ধন শেষ হয়ে যায়। মুখ্য কথা হলো পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার। এ হলো পাপময় দুনিয়া। ওটা হলো পাপমুক্ত দুনিয়া, নতুন দুনিয়া, যেখানে দেবতারা রাজত্ব করেন। এখন তোমরা বাচ্চারা জানতে পেরেছ। সর্ব প্রথমে দেবতারা-ই সবচেয়ে বেশি জন্ম নেন। তার মধ্যেও যারা প্রথমে সূর্যবংশী হয় তারা প্রথমে আসেন, ২১ জন্মের অবিনাশী উত্তরাধীকার প্রাপ্ত করেন। এই অসীমিত উত্তরাধীকার হলো - পবিত্রতা-সুখ-শান্তির। সত্যযুগকে পূর্ণ সুখধাম বলা হয়। ত্রেতা হলো সেমি স্বর্গ, কারণ দুই কলা কমে যায়। কলা বা কোয়ালিটি কম হলে উজ্জ্বলতা কম হতে থাকে। চাঁদের কলা কম হলে আলোও কম হয়। শেষে একটি রেখা বাকি থেকে যায়। একদম নিল (Nil) হয়ে যায় না। তোমাদেরও এইরকম হয় - নিল (Nil) হয় না। আটায় লবণ (খুবই অল্প পরিমাণ)।

বাবা আত্মাদের বসে বোঝান। এ হলো আত্মা এবং পরমাত্মার মেলা। বুদ্ধি দিয়ে এই কথাটি বুঝে নিতে হয়। পরমাত্মা কখন আসেন? যখন অনেক আত্মারা অথবা সংখ্যায় অনেক মানুষ হয় তখন পরমাত্মা মেলায় আসেন। আত্মা ও পরমাত্মার মিলন মেলা কেন আয়োজিত হয়? ওই মেলা তো ময়লা হওয়ার জন্যে। এই সময় তোমরা বাগানের মালিকের দ্বারা কাঁটা থেকে ফুলে পরিণত হচ্ছে। কিভাবে হও? স্মরণের শক্তি দ্বারা। বাবাকে বলা হয় সর্বশক্তিমান। যেমন বাবা হলেন সর্বশক্তিমান তেমনই রাবণও কোনও কম শক্তিমান নয়। বাবা নিজেই বলেন মায়া খুব শক্তিশালী, খুব প্রবল। বাচ্চারা বলে বাবা আমরা আপনাকে স্মরণ করি, মায়া আমাদের বিস্মৃত করে দেয়। একে অপরের শত্রু হলো তাইনা। বাবা এসে মায়াকে জয় করতে শেখান, মায়া আবার হারিয়ে দেয়। দেবতা ও অসুরের যুদ্ধ দেখানো হয়। কিন্তু এমন কিছু হয়নি। যুদ্ধ তো হলো এটাই। তোমরা বাবাকে স্মরণ করলে দেবতা হও। মায়া স্মরণে বিঘ্ন সৃষ্টি করে, পড়াশোনাতে নয়। স্মরণেই বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। ক্ষণে ক্ষণে মায়া বিস্মৃত করে। দেহ-অভিমानी হলে মায়া চড় লাগিয়ে দেয়। কাম বিকার গ্রন্থ দেহ জন্যে কঠিন শব্দ ব্যবহার করা হয়। এ হলো রাবণের রাজ্য। এখানেও বোঝানো হয় পবিত্র হও তবুও পবিত্র হয় না। বিকার গ্রন্থ হয়ো না, মুখ কালো কোরো না। তা সত্ত্বেও বাচ্চারা লেখে বাবা মায়া হারিয়ে দিয়েছে অর্থাৎ মুখ কালো হয়েছে। গৌর আর শ্যাম বর্ণ আছে তাই না। বিকারী হলো শ্যাম বর্ণ আর নির্বিকারী গৌর বর্ণের হয়। শ্যাম-সুন্দর কথাটির অর্থ তোমরা ছাড়া দুনিয়ায় কেউ জানে না। কৃষ্ণকেও শ্যাম-সুন্দর বলা হয়। বাবা তাঁরই নামের অর্থ বুঝিয়ে দেন। কৃষ্ণ স্বর্গের ফার্সি নম্বর প্রিন্স ছিলেন। সৌন্দর্যে নম্বর ওয়ানে ইনিই পাশ করেছিলেন। তারপরে পুনর্জন্ম নিয়ে নীচে নেমে শ্যাম বর্ণে পরিণত হন। তখন নাম রাখা হয় শ্যাম-সুন্দর। এই অর্থটিও বাবা-ই বোঝান। শিববাবা তো হলেন এভার সুন্দর। তিনি এসে বাচ্চাদের অর্থাৎ তোমাদের সুন্দর করেন। পতিত কালো, পবিত্র-রা সুন্দর হয়। ন্যাচারাল বিউটি থাকে। তোমরা বাচ্চারা এসেছো যাতে আমরা স্বর্গের মালিক হই। গায়নও আছে শিব ভগবানুবাচ, মাতা'রা স্বর্গের দুয়ার খোলেন তাই বন্দে মাতরম্ গাওয়া হয়। বন্দে মাতরম্ বলা হলে পিতাও আছেন সেকথা বোঝা যায়। বাবা মাতাদের মহিমা মন্ডিত করেন। প্রথমে লক্ষ্মী, পরে নারায়ণ। এখানে যদিও প্রথমে মিস্টার, পরে মিসেস। ডামার রহস্য এমনই নির্ধারিত রয়েছে। বাবা হলেন রচয়িতা প্রথমে নিজের পরিচয় দেন। এক হলো জাগতিক, দেহের লৌকিক পিতা, দ্বিতীয় হলেন অসীম জগতের (আত্মার) পারলৌকিক পিতা। অসীম জগতের পিতাকে স্মরণ করা হয়, কারণ তাঁর কাছ থেকে স্বর্গের উত্তরাধীকার প্রাপ্ত হয়। দেহের দুনিয়ার প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও অসীম জগতের পিতাকে স্মরণ করা হয়। বাবা আপনি এলে আমরা অন্য সব সঙ্গ ত্যাগ করে একমাত্র আপনার সঙ্গেই যুক্ত থাকবো। এই কথাটি কে বলছে? আত্মা। আত্মা-ই এই অর্গান দ্বারা পাট প্লে করে। প্রতিটি আত্মা যেমন যেমন কর্ম করে তেমনই জন্ম গ্রহণ করে। ধনী গরিব হয়। এ হলো কর্ম, তাইনা। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ হলেন বিশ্বের মালিক। তাঁরা কি করেছেন, এই কথা তো তোমরা জানো এবং তোমরাই বোঝাতে পারো।

বাবা বলেন এই চোখ দিয়ে তোমরা যা কিছু দেখছো, সেসবের প্রতি বৈরাগ্য। এইসব তো শেষ হয়ে যাবে। নতুন বাড়ি তৈরি হলে পুরানো বাড়ির প্রতি বৈরাগ্য অনুভব হয়। বাচ্চারা বলবে বাবা নতুন বাড়ি করেছেন, আমরা সেখানে যাব। এই পুরানো বাড়ি তো ভেঙে যাবে। এই হল অসীম জগতের কথা। বাচ্চারা জানে বাবা এসেছেন স্বর্গের স্থাপনা করতে। এই হলো পুরানো ছিঃ ছিঃ দুনিয়া।

তোমরা বাচ্চারা এখন ত্রিমূর্তি শিবের সামনে বসে আছো। তোমরা বিজয়ী হও। বাস্তবে তোমাদের এই ত্রিমূর্তি হলো কোট অফ আর্মস (প্রতীক চিহ্ন)। তোমাদের ব্রাহ্মণদের এই কুল হলো সর্বোচ্চ। শিখরে। এই রাজত্ব স্থাপন হচ্ছে। এই কোট অফ আর্মস সম্বন্ধে তোমরা ব্রাহ্মণরাই জানো। শিববাবা আমাদের ব্রহ্মার দ্বারা পড়ান, দেবী-দেবতায় পরিণত করার জন্য। বিনাশ তো হবেই। দুনিয়া তমোপ্রধান হয় তখন প্রাকৃতিক দুর্যোগ সাহায্য করে। বুদ্ধির দ্বারা বিজ্ঞানের কত আবিষ্কার

বের হতে থাকে। পেট থেকে মিসাইল বের হয়নি। এ হলো বিজ্ঞানের আবিষ্কার, যার দ্বারা সম্পূর্ণ কুল ধ্বংস করে দেয়। বাচ্চাদের বোঝানো হয় উঁচু থেকে উঁচু হলেন শিববাবা। পূজা অর্চনা করা উচিত একমাত্র শিববাবার এবং দেবতাদের। ব্রাহ্মণদের পূজা হতে পারে না, কারণ তোমাদের আত্মা যতই পবিত্র হোক না কেন কিন্তু শরীর তো পবিত্র নয়, তাই পূজন যোগ্য হতে পারো না। তোমরা হলে মহিমা যোগ্য। যখন তোমরা আবার দেবতায় পরিণত হও তখন আত্মাও পবিত্র, শরীরও নতুন পবিত্র প্রাপ্ত কর। এই সময় তোমরা মহিমা যোগ্য হও। বন্দে মাতরম্ গাওয়া হয়। মাতাদের সেনা বাহিনী কি করেছিল? মাতারা গ্রীষ্মে অনুযায়ী জ্ঞান প্রদান করেন। তারা সবাইকে জ্ঞান অমৃত পান করান। এইসব যথার্থ ভাবে তোমরাই বুঝতে পারো। শাস্ত্রে অনেক কাহিনী লেখা আছে, সেসব বসিয়ে শোনায়। তোমরা সত্য-সত্য করতে থাকো। তোমরা এইসব বসে শোনাও তাহলে তারা সত্য সত্য বলবে। মানুষ তো এমন পাথরবুদ্ধি হয়েছে যে সত্য সত্য বলতে থাকে। গায়নও আছে পাথরবুদ্ধি ও পারশ বুদ্ধি। পারশবুদ্ধি অর্থাৎ পারস নাথ। নেপালে বলা হয় পরশনাথের চিত্র আছে। পরশপুরীর নাথ হলেন এই লক্ষ্মী-নারায়ণ। তাঁদের ডিনায়েস্টি আছে। এখন মুখ্য কথা হলো রচয়িতা ও রচনার রহস্য জানা, যার বিষয়ে ঋষি-মুনীরা নেতি-নেতি (এটাও নয়, ওটাও নয়) বলে গেছে, সেটাই প্রখ্যাত হয়ে আছে। এখন তোমরা বাবার দ্বারা সবকিছু জানছো অর্থাৎ ঈশ্বরে বিশ্বাসী হয়েছো। মায়া রাবণ নাস্তিক অর্থাৎ ঈশ্বরে অবিশ্বাসী করে দেয়। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) সর্বদা স্মৃতিতে যেন থাকে যে, আমরা হলাম ব্রহ্মা মুখবংশী ব্রাহ্মণ, আমাদের কুল হলো সর্বোচ্চ। আমাদের পবিত্র হতে হবে এবং পবিত্র করতে হবে। পতিত-পাবন বাবার সহযোগী হতে হবে।

২) স্মরণে কখনও গাফিলতি করবে না। দেহ-অভিমানের জন্যই মায়া স্মরণে বিভ্রান্ত সৃষ্টি করে, তাই সর্ব প্রথমে দেহ-অভিমান ত্যাগ করতে হবে। যোগ অগ্নি দ্বারা পাপ বিনষ্ট করতে হবে।

বরদানঃ:- সাধন গুলির প্রবৃত্তিতে থেকে কমল ফুলের সমান পৃথক আর প্রিয় থাকা অসীম জগতের বৈরাগী ভব সাধন প্রাপ্ত হয়েছে তো সেগুলিকে খুব ভালোভাবে অবশ্যই ইউজ করো, এই সাধন হলোই তোমাদের জন্য, কিন্তু সাধনাকে মার্জ করো না। সম্পূর্ণ ব্যালেন্স রাখো। সাধনকে ব্যবহার করা কোনও খারাপ জিনিস নয়, সাধন তো হলো তোমাদের কর্মের, যোগের ফল। কিন্তু সাধন গুলির প্রবৃত্তিতে থেকে কমল ফুলের সমান পৃথক আর বাবার প্রিয় হও। ইউজ করার সময় সেগুলির দ্বারা প্রভাবিত হয়ো না। সাধনের জন্য বৈরাগ্য বৃত্তি যেন মার্জ না হয়ে যায়। প্রথমে নিজের মধ্যে একে ইমার্জ করো তারপর সমগ্র বিশ্বে বায়ুমন্ডল ছড়িয়ে দাও।

স্লোগানঃ:- উদ্বিগ্ন (পরেশান) হওয়ার পরিবর্তে নিজেকে আত্মিক মর্যাদায় (শান এ) স্থিত করে দেওয়াই হলো সবথেকে ভালো সেবা।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2

2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাম্ভারা - এখন তোমাদের সবদিক থেকে সকল তার ছিন্ন হওয়া উচিত, কেননা ঘরে ফিরে যেতে হবে, এমন কোনো বিকর্ম যেন না হয়, যাতে ব্রাহ্মণ কুলের নাম বদনাম হয়ে যায়"

*প্রশ্নঃ - বাবা কোন্ বাম্ভাদের দেখে খুশী হন? কোন্ বাম্ভারা বাবার নয়নে সমাহিত হয়ে আছে?

*উত্তরঃ - যে বাম্ভারা অনেককে সুখদায়ী বানিয়ে তোলে, যারা সেবাপরায়ণ, তাদের দেখে বাবাও খুশী হন। যে বাম্ভাদের বুদ্ধিতে থাকে যে, এক বাবার কথাই শুনবো, বাবার সাথেই কথা বলবো... এমন বাম্ভারা বাবার নয়নে সমাহিত হয়ে থাকে। বাবা বলেন - যে বাম্ভারা আমার সার্ভিস করে, তারা আমার অতি প্রিয়। এমন বাম্ভাদের আমি স্মরণ করি।

ওম্ শান্তি। মিষ্টি - মিষ্টি আত্মা রূপী বাম্ভারা জানে যে, আমরা বাবার সামনে বসে আছি, সেই বাবা আমাদের টিচারের রূপেও পড়ান। সেই বাবা পতিত - পাবন আবার সদগতি দাতাও। তিনি আমাদের সাথে করেও নিয়ে যান আবার সহজ রাস্তাও বলে দেন। তিনি আমাদের পতিত থেকে পবিত্র করার জন্য কোনো পরিশ্রম করান না। যেখানেই যাও না কেন, ঘুরতে - ফিরতে, বিদেশে গিয়েও কেবলমাত্র নিজেকে আত্মা মনে করো। যেভাবেই হোক বোঝো। কিন্তু তবুও বাবা বলেন, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো, দেহ - ভাব ত্যাগ করে আত্মা - অভিমাত্রী হও। আমরা আত্মা, এই শরীর ধারণ করি পার্ট প্লে করার জন্য। এক শরীরের দ্বারা পার্ট প্লে করে আবার অন্য শরীর ধারণ করি। কারোর পার্ট ১০০ বছরের, কারোর ৮০ বছরের, কারোর আবার ২ বছরের, আবার কারোর ৬ মাসের। কেউ কেউ আবার জন্মেই মারা যায়। কেউ আবার জন্ম নেওয়ার পূর্বেই গর্ভেই মারা যায়। এখন এখানকার পুনর্জন্ম আর সত্যযুগের পুনর্জন্মের মধ্যে রাতদিনের তফাত। এখানে গর্ভে জন্ম নেয় তো একে গর্ভজেল বলা হয়। সত্যযুগে গর্ভজেল হয় না। ওখানে বিকর্ম হয় না কারণ ওখানে রাবণ রাজ্য নেই। বাবা সব কথা বুঝিয়ে বলেন। অসীম জগতের বাবা বসে এই শরীরের দ্বারা বুঝিয়ে বলেন। এই শরীরের আত্মাও শোনে। জ্ঞানের সাগর বাবাই শোনান, যাঁর নিজের কোনো শরীর নেই। তাঁকে সর্বদা শিবই বলা হয়। তিনি যেমন পুনর্জন্ম রহিত, তেমনই নাম - রূপ রহিত। তাঁকে বলা হয় সদাশিব। সর্বদার জন্য তিনি শিবই, তাঁর শরীরের কোনো নাম হয় না। এনার মধ্যেও যখন প্রবেশ করেন, তখনও এনার শরীরের নামও তাঁকে দেওয়া হয় না। এ হলো তোমাদের অসীম জগতের সন্ধ্যাস, ওরা হয় জাগতিক সন্ধ্যাসী। তাঁদের নামও মানুষের মুখে মুখে থাকে। বাবা তোমাদেরও কতো ভালো ভালো নাম রেখেছেন। ড্রামা অনুসারে যাকে নাম দেওয়া হয়েছে তারাও উদ্ধাও হয়ে গেছে। বাবা মনে করেন, যদি আমার হয়, তাহলে অবশ্যই থাকবে, বাবাকে কখনোই তালুক দেবে না, কিন্তু তবুও যদি দিয়ে দেয় তাহলে নাম রেখে আর কি লাভ হবে। সন্ধ্যাসীরাও যদি ঘরে ফিরে আসে তখন পুরানো নামই চলতে থাকে। ঘরেও তো আসে, তাই না। এমনও নয় যে, সন্ধ্যাসী হলে তাঁদের মিত্র - সম্বন্ধী ইত্যাদি স্মরণে আসে না। কারোর তো তাঁদের মিত্র-সম্বন্ধীদের কথা খুবই স্মরণে আসে। তারা মোহতে ফেঁসে মরে। সুতোর বাঁধনে আটকে থাকে। কারোর আবার চট করেই কানেকশন ছিন্ন হয়। এই তার ছিন্ন তো করতে হবেই। বাবা বুঝিয়েছেন যে, এখন তো ঘরে ফিরে যেতে হবে। বাবা নিজে বসেই বলেন, ভোরবেলাও তো বাবা বলছিলেন, তাই না। দেখে দেখে মনে সুখের অনুভব হয়.... কেন? বাম্ভারা বাবার নয়নে সমাহিত হয়ে আছে। আত্মারা তো নয়নেরই আলো। বাবাও তো বাম্ভাদের দেখে খুশী হন, তাই না। কেউ কেউ তো খুব ভালো বাম্ভা হয় যারা সেন্টারের দেখাশোনা করে, কেউ আবার ব্রাহ্মণ হয়েও বিকারে চলে যায়, তারা অবাধ্য সন্তান হয়। তাই এই বাবাও সেবাপরায়ণ বাম্ভাদের দেখে খুশী হন। অসীম জগতের বাবা বলেন, ওদের তো কুল কলঙ্কিত বলা হবে। ওরা ব্রাহ্মণ কুলের নাম বদনাম করে। বাবা বাম্ভাদের বোঝাতে থাকেন - কারোর নাম - রূপে আটকে যেও না, তাহলে তাদেরও সেমি কুল কলঙ্কিত বলা হবে। সেমির থেকে আবার ফাইনালও হয়ে যায়। তারা নিজেরাই লেখে যে - বাবা আমরা নেমে গেছি, আমরা মুখ কালো করে দিয়েছি। মায়া আমাদের ধোঁকা দিয়ে দিয়েছে। মায়ার ঝড় অনেক আসে। বাবা বলেন, কাম কাটারি চালালে এও একে অপরকে দুঃখ দেওয়া হয়, তাই প্রতিজ্ঞা করান, তারা রক্ত দিয়েও বড় বড় পত্র লেখে। আজ তারা আর নেই। বাবা বলেন, অহো মায়া! তুমি জবরদস্ত। এমন বাম্ভারা, যারা রক্ত দিয়েও লিখে দিত, তুমি তাদেরও খেয়ে ফেলে থাকো। বাবা যেমন সমর্থ (শক্তিশালী), মায়াও তেমনই সমর্থ। তোমরা অর্ধেক কল্প বাবার শক্তির অবিনাশী উত্তরাধিকার পাও, অর্ধেক কল্প মায়া সেই শক্তিকে খুইয়ে দেয়। এ হলো ভারতের কথা। দেবী - দেবতা ধর্মের মানুষরাই বিত্তবান থেকে দেউলিয়া হয়ে যায়। এখন তোমরা লক্ষ্মী - নারায়ণের মন্দিরে যাবে। তোমরা তো আশ্চর্য হয়ে যাবে। আমরা তো এই কুলের (ঘরানার) ছিলাম, এখন আমরা আবার পড়ছি। এনার আত্মাও বাবার কাছ থেকে পড়ছে। পূর্বে

তো তোমরা যেখানে - সেখানে মাথা ঠুকতে । এখন তোমাদের জ্ঞান হয়েছে, তোমরা প্রত্যেকেরই সম্পূর্ণ ৮৪ জন্মের কাহিনী জানো । প্রত্যেকেই তার নিজের নিজের ভূমিকা পালন করে ।

বাবা বলেন - বাচ্চারা, সর্বদা খুশীতে থাকো । এখানকার এই খুশীর সংস্কার তোমরা সাথে করে নিয়ে যাবে । তোমরা জানো যে, আমরা কি হই ? বেহদের বাবা আমাদের এই অবিনাশী উত্তরাধিকার দিচ্ছেন আর কেউই তা দিতে পারে না । একজন মানুষও নেই যে জানে যে, এই লক্ষ্মী - নারায়ণ কোথায় গেলেন ? তারা মনে করে, ওনারা যেখান থেকে এসেছিলেন, সেখানেই চলে গেছেন । বাবা এখন বলছেন, তোমরা বুদ্ধি দিয়ে বিচার করো, ভক্তিমার্গেও তোমরা বেদ শাস্ত্র পড়তে, এখন আমি তোমাদের জ্ঞান শোনাচ্ছি । তোমরা বিচার করো - ভক্তি সঠিক নাকি আমরা সঠিক? বাবা, অর্থাৎ রাম হলেন সঠিক, রাবণ হলো বৈঠক । প্রতি কথায়ই অসত্য বলে । এ কেবল জ্ঞানের কথার জন্যই বলা হয় । তোমরা এখন বুঝতে পারো যে, প্রথমে আমরা সবই অসত্য বলতাম । দান - পুণ্য ইত্যাদি করেও সিঁড়িতে নেমে এসেছি । তোমরা আত্মাদেরই দাও । যে পাপাত্মা, সেই পাপাত্মাকে দিলে পুণ্য আত্মা কিভাবে হবে ? ওখানে আত্মাদের এই দেওয়া - নেওয়া হয় না । এখানে তো লাখ টাকারও ধার নিতে থাকে । এই রাবণ রাজ্যে প্রতি পদে মানুষের দুঃখ । এখন তোমরা সঙ্গম যুগে আছো । তোমাদের তো এখন প্রতি পদে পদ্ম । দেবতার পদ্মপতি কিভাবে হয়েছে? এ কথা কেউই জানে না । স্বর্গ তো অবশ্যই ছিল । তার নিদর্শনও আছে । বাকি ওরা তো জানেই না যে, তারা পূর্বজন্মে কি এমন কর্ম করেছে যে রাজ্যভাগ্যের অধিকারী হয়েছে । সেটা তো হল নতুন সৃষ্টি । ওখানে অপ্রয়োজনীয় চিন্তা হয় না । ওই দুনিয়াকে সুখধাম বলা হয় । এ হলো পাঁচ হাজার বছরের কথা । তোমরা এই পড়া পড়ো সুখের জন্য, পবিত্র হওয়ার জন্য । বাবা অনেক যুক্তি বলেন । তিনি কত ভালোভাবে বুঝিয়ে বলেন, শান্তিধাম হলো আত্মাদের থাকার জায়গা, তাকে সুইট হোম বা মিষ্টি ঘর বলা হয় । বিদেশ থেকে ফিরলে যেমন মনে করবে, এখন আমরা আমাদের সুইট হোমে ফিরে যাচ্ছি । তোমাদের সুইট হোম হলো শান্তিধাম । বাবাও তো শান্তির সাগর, যাঁর পাট পরের দিকে হবে । তিনি কতো সময় শান্তিতে থাকেন । বাবার খুবই অল্প সময়ের পাট । এই ড্রামাতে তোমাদের হলো হিরো - হিরোইনের পাট । তোমরা এই বিশ্বের মালিক হও । এই নেশা কখনো আর কারোরই হওয়া সম্ভব নয় । আর কারোর ভাগ্যে এই স্বর্গের সুখই নেই । এ তো তোমরা, বাচ্চারা পাপ । যেই বাচ্চাদের বাবা দেখেন, তারা বলে, বাবা, তোমার কথাই বলবো, তোমার সাথেই কথা বলবো । বাবাও বলেন, বাচ্চারা, আমি তোমাদের দেখেও খুবই খুশী হই । আমি পাঁচ হাজার বছর পরে এসেছি, আমি বাচ্চাদের দুঃখধাম থেকে সুখধামে নিয়ে যাই কেননা কাম চিতায় বসে সকলেই জ্বলে ভস্ম হয়ে গেছে । এখন তাদের কবর থেকে বের করতে হবে । আত্মারা তো সবাই এখানে হাজির । তাদের পবিত্র হতে হবে ।

বাবা বলেন - বাচ্চারা, বুদ্ধির দ্বারা এক সঙ্করকে স্মরণ করো আর সবাইকেই ভুলে যাও । এক এর সাথেই সম্পর্ক রাখতে হবে । তোমরা বলেছিলে, তুমি এলে, তুমি ছাড়া আর কেউই নয় । একমাত্র তোমার মতেই চলবো । আমরা শ্রেষ্ঠ হবো । এমন মহিমাও আছে যে, উঁচুর থেকে উঁচু হলেন ভগবান । তাঁর মতও উঁচুর থেকেও উঁচু । বাবা নিজেই বলেন, এই জ্ঞান যা আমি তোমাদের দিই, তা প্রায় লোপ হয়ে যাবে । ভক্তিমার্গের শাস্ত্র তো পরম্পরা ধরে চলে আসছে । এমনও বলা হয় যে, রাবণও চলে আসে । তোমরা জিজ্ঞেস করো, রাবণকে তোমরা কবে থেকে জ্বালাও, কেন জ্বালাও? কেউ কিছুই জানে না । অর্থ না জানার কারণে কতো আনন্দ করে পালন করে । অনেক অতিথিকে তারা ডাকে । যেন তারা রাবণ জ্বালানোর উৎসব পালন করে । তোমরা বুঝতেই পারো না, কবে থেকে রাবণকে বানিয়ে আসছে । দিনে দিনে আরো বড় বানাচ্ছে, তারা বলে, এ পরম্পরা ধরে চলে আসছে কিন্তু এমন তো হতেই পারে না । অবশেষে রাবণকে কতদিন পর্যন্ত জ্বালাতে থাকবে? তোমরা তো জানো যে, বাকি অল্প সময় আছে, এরপর তো এর রাজ্য আর থাকবে না । বাবা বলেন যে, এই রাবণ হলো সবথেকে বড় শত্রু, এর উপর বিজয় লাভ করতে হবে । মানুষের বুদ্ধিতে অনেক কথা আসে । তোমরা জানো যে, এই ড্রামাতে সেকেণ্ড বাই সেকেণ্ড যা চলে এসেছে, তা সবই নির্ধারিত আছে । তোমরা তিথি - তারিখ সম্পূর্ণ হিসেব বের করতে পারো - কত ঘন্টা, কত বছর, কত মাস আমাদের এই পাট চলে । এই সম্পূর্ণ জ্ঞান বুদ্ধিতে থাকা উচিত । বাবা আমাদের এইকথা বুঝিয়ে বলেন । বাবা বলেন, আমিই হলাম পতিত - পাবন । তোমরা আমাকে ডাকো যে, তুমি এসে আমাদের পবিত্র বানাও । পবিত্র দুনিয়া হলো শান্তিধাম আর সুখধাম । এখন তো এখানে সবাই পতিত । তোমরা সবসময় বাবা - বাবা বলতে থাকো । একথা ভুলে যেও না তাহলে সর্বদা শিববাবা স্মরণে আসবে । ইনি আমাদের বাবা । প্রথমে ইনি হলেন অসীম জগতের বাবা । বাবা বললে অবিনাশী উত্তরাধিকার খুশীর অনুভব হয় । কেবল ভগবান বা ঈশ্বর বললে এমন ভাবনা আসবে না । তোমরা সবাইকে বলো - অসীম জগতের বাবা আমাদের ব্রহ্মার দ্বারা বোঝান । ইনি হলেন ওনার রথ । তিনি ওনার দ্বারা বলেন - বাচ্চারা আমি তোমাদের এমন বানাই । এই ব্যাজে সম্পূর্ণ জ্ঞান ভরা আছে । পরের দিকে তোমাদের এটাই স্মরণে থাকবে - শান্তিধাম আর সুখধাম । দুঃখধামকে তো তোমরা ভুলতে থাকো । তোমরা এটাও

জানো যে, সবাই নশ্বরের ক্রম অনুসারে সবাই নিজের নিজের টাইমে আসবে। ইসলাম, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ইত্যাদি কতো কতো আত্মা রয়েছে। অনেক অনেক ভাষা। প্রথমে ছিলো এক ধর্ম এরপর কতো বের হয়ে গেছে। কতো লড়াই ইত্যাদি লেগেই আছে। সকলেই লড়াই করছে কারণ সকলেই এখন অনাথ হয়ে গেছে। বাবা এখন বলছেন, আমি তোমাদের যে রাজ্যের অধিকার দিই তা কখনোই কেউ ছিনিয়ে নিতে পারে না। বাবা স্বর্গের অবিদ্যমান উত্তরাধিকার দেন যা কেউই ছিনিয়ে নিতে পারে না। এতে তোমাদের অথও, অটল, অটুট থাকতে হবে। মায়ার ঝড় তো অবশ্যই আসবে। যারা প্রথমদিকে থাকবে তারা তো সবই অনুভব করবে। এই রোগ ব্যাধি সব চিরকালের জন্য শেষ হবে, তাই কর্মের হিসাবপত্র, রোগ বিধি ইত্যাদি বেশী এলে ভয় পেয়ো না। এ সবই পরের দিকের, এরপর তা আর হবে না। এখন সবই উথলে উথলে আসবে। বৃদ্ধকেও মায়ী যুবা করে দেবে। মানুষ যখন বাণপ্রস্থে যায়, তখন সঙ্গে কোনও ফিমেলস যায় না। সন্ন্যাসীরাও জঙ্গলে চলে যায়। সেখানেও কোনো ফিমেল থাকে না। তারা কারোর দিকেই তাকায় না। ভিক্ষা নেয় আর চলে যায়। আগে তো স্ত্রীর দিকেও তাকাতো না। তারা মনে করতো তাহলে বুদ্ধি সেই দিকে আকৃষ্ট হবে। ভাই - বোনের সম্পর্কেও বুদ্ধি আকৃষ্ট করে, তাই বাবা বলেন ভাই - ভাইয়ের দৃষ্টিতে দেখো। শরীরের নামের আকর্ষণও যেন না থাকে। এ হলো অনেক উঁচু লক্ষ্য। একদম উপরে শিখরে যেতে হবে। এই রাজধানী এখন স্থাপন হচ্ছে। এতে অনেক পরিশ্রম। তোমরা বলো, আমরা তো লক্ষ্মী - নারায়ণ হবো। বাবা বলেন, আচ্ছা, ঠিক আছে হও। আমার শ্রীমতে চলো। মায়ার ঝড় তো আসবেই, কর্মেন্দ্রিয় দিয়ে কোনো খারাপ কাজ করো না। দেউলিয়া তো এইভাবেই হয়। এমনও নয় যে, জ্ঞানে এলো তো তারপর দেউলিয়া হয়ে গেলো। এ তো চলেই আসছে। বাবা বলেন, আমি আসিই তোমাদের পতিত থেকে পবিত্র করতে। কখনো কেউ খুব ভালো সেবা করে, অন্যদেরও বোঝায় তারপর দেউলিয়া হয়ে নিজেই চলে যায়... মায়ী খুবই জবরদস্ত। ভালো ভালো বাচ্চাদের পতন হয়। বাবা বসে বোঝান, আমার সার্ভিস যারা করে এমন বাচ্চারাই আমার প্রিয়। তারা অনেককেই সুখদায়ী করে, আমি এমন বাচ্চাদেরই স্মরণ করি। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মূখ্য সার:-

১) কারোর নাম রূপে মোহিত হয়ে কুল কলঙ্কিত করবে না। মায়ার প্রভাবে এসে একে অপরকে দুঃখ দেবে না। বাবার থেকে সমর্থী (শক্তিশালী হওয়ার) উত্তরাধিকার নিতে হবে।

২) সদা খুশীতে থাকার সংস্কার এখান থেকেই ভরপুর করতে হবে। এখন পাপ আত্মাদের সঙ্গে কোনো প্রকারের দেওয়া - নেওয়ার সম্পর্ক স্থাপন করবে না। রোগ ব্যাধি ইত্যাদিতে ভয় পেয়ো না, সব হিসাবপত্র এখনই শোধ করতে হবে।

বরদান:- উইল পাওয়ারের দ্বারা সেকেন্ডে ব্যর্থকে ফুলস্টপ লাগানো অশরীরী ভব সেকেন্ডে অশরীরী হওয়ার ফাউন্ডেশন হলো - এই অসীম জগতের বৈরাগ্য বৃত্তি। এই বৈরাগ্য এমনই যোগ্য ধরনী যে, এখানে যাকিছু রোপন করো (যেমনই কর্ম করো) তার ফল অতিশীঘ্র বেরিয়ে আসে। তো এখন এইরকম উইল পাওয়ার হবে যে, সংকল্প করলে - ব্যর্থ সমাপ্ত হোক তো সেকেন্ডে সমাপ্ত হয়ে যাবে। যখন চাও, যেখানে চাও, যে স্থিতিতে চাও সেকেন্ডে সেট করে নাও, সেবা তার দিকে যেন টানে না। সেকেন্ডে ফুলস্টপ লেগে যাবে, তবেই সহজেই অশরীরী হয়ে যাবে।

স্লোগান:- বাবার সমান হতে হলে যা বিগড়ে গেছে তাকে সঠিক বানাও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent

1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার কাছে তোমরা রিফ্রেশ হওয়ার জন্য আসো, এখানে তোমরা দুনিয়ার ভাইব্রেশনের থেকে দূরে সত্যিকারের সৎ-সঙ্গ প্রাপ্ত করো”

*প্রশ্নঃ - বাবা বাচ্চাদের উল্লতির জন্য সর্বদা কোন্ রায় দেন?

*উত্তরঃ - মিষ্টি বাচ্চারা, কখনোই নিজেদের মধ্যে সাংসারিক পরনিন্দা-পরচর্চা করবে না। যদি কেউ শোনায, তাহলে শুনেও শুনো না। ভালো বাচ্চারা নিজেদের সার্ভিসের ডিউটি সম্পূর্ণ করার পর বাবার স্মরণের আনন্দে ডুবে থাকে। কিন্তু কিছু-কিছু বাচ্চা অনাবশ্যক ব্যর্থ আলোচনা খুব আনন্দের সাথে শোনে আর অন্যকে শোনায। এর ফলে অনেক সময়ের অপচয় হয় এবং তারপর উল্লতিও হয় না।

ওম্ শান্তি । ডবল ওম্ শান্তি বলা হলে সেটাও রাইট। বাচ্চাদেরকে তো এর অর্থ বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে । আমি শান্ত স্বরূপ আত্মা। যেহেতু আমার ধর্মই হলো শান্ত, তাই জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরলে শান্তি পাওয়া সম্ভব নয়। বাবা বলছেন, আমিও শান্ত স্বরূপ। এটা তো খুবই সহজ ব্যাপার, কিন্তু মায়ার সাথে লড়াই হওয়ার কারণে একটু কঠিন বলে মনে হয়। সব বাচ্চারাই জানে যে অসীম জগতের বাবা ছাড়া আর কেউই এই জ্ঞান দিতে পারবে না। কেবল বাবা-ই হলেন জ্ঞানের সাগর। কোনো দেহধারীকে কখনো জ্ঞানের সাগর বলা যাবে না। যিনি রচয়িতা, তিনিই রচনার আদি-মধ্য-অন্তিমের জ্ঞান দেন। সেটাই তোমরা বাচ্চারা প্রাপ্ত করছো। কিছু ভালো ভালো অনন্য বাচ্চাও ভুলে যায়, কারণ বাবার স্মৃতি হলো পারদের মতো। স্কুলে তো অবশ্যই নম্বর ক্রম থাকবে। নম্বর সব সময় স্কুলেই গোনা হয়ে থাকে । সত্যযুগে এইরকম নম্বর দেওয়া হবে না। এটা হলো স্কুল । এই স্কুল-কে বুঝতে পারার জন্য বিশাল বুদ্ধি চাই। অর্ধেক কল্প ধরে ভক্তি চলতে থাকে। ভক্তির পরে জ্ঞানের সাগর জ্ঞান দেওয়ার জন্য আসেন। ভক্তিমার্গের পথিকরা কখনো জ্ঞান দিতে পারবে না। কারণ তারা সবাই দেহধারী। এইরকম কখনো বলা যাবে না যে, শিববাবাও ভক্তি করেন। তিনি আবার কার ভক্তি করবেন! কেবল বাবা-ই হলেন একমাত্র, যাঁর কোনো শরীর নেই। তিনি কারোর ভক্তি করেন না। এছাড়া যত দেহধারী রয়েছে, তারা সকলেই ভক্তি করে। কারণ তারা হল রচনা। কেবল বাবা-ই হলেন রচয়িতা। এছাড়া এই চক্ষু দ্বারা যা কিছু দেখা যায়, এই ছবি ইত্যাদি সবকিছুই হল রচনা। এই কথাটাই প্রতি মুহূর্তে ভুলে যায়।

বাবা বোঝাচ্ছেন, এই অসীম জগতের উত্তরাধিকার তোমরা বাবাকে ছাড়া প্রাপ্ত করতে পারবে না। তোমরাই বৈকুণ্ঠের বাদশাহী প্রাপ্ত করো। ৫ হাজার বছর আগে ভারতে এদের রাজত্ব ছিল। ২৫০০ বছর ধরে সূর্যবংশী এবং চন্দ্রবংশীদের রাজধানী ছিল। তোমরা বাচ্চারাই জানো যে এটা তো কালকের কথা। এইসব কথা তো বাবা ছাড়া অন্য কেউ বলতে পারবে না। বাবা-ই হলেন পতিত-পাবন। কাউকে বোঝাতে গেলে অনেক পরিশ্রম করতে হয়। বাবা নিজেই বলেন যে কোটির মধ্যে কেউ বুঝবে। এই চক্রটাও বোঝানো হয়েছে। এই জ্ঞান সমগ্র দুনিয়ার জন্য। সিঁড়ির ছবিটাও খুব ভাল। কিন্তু তাও কিছু ব্যক্তি নিজের ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে। বাবা বুঝিয়েছেন যে যারা বিয়েবাড়ির জন্য হল ভাড়া দেয়, তাদেরকেও এই জ্ঞান বোঝাও এবং দৃষ্টি দাও। ভবিষ্যতে সকলেই এই জ্ঞান পছন্দ করবে। বাচ্চারা, তোমাদেরকে এই জ্ঞান বোঝাতে হবে। বাবা তো কারোর কাছে যাবেন না। ভগবানুবাচ - যে নিজে পূজারী, তাকে কখনোই পূজনীয় বলা যাবে না। কলিযুগে একজনও পবিত্র হতে পারে না। তাই যিনি সর্বোত্তম পূজনীয়, তিনিই এই পূজ্য দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপন করেন। অর্ধেক কল্প পূজনীয় থাকার পরে অর্ধেক কল্পের জন্য পূজারী হয়ে যায়। এই বাবাও অনেক গুরু করেছিলেন। এখন বুঝেছেন যে ঐগুলো তো ভক্তিমার্গ ছিল। এখন সদ্ধরুকে পাওয়া গেছে, তিনিই পূজনীয় বানান। কেবল একজনকে নয়, সবাইকে বানান। সকল আত্মাই পূজ্য সতোপ্রধান হয়ে যায়। এখন তমোপ্রধান পূজারী হয়ে গেছে। এই পয়েন্টটা ভালো করে বুঝতে হবে। বাবা বলেন, কলিযুগে একজনও পবিত্র-পূজনীয় থাকতেই পারে না। সকলেই বিকারের দ্বারা জন্ম নেয়। এটা হল রাবণের রাজত্ব। এই লক্ষ্মী-নারায়ণও পুনর্জন্ম নেয়, কিন্তু ওরা হল পূজনীয়। কারণ ওখানে কোনো রাবণ থাকবে না। রাম রাজ্যের কথা তো প্রায়শই বলা হয়, কিন্তু রাম রাজ্য কখন হয় আর রাবণ রাজ্য কখন হয়, সে বিষয়ে কিছুই জানে না। এখন দেখ, কত রকমের সভা হয়ে গেছে। অমুক সভা, অমুক সভা। কোথাও কিছু প্রাপ্তি হলে, এক জায়গা ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে যায়। তোমরা এখন পরশ-বুদ্ধি সম্পন্ন হচ্ছ। তার মধ্যে আবার কেউ ২০ শতাংশ হয়েছে, কেউবা হয়তো ৫০ শতাংশ। বাবা বুঝিয়েছেন যে এইভাবে রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। অবশিষ্ট সকল আত্মারা এখন ওপর থেকে আসছে। সার্কাসে কেউ খুব ভালো অভিনয় করে, কেউবা আবার একটু আধটু অভিনয় করতে পারে। আর এটা তো হল

অসীম জগতের কথা। বাচ্চাদেরকে কত ভালোভাবে বোঝানো হয়। তোমরা বাচ্চারা এখানে রিফ্রেশ হওয়ার জন্য আসো, নিশ্চয়ই হওয়া খেতে আসো না। কেউ যদি কোনো পাথর-বুদ্ধি সম্পন্ন কাউকে নিয়ে আসে, তাহলে সে দুনিয়ার ভাইব্রেশনেই থাকে। তোমরা বাচ্চারা এখন বাবার শ্রীমং অনুসারে মায়ার ওপরে বিজয়ী হচ্ছে। প্রতি মুহূর্তে মায়ী তোমাদের বুদ্ধিকে বিভিন্ন দিকে হটিয়ে দেয়। এখানে তো বাবা আকর্ষণ করেন। বাবা কখনোই কোনো ভুল কথা বলবেন না। বাবা তো সত্য, তাই না? এখানে তোমরা সত্যের সঙ্গে বসে আছ। বাকি সকলেই অসত্য সঙ্গে রয়েছে। ওইগুলোকে সংসঙ্গ বললে খুব ভুল বলা হয়। তোমরা জানো যে কেবল বাবা-ই হলেন সত্য। মানুষ হয়তো সং পরমাত্মার পূজা করে, কিন্তু ওরা নিজেরাই জানে না যে কার পূজা করছে। এটাকে অন্ধশ্রদ্ধা বলা হয়। আগা থানের অনেক ফলোয়ার্স রয়েছে। সে যখন কোথাও যায়, তখন অনেক উপহার সামগ্রী পায়। এমনকি হীরে দিয়েও ওজন করা হয়। সাধারণতঃ কাউকে এইভাবে হীরে দিয়ে ওজন করা সম্ভব নয়। সত্যযুগে হীরে-মানিক তো তোমাদের কাছে বাড়ি বানানোর পাথরের মতো হবে। এই দুনিয়ায় এমন কেউ নেই যে দানসামগ্রী রূপে হীরে প্রাপ্ত করে। মানুষের কাছে পয়সা অনেক আছে, তাই দান করে। কিন্তু পাপ আত্মাকে দান করার কারনে দাতার ওপরেও বোঝা চড়ে যায়। অজামিলের মতো পাপী হয়ে যায়। এইসব কথা স্বয়ং ভগবান বসে থেকে বোঝাচ্ছেন, কোনো মানুষ নয়। তাই বাবা বলেছিলেন যে তোমাদের যত ছবি রয়েছে, সবগুলোর ওপরে যেন সর্বদা ‘ভগবানুবাচ’ কথাটা লেখা থাকে। সর্বদা লেখো - ‘ত্রিমূর্তি শিব ভগবানুবাচ’। কেবল ভগবান লিখলেও মানুষের মনে সংশয় আসবে। ভগবান হলেন নিরাকার। তাই ত্রিমূর্তি কথাটা অবশ্যই লিখতে হবে। এতে কেবল শিববাবার নাম নয়, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্কর তিনজনের নাম-ই জড়িত আছে। বলা হয় - ‘ব্রহ্মা দেবতায় নমঃ’। তাকে আবার গুরুও বলা হয়। শিব আর শংকরকে এক বলে দেয়। কিন্তু শংকর কিভাবে জ্ঞান শোনাবে। অমরকথার কাহিনীও রয়েছে। তোমরা সবাই পার্বতী। বাবা তোমাদের মতো সকল বাচ্চাদেরকে অর্থাৎ আত্মাদেরকে জ্ঞান দেন। ভক্তির ফল তো ভগবান-ই দেন। কেবল শিববাবা-ই রয়েছেন। ঈশ্বর, ভগবান ইত্যাদিও বলা উচিত নয়। শিববাবা কথাটা তো খুবই মিষ্টি। বাবা তো নিজেই বলেন - ‘মিষ্টি বাচ্চারা’। সুতরাং তিনি তো আমাদের বাবা, তাই না?

বাবা বুঝিয়েছেন যে আত্মার মধ্যেই সংস্কার জমা হয়। আত্মা কখনোই নির্লিপ্ত নয়। যদি সেটাই হত, তাহলে পতিত হয় কিভাবে? নিশ্চয়ই প্রলেপ পড়ে। সেইজন্যই তো পতিত হয়ে যায়, ব্রষ্টাচারী বলা হয়। দেবতারা হল শ্রেষ্ঠাচারী। তাদের গুণগান করে, তাদেরকে সর্বগুণ সম্পন্ন বলে। কিন্তু নিজেকে অধম-পাপী মনে করে। তাই নিজেকে দেবতা বলতে পারে না। বাবা এখন মানুষ থেকে দেবতা বানাচ্ছেন। গুরু নানকের গ্রন্থেও তাঁর মহিমা রয়েছে। শিখরা বলে - ‘সং শ্রী অকাল’। যিনি অকাল মূর্তি, তিনিই সত্যিকারের সদগুরু। তাই কেবল তাঁকেই মানা উচিত। মুখে বলে এক, কিন্তু করে আরেক। অর্থ কিছুই বোঝে না। বাবা অর্থাৎ যিনি সদগুরু এবং অকালমূর্তি, তিনি স্বয়ং এখন বসে থেকে বোঝাচ্ছেন। তোমাদের মধ্যেও বিভিন্ন ক্রম রয়েছে। সামনে বসে থেকেও কিছুই বোঝে না। কেউ আবার এখান থেকে বাইরে বেরোলেই সব ভুলে যায়। বাবা নিষেধ করছেন - বাচ্চারা, কখনো সাংসারিক পরনিন্দা-পরচর্চার কথা শুনো না। কেউ কেউ খুব খুশি হয়ে এইরকম কথাবার্তা শোনে আর শোনায়। বাবার মহাবাক্য ভুলে যায়। যে প্রকৃত ভালো সন্তান, সে নিজের সেবার ডিউটি সম্পূর্ণ করার পর আনন্দে ডুবে থাকে। বাবা বুঝিয়েছেন যে কৃষ্ণ আর খ্রীষ্টানের মধ্যে খুব ভালো সম্বন্ধ রয়েছে। কৃষ্ণের রাজত্ব হয়। লক্ষ্মী-নারায়ণ নাম তো পরবর্তী কালে দেওয়া হয়। বৈকুণ্ঠের কথা বললে তো সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণের কথাই স্মরণে আসবে। লক্ষ্মী-নারায়ণের কথাও মনে আসে না। কারণ কৃষ্ণ হল ছোট বাচ্চা। বাচ্চারা কিভাবে জন্ম নেবে, সেটাও তোমরা বাচ্চারা সাফাংকার করেছ। নার্সরা সামনেই দাঁড়িয়ে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে তাকে উঠিয়ে নিয়ে লালন-পালন শুরু করে দেয়। বাল্য অবস্থা, যুবা এবং বৃদ্ধাবস্থা - পৃথক পৃথক ভূমিকা থাকে। যেটা হয়ে গেছে সেটাই ড্রামাতে রয়েছে। এই বিষয়ে কোনো সংকল্প চালানো উচিত নয়। এই ড্রামাটা তো বানানোই আছে। আমরাও ড্রামার প্ল্যান অনুসারেই অভিনয় করছি। বাবা যেভাবে প্রবেশ করেন, সেভাবে মায়ীও প্রবেশ করে। কেউ বাবার শ্রীমং অনুসরণ করে, কেউ আবার রাবণের মত অনুসরণ করে। রাবণ আসলে কেমন বস্তু? কখনো কি দেখেছ? কেবল ছবিতেই তো দেখা যায়। শিববাবার তো এইরকম রূপ আছে। কিন্তু রাবণের রূপ কেমন? পাঁচ বিকার রূপী ভূত প্রবেশ করলেই রাবণ বলা হয়। এটা হল ভূত আর অসুরদের দুনিয়া। তোমরা জানো যে আমরা আত্মারা এখন নিজেদেরকে শোধরাচ্ছি। এখানে তো শরীরটাও আসুরিক। শোধরাতে শোধরাতে আত্মা পবিত্র হয়ে যাবে। তখন এই খোলসটাকে ত্যাগ করে দেবে। তারপর তোমরা সতোপ্রধান খোলস (শরীর) পেয়ে যাবে। কাঞ্চন-কায়া প্রাপ্ত হবে। কিন্তু সেটা তখনই হবে, যখন আত্মাও কাঞ্চনসম্ম হবে। সোনা যদি নিখাদ হয়, তাহলে গয়নাও নিখাদ হবে। সোনাতে অনেক সময়ে খাদ মেশানো হয়। বাচ্চারা, এখন তোমাদের বুদ্ধিতে আদি-মধ্য-অন্তিমের জ্ঞান ঘুরছে। দুনিয়ার মানুষ তো কিছুই জানে না। ঋষি-মুনি সকলেই ‘নেতি-নেতি’ বলে চলে গেছেন। ওরা তো বলে - লক্ষ্মী-নারায়ণকে জিজ্ঞাসা করলে ওরাও ‘নেতি-নেতি’ করবে। কিন্তু এদেরকে তো জিজ্ঞাসা করাই সম্ভব নয়। কে জিজ্ঞাসা করবে? গুরুদেরকেই জিজ্ঞাসা করা হয়। তোমরাও ওদেরকে এই প্রশ্নটা করতে পারো।

কাউকে বোঝানোর জন্য তোমরা কতই না পরিশ্রম করো। গলা খারাপ হয়ে যায়। বাবা তো বাচ্চাদেরকেই শোনাবেন - যারা বুঝতে পেরেছে। বাকিদের সাথে তো তিনি অযথা কোনো কথা বলবেন না। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) সেবার ডিউটি সম্পূর্ণ করার পরে নিজের মস্তিষ্কে (অলৌকিক আনন্দে) থাকতে হবে। ব্যর্থ কথাবার্তা শোনা অথবা শোনানো উচিত নয়। কেবল বাবার মহাবাক্য-ই স্মৃতিতে রাখতে হবে। সেইগুলো ভুলে গেলে চলবে না।

২) সর্বদা খুশিতে থাকার জন্য রচনা এবং রচয়িতার জ্ঞান যেন সর্বদা বুদ্ধিতে ঘুরতে থাকে, অর্থাৎ ওই বিষয়েই মনন-চিন্তন করতে হবে। কোনো বিষয়েই যাতে সংকল্প না চলে - এর জন্য ড্রামাকে ভালোভাবে বুঝে অভিনয় করতে হবে।

বরদানঃ:- আমিত্ব-ভাবকে “বাবা”-তে সমাহিত করে দেওয়া নিরন্তর যোগী, সহজযোগী ভব যে বাচ্চাদের প্রত্যেক শ্বাসে বাবার প্রতি ভালোবাসা আছে, প্রত্যেক শ্বাসে বাবা-বাবা আছে, তাকে যোগের পরিশ্রম করতে হয় না। স্মরণের প্রফুল্ল হল - কখনও মুখ থেকে “আমি” শব্দ বের হবে না। বাবা-বাবা ই বের হবে। আমিত্ব ভাব বাবা-তে সমাহিত হয়ে যাবে। বাবা হলেন ব্যাকবোন, বাবা করিয়েছেন, বাবা সদা সাথে আছেন, তোমার সাথেই থাকা, খাওয়া, চলা-ফেরা... এটা ইমার্জ রূপে স্মৃতিতে থাকলে তখন বলা হবে সহজযোগী।

স্লোগানঃ:- আমি-আমি করা মানে মায়ারূপী বিড়ালকে আহ্বান করা, বাবা-বাবা বলো তো মায়ী পালিয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent

6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - এ হলো পূর্ব নির্ধারিত নাটক, এই নাটক থেকে একজন আত্মাও নিষ্কৃতি পেতে পারে না, মোক্ষম (চিরস্থায়ী মুক্তি) কেউ-ই পেতে পারে না"

*প্রশ্নঃ - উচ্চ থেকেও উচ্চ পতিত-পাবন বাবা কীভাবে ভোলানাথ হন?

*উত্তরঃ - বাচ্চারা, তোমরা তাঁকে এক মুঠো চাল দিয়ে পরিবর্তে রাজমহল নিয়ে নাও, তাই বাবাকে ভোলানাথ বলা হয়। তোমরা বলো যে, শিববাবা হল আমাদের পুত্র, আর সেই পুত্র এমন যে কখনো কিছু নেয় না, সর্বদা দিতেই থাকে। ভক্তিতে বলা হয়, যে যেমন কর্ম করে সে তেমনই ফল পায়। কিন্তু ভক্তিতে তো অল্পসময়ের জন্য ফল পাওয়া যায়। জ্ঞান-এ তোমরা সবকিছুই বুঝে করো তাই সদাকালের জন্য ফল প্রাপ্ত করো।

ওম্ শান্তি । আত্মা-রূপী বাচ্চাদের সাথে আত্মিক পিতা আত্মিক বার্তালাপ করছেন বা এমনও বলা যেতে পারে যে আত্মিক পিতা, তাঁর সন্তানদের রাজযোগ শেখাচ্ছেন। তোমরা এসেছো অসীম জগতের পিতার কাছ থেকে রাজযোগ শিখতে, তাই বুদ্ধি বাবার দিকেই চলে যাওয়া উচিত । এ হলো বাচ্চাদের উদ্দেশ্যে পরমাত্ম-জ্ঞান। শালগ্রামেদের উদ্দেশ্যে ভগবানুবাচ। আত্মাদেরই শুনতে হবে, তাই আত্ম-অভিমানী হতে হবে। পূর্বে তোমরা দেহ-অভিমানী ছিলে। বাচ্চারা, এই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগেই বাবা এসে তোমাদের আত্ম-অভিমানী বানান। আত্ম-অভিমানী আর দেহ-অভিমানীর মধ্যে পার্থক্য তো তোমরা বুঝতে পেরে গেছো। বাবা-ই বুঝিয়েছেন যে, আত্মাই শরীরের দ্বারা তার পাট্ট প্লে করে। পড়াশোনা করে আত্মা, শরীর পড়ে না। কিন্তু দেহ-অভিমানের কারণে মনে করে অমুকে পড়ায়। বাচ্চারা, তোমাদের যিনি পড়ান তিনি হলেন নিরাকার। ওঁনার নাম হলো শিব। শিববাবার নিজস্ব শরীর হয় না। আর সকলেই বলবে যে, আমার শরীর। একথা কে বলে? আত্মা বলে যে, এটা আমার শরীর। বাকি ওইসব হল লৌকিক(পার্থিব) পড়াশোনা। তাতে অনেক প্রকারের সাবজেক্ট রয়েছে। বি. এ. ইত্যাদি কত নাম রয়েছে। এখানে একটাই নাম, আর পড়াও পড়ান একজনই। একমাত্র বাবাই এসে পড়ান, তাই বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। অসীম জগতের পিতা আমাদের পড়ান, ওঁনার নাম কি? ওঁনার নাম হলো শিব। এমন নয় যে তিনি নাম-রূপের উর্ধ্ব (ন্যায়ারা)। মানুষের নামকরণ তো তার শরীরের উপর হয়। বলা হবে যে, অমুকের এই শরীর। তেমনভাবে শিববাবার নাম হয় না। মানুষের নামই তার শরীরের উপরে হয়, নিরাকার পিতা হলেন একজনই যাঁর নাম শিব। যখন পড়াতে আসেন তখনও তাঁর নাম শিবই থাকে। এই শরীর তো ওঁনার নয়। ভগবান একজনই, ১০-১২ জন নয়। উনি হলেন এক কিন্তু মানুষ ওঁনার ২৪ অবতারের কথা বলে। বাবা বলেন, আমাকে নানান জায়গায় রেখে দিয়েছে। পরমাত্মাকে মাটির বাসনের ভাঙা টুকরোতে, পাথরের টুকরোতে, সর্বের মধ্যে রয়েছে বলেছে। যেমন ভক্তিমাগে তোমরা বিভ্রান্ত হয়ে ঘুরেছো, তেমনই আমাকেও নানান স্থানে ফেলেছো। ড্রামা অনুসারে তাঁর কথা বলার ভঙ্গি কত শীতল। তিনি বোঝান যে, তোমরা সকলে আমার কত অপকার করেছো, আমার কত গ্লানি করেছো। মানুষ বলে, আমরা নিষ্কাম সেবা করি, আর বাবা বলেন, আমি ছাড়া আর কেউই নিষ্কাম সেবা করতে পারে না। আর যে করতে পারে সে অবশ্যই ফল পায়। এখন তোমরা ফল প্রাপ্ত করছো। গায়নও রয়েছে যে, ভক্তির ফলও ভগবান দেবেন, কারণ ভগবান হলেন জ্ঞানের সাগর। ভক্তিতে অর্ধ-কল্প তোমরা অনেক কর্মকান্ড (উপাচার) করে এসেছো। এখন এই জ্ঞানই হলো পড়াশোনা। এই পড়াশোনা একবারই পাওয়া যায় আর তা একমাত্র বাবার কাছ থেকেই। বাবা এই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে একবারই এসে তোমাদের পুরুষোত্তম বানিয়ে দিয়ে যান। এ হলো জ্ঞান আর ওটা হলো ভক্তি, আধাকল্প তোমরা ভক্তি করেছিলে, আর এখন যারা ভক্তি করে না, তাদের এই ভ্রম হয় যে কি জানি, ভক্তি করিনি বলেই অমুকে মারা গেছে, অসুস্থ হয়ে পড়েছে। কিন্তু সেইরকম কিছু হয় না।

বাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমরা ডেকে চলেছো যে বাবা এসো, এসে অপবিত্রদের পবিত্র করে সকলের সন্নতি করো। তাই এখন আমি এসেছি। ভক্তি আলাদা, জ্ঞান আলাদা। ভক্তির জন্য আধাকল্প হয় রাত, জ্ঞানের জন্য আধাকল্প হয় দিন। রাম রাজ্য আর রাবণ রাজ্য দুই-ই অসীম। দুটির-ই সময়সীমা সমান। এই সময় (মানুষ) ভোগী হওয়ার জন্য দুনিয়ার (জনসংখ্যা) বৃদ্ধি অধিকমাত্রায় হয়, আর আয়ুষ্কাল কম হয়। বৃদ্ধি যাতে অধিকমাত্রায় না হয় তারজন্য আবার ব্যবস্থাও করে। বাচ্চারা, তোমরাই জানো যে এতো বড় দুনিয়াকে কম করা এ তো একমাত্র বাবার-ই কাজ। বাবা আসেনই কম করতে। আহ্বান করা হয় যে, বাবা এসো অধর্ম বিনাশ করো অর্থাৎ সৃষ্টিকে (জনসংখ্যা) কম করো। দুনিয়া তো জানেই না যে বাবা কত কম করে দেয়। অতি অল্পসংখ্যক মনুষ্য থেকে যায়। বাকি সব আত্মারা নিজের ঘরে চলে যায়, পুনরায়

নশ্বরের ক্রমানুসারে নিজের ভূমিকা পালন করতে আসে। নাটকে যার পার্ট যত দেরীতে থাকে, সে ঘর থেকেও আসে তত দেরীতে। নিজের কাজ-কর্ম ইত্যাদি সম্পূর্ণ করে পরে আসে। নাটকের পার্টধারীরা (কুশীলবরা) নিজের কাজ-কর্ম করে, আবার সময় মতো এসে নাটকে নিজের পার্ট প্লে করতে চলে আসে। তোমাদেরও তেমনই হয়, পরে যাদের পার্ট তারা পরে আসে। যাদের প্রথম-প্রথম অর্থাৎ শুরুতেই পার্ট রয়েছে তারা সত্যযুগের আদিতেই আসে। দেখো, পরে যারা আসার তারা এখনও এসেই চলেছে। শাখা-প্রশাখারা শেষপর্যন্ত আসতেই থাকে।

বাচ্চারা, এইসময়েই তোমাদের জ্ঞানের কথা বোঝানো হয় আর প্রত্যুষে যখন স্মরণ করতে বসো, সেটা হলো ড্রিল। আত্মাকে নিজের পিতাকে তো স্মরণ করতেই হবে। 'যোগ' শব্দটিকে বাদ দাও। এতেই সবাই মুষড়ে পড়ে। বলে যে, আমাদের যোগ লাগে না। বাবা বলেন - আরে! বাবাকে তোমরা স্মরণ করতে পারো না! এটা কি ভালো কথা! স্মরণ না করলে পবিত্র হবে কিভাবে? বাবা-ই হলেন পতিত-পাবন। বাবা এসে ড্রামার আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বোঝান। এ হলো ভ্যারাইটি ধর্মের আর ভ্যারাইটি মানুষের বৃক্ষ। সমগ্র সৃষ্টিতে যত মানুষ রয়েছে সবাই হলো পার্টধারী। কতো কতো মানুষ, গণনা করা হয় - এক বছরে এত কোটি জন্ম হয়ে যাবে। এতো জায়গা কোথায়! তখন বাবা বলেন আমি যখন আসি তখন লিমিটেড নশ্বর করে থাকি। যখন সব আত্মারা উপর থেকে চলে আসে তখন আমাদের ঘর খালি হয়ে যায়। বাকিরাও যারা থাকে তারাও চলে আসে। বৃক্ষ কখনও শুকায় না, এর বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে। শেষে যখন কেউ ওখানে থাকবে না, তখন সবাই ফিরে যাবে। নতুন দুনিয়ায় মানুষের সংখ্যা কত অল্পমাত্রায় ছিল, এখন কত অধিকসংখ্যক মানুষ। শরীর তো সকলের বদলে যায়। কিন্তু তারাও জন্ম সেখানেই নেবে যেখানে প্রতি কল্পে নেয়। এই ওয়ার্ল্ড ড্রামা কিভাবে চলে, বাবা ব্যতীত আর কেউ তা বোঝাতে পারে না। বাচ্চারাও পুরুষার্থের নশ্বর অনুসারে বোঝে। অসীম জগতের নাটক কতো বড়। এ অনেক বোঝার মতো বিষয়। অসীম জগতের পিতা তো জ্ঞানের সাগর। বাকি আর সব তো হলো লিমিটেড। ওরা কিছু বেদ-শাস্ত্র ইত্যাদি লেখে কিন্তু অনেক তো রচনা করতে পারবে না। তোমরা যদি লিখতে থাকো তবে শুরু থেকে নিয়ে কত লম্বা-চওড়া গীতা হয়ে যাবে। আর সব ছাপানো হলে তো একটি বাড়ির থেকেও বড় গীতা তৈরী হয়ে যাবে। তাই মহিমাও করা হয়, সাগর-কে কালি বানাও..... আবার এও বলা হয় যে পাখিরা সাগরকে গ্রাস করে ফেলেছিল। তোমরাই হলে পাখি, জ্ঞানের সমগ্র সাগরকেই পান করে নিচ্ছে। তোমরা এখন ব্রাহ্মণ হয়েছো। এখন তোমরা জ্ঞান প্রাপ্ত করছো। জ্ঞানের দ্বারা সবকিছু জেনে গেছো। প্রতি কল্পেই তোমরা এখানে পঠন-পাঠন করো, তাতে কিছু কম-বেশী হয় না। যে যতটা পুরুষার্থ করে, তার ততটাই প্রালব্ধ তৈরী হয়। প্রত্যেকেই বুঝতে পারে যে আমরা কতটা পুরুষার্থ করে কিরকম পদ প্রাপ্ত করার উপযুক্ত হয়েছি। স্কুলেও নশ্বরের ক্রমানুসারে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। সূর্যবংশীয়-চন্দ্রবংশীয় দুই-ই হয়। যারা উত্তীর্ণ হতে পারে না তারা চন্দ্রবংশীয়। কেউ জানে না যে রামের হাতে বাণ(তীর-ধনুক) কেন দেখানো হয়েছে? মারামারির (হিংসার) এক হিস্তি তৈরী করে দিয়েছে। এইসময়েই মারামারি হয়। তোমরা জানো, যে যেমন কর্ম করে সে তেমনই ফল পায়। যেমন কেউ যদি হাসপাতাল বানিয়ে দেয় তাহলে পরজন্মে তার আয়ু বৃদ্ধি পাবে আর সে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হবে। কেউ যদি ধর্মশালা, স্কুল তৈরী করে সেও আধাকল্প সুখ পাবে। বাচ্চারা যখন এখানে আসে তখন বাবা জিজ্ঞাসা করেন যে, তোমাদের ক'য়টি সন্তান? তখন (কেউ হয়তো) বলে ৩টি লৌকিক আর এক শিববাবা, কারণ তিনি অবিনাশী উত্তরাধিকার দেন আর নিয়েও নেন। হিসাব রয়েছে। বস্তুতঃ তিনি কিছুই নেন না, তিনি তো দাতা। এক মুঠো চাল দিয়ে তোমরা মহল নিয়ে নাও, তাই তিনি ভোলানাথ। তিনি হলেন পতিত-পাবন জ্ঞানের সাগর। এখন বাবা বলেন, এই যে ভক্তিমার্গের যত শাস্ত্র রয়েছে, আমি এর সার বোঝাই। ভক্তির ফল আধাকল্পের জন্য প্রাপ্ত হয়। সন্ন্যাসীরা বলে, এই সুখ কাক-বিষ্ঠা সমান, তাই তারা ঘর-পরিবার ত্যাগ করে জঙ্গলে চলে যায়। তারা বলে, এই স্বর্গের সুখ চাই না, যাতে পুনরায় নরকে আসতে হয়। আমাদের মোক্ষ (চিরস্থায়ী মুক্তি) চাই। কিন্তু একথা মনে রেখো যে, এ হলো অসীম জগতের নাটক। এই নাটকের থেকে একটি আত্মাও নিষ্কৃতি পেতে পারবে না। এ হলো পূর্ব-নির্ধারিত। তাই তো বলা হয়ে থাকে, যা পূর্ব রচিত, সেটাই আবার তৈরী হচ্ছে.... কিন্তু ভক্তিমার্গে চিন্তা করতে হয়। যা কিছু পাস করে গেছো সেটা পুনরায় হবে। তোমরা ৮৪ জন্মের চক্রকে পরিক্রমা করো। এই পরিক্রমণ কখনও বন্ধ হয় না, এ হলো পূর্ব-নির্ধারিত। এতে তোমরা নিজেদের পুরুষার্থ কিভাবে উড়িয়ে (বন্ধ) দিতে পারো? বললেই তো তোমরা বেরিয়ে যেতে পারো না। মোক্ষ পাওয়া, জ্যোতি মহাজ্যোতিতে বিলীন হয়ে যাওয়া, ব্রহ্মতে লীন হয়ে যাওয়া - এ সব একই ব্যাপার। অনেক মত রয়েছে, অনেক ধর্ম রয়েছে। ওরা আবার বলে যে, তোমার মতি-গতি তুমিই জানো। তোমার শ্রীমৎ অনুসারে চলেই আমরা সঙ্গতি প্রাপ্ত করি। একথা একমাত্র তুমিই জানো, আর তুমি যখন আসো তখনই আমরা জানি এবং পবিত্র হই। আমরা ঈশ্বরীয় পার্ট পড়ি আর আমাদের সঙ্গতি হয়। যখন সঙ্গতি হয়ে যায়, তখন কেউ (বাবাকে) ডাকে না। এইসময়েই সকলের উপরে দুঃখের পাহাড় ভেঙ্গে পড়েছে। ওরা(অজ্ঞানীরা) তো বিনা কারণে রক্তপাতের খেলা দেখায় আর গোবর্ধন পর্বতও দেখায়। দেখায় যে, অঙ্গলী দিয়ে ছুঁয়ে পর্বত উঠিয়েছে। কিন্তু তোমরাই এর প্রকৃত অর্থ জানো। তোমরা

অতি অল্পসংখ্যক বাম্ভারাই এই দুঃখের পাহাড়কে সরিয়ে দাও। দুঃখও সহ্য করো।

তোমাদেরই সকলকে বশীকরণ মন্ত্র দিতে হবে। কথিত আছে যে, তুলসীদাস চন্দন ঘষে.... (তিলক দেওয়ার জন্য) আর রাজ্য-ভাগ্যের তিলক তোমরা প্রাপ্ত করো নিজ-নিজ পরিশ্রমের (পুরুষার্থ) দ্বারা। তোমরা এখন রাজ্য প্রাপ্ত করার জন্য পড়ছো। রাজযোগ অর্থাৎ যার দ্বারা রাজ্য-ভাগ্য প্রাপ্ত হয় আর তা পড়ান একমাত্র বাবা। তোমরা এখন ঘরে বসে রয়েছো, এ কোনো দরবার নয়। দরবার তাকে বলে যেখান রাজা-মহারাজার সন্মিলিত হন। এ হলো পার্শালা। বোঝানোও হয় যে, কোনো ব্রাহ্মণী এখানে বিকারীকে আনতে পারবে না। অপবিত্র বায়ুমন্ডলকে খারাপ করে দেবে, তাই এখানে তাদের আসার অনুমতি নেই। যখন পবিত্র হবে, তখন অনুমতি দেওয়া হবে। এখন অবশ্য কিছু মানুষকে অনুমতি দেওয়া হয়। যদি এখান থেকে গিয়েও অপবিত্র হয়ে যায় তাহলে ধারণা হবে না। এ হলো নিজেই নিজেকে অভিশপ্ত করা। বিকার হলো রাবণের মত। (পরমাত্মা) রামের মং পরিত্যাগ করে রাবণের মত-কে অনুসরণ করে বিকারী হয়ে প্রস্তুত-সম হয়ে পড়ে। গরুড়-পুরাণে নানান গালগল্প লিখে গেছে। বাবা বলেন, মানুষ, মানুষই হয়, জন্তু জানোয়ার ইত্যাদি হয় না। পড়াশোনার মধ্যে অঙ্কশ্রদ্ধার (কুসংস্কার) কোনো ব্যাপারই নেই। এ হলো তোমাদের পড়াশোনা। স্টুডেন্টরাই পড়াশোনা করে পাশ করে উপার্জন করে। আচ্ছা।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাম্ভাদের প্রতি মাত-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাম্ভাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) বশীকরণ মন্ত্র সকলকে দিতে হবে। ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠনের পরিশ্রমের দ্বারা রাজ্য-ভাগ্যের তিলক নিতে হবে। এই দুঃখের পাহাড়কে সরানোর জন্য নিজের অঙ্গুলি (সহযোগ) দিতে হবে।

২) সঙ্গমযুগে পুরুষোত্তম হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করতে হবে। বাবাকে স্মরণ করবার ডিল করতে হবে। এছাড়া শুধু যোগ-যোগ বলে মুষড়ে (বিভ্রান্ত) পড়বে না।

বরদানঃ:- সেবাতে আগত বিঘ্নগুলিকে নিজের উল্লতির সিঁড়ি মনে করে এগিয়ে যাওয়া নির্বিঘ্ন, সত্যিকারের সেবাধারী ভব
সেবা হলো ব্রাহ্মণ জীবনকে সদা নির্বিঘ্ন বানানোর সাধনও আর সেবাতেই বিঘ্নের পেপারও (পরীক্ষা) বেশী আসে। নির্বিঘ্ন সেবাধারীকে সত্যিকারের সেবাধারী বলা হয়। বিঘ্ন আসা এটাও ড্রামাতে পূর্ব নির্ধারিত আছে। আসবেই আর আসতেও থাকবে। কেননা এই বিঘ্ন বা পেপার অনুভবী বানায়। একে বিঘ্ন না মনে করে, অনুভবের উল্লতি হচ্ছে - এই ভাবে দেখো তাহলে উল্লতির সিঁড়ি অনুভব হবে আর এগিয়ে যেতে থাকবে।

স্নোগানঃ:- বিঘ্ন রূপ নয়, বিঘ্ন-বিনাশক হও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium

Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার প্রেম তো সব বাচ্চাদের প্রতি আছে, কিন্তু যারা বাবার রায় অবিলম্বে মেনে নেয়, তাদের প্রতি বাবার টান থাকে। গুণবান বাচ্চাদের প্রতি বাবার প্রেমের আকর্ষণ থাকে"

*প্রশ্নঃ - বাবা কোন্ কন্ট্রাস্ট নিয়েছেন?

*উত্তরঃ - সবাইকে সুন্দর সুন্দর ফুল (গুণগুণ) বানিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কন্ট্রাস্ট একমাত্র বাবার। বাবার মতো কন্ট্রাস্টের আর কেউ নেই। তিনিই সবার সদগতি করাতে আসেন। বাবা সার্ভিস ব্যাভীত থাকতে পারেন না। তাই বাচ্চাদেরও সার্ভিসের প্রমাণ দিতে হয়। যা কিছু শুনছো - তার অবহেলা করবে না।

ওম্ শান্তি । আত্মাদের পিতা আত্মা রূপী বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন - বাচ্চারা, নিজেদের আত্মা মনে করে বসো। এটা এক বাবা-ই বোঝান আর কোনো মানুষ কাউকে বোঝাতে পারবে না। নিজেকে আত্মা মনে করো - এটা ৫ হাজার বছর পরে বাবা নিজে এসে শেখাচ্ছেন। এটাও তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারা জানো। কারোরই জানা নেই যে এটা হলো পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ। বাচ্চারা, তোমাদের স্মরণে থাকে যে আমরা পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে আছি, এটাও হলো মন্মানাভবই। বাবা বলেন - আমাকে স্মরণ করো, কারণ এখন ফিরে যেতে হবে। ৮৪ জন্ম এখন সম্পূর্ণ হয়েছে, এখন সতোপ্রধান হয়ে ফিরে যেতে হবে। কেউ তো একদমই স্মরণ করে না। বাবা তো প্রত্যেকের পুরুষার্থকে ভালো ভাবে জানেন। তাদের মধ্যেও বিশেষরা এখানে আছে অথবা বাইরে আছে। বাবা জানেন যদিও এখানে যারা বসে আছে তাদেরকে দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু মিষ্টি মিষ্টি যে সব সার্ভিসেবেল বাচ্চারা আছে, তাদেরকে আমি স্মরণ করি। তাদেরকেই আমি দেখি যে, এরা কোন্ ধরনের ফুল, এদের মধ্যে কি-কি গুণ আছে? কেউ তো এমনও আছে যার মধ্যে কোনো গুণ নেই। এখন এদেরকে দেখে বাবা কি করবেন। বাবা তো হলেন চুম্বক পিওর আত্মা, তাই অবশ্যই আকর্ষণ করবেন। কিন্তু বাবা ভিতরে কি আছে জানেন, বাবা নিজের সমস্ত পোতামেল (হিসাবপত্র) বলেন, তাই বাচ্চারাও যেন বলে। বাবা বলেন আমি তোমাদের বিশ্বের মালিক করার জন্য এসেছি। তবুও যে যেমন পুরুষার্থ করবে। পুরুষার্থ যাই করো না কেন, সেটা বাবাকে জানানো চাই। বাবা লেখেন - সবার অক্যুপেশন লিখে পাঠাও অথবা তাদেরকে দিয়ে লিখিয়ে পাঠাও। যে তৎপর, বিচক্ষণ ব্রাহ্মণী হবে, সে সব লিখে পাঠাবে - কি ব্যবসা করছে, কি আমদানি করছে? বাবা নিজের সব কিছু বলেন আর সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান শোনান। সবার অবস্থাকে জানেন। কতো প্রকারের ভ্যারাইটি ফুল। (একেকটা ফুল দেখিয়ে) দেখো, কিরকম রয়্যাল ফুল। এখন এইরকম সুগন্ধ রয়েছে, এরপর যখন সম্পূর্ণ রূপে প্রস্ফুটিত হবে তখন ফার্স্ট ক্লাস শোভনীয় হয়ে উঠবে। তোমরাও এই লক্ষ্মী-নারায়ণের মতো যোগ্য হয়ে যাবে। তাই বাবা দেখতে থাকেন, এমন নয় যে সকলকে সার্চ লাইট দেন। যে যেমন, তেমনই আকর্ষণ করেন, যার মধ্যে কোনো গুণ নেই সেখানে কি আর আকর্ষণ করবেন। এইরকমের যারা তারা ওখানে গিয়ে পাই-পয়সার পদ পাবে। বাবা প্রত্যেকের গুণকে দেখেন আর ভালোবাসাও দেন। ভালবাসায় চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে যায়। সার্ভিসেবেল এরা, কতো সার্ভিস করে। এদের সার্ভিস ব্যাভীত আরাম হয় না। কেউ তো আবার সার্ভিস করা জানেও না। যোগে বসে না। জ্ঞানের ধারণা নেই। বাবা মনে করেন- এ কি পদ পাবে। কিছুই লুকানো থাকতে পারে না। বাচ্চারা যারা খুব বুদ্ধিমান, সেন্টার সামলায়, তাদের একেক জনের পোতামেল (হিসাবপত্র) পাঠানো দরকার। তবে বাবা বুঝবেন পুরুষার্থী কতোটা এগিয়েছে। বাবা তো জ্ঞানের সাগর। বাচ্চাদের জ্ঞান প্রদান করেন। কে কতোটা জ্ঞান ধারণ করে, গুণবান হয়-সেটা শীঘ্রই জানতে পারা যায়। বাবার প্রেম সকলের প্রতিই আছে। এর উপর একটি গান আছে- তোমার কাঁটার উপরেও প্রেম, তোমার ফুলের উপরেও প্রেম। নম্বর অনুযায়ী তো হবে। তাই বাবার প্রতি কতো নিবিড় লভ থাকা চাই। বাবা যা বলবেন সেটা অতি শীঘ্র করে দেখালে তো বাবাও বুঝবেন যে বাবার প্রতি লভ আছে। তিনি আকর্ষণ অনুভব করবেন। বাবার আকর্ষণ এমনি যে একদম আটকে যাবে। কিন্তু যতক্ষণ না জং সরবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আকৃষ্টও হবে না। আমি এক-এক জনকে দেখি।

বাবার সার্ভিসেবেল বাচ্চা চাই। বাবা তো সার্ভিসের জন্যই আসেন। পতিতদেরকে পবিত্র করে তোলেন, এটা তোমরা জানো, দুনিয়ার আর সকলে জানে না কারণ তোমরা সংখ্যায় খুবই কম। যতক্ষণ যোগ না হবে ততক্ষণ আকর্ষণও অনুভব হবে না। সেইরকম পরিশ্রম খুব কমজনই করে। কোনো না কোনো ব্যাপারে আটকে পড়ে। এটা সেই সংসঙ্গ নয় যে, যেখানে কিছু শুনলেই সেটাতেই সাধু সাধু করবে। সর্বশাস্ত্রের শিরোমণি হল এক গীতা। গীতাতেই রাজযোগ আছে। বিশ্বের মালিক তো বাবাই। বাচ্চাদের বলতে থাকি গীতার মাধ্যমেই প্রভাব পড়বে, কিন্তু এর শক্তিও চাই। যোগবলের

ধার ভালো থাকা চাই,যাতে কি না তোমরা দুর্বল। এখন টাইম আর অল্প রয়েছে। বলা হয়- তুমি মধুর হলে অন্যেও তোমার প্রতি মধুর হবে... আমাকে ভালোবাসলে আমিও ভালোবাসবো। এ হলো আত্মার প্রেম। এক বাবার স্মরণে থাকো, এই স্মরণেই বিকর্ম বিনাশ হবে। কেউবা তো একদমই স্মরণ করে না। বাবা বোঝান এখানে ভক্তির ব্যাপার নেই। এটা হলো বাবার রথ, এনার দ্বারা শিববাবা পড়ান। শিববাবা বলেন না যে আমার পা ধুয়ে জল পান করো। ব্রহ্মা বাবা তো পায়ে হাত দিতেও দিতেন না। পায়ে হাত দিয়ে কি হবে? বাবা তো হলেন সবার মুক্তিদাতা। কোটির মধ্যে কেউই মাত্র এই কথা বুঝবে। পূর্ব কল্পে যে কোটিতে একজন ছিল সে-ই বুঝবে। ভোলানাথ বাবা এসে সহজ সরল মাতাদের গুণ দিয়ে জাগিয়ে তোলেন। বাবা একদম উচ্চ স্থানে চড়িয়ে দেন- মুক্তি আর জীবন মুক্তির মাধ্যমে। বাবা শুধুমাত্র বলেন, বিকার গুলি ত্যাগ করো। এই বিষয়কে কেন্দ্র করে শোরগোল হয়। বাবা বোঝান - নিজেকে দেখো, আমার মধ্যে কি কি অবগুণ আছে? ব্যবসায়ীরা রোজ নিজেরা হিসাব-নিকাশ করে লাভ-লোকসান বের করে। তোমরাও হিসেব রাখো যে কতটা সময় অতি প্রিয় বাবা, যিনি আমাদের বিশ্বের মালিক করেন, তাঁকে স্মরণ করেছি? দেখবে, কম স্মরণ করেছি তো নিজের থেকেই লজ্জা বোধ হবে যে এইরকম করেছি, ওইরকম বাবাকে আমি স্মরণ করিনি ! আমাদের বাবা হলেন সব থেকে ওয়ান্ডারফুল ! সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে স্বর্গও সব থেকে ওয়ান্ডারফুল। ওরা তো স্বর্গকে লক্ষ বছরের বলে দেয় আর তোমরা বলবে ৫ হাজার বছর। কিরকম রাত-দিনের পার্থক্য। যারা খুবই পুরানো ভক্ত তাদের কাছে বাবা সমর্পিত হন, অনেক ভক্তির ফল স্বরূপে। ব্রহ্মা বাবা এই জন্মেও সঙ্গে গীতা রাখতেন আর নারায়ণের চিত্রও রাখতেন। লক্ষ্মীকে দাসী হয়ে থাকার থেকে মুক্ত করে দিয়ে কতো খুশীতে থাকেন। যেমন আমরা এই শরীর ত্যাগ করে সত্যযুগে গিয়ে দ্বিতীয় ধারণ করবো। বাবার মধ্যেও খুশী থাকে যে আমি গিয়ে সুন্দর প্রিন্স হবো। পুরুষার্থও করাতে থাকেন। বিনা পরিশ্রমে কিভাবে ঐ রূপ তৈরী হবে? তোমরাও ভালো করে বাবাকে স্মরণ করলে স্বর্গের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করবে। কেউ তো না পড়ে, না দৈবী গুণ ধারণ করে। হিসেবই রাখে না। যে উঁচু পদ পাবে সেই সমগ্র হিসাব রাখবে। তা নয়তো শুধু মাত্র জাহির করবে। ১৫ - ২০ দিন পরেই লেখা ছেড়ে দেয়। এক্ষেত্রে তো পরীক্ষা ইত্যাদি সব হলো গুপ্ত। প্রত্যেকের কোয়ালিফিকেশনকে বাবা জানেন। বাবার কথা তৎক্ষণাৎ মেনে নিলে তো বলা হবে আঙুকারী, অনুগত। বাবা বলেন এখন বাচ্চাদের অনেক কাজ করতে হবে। কতো ভালো ভালো বাচ্চারাও বিচ্ছেদ করে চলে যায়। শিব বাবা কখনোই কাউকে ডিভোর্স দেবেন না। তিনি তো ড্রামা অনুযায়ী এসেছেনই বড় কন্ট্রাক্ট নিয়ে। আমি হলাম সবচেয়ে বড় কন্ট্রাক্টর। সবাইকে ফুল বানিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো। বাচ্চারা তোমরা জানো পতিত কে পবিত্র করার মতো কন্ট্রাক্টর এক জনই আছেন। উনি তোমাদের সামনে বসে আছেন। কারোর কতো নিশ্চয় থাকে, কারোর একদমই না। আজ এখানে আছে, কাল চলে যাবে, এমনই আচার আচরণ। ভিতরে ভিতরে অবশ্যই মনে ডাক দেবে, আমি বাবার কাছে থেকে, বাবার হয়ে কি করছি। কিছু সার্ভিস না করলে কি পাবে। রুটি করা, সন্ধি করা এ তো আগেও করতে। নতুন কিছু কোথায় করলে? সার্ভিসের প্রমাণ দিতে হবে। কতো রাস্তা বলেছি।

এই ড্রামা বড়ই ওয়ান্ডারফুল রচিত হয়েছে। যা কিছু হচ্ছে তোমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখছো। শাস্ত্রে তো কৃষ্ণের চরিত্র লিখে দিয়েছে, কিন্তু চরিত্র হলো এক বাবার। উনিই সকলকে সঙ্গতি করেন। ওঁনার মতো চরিত্র কারও হতে পারে না। যে কোনো চরিত্রই ভালো হওয়া চাই। কাউকে হরণ করা, এটা করা ওটা করা (মাখন চুরি করে খাওয়া, মটকা ভেঙে দেওয়া) - এটা কোনো চরিত্র হল না। সকলের সঙ্গতি দাতা হলেন একমাত্র বাবা। তিনি প্রতি কল্পে এসে স্বর্গের স্থাপনা করেন। লক্ষ বছরের কোনো ব্যাপার নেই।

তাই বাচ্চাদের ছিঃ ছিঃ অভ্যাস ত্যাগ করা উচিত। তা না হলে কি পদ প্রাপ্ত করবে? দয়িতাও গুণ দেখে দয়িতাকে ভালোবাসবে। দয়িতের ভালোবাসাও তার উপর থাকবে যে তাঁর সার্ভিস করতে থাকবে। যে সার্ভিস করে না সে আর কোন্ কাজের। এই বিষয়টি খুব ভালো ভাবে বুঝতে হবে। বাবা বোঝান তোমরা হলে মহান ভাগ্যশালী, তোমাদের মতো ভাগ্যশালী কেউ নেই। যদিও তোমরা স্বর্গে যাবে, কিন্তু প্রালব্ধ উচ্চ মানের করতে হবে। কল্প কল্পান্তরের ব্যাপার। পজিশন কম হয়ে যায়। যা পাওয়া যায় সেটাই ভালো মেনে নিয়ে খুশী হলে চলবে না। খুব ভালো রকম পুরুষার্থ করা চাই। সার্ভিসের প্রমাণ চাই- কত জনকে নিজের সমান তৈরী করেছো? তোমাদের প্রজা কোথায়? বাবা, ব্রহ্মা বাবা এবং টিচার সকলকে পুরুষার্থ করান। কিন্তু কারোর ভাগ্যে থাকলে তবে। সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ তো এটা যে বাবা নিজের শান্তিধাম ছেড়ে দিয়ে পতিত দুনিয়া আর পতিত শরীরে এসেছেন। তা না হলে তোমাদের রচয়িতা আর রচনার নলেজ শোনাতে কে? এটাও কারোর বুদ্ধিতে বসে না যে সত্যযুগে রাম রাজ্য আর কলিযুগে হল রাবণ রাজ্য। রাম রাজ্যতে একটিই রাজ্য ছিল, রাবণ রাজ্যে অনেক রাজ্য আছে, সেই জন্য তোমরা মানুষকে জিজ্ঞাসা করো, তারা নরকবাসী না স্বর্গবাসী? কিন্তু মানুষ এটা বোঝে না যে আমরা কোথায় আছি? এটা হলো কাঁটার জঙ্গল, ওটা হলো ফুলের বাগান। তাই এখন ফাদার মাদার

আর অনন্য বাচ্চাদের ফলো করতে হবে, তবেই উচ্চ মানের হবে। বাবা তো অনেক বোঝান। কিন্তু কিছু যারা বুঝতে পারার মতো তারা বোঝে। কেউ তো শুনে খুব ভালো রকম বিচার সাগর মন্ডন করে। কেউ তো শুনে অবহেলা করে। যেখানে সেখানে লেখা পড়ে থাকে- শিববাবা স্মরণে আছে? তাই উত্তরাধিকারও অবশ্যই স্মরণে আসবে। দৈবী গুণ হলে তো দেবতা হবে। যদি ক্রোধ থাকে, আসুরী অবগুণ থাকে তো উচ্চ পদ প্রাপ্ত করতে পারবে না। সেখানে কোন ভূত থাকে না। রাবণ না থাকলে রাবণের ভূত কোথা থেকে আসবে। দেহ অভিমান, কাম, ক্রোধ...এ হলো বড় ভূত। একে বের করার একটাই উপায় আছে - বাবার স্মরণ। বাবার স্মরণেই সব ভূত চলে যাবে। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

রাত্রি ক্লাস:-

অনেক বাচ্চাদের ইচ্ছে হয় আমিও অন্যান্যদের নিজের সমান তৈরী করার সার্ভিস করি। নিজের প্রজা তৈরী করি। যেরকম আমাদের আর সব ভাইরা সার্ভিস করে, আমিও তেমন করি। এর মধ্যে মাতারা বেশী। কলসও মাতাদের উপরেই রাখা হয়। এছাড়া এ হলো প্রবৃত্তি মার্গ। দুটোই প্রয়োজন। বাবা জিজ্ঞাসা করেন 'কা'টি সন্তান তোমার? দেখেন সঠিক উত্তর দিচ্ছে কিনা। ৫ টি হলো নিজের আর এক হলো শিববাবা। কেউ তো বলার জন্যই বলে। কেউ সত্যিই তাঁকে সন্তান রূপে মানে। যারা উত্তরাধিকারী বলে মনে করে তারা বিজয় মালাতে গাঁথা হয়। যারা সত্যি-সত্যি উত্তরাধিকারী করে, তারা নিজেরাও উত্তরাধিকারী হয়। সত্য হৃদয়ে সাহেব সদয় হন... কিন্তু সবাই তো বলতে হয় তাই বলে দেয়। এই সময় পারলৌকিক বাবা-ই আছেন যিনি সকলকে উত্তরাধিকার দেন, সেইজন্য স্মরণও ওঁনাকেই করতে হয়, যার দ্বারা ২১জন্মের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। তোমাদের বুদ্ধিতে জ্ঞান থাকে যে এ সব কিছু থাকার নয়। বাবা প্রত্যেকের অবস্থা দেখেন যে সত্যি-সত্যি উত্তরাধিকারী করেছে না করবে বলে মনে করেছে। উত্তরাধিকারী করার অর্থ বুঝতে পারে। অনেকে আছে যারা বুঝতে পারেও বাবাকে উত্তরাধিকারী করতে পারে না, কারণ হলো তারা মায়ার বশ। এই সময় তোমরা হয় ঈশ্বরের বশ নয়তো মায়ার বশ। ঈশ্বরের বশ যে হবে সে উত্তরাধিকারী করে নেবে। মালা আটেরও হয়, ১০৮ এরও হয়। আট তো অবশ্যই বিস্ময়কর কাজ করে। সত্যিই তারা উত্তরাধিকারী করেই ছাড়বে। যদি উত্তরাধিকারী করে, উত্তরাধিকার তো নেয়ই। তবুও ওইরকম উচ্চ মানের উত্তরাধিকারী করেন যিনি তাঁর কর্মও ঐরকম উচ্চ মানের হবে। কোনো বিকর্ম যেন না হয়। যা কিছু বিকার সবই তো বিকর্ম হলো। বাবাকে ছেড়ে দ্বিতীয় কাউকে স্মরণ করা-এটাও হলো বিকর্ম। বাবা মানে বাবা। বাবা তো মুখের আধার নিয়েই বলেন, মামেকম স্মরণ করো। ডায়রেকশন তো পেয়েছ। তাই সম্পূর্ণ ভাবে স্মরণ করো - এর জন্য অনেক পরিশ্রম হয়। এক বাবাকেই স্মরণ করো, যাতে মায়া এত বিরক্ত করতে না পারে। নইলে মায়া হলো খুবই জবরদস্ত। বুঝতে পারা যায় যে, মায়া খুব বিকর্ম করায়। বড় বড় মহারথীদেরও নীচে শুইয়ে দেয়। প্রত্যেক দিন সেন্টার সংখ্যায় বৃদ্ধি হচ্ছে। গীতাপাঠশালা বা মিউজিয়াম খুলতে থাকে। সমস্ত দুনিয়ার মানুষ বাবাকেও মানবে, ব্রহ্মাকেও মানবে। ব্রহ্মাকেই প্রজাপিতা বলা হয়। আত্মাদের তো প্রজা বলবে না। মনুষ্য সৃষ্টি কে রচনা করেন? প্রজাপিতা ব্রহ্মার নাম আসে, তিনি তো হলেন সাকার, উনি হলেন নিরাকার। উনি শাস্ত। তাঁকেও (ব্রহ্মা) শাস্ত বলা হবে। দুজনের নামই হলো হায়েস্ট। উনি আত্মাদের পিতা, উনি প্রজাপিতা। দুজনে বসে তোমাদের পড়াচ্ছেন। কত হাইয়েস্ট বিষয় হলো, তাই না ! বাচ্চাদের কতো নেশা চড়ে যাওয়ার কথা। কতো খুশী হওয়া উচিত। কিন্তু মায়া খুশী বা নেশাতে থাকতে দেয় না। ঐরকম স্টুডেন্ট যদি বিচার সাগর মন্ডন করতে থাকে তো সার্ভিসও করতে পারে। খুশীও থাকতে পারে, কিন্তু এখনো বোধহয় টাইম আছে। যখন কর্মাতীত অবস্থা হয়, তখন খুশীতেও থাকতে পারা যায়। আচ্ছা! আত্মা রূপী বাচ্চাদের প্রতি আত্মাদের পিতার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর গুড নাইট।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) রোজ রাতে পোতামেল (হিসাবপত্র) দেখতে হবে যে মিষ্টি বাবাকে সারা দিনে কতটা স্মরণ করেছে? নিজেকে শো (জাহির) করার জন্য পোতামেলের দরকার নেই, গুপ্ত পুরুষার্থ করতে হবে।

২) বাবা যা শোনান, তার উপর বিচার সাগর মন্ডন করতে হবে, সার্ভিসের প্রমাণ দিতে হবে। শুনে তা অবহেলা করবে না। ভিতরে ভিতরে যা কিছু অবগুণ রয়েছে তাকে চেক করে বের করে দিতে হবে।

বরদান:- বৈরাগ্য বৃত্তির দ্বারা এই অসার সংসারের থেকে বন্ধনমুক্ত থাকা সত্যিকারের রাজস্বমি ভব

রাজশ্বশি অর্থাৎ রাজ্য থাকা সত্ত্বেও অসীম জগতের বৈরাগী, দেহ আর দেহের পুরানো দুনিয়াতে সামান্যতম বন্ধনও নেই। কেননা জানে যে এই পুরানো দুনিয়া হলই অসার সংসার, এতে কোনও সার নেই। অসার সংসারে ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠ সংসার প্রাপ্ত হয়েছে, এইজন্য সেই সংসার থেকে অসীম জগতের বৈরাগ্য অর্থাৎ কোনো বন্ধন নেই। যখন কোনও কিছু প্রতি বন্ধন বা আসক্তি থাকবে না তখন বলা হবে রাজশ্বশি বা তপস্বী।

স্লোগান:- যুক্তিযুক্ত বোল হলো সেটাই, যা মধুর আর শুভ ভাবনা সম্পন্ন হবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা ২১ জন্মের জন্য তোমাদের অন্তর এমন আনন্দে ভরে দেন যে তোমাদের আনন্দ উপভোগ করতে মেলা ইত্যাদিতে যাওয়ার দরকার নেই"

*প্রশ্নঃ - যে বাচ্চারা এখন বাবার সহযোগী হয় তাদের জন্য কি কি গ্যারান্টি রয়েছে?

*উত্তরঃ - শ্রীমৎ অনুসারে রাজধানী স্থাপনের কাজে সহযোগী বাচ্চাদের জন্য গ্যারান্টি রয়েছে যে, তাদের কখনও কাল গ্রাস করতে পারে না। সত্যযুগী রাজধানীতে কখনও অকালে মৃত্যু হতে পারে না। সহযোগী বাচ্চাদের বাবা এমন প্রাইজ দেন যার দ্বারা তারা ২১ জন্ম অমর হয়ে যায়।

ওম্ শান্তি । পূর্ব নির্মিত সৃষ্টি চক্র অনুযায়ী কল্প পূর্বের মতন শিব ভগবানুবাচ। নিজের পরিচয় তো বাচ্চারা এখন পেয়েছে। পিতার পরিচয়ও প্রাপ্ত হয়েছে। অসীম জগতের পিতাকে জেনেছো এবং অসীম জগতের সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের কথাও জেনেছো। নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে কেউ ভালো ভাবে জেনে অন্যদের বোঝাতে পারে। কেউ আধা বোঝে, কেউ আরো কম। যেমন লডাইয়ের ক্ষেত্রে কেউ কমান্ডার চীফ, কেউ ক্যাপ্টেন, কেউ অন্য পদে অধিষ্ঠিত থাকে। রাজস্বের মালাতেও কেউ ধনী প্রজা, কেউ গরীব প্রজা, নম্বর অনুযায়ী হয়। বাচ্চারা জানে অবশ্যই আমরা নিজেরাই শ্রীমতের আধারে সৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ রাজধানী স্থাপন করি। যে যত পরিশ্রম করে সে বাবার কাছে তত পুরস্কার প্রাপ্ত করে। আজকাল শান্তির জন্য পরামর্শ দিলেও প্রাইজ দেওয়া হয়। বাচ্চারা তোমাদেরও প্রাইজ দেওয়া হয়। সেসব তারা প্রাপ্ত করে না। তারা সবকিছু অল্পকালের জন্য প্রাপ্ত করে। তোমরা বাবার শ্রীমৎ অনুযায়ী নিজেদের রাজধানী স্থাপন করছো। তাও ২১ জন্মের জন্য, ২১ কুলের গ্যারান্টি সহ। সেখানে শৈশবে বা যৌবনে কাল (মৃত্যু) গ্রাস করে না। এই কথাও জানো যে, না তোমাদের মন ছিল, না চিত্ত ছিল, এখন আমরা এমন স্থানে এসে বসেছি, যেখানে তোমাদের স্মরণিক রয়েছে। যেখানে ৫ হাজার বছর পূর্বেও সার্ভিস করা হয়েছিল। দিলওয়ারা মন্দিন, অচলঘর, গুরু শিখর আছে। উঁচু থেকে উঁচু সদগুরুও তোমরা পেয়েছো, তাঁরও স্মরণিক রয়েছে। অচলঘরের রহস্য তোমরা বুঝেছো। সেটা হলো (পরমধাম) ঘরের মহিমা। তোমরা উঁচু থেকে উঁচু পদ প্রাপ্ত করো নিজস্ব পুরুষার্থ দ্বারা। এ হলো ওয়াল্ডারফুল তোমাদের জড় স্মরণিক। সেখানেই তোমরা চৈতন্য এসে বসেছো। এই সব হল রহস্য কারবার, যা কল্প পূর্বেও এমনই হয়েছিল। তার পুরো স্মরণিক এখানে আছে। নম্বর অনুযায়ী স্মরণিক আছে। যেমন কোনও বিশেষ বড় পরীক্ষা পাস করলে অন্তরে খুশীর অনুভূতি হয়, চমক দীপ্তি বেড়ে যায়। তার ফার্নিচার, পোশাক আশাকে সব ভালো হয়। তোমরা তো বিশ্বের মালিক হও। তোমাদের কারও সঙ্গে তুলনা হয় না। এও হলো স্কুল। যিনি পড়াচ্ছেন তাঁকে তোমরা জানো। ভগবানুবাচ, ভক্তিমার্গে যাকে স্মরণ করো, পূজো করো, কিছুই জানা থাকে না। বাবা নিজে সম্মুখে এসে সব রহস্য বুঝিয়ে দেন, কারণ এই স্মরণিক গুলি সব তোমাদের ভবিষ্যতের স্থিতির স্মারক চিহ্ন। এখনও রেজাল্ট বের হয়নি। যখন তোমাদের অবস্থা সম্পূর্ণ হয়, তখন ভক্তিমার্গে তারই স্মরণিক তৈরি হয়। যেমন রাথী বন্ধন উৎসব পালনের স্মরণিক রয়েছে। যখন সম্পূর্ণ পাকা রাথী বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আমরা নিজের রাজ্য ভাগ্য প্রাপ্ত করি, তখন সেই স্মরণিক পালন হয় না। এখন তোমাদের সব মন্ত্রের অর্থ বোঝানো হয়েছে। ওম্ শব্দের অর্থ বোঝানো হয়েছে। ওম্ শব্দের অর্থ বিশাল নয়। ওম্ এর অর্থ হল অহম আত্মা, মম শরীর অর্থাৎ আমি আত্মা, আমার শরীর। অস্ত্রান কালে তোমরাও দেহ অভিমানে থাকো, তখন নিজেকে শরীর নিশ্চয় করো। প্রতিদিন ভক্তিমার্গে আত্মার কোয়ালিটি নীচে নামতে থাকে। তমোপ্রধান হতে থাকে। প্রতিটি জিনিস প্রথমে সতোপ্রধান হয়। ভক্তিও প্রথমে সতোপ্রধান ছিল। যখন এক সত্য শিববাবাকে স্মরণ করা হতো। তোমাদের সংখ্যাও কম ছিল। প্রতিদিন বৃদ্ধি অনেক হওয়ার আছে। বিদেশে বেশি সন্তান জন্ম নিলে তাদের পুরস্কার দেওয়া হয়। বাবা বলেন কাম হলো মহা শত্রু। সৃষ্টির অনেক বৃদ্ধি হয়েছে, এখন পবিত্র হও।

তোমরা বাচ্চারা সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তকে এখন বাবার দ্বারা জেনেছো। সত্যযুগে ভক্তির নাম গন্ধ থাকে না। এখন তো কত ধুমধাম, মেলার আয়োজন হয়, যেখানে মানুষ গিয়ে আনন্দ পায়। তোমাদের মন তো বাবা এসে আনন্দে ভরে দেন ২১ জন্মের জন্য। ফলে তোমরা সর্বদা আনন্দে থাকো। তোমাদের কখনও মেলায় যাওয়ার ইচ্ছে হবে না। মানুষ যেখানে যায় সুখের জন্য। তোমাদের পাহাড়ে যাওয়ার দরকার নেই। এখানে দেখো মানুষ কিভাবে মারা যায়। মানুষ তো সত্যযুগ-কলিযুগ, স্বর্গ - নরক কিছুই জানে না। তোমরা বাচ্চারা সম্পূর্ণ জ্ঞান প্রাপ্ত করো। বাবা বলেন না যে তোমাদের এখানে আমার সঙ্গে থাকতে হবে। তোমাদের ঘর সংসার দেখতে হবে। বাচ্চারা বাবার কাছ থেকে দূরে তখন যায় যখন

কোনও কথায় খিটখিট হয়। তবুও তোমরা বাবার সঙ্গে থাকতে পারো না। সবাই সতাপ্রধান হতে পারে না। কেউ সতঃ, কেউ রজঃ, কেউ তমঃ অবস্থায় থাকে। সবাই একত্রে থাকতে পারবে না। এইরূপ রাজধানী তৈরি হচ্ছে। যে যত বাবাকে স্মরণ করবে, সেই অনুসারে রাজধানীতে পদ প্রাপ্ত করবে। মুখ্য কথা হলো বাবাকে স্মরণ করার। বাবা স্বয়ং ড্রিল শেখান। এ হলো ডেড সাইলেন্স। তোমরা এখানে যা কিছু দেখছো, সেসব দেখবে না। দেহ সহ সবকিছু ত্যাগ করতে হবে। তোমরা কি দেখছো? এক নিজের ঘর (পরমধামে) আর পড়াশোনা অনুযায়ী যে পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করো, ঐ সত্যযুগী রাজত্বও তোমরাই জানো। যখন সত্যযুগ আছে তো ত্রেতা নেই, ত্রেতা আছে তো দ্বাপর নেই, দ্বাপর আছে তো কলিযুগ নেই। এখন কলিযুগ ও সঙ্গমযুগ দুই-ই আছে। যদিও তোমরা বসে আছো পুরানো দুনিয়ায় কিন্তু বুদ্ধি দ্বারা বুঝেছো যে, আমরা হলাম সঙ্গমযুগী। সঙ্গমযুগ কাকে বলে - সে কথাও তোমরা জানো। পুরুষোত্তম বর্ষ, পুরুষোত্তম মাস, পুরুষোত্তম দিনও এই পুরুষোত্তম সঙ্গমেই হয়। পুরুষোত্তম হওয়ার মুহূর্তটিও এই পুরুষোত্তম যুগেই আছে। এই যুগ হলো খুবই কম সময়ের লীপ যুগ। তোমরা ডিগবাজি খেলো, যার দ্বারা তোমরা স্বর্গে আসো। বাবা দেখেছেন সাধু সন্ন্যাসীরা বা অন্য মানুষরা কিভাবে ডিগবাজি (দন্ডী) দিতে দিতে যাত্রা করে। খুব কষ্ট করে। কিন্তু এটা কোনও কঠিন ব্যাপার নয়। এ হলো যোগবলের কথা। বাচ্চারা, স্মরণের যাত্রা কি তোমাদের কঠিন অনুভব হয়? নাম তো খুব সহজ রাখা হয়েছে। যাতে কেউ শুনে ভয় না পায়। তারা বলে বাবা আমরা যোগে থাকতে পারি না। বাবা তখন হাস্য করে দেন। এ হলো বাবার স্মরণ। স্মরণ তো সবকিছু করা হয়। বাবা বলেন নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। তোমরা হলে বাচ্চা তাইনা। উনি তোমাদের পিতা এবং দয়িত-ও হলেন তিনি। সব দয়িতারা তাঁকে স্মরণ করে। তবে বাবা শব্দটিও যথেষ্ট। ভক্তিমার্গে তোমরা মিত্র আত্মীয় স্বজনদের স্মরণ করো, তবু হে প্রভু, হে ঈশ্বর অবশ্যই বলো। কেবল জানো না যে তিনি কে। আত্মাদের পিতা হলেন পরমাত্মা। এই দেহের পিতা তো হলেন দেহধারী। আত্মাদের পিতা হলেন অশরীরী। তিনি কখনও পুনর্জন্মে আসেন না। অন্যরা সবাই পুনর্জন্ম আসে, তাই বাবাকেই স্মরণ করে। নিশ্চয়ই কখনো সুখ দিয়েছিলেন। ওঁনাকে বলা হয় দুঃখহর্তা সুখ কর্তা। কিন্তু তাঁর নাম, রূপ, দেশ, কাল-কে তারা জানে না। যত মানুষ তত কথা। নানা জনের নানান মত।

বাবা কতখানি ভালোবেসে পড়ান। তিনি হলেন ঈশ্বর, শান্তি দাতা। তাঁর কাছে অনেক সুখ প্রাপ্ত হয়। একটাই গীতা শুনিয়ে পতিতদের পবিত্র করেন। প্রবৃত্তি মার্গও চাই তাইনা। মানুষ কল্পের আয়ু লক্ষ বছর বলে দিয়েছে, তাহলে অসংখ্য মানুষ হয়ে যেতো। কতখানি ভুল করেছে। এই জ্ঞান তোমরা এখন প্রাপ্ত করো যা পরে লুপ্ত প্রায় হয়ে যায়। চিত্র তো আছে, যাঁদের পূজা হয়। কিন্তু নিজেদের দেবতা ধর্মের নিশ্চয় করে না। যে যাঁর পূজা করে, সে সেই ধর্মের তাইনা। এই কথা বুঝতে পারে না যে আমরা হলাম আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের। তাঁদেরই বংশধর। এই কথা বাবা-ই বুঝিয়ে দেন। বাবা বলেন তোমরা পবিত্র ছিলে, পরে তমোপ্রধান হয়েছো, এখন পবিত্র সতাপ্রধান হতে হবে। গঙ্গা স্নান করে কি সেইরূপ হওয়া যাবে? পতিত-পাবন তো হলেন বাবা। তিনি যখন এসে পথ বলে দেবেন তখন তো পবিত্র হবে। আহবান করে কিন্তু কিছুই জানে না। আত্মা ডাকে অর্গ্যান্স দ্বারা - হে পতিত-পাবন বাবা এসে আমাদের পবিত্র করো। সবাই পতিত, কাম চিতায় জ্বলে পুড়তে থাকে। এই খেলা এই রকমই তৈরি হয়ে আছে। তারপরে বাবা এসে সবাইকে পবিত্র করেন। এইসব বাবা সঙ্গমে-ই বোঝান। সত্যযুগে থাকে একটি ধর্ম, বাকি সব ফেরত চলে যায়। তোমরা ড্রামাকে বুঝেছো, যা অন্য কেউ জানে না। এই রচনার আদি, মধ্য, অন্ত কি, ডিউরেশন কত, এইসব তোমরা জানো। তারা সবাই হলো শূদ্র, তোমরা হলে ব্রাহ্মণ। তোমরাও জানো নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে। কেউ গাফিলতি করলে তাদের রেজিস্টার থেকে দেখা যায় যে পড়াশোনা কম করেছে। ক্যারেক্টারের রেজিস্টার থাকে। এখানেও রেজিস্টার থাকা উচিত। এ হল স্মরণের যাত্রা, যার জ্ঞান কারও নেই। সবচেয়ে মুখ্য সাবজেক্ট হলো স্মরণের যাত্রা। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। আত্মা এই মুখ দিয়ে বলে আমরা এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করি। এইসব কথা ব্রহ্মা বাবা বোঝান না। কিন্তু জ্ঞান সাগর পরমপিতা পরমাত্মা এই রথে বসে শোনান। বলা হয় গৌ মুখ। এখানে মন্দিরও আছে, যেখানে তোমরা বসে আছো। যেমন তোমাদের সিঁড়ি আছে, তেমনই সেখানেও সিঁড়ি আছে। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে তোমাদের ক্লান্তি বোধ হয় না।

তোমরা এখানে এসেছো বাবার কাছে পড়াশোনা করে রিফ্রেশ হওয়ার জন্য। সেখানে সাংসারিক ঝামেলা অনেক থাকে। শান্তিতে বসে শুনতেও পারেনা। চিন্তন বা সঙ্কল্প চলতেই থাকে - কেউ যেন না দেখে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাড়ি ফিরে যাই। অনেক চিন্তা থাকে। এখানে কোনও চিন্তা নেই, যেমন হোস্টেলে থাকে। এখানে ঈশ্বরীয় পরিবার আছে। শান্তিধামে ভাই-ভাই থাকে। এখানে ভাই-বোন আছে কারণ এখানে পার্ট প্লে করতে হয় তাই ভাই-বোন চাই। সত্যযুগেও তোমরা নিজেদের মধ্যে ভাই-বোন ছিলে। তাকে বলা হয় অদ্বৈত রাজধানী। সেখানে লড়াই ঝগড়া কিছু হয় না। বাচ্চারা, তোমরা সম্পূর্ণ জ্ঞান প্রাপ্ত করেছে যে আমরা ৮৪ জন্ম গ্রহণ করি। যে বেশী ভক্তি করেছে, তার হিসেবও বাবাই বলে দেন।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্নরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

১) ডেড সাইলেন্সের ড্রিল করার জন্য এখানে চোখ দিয়ে যা কিছু দেখছেন, সেসব দেখবে না। দেহ সহ বুদ্ধির দ্বারা সবকিছু ত্যাগ করে নিজের ঘর (পরমধাম) আর রাজস্ব (স্বর্গ) স্মৃতিতে থাকতে হবে।

বরদান:-

সদা সর্ব প্রাপ্তিগুলির দ্বারা ভরপুর থাকা হর্ষিতমুখ, হর্ষিতচিত্ত ভব যখনই কোনও দেবী বা দেবতার মূর্তি বানানো হয় তো তাতে চেহারা সদা হর্ষিত দেখানো হয়। তো তোমাদের এখনকার হর্ষিতমুখ থাকার স্মরণিক চিত্রতেও দেখিয়ে থাকে। হর্ষিতমুখ অর্থাৎ সদা সর্বপ্রাপ্তিতে ভরপুর। যে ভরপুর থাকে সে-ই হর্ষিত থাকতে পারে। যদি কোনও অপ্রাপ্তি হয় তো হর্ষিত থাকতে পারবে না। কেউ যতই হর্ষিত থাকার চেষ্টা করুক, বাইরে থেকে হাসবে কিন্তু হৃদয় থেকে নয়। তোমরা তো হৃদয় থেকে হাসতে থাকো, কেননা সর্বপ্রাপ্তিতে ভরপুর হর্ষিতচিত্ত।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent

4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"কর্মাভীত অবস্থায় পৌঁছানোর জন্য কন্ট্রোলিং পাওয়ারকে বাড়ানো, স্বরাজ্য অধিকারী হও"

আজ বাপদাদা চতুর্দিকের পরমাত্ম-প্রিয় নিজের রাজা (অত্যন্ত প্রিয়) বাচ্চাদের দেখছেন। এই পরমাত্ম-বৎসলতা বা পরমাত্ম-ভালোবাসা খুব অল্প বাচ্চাদের প্রাপ্ত হয়। খুব অল্প সংখ্যক এমন ভাগ্যের অধিকারী হয়। এমন ভাগ্যবান বাচ্চাদের দেখে বাপদাদাও প্রসন্ন হন। রাজা অর্থাৎ অতি মহিমায়ুক্ত বাচ্চা। তো নিজেকে মহিমাম্বিত বাচ্চা মনে করো? নামই হলো রাজযোগী। তো রাজযোগী অর্থাৎ মহামহিম বাচ্চা। বর্তমান সময়ও মহামহিম আর ভবিষ্যতেও মহামহিম। নিজের ডবল রাজপদ অনুভব করো তো না? নিজে নিজেকে দেখো যে আমি রাজা তথা মহামহিম হয়েছি? স্বরাজ্য অধিকারী হয়েছি? প্রত্যেক রাজ-দরবারি তোমার অর্ডারে কার্য করছে? রাজার বিশেষত্ব কী হওয়া উচিত, সেটা জানো তো না? রুলিং পাওয়ার আর কন্ট্রোলিং পাওয়ার দুই পাওয়ার তোমাদের কাছে আছে? নিজের কাছে নিজে জিজ্ঞাসা করো যে, রাজ-দরবারি সদা কন্ট্রোলে চলছে?

বাপদাদা আজ বাচ্চাদের কন্ট্রোলিং পাওয়ার, রুলিং পাওয়ার চেক করছিলেন, তো বলো তিনি কী দেখে থাকবেন? তোমরা প্রত্যেকে তো জানো। বাপদাদা দেখেছেন যে এখনও অখন্ড রাজ্য-অধিকার সকলের নেই। মাঝে মাঝে অখন্ড খন্ডিত হয়ে যায়। কেন? সদা স্বরাজ্যের পরিবর্তনে রাজ্যও খন্ডিত করে ফেলে। পর রাজত্বের লক্ষণ হলো - এই কর্মেন্দ্রিয়গুলো অধীন হয়ে যায়। মায়ার রাজ্যের প্রভাব অর্থাৎ পর-অধীন বানানো। বর্তমান সময়ে মেজরিটি তো ঠিক আছে কিন্তু মেজরিটি বর্তমান সময়ে মায়ার বিশেষ প্রভাবে এসে যায়। আদি অনাদি যে সংস্কার রয়েছে তার মাঝখানে মধ্যের অর্থাৎ দ্বাপর থেকে এখন অন্ত পর্যন্ত

সংস্কারের প্রভাবে এসে যায়। স্ব-এর সংস্কারই স্বরাজ্যকে খন্ডিত করে দেয়। তার মধ্যেও বিশেষ সংস্কার - ব্যর্থ ভাবনা, ব্যর্থতায় সময় খুইয়ে ফেলা এবং ব্যর্থ কথোপকথনে আসা, তা' শোনা হোক বা শোনানো। একদিকে ব্যর্থের সংস্কার, অন্যদিকে গড়িমসি করার সংস্কার ভিন্ন ভিন্ন রয়্যাল রুপে স্বরাজ্যকে খন্ডিত করে দেয়। কিছু কিছু বাচ্চা বলে যে, সময় সমীপে আসছে কিন্তু যে সংস্কার শুরুতে ইমার্জ ছিল না, সেটা এখন কোথাও কোথাও ইমার্জ হচ্ছে। বায়ুমন্ডলে আরোই ইমার্জ হচ্ছে, এর কারণ কি? বর্তমান সময়ে এই আঘাত মায়ার একটা সাধন। মায়া এর দ্বারা নিজের বানিয়ে পরমাত্ম-মার্গ থেকে সরিয়ে হত্যাধম বানিয়ে দেয়। তখন তারা ভাবে যে, এখনও পর্যন্ত এরকমই আছে, সুতরাং জানি না সমান হওয়ার সফলতা লাভ হবে কি হবে না। কোনো- না- কোনো বিষয় যেখানে দুর্বলতা থাকবে, সেই দুর্বলতার রুপে মায়া নিরুৎসাহ বানানোর চেষ্টা করে। খুব ভালো ভাবে চলতে চলতে কোনো না কোনো বিষয়ে সংস্কারের উপরে অ্যাটাক করে মায়া পুরানো সংস্কারকে ইমার্জ রুপে রেখে নিরুৎসাহ করার চেষ্টা করে। লাস্টে সব সংস্কার সমাপ্ত হওয়ারই আছে, সেইজন্য কখনো কখনো থেকে যাওয়া সংস্কার ইমার্জ হয়ে যায়। কিন্তু বাপদাদা তোমরা সব ভাগ্যবান বাচ্চাকে বাবা ইশারা দিচ্ছেন - ঘাবড়ে যেও না, এসব মায়ার চাল (আচরণ) বুঝে নাও। আলস্য আর ব্যর্থ - এতে নেগেটিভও এসে যায় - এই দুই বিষয়ে বিশেষ অ্যাটেনশন রাখো। বুঝে যাও যে মায়ার আঘাত - এটা বর্তমান সময়ের একটা সাধন।

বাবার সাথে অনুভব, কন্সাইন্ড-ভাবের অনুভব ইমার্জ করো। এমন নয় যে, বাবা তো আমারই, সাথে তো আছেই আছে। সাথে প্র্যাকটিক্যাল অনুভব ইমার্জ হোক। তাহলে, মায়ার এই আঘাত, আঘাত হবে না, মায়া পরাজয় মেনে নেবে। এটা মায়ার পরাজয়, প্রহার নয়। শুধু ঘাবড়ে যেও না - কী হয়ে গেল, কেন হয়ে গেল! সাহস রাখো, বাবার সাথে স্মৃতিতে রাখো। চেক করো যে, বাবার সাথে রয়েছে? সাথে অনুভব মার্জরুপে নেই তো? নলেজ রয়েছে যে বাবা সাথে আছেন, নলেজের সাথে সাথে বাবার পাওয়ার কি রয়েছে? আলমাইটি অথরিটি আছেন তো সর্বশক্তির পাওয়ার ইমার্জ রুপে অনুভব করো। একে বলা হয়ে থাকে বাবার সাথে অনুভব হওয়া। হতাশ হয়ে যেও না - বাবা ব্যতীত আর আছেই বা কে, বাবাই তো আছেন। যখন বাবা আছেনই তখন সেই পাওয়ার আছে? যেমন, দুনিয়ার লোককে বলো যদি পরমাত্মা ব্যাপক তবে পরমাত্ম-গুণ অনুভব হওয়া উচিত, প্রতীয়মান হওয়া উচিত। তাইতো বাপদাদাও তোমাদের জিজ্ঞাসা করেন যে যদি বাবা সাথে আছেন, কন্সাইন্ড রয়েছে তাহলে সব কর্মে পাওয়ার (শক্তি) অনুভব হয়? অন্যদেরও অনুভব হয়? কী বুঝছো? ডবল ফরেনার্স কী ভাবছো? পাওয়ার আছে? সদা আছে? প্রথম কোশ্চেনে তো সবাই হ্যাঁ করে দেয়। তারপরে যখন আরেকটা কোশ্চেন আসে, সদা আছে? তখন চিন্তায় পড়ে যায়। সুতরাং অখন্ড হলো না তো না! তোমরা কী চ্যালেঞ্জ

করো? অথও রাজ্য স্থাপন করছো, নাকি খণ্ডিত রাজ্য স্থাপন করছো? কী করছো? অথও তো না! টিচার্স বলো, অথও? তো এখন চেক করো অথও স্বরাজ্য রয়েছে? রাজ্য অর্থাৎ প্রালঙ্ক সদা-র জন্য নেবে নাকি মাঝে মধ্যে যদি কাটা হয় কোনো ক্ষতি নেই? এরকম চাও? নেওয়ার ক্ষেত্রে তো সদা চাই আর পুরুষার্থ করতে কখনো কখনো চলবে, এই ভাবে? ফরেনারদের বলা হয়েছিল তো না যে, নিজের জীবনের ডিকশনারি থেকে সামটাইম আর সামথিং শব্দ বের করে দাও। এখন সামটাইম শেষ হয়েছে? জয়ন্তী বলো। রেজাল্ট দেবে তো না! তো সামটাইম শেষ? যারা মনে করে, সামটাইম শব্দ সদা-র জন্য সমাপ্ত হয়ে গেছে, তারা হাত তোলো। শেষ হয়ে গেছে নাকি শেষ হবে? লম্বা হাত তোলো। বতনের টি.ভি.তে তোমাদের হাত তো এসে গেছে, এখানের টি.ভি.তে সকলের আসে না। এটা কলিযুগী টি.ভি., তাই না, ওখানে জাদুর টি.ভি. সেইজন্য এসে যায়। তবুও খুব ভালো, অনেকে হাত তুলেছে, তাদেরকে সদাকালের অভিনন্দন। আচ্ছা। ভারতবাসী, যাদের এখন প্র্যাকটিক্যালি সদাকালের স্বরাজ্য আছে, সব কর্মেন্দ্রিয় ল' এবং অর্ডারে রয়েছে, তারা হাত তোলো। পাঙ্ক হাত তুলতে হবে, কাঁচা নয়। সদা স্মরণে রেখো সভার মধ্যে হাত তুলেছো। পরে বাপদাদাকে মিষ্টি মিষ্টি অনেক কথা বলে থাকে। বলে, বাবা আপনি তো জানেন তাই না, কখনো কখনো মায়া এসে যায় তো না! তো নিজের হাতের সম্মান রাখবেন বাবা! ভালো, তবুও সাহস রেখেছো, তো মনোবল হারিও না। সাহসের প্রতি বাপদাদার সহায়তা আছেই আছে।

আজ বাপদাদা দেখেছেন যে বর্তমানে সময় অনুসারে নিজের উপরে, সব কর্মেন্দ্রিয়ার উপরে অর্থাৎ নিজের প্রতি নিজের যে কন্ট্রোলিং পাওয়ার হওয়া উচিত তা' কম আছে, সেটা আরও বেশি প্রয়োজন। বাপদাদা বাচ্চাদের আত্মিক বার্তালাপ শুনে মৃদু মৃদু হাসছিলেন, বাচ্চারা বলে যে পাওয়ারফুল স্মরণ চার ঘণ্টা হয় না। বাপদাদা আট ঘণ্টা থেকে চার ঘণ্টা করেছেন আর বাচ্চারা বলে দু'ঘণ্টা ঠিক আছে। তাহলে বলো, কন্ট্রোলিং পাওয়ার হয়েছে? আর এখন থেকে যদি এই অভ্যাস না থাকবে তবে সময়মতো পাস উইথ অনার, রাজ্য অধিকারী কীভাবে হতে পারবে! হতে হবে তো না? বাচ্চারা হাসে। আজ বাপদাদা বাচ্চাদের অনেক কথা শুনেছেন। বাপদাদাকে হাসিয়ে থাকে, বলে ট্রাফিক কন্ট্রোল ৩ মিনিট হয় না, শরীরের কন্ট্রোল হয়ে যায়, দাঁড়িয়ে যায়, নাম মনের কন্ট্রোল কিন্তু মনের কন্ট্রোল কখনো হয় কখনো হয় না। কারণ কী? কন্ট্রোলিং পাওয়ারের অভাব। এটা এখন আরও বাড়ানোর প্রয়োজন আছে। অর্ডার করো, ঠিক যেমন হাত তুলতে যদি চাও তো হাত তুলে থাকো। ক্র্যাক (হাত ভাঙা না থাকলে) যদি না থাকে তো তুলে তো থাকো তাই না! সেরকমই মনের ক্ষেত্রেও, এই সূক্ষ্ম শক্তিকে কন্ট্রোলে আসতে হবে। আনতেই হবে। অর্ডার করো স্টপ তো যেন স্টপ হয়ে যায়। সেবার জন্য ভাবলে আর সেবাতে লেগে গেল। পরমধামে চলো বলার সাথে সাথে যেন পরমধামে চলে যায়। সূক্ষ্মবতনে চলো বললে সেকেন্ডে পৌঁছে যাবে। যা ভাবছ তা' অর্ডারে হোক। এখন এই শক্তিকে বাড়ানো। ছোট ছোট সংস্কারে, যুদ্ধে সময় খুইয়ে দিও না, আজ এই সংস্কারকে তাড়ালে, কাল তাকে তাড়ালে! কন্ট্রোলিং পাওয়ার ধারণ করলে তাহলে আর আলাদা আলাদা সংস্কারে টাইম লাগতে হবে না। ভাবতে হবে না, করতে হবে না, বলতে হবে না, স্টপ তো যেন স্টপ হয়ে যায়। এটা হলো কর্মাজীত অবস্থা পর্যন্ত পৌঁছানোর বিধি। অতএব, কর্মাজীত হতে হবে তো না? বাপদাদাও বলেন, তোমাদেরই হতে হবে। আর কেউ আসবে না, তোমরাই হবে। তোমাদেরই সাথে নিয়ে যাবো কিন্তু কর্মাজীতকে নিয়ে যাবো তো না! সাথে যাবে নাকি পিছনে পিছনে আসবে? (সাথে যাবো) এটা তো খুব ভালো বলেছ। সাথে যাবে, হিসাব চুকিয়ে যাবে? এতে হাঁ জী বলনি। কর্মাজীত হয়ে সাথে যাবে, যাবে তো না! সাথে যাওয়া অর্থাৎ সাথী হয়ে যাওয়া। যুগল তো উত্তম হওয়া চাই, নাকি লম্বা কিংবা ছোট? সমান হওয়া উচিত তো না! সুতরাং কর্মাজীত হতেই হবে। তো কী করবে? এখন নিজের রাজ্য ভালো করে সামলাও। প্রতিদিন নিজের দরবার বসানো। রাজ্য অধিকারী তোমরা, তাই তো না! সুতরাং নিজের দরবার লাগানো, কর্মচারীদের থেকে তাদের অবস্থা জিজ্ঞাসা করো। চেক করো, তারা অর্ডারে চলছে কিনা। ব্রহ্মা বাবাও রোজ দরবার বসিয়েছেন। তোমাদের কপি আছে তো না! তাদেরকে বলো, দেখাও। ব্রহ্মা বাবাও পরিশ্রম করেছেন, প্রতিদিন দরবার বসিয়েছেন তবে কর্মাজীত হয়েছেন। তো এখন কত টাইম প্রয়োজন? নাকি এভাররেডি হয়েছে তোমরা? এই অবস্থা দ্বারা সেবাও ফাস্ট হবে। কেন? কেননা, একই সময়ে মন্সা শক্তিশালী, বাচা শক্তিশালী, সম্বন্ধ- সম্পর্কে আচার-আচরণ আর কান্তি শক্তিশালী। একই সময়ে এই তিন সেবা খুব ফাস্ট রেজাল্ট বের করবে। এমন মনে করো না এই সাধনায় সেবা কম হবে, না। সফলতা সহজভাবে অনুভব হবে। আর সবাই যে সেবারই নিমিত্ত রয়েছে, যদি সংগঠিত রূপে এমন স্টেজ বানায় তবে পরিশ্রম কম এবং সফলতা বেশি হবে। সুতরাং বিশেষ অ্যাটেনশন - কন্ট্রোলিং পাওয়ার বাড়ানো। সঙ্কল্প, সময়, সংস্কার সবকিছুর উপরে কন্ট্রোল হবে। বহুবার বাপদাদা বলেছেন - তোমরা সবাই রাজা। যখন যেভাবে চাও, যেখানে চাও, যত সময় চাও সেইভাবে মন-বুদ্ধিকে ল' অ্যান্ড অর্ডারে চলতে দাও। তুমি বললে করতে হবে না, আর তবুও হয়ে চলেছে, করে চলেছে তবে তো সেটা ল' অ্যান্ড অর্ডারে নেই। তো স্বরাজ্য অধিকারী আপন রাজ্যকে সদা প্রত্যক্ষ স্বরূপে আনো। আনতে হবে তো না? তোমরা আনছ কিন্তু বাপদাদা বলেছেন তো না - সদা শব্দ অ্যাড করো। বাপদাদা এখন লাস্টে আরেকবার আসবেন, তার জন্য একটা টার্ন থাকছে তোমাদের। এই লাস্ট টার্নে বাবা তোমাদের রেজাল্ট জিজ্ঞাসা

করবেন। ১৫ দিন তো থাকছে তোমাদের, তাই না! তো ১৫ দিনে কিছু তো দেখাবে, নাকি না? টিচাররা বলো, ১৫ দিনে রেজাল্ট হবে?

আম্মা - যারা মধুবনের তারা ১৫ দিনে রেজাল্ট দেখাবে। এখন বলো হ্যাঁ কি না! এবার হাত তোলো। (সবাই হাত তুলেছে) নিজেদের হাতের মান রেখো। যারা মনে করে চেষ্টা করবে, সেরকম যারা সচেষ্ট তারা হাত উঠাও। জ্ঞান সরোবর, শান্তিবনের তোমরা উঠে দাঁড়াও। (বাপদাদা মধুবন, জ্ঞান সরোবর, শান্তিবনের মুখ্য নিমিত্ত ভাই-বোনদের সামনে ডেকেছেন)

বাপদাদা তো আপনাদের ডেকেছেন আপনাদের সাফাৎকার করানোর জন্য। আপনাদেরকে দেখে সবাই খুশি হয়। এখন বাপদাদা কী চাইছেন, সেটা বলছেন। পাণ্ডব ভবন, শান্তিবন, জ্ঞান সরোবর, হসপিটাল এই চার ধাম তো রয়েছে। পঞ্চমটা ছোট। চারটের প্রতিই বাপদাদার একটা আশা আছে - বাপদাদা তিন মাসের জন্য চার ধামে অথল্ড, নির্বিল্ল, অনড় স্বরাজ্যধারী রাজাদের রেজাল্ট দেখতে চান। তিন মাস যেন এখান ওখান থেকে কোনও বিষয় সম্পর্কে শোনা না যায়। সব স্বরাজ্য অধিকারী নম্বর ওয়ান, তিন মাসের জন্য এমন রেজাল্ট হতে পারে? (নির্বের ভাইয়ের প্রতি) - পান্ডবদের তরফ থেকে আপনি আছেন। হতে পারে? দাদি তো রয়েছেন, কিন্তু সাথে তো এই যে বসে আছেন, সবাইই আছেন। তবে হতে পারে? (দাদি বলেন, হতে পারে)। পান্ডব ভবনের যারা বসে আছেন তারা হাত তুলুন, হতে পারে। আম্মা মনে করুন কেউ দুর্বল, তার কিছু যদি হয়ে যায় তাহলে আপনারা কী করবেন? আপনাদের সাথে যারা রয়েছেন তাদেরও সাথে দিয়ে রেজাল্ট বের করবেন - এই বিশ্বাস আছে আপনাদের? এত মনোবল রাখেন আপনারা? হতে পারে, নাকি শুধু নিজের জন্য সাহস আছে? অন্যদের ব্যাপারগুলোও সমাহিত করতে পারবেন পারবেন? তাদের ভুল সমাহিত করতে পারবেন? বায়ুমন্ডলে ছড়িয়ে দেবেন না, সমাহিত করবেন, এটুকু করতে পারবেন আপনারা? জোরে বলুন হ্যাঁ বাবা (হ্যাঁ জী)। অভিনন্দন! ৩ মাসের পরে রিপোর্ট দেখবো। কোনও স্থান থেকেই যেন কোনো খারাপ রিপোর্ট না আসে। একে অপরকে ভাইব্রেশন দিয়ে সমাহিত করে দিও আর ভালোবাসার সাথে ভাইব্রেশন দিতে হবে। কলহ-বিবাদ যেন না হয়।

এইভাবেই ডবল বিদেশিও রেজাল্ট দেবে তো না! সবাইকে হতে হবে, তাই না! ডবল বিদেশি যারা মনে করে নিজের সেন্টারে, সাথীদের সাথে ৩ মাসের রেজাল্ট বের করবে, তারা হাত তোলো। যারা ভাবছে চেষ্টা করবে, বলতে পারছে না তারা কেউ আছ তো হাত তোলো। স্বচ্ছ হৃদয়! যাদের হৃদয় স্বচ্ছ তাদের সহায়তা লাভ হয়। আম্মা। (এরপর বাপদাদা সব জোনের ভাই-বোনদেরও হাত তুলিয়েছেন তথা নিজের স্থানে দাঁড় করিয়েছেন। প্রথমে মহারাষ্ট্র, দিল্লি, কর্ণাটকের ভাই-বোনদের দাঁড় করিয়েছেন এবং প্রতিজ্ঞা করিয়েছেন। তার পরে যারা ইউ.পি. থেকে তাদের সেবার অভিনন্দন জানিয়েছেন)।

চতুর্দিকের সকল স্বরাজ্য অধিকারী আত্মাদের, সদা অথও রাজ্যের যোগ্য আত্মাদের, যারা সদা বাবা সমান কর্মাতীত স্থিতিতে পৌঁছায়, বাবাকে ফলো করে এমন তীব্র পুরুষার্থী আত্মাদের, যারা সদা একে অপরকে শুভ ভাবনা শুভ কামনার সহযোগ দেয় এমন শুভচিন্তক বাচ্চাদের স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার।

বরদান:- বিদ্বাকারী আত্মাকে শিক্ষক মনে করে তার থেকে পাঠ পড়ে অনুভাবী মূর্ত ভব যে আত্মারা তৈরি করার নিমিত্ত হয় তাদের বিদ্বাকারী আত্মা হিসেবে দেখো না, তাদেরকে সদা পাঠ পড়ানোর, সামনে এগিয়ে দেওয়ার জন্য নিমিত্ত আত্মা মনে করো। অনুভাবী বানানো শিক্ষক মনে করো। যখন তোমরা বলো, যে নিন্দা করে সে মিত্র তখন সে বিদ্বাকে পাশ করিয়ে অনুভাবী বানানো শিক্ষক হয়ে গেল, সেইজন্য বিদ্বাকারী আত্মাকে সেই দৃষ্টিতে দেখার পরিবর্তে সবসময়ের জন্য বিদ্ব থেকে পার করানোর নিমিত্ত, অনড় বানানোর নিমিত্ত মনে করো, এর থেকে আরও অনুভবের অথরিটি বৃদ্ধি হতে থাকবে।

স্লোগান:- কম্পেন্টের ফাইল শেষ করে ফাইন আর রিফাইন হও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent

1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - এই সঙ্গমযুগ হলো উত্তম থেকেও উত্তম হওয়ার যুগ, এই যুগেই তোমাদের পতিত থেকে পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়া বানাতে হবে"

*প্রশ্নঃ - অন্তিম সময়ের অত্যন্ত বেদনাদায়ক দৃশ্য দেখার জন্য তোমাদের মনের দূততা কীসের আধারে আসবে?

*উত্তরঃ - তোমরা দেহ - ভাবকে দূর করতে থাকো। অন্তিম দৃশ্য খুবই কড়া। বাবা তাঁর বাচ্চাদের মজবুত বানানোর জন্য অশরীরী হওয়ার ইশারা দেন। বাবা যেমন এই শরীর থেকে পৃথক হয়ে তোমাদের শিক্ষা দেন, বাচ্চারা, তোমরাও তেমনই নিজেদের শরীর থেকে পৃথক মনে করো, অশরীরী হওয়ার অভ্যাস করো। তোমাদের বুদ্ধিতে যেন থাকে যে, এখন আমাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে।

ওম শান্তি। মিষ্টি - মিষ্টি আত্মা রূপী বাচ্চারা এখন শরীরের সঙ্গেই আছে। বাবাও এখন এই শরীরের সঙ্গেই আছেন। তিনি এই ঘোড়ার গাড়িতে সাওয়ার আছেন আর বাচ্চাদের তিনি কি শেখান? তিনি শেখান, বেঁচে থেকেও মৃত্যুতুল্য (জীবন্মৃত) কিভাবে থাকা যায়, বাবা ছাড়া এ আর কেউই শেখাতে পারেন না। সব বাচ্চারাই বাবার পরিচয় পেয়েছে, তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর, পতিত - পাবন। এই জ্ঞানের দ্বারাই তোমরা পতিত থেকে পবিত্র হও আর পবিত্র দুনিয়াও তো বানাতে হবে। নিয়ম অনুসারে এই পতিত দুনিয়ার ড্রামার বিনাশ হতে হবে। কেবলমাত্র যারা বাবাকে চিনতে পেরেছেন আর ব্রাহ্মণও হয়েছেন কেবল তারাই পবিত্র দুনিয়াতে গিয়ে রাজত্ব করে। এই পবিত্র হওয়ার জন্য অবশ্যই ব্রাহ্মণও হতে হবে। এই সঙ্গম যুগ হলো পুরুষোত্তম অর্থাৎ উত্তম থেকে উত্তম পুরুষ হওয়ার যুগ। মানুষ বলে থাকে অনেক সাধু, সন্ত, মহাত্মা, উজির, আমীর, প্রেসিডেন্ট ইত্যাদি, এরাও তো উত্তম। তা কিন্তু নয়, এ তো কলিযুগী ব্রহ্মচারী দুনিয়া, এই পতিত দুনিয়াতে একজনও সম্পূর্ণ পবিত্র নয়। এখন তোমরা সঙ্গমযুগী হচ্ছে। ওরা গঙ্গাকে পতিত - পাবনী মনে করে। কেবল গঙ্গাই নয়, যেখানেই নদী আছে, যেখানেই জল দেখে, মনে করে জলই পবিত্র করে। এ কথা বুদ্ধিতে বসে গেছে। যে যেখানে বলে সেখানে চলে যায় অর্থাৎ সেই জলে স্নান করতে যায় কিন্তু জলে তো কেউই পবিত্র হয় না। জলে স্নান করলেই যদি সকলে পবিত্র হয়ে যেতো তাহলে এখন সম্পূর্ণ সৃষ্টিই পবিত্র হতো। এতো সব পবিত্র দুনিয়াতে থাকা উচিত। এ তো পুরানো রেওয়াজ চলে আসছে। সাগরেও যত আবর্জনা গিয়ে জমা হয় তাহলে তা পবিত্র কিভাবে বানাবে? পবিত্র তো আত্মাকে হতে হবে। এর জন্য তো পরমপিতাকে প্রয়োজন যে আত্মাকে পবিত্র বানাবে। তাই তোমাদের বোঝাতে হবে - পবিত্র মানুষ সত্যযুগেই থাকে, পতিত মানুষ থাকে কলিযুগে। তোমরা এখন সঙ্গম যুগে আছো। তোমরা পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছো। তোমরা জানো যে, আমরা শূদ্র বর্ণের ছিলাম, এখন ব্রাহ্মণ বর্ণের হয়েছি। শিববাবা প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা আমাদের ব্রাহ্মণ করেন। আমরাই হলাম প্রকৃত মুখ - বংশাবলী ব্রাহ্মণ। ওরা হলো কুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ। প্রজাপিতা, তো সমস্তই প্রজা হয়ে গেলো। প্রজাদের পিতা হলো ব্রহ্মা। সে তো গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার হয়ে গেলো। অবশ্যই তিনি ছিলেন তাহলে তিনি এখন কোথায় গেলেন? পুনর্জন্ম তো নেন, তাই না। বাচ্চাদের তো এ কথা বলাই হয়েছে যে, ব্রহ্মাও পুনর্জন্ম নেন। ব্রহ্মা আর সরস্বতী, মা আর বাবা। তাঁরাই আবার মহারাজা - মহারানী হন, যাকে বিষ্ণু বলা হয়। তাঁরাই আবার ৮৪ জন্মের অন্তে এসে ব্রহ্মা - সরস্বতী হন। এই রহস্য তো তোমাদের বোঝানো হয়েছে। বলা হয় যে, জগত আত্মা তো সম্পূর্ণ জগতের মা। লৌকিক মা তো প্রত্যেকেরই ঘরে ঘরে আছে কিন্তু জগৎ আত্মাকে কেউই জানে না। এমনই অন্ধশ্রদ্ধার থেকে বলে দেয়। মানুষ কিছুই জানে না। যাঁর পূজা করে তাঁর কাজ সম্বন্ধে জানেই না। বাচ্চারা, এখন তোমরা জানো, রচয়িতা হলেন উঁচুর থেকেও উঁচু। এ হলো উল্টো বৃক্ষ, যার বীজরূপ উপরে আছে। তোমাদের পবিত্র বানানোর জন্য বাবাকে উপর থেকে নীচে আসতে হয়। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, বাবা এসেছেন আমাদের এই সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্তের জ্ঞান দিয়ে সেই নতুন সৃষ্টির চক্রবর্তী রাজা-রানী বানানোর জন্য। এই চক্রের রহস্য তোমরা ছাড়া এই দুনিয়ার আর কেউই জানে না। বাবা বলেন, আবার পাঁচ হাজার বছর পরে আমি এসে তোমাদের বলবো। এই ড্রামা হলো বানানো। ড্রামার ক্রিয়েটর, ডিরেক্টর, মুখ্য অভিনেতাদের আর ড্রামার আদি - মধ্য এবং অন্তকে না জানলে তাদের তো বুদ্ধিহীন বলবে, তাই না। বাবা বলেন যে, পাঁচ হাজার বছর আগেও আমি তোমাদের বুঝিয়েছিলাম। তোমাদের আমি নিজের পরিচয় দিয়েছিলাম। এখন যেমন দিচ্ছি। তোমাদের আমি পবিত্রও বানিয়েছিলাম যেমন এখন বানাই। তোমরা নিজেদের আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো। তিনিই হলেন সর্বশক্তিমান এবং পতিত পাবন। বলা হয়ে থাকে - অন্তিম সময়ে যেমন স্মরণ করবে, তেমন যোনিতে আসবে। এখন তোমরা তো জন্ম নাও কিন্তু শূকর, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি হও

অসীম জগতের বাবা এখন এসেছেন। তিনি বলেন, আমি তোমাদের সকল আত্মাদের পিতা। এরা সকলেই কাম চিতায় বসে কালো হয়ে গেছে, এদের আবার জ্ঞান চিতায় বসাতে হবে। তোমরা এখন জ্ঞান চিতায় বসেছো। জ্ঞান চিতায় বসে আবার বিকারে যেতে পারবে না। প্রতিজ্ঞা করে যে, আমরা পবিত্র থাকবো। বাবা কখনো ওই রাখী বাঁধান না। এ তো ভক্তিমার্গের রেওয়াজ চলে আসছে। বাস্তবে এ হলো এই সময়ের কথা। তোমরা বুঝতে পারো যে, পবিত্র হওয়া ছাড়া পবিত্র দুনিয়ার মালিক কিভাবে হবে? তবুও দূচ করানোর জন্য প্রতিজ্ঞা করানো হয়। কেউ রক্ত দিয়ে লিখে দেয়, কেউ আবার অন্য কিছু দিয়েও লিখে দেয় যে, বাবা তুমি এসেছো, আমি তোমার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার অবশ্যই দেবো। নিরাকার তো সাকারের মধ্যেই আসে, তাই না। বাবা যেমন পরমধাম থেকে নেমে আসেন, তেমনি তোমরা আত্মারাও নেমে আসো। তোমরা উপর থেকে নীচে আসো পাট প্লে করতে। এ তো তোমরা বুঝতে পারো যে, এই নাটক হলো সুখ - দুঃখের খেলা। এর অর্ধেক কল্প হলো সুখ আর অর্ধেক কল্প হলো দুঃখ। বাবা বোঝান যে, চার ভাগের তিনভাগ সুখই তোমরা ভোগ করো। অর্ধেক কল্পের পরে তোমরাই ধনবান ছিলে। কতো বড় মন্দির ইত্যাদি বানানো হবে। দুঃখ তো আসে পরের দিকে যখন ভক্তি একদম তমোপ্রধান হয়ে যায়। বাবা বুঝিয়েছেন, তোমরা প্রথমদিকে অব্যাভিচারী ভক্ত ছিলে, কেবল একজনের ভক্তিই করত। যে বাবা তোমাদের দেবতা বানান, সুখধামে নিয়ে যান, তোমরা তাঁরই পূজা করতে, পরের দিকে ব্যাভিচারী ভক্তি শুরু হয়। প্রথমে তোমরা একজনের পূজা তারপর দেবতাদেরও পূজা করতে। এখন তো পঞ্চ ভূতের দ্বারা নির্মিত শরীরেরও পূজা করে থাকো। চৈতন্যকেও আবার জড় পদার্থেরও পূজা করো। পাঁচ তন্ত্রের নির্মিত শরীরকে দেবতাদের থেকেও উঁচু মনে করো। দেবতাদের তো কেবল ব্রাহ্মণ স্পর্শ করতে পারে। তোমাদের গুরুও তো অনেক আছে। এ কথা বাবা বসেই বলেন। এই দাদাও বলেন যে, আমিও অনেক কিছুই করেছি। বিভিন্ন হঠযোগ ইত্যাদি, কান, নাক মোলা আদি সবকিছুই করেছি। অবশেষে সবকিছুই ছেড়ে দিতে হয়েছিল। ওই অভ্যাস করবো নাকি এই অভ্যাস? আমার ক্লান্তিভাব আসতো তাই বিরক্ত হয়ে যেতাম। প্রাণায়াম ইত্যাদি শিখতে খুবই কষ্ট হয়। অর্ধেক কল্প আমরা ভক্তিমার্গে ছিলাম, এখন আমরা জানতে পেরেছি। বাবা সম্পূর্ণ সঠিক কথা বলেন। ওরা বলে যে, ভক্তি পরম্পরা ধরে চলে আসছে। এখন সত্যযুগে ভক্তি কোথা থেকে আসবে? মানুষ কিছুই বোঝে না। মূঢ় বুদ্ধি তো, তাই না। সত্যযুগে তো এমন কিছুই বলবে না। বাবা বলেন যে, আমি প্রতি পাঁচ হাজার বছর অন্তর আসি। শরীরও তাঁরই নিই, যে নিজের জন্মকেও জানে না। এই সেই এক নম্বর যে সুন্দর ছিলো, সেই এখন শ্যাম হয়ে গেছে। আত্মা ভিন্ন - ভিন্ন শরীর ধারণ করে। তাই বাবা বলেন, আমি যাঁর মধ্যে প্রবেশ করি, তারমধ্যেই এখন বসে আছি। কি শেখাতে বসে আছি? বেঁচে থেকেও মরে যাওয়া। এই দুনিয়া থেকে তো মরতেই হবে, তাই না। এখন তোমাদের পবিত্র হয়েই মৃত্যুবরণ করতে হবে। আমার পাটই হলো পবিত্র করার। তোমরা, ভারতবাসীরা ডাকো - হে পতিত - পাবন। আর কেউই এমন বলে না - হে উদ্ধারকর্তা, আমাদের দুঃখের দুনিয়া থেকে মুক্ত করতে এসো। সবাই মুক্তিধামে যাওয়ার জন্যই পরিশ্রম করে। বাচ্চারা, তোমরা আবার পুরুষার্থ করো সুখধামে যাওয়ার জন্য। ওটা হলো প্রবৃত্তিমার্গের মানুষদের জন্য। তোমরা জানো যে, আমরা প্রবৃত্তি মার্গের পবিত্র ছিলাম। তারপর অপবিত্র হয়েছি। প্রবৃত্তিমার্গের মানুষদের কাজ নিবৃত্তিমার্গের মানুষরা করতে পারবে না। যজ্ঞ - দান - তপ সবই প্রবৃত্তিমার্গের মানুষই করে থাকে। তোমরা এখন অনুভব করো যে, এখন আমরা সবাইকেই জানি। শিববাবা আমাদের সবাইকে ঘরে বসে পড়াচ্ছেন। অসীম জগতের বাবা অসীমিত সুখ দান করেন। তাঁর সঙ্গে তোমরা দীর্ঘ সময় বাদে মিলিত হও তাই তোমাদের চোখে প্রেমের অশ্রু আসে। 'বাবা' বললেই তোমরা রোমাঞ্চিত হয়ে যাও - অহো! বাবা এসেছেন আমাদের সেবার কারণে। এই পড়া পড়িয়ে বাবা আমাদের ফুল বানিয়ে নিয়ে যান। তিনি আমাদের এই নোংরা ছিঃ - ছিঃ দুনিয়া থেকে নিজের সাথে করে নিয়ে যাবেন। ভক্তিমার্গে তোমাদের আত্মা বলতো, বাবা আপনি যখন আসবেন, আমরা বলিহারি যাবো। আমরা অন্য কারোর নয়, কেবলমাত্র আপনার হবো। নম্বরের ক্রমানুসারে তো আছেই। সকলেরই নিজের নিজের পাট আছে। কেউ কেউ তো বাবাকে খুবই ভালোবাসেন, যে বাবা স্বর্গের অবিনাশী উত্তরাধিকার দেন। সত্যযুগে কাল্লার কোনো চিহ্ন থাকে না। এখানে তো মানুষ কত কাল্লাকাটি করে। এখন তোমরা স্বর্গে যাবে তাই কাল্লা কেন, বাজনা বাজানোর দরকার। ওখানে তো সবাই বাজনা বাজায়। এখানে তমোপ্রধান শরীর খুশীর সঙ্গে ত্যাগ করে। এই নিয়মও এখান থেকেই শুরু হয়। এখানে তোমরা বলবে, আমাদের নিজের ঘরে ফিরে যেতে হবে। ওখানে তো তোমরা বুঝতেই পারো যে, পুনর্জন্ম নিতে হবে। বাবা তো সব কথাই বুঝিয়ে বলেন। ভ্রমরের উদাহরণও তোমাদেরই জন্য। তোমরা হলে ব্রাহ্মণী, বিষ্ঠার পোকাকে তোমরা ভোঁ ভোঁ করো। বাবা তো তোমাদের বলেন, এই শরীরকেও ত্যাগ করতে হবে। বেঁচে থেকেও মৃত্যুবরণ করতে হবে। বাবা বলেন যে, নিজেকে আত্মা মনে করো, এখন আমাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে। নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। এই দেহকে ভুলে যাও। বাবা তো খুবই মিষ্টি। তিনি বলেন, বাচ্চারা, আমি তোমাদের এই বিশ্বের মালিক বানাতে এসেছি। এখন তোমরা শান্তিধাম আর সুখধামকে স্মরণ করো। অশ্রু

(আল্লাহ) আর বে (বাদশাহী)। এ হলো দুঃখধাম। আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের ঘর হলো শান্তিধাম। আমরা এতদিন অভিনয় করেছি এখন আমাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে। ওখানে এই ছিঃ - ছিঃ শরীর থাকে না। এখন তো এই শরীর সম্পূর্ণ জর্জরিভূত অবস্থা হয়ে গেছে। এখন বাবা আমাদের সামনে বসিয়ে ইঙ্গিতে শেখান। তিনি বলেন, আমিও আত্মা আর তুমিও আত্মা। আমি শরীর থেকে পৃথক হয়ে তোমাদেরও তাই শেখাই। তোমরাও নিজেদের শরীর থেকে পৃথক মনে করো। এখন তোমাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে। এখন তো এখানে আর থাকার সময় নেই। তোমরা এও জানো যে, এখন বিনাশ হবে। ভারতে রক্তের নদী বইবে। এরপর ভারতেই আবার দুধের নদী বয়ে যাবে। এখানে সব ধর্মের মানুষই একত্রে আছে। সবাই নিজেদের মধ্যে লড়াই করে মরবে। এ হলো পরের দিকের মৃত্যু। পাকিস্তানে কি কি না হতো। খুবই কঠোর দৃশ্য ছিলো যা কেউ দেখলে অজ্ঞান হয়ে যাবে। বাবা এখন তোমাদের মজবুত তৈরী করছেন। তিনি দেহের ভাবও দূর করে দেন।

বাবা দেখেছেন, বাচ্চারা ঠিকমতো স্মরণে থাকে না। তারা খুবই দুর্বল, সেই কারণে সেবারও বৃদ্ধি হয় না। তারা বারবার লিখতে থাকে, বাবা, স্মরণ করতে ভুলে যাই, বুদ্ধি যুক্ত হয় না। বাবা বলেন, 'যোগ' শব্দের কথা মনে রেখো না। বিশ্বের বাদশাহী দেন যে বাবা, তাঁকে তোমরা ভুলে যাও। আগেও ভক্তিতে বুদ্ধি অন্যদিকে চলে যেতো তখন নিজেদের চিমটি কাটতে। বাবা বলেন - তোমরা আত্মারা হলে অবিনাশী। তোমরা কেবল পবিত্র আর পতিত হও। বাকি আত্মারা কখনোই ছোটো - বড় হয় না। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ - সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) নিজের সাথে কথা বলো - আহা, বাবা এসেছেন আমাদের সেবায়। তিনি আমাদের ঘরে বসে পড়াচ্ছেন। অসীম জগতের বাবা অসীম সুখ প্রদান করেন, তাঁর সঙ্গে আমরা এখন মিলিত হয়েছি। এমন প্রেমের সঙ্গে বাবা বলে ডাকো আর খুশীতে প্রেমের অশ্রু যেন এসে যায়। শরীর যেন রোমাঞ্চিত হয়।

২) এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে, তাই সবার থেকে মোহ দূর করে জীবন্মুত হতে হবে। এই দেহকেও ভুলতে হবে। এর থেকে পৃথক হওয়ার অভ্যাস করতে হবে।

বরদানঃ:- অতীত হয়ে যাওয়া কথা বা বৃত্তিগুলিকে সমাপ্ত করে সম্পূর্ণ সফলতা প্রাপ্তকারী স্বচ্ছ আত্মা ভব সেবাতে স্বচ্ছ বুদ্ধি, স্বচ্ছ বৃত্তি আর স্বচ্ছ কর্ম হল সফলতার সহজ আধার। যেকোনও সেবার কাজ যখন আরম্ভ করো তখন প্রথমে চেক করো যে বুদ্ধিতে কোনও আত্মার অতীতে ঘটে যাওয়া কথা তো স্মৃতিতে নেই। সেই বৃত্তি, দৃষ্টি দিয়ে তাকে দেখা, তার সাথে কথা বলা... এর দ্বারা সম্পূর্ণ সফলতা হতে পারে না। সেইজন্য অতীতে হয়ে যাওয়া কথা বা বৃত্তিকে সমাপ্ত করে স্বচ্ছ আত্মা হও, তবেই সম্পূর্ণ সফলতা প্রাপ্ত হবে।

স্লোগানঃ:- যে স্ব-পরিবর্তন করে - বিজয় মালা তারই গলায় শোভিত হয়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2

2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের সত্যপ্রধান হতে হলে বাবাকে ভালোবেসে স্মরণ করো, পারসনাথ শিববাবা তোমাদের পারসপুরীর মালিক বানাতে এসেছেন"

*প্রশ্নঃ - তোমরা বাচ্চারা কোন্ একটি কথার ধারণার দ্বারা মহিমা যোগ্য হয়ে যাবে?

*উত্তরঃ - খুব খুব নির্মাণ-চিত্র (নম্রচিত্র) হও। কোনও বিষয়ের অহংকার থাকা উচিত নয়। খুব মিষ্টি হতে হবে। অহংকার এলেই শত্রু বেড়ে যায়। উঁচু অথবা নীচ, পবিত্রতার আধারে হয়। যখন পবিত্র তখন সম্মান আছে, অপবিত্র হলে মাথা নত করতে হয়।

ওম্ শান্তি । আত্মাদের পিতা (শিববাবা) বসে বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন। বাবাও বুঝতে পারেন আমি এই বাচ্চাদের বোঝাই। এই কথাও বাচ্চাদের বোঝানো হয় যে ভক্তিমার্গে ভিন্ন ভিন্ন নামের অনেক অনেক চিত্র তৈরি করা হয়েছে। যেমন নেপালে পারসনাথের পূজা করা হয়। তাঁর বিশাল মন্দির আছে। কিন্তু কিছুই নেই। ৪-টি দরজা আছে, ৪-টি মূর্তি আছে। চতুর্থ মূর্তিটি কৃষ্ণের রাখা হয়েছে। এখন কিছু পরিবর্তন হলেও হতে পারে। এবার পারসনাথ তো নিশ্চয়ই শিববাবাকে বলা হবে। মানুষকে স্পর্শ বুদ্ধি তো তিনিই করেন। অতএব সর্ব প্রথমে তাদের এই কথা বোঝাতে হবে - উঁচু থেকে উঁচু হলেন ভগবান, পরে হল সম্পূর্ণ দুনিয়া। সূক্ষ্মবতনের সৃষ্টি তো নেই। পরে থাকেন লক্ষ্মী-নারায়ণ বা বিষ্ণু। বাস্তবে বিষ্ণুর মন্দির হলো ভুল। বিষ্ণু চতুর্ভূজ, চার ভূজধারী কোনও মানুষ তো হয় না। বাবা বোঝান এই লক্ষ্মী-নারায়ণকেই একত্রে বিষ্ণু রূপে দেখানো হয়েছে। লক্ষ্মী-নারায়ণ তো দুইজনেই আলাদা। সূক্ষ্মবতনে বিষ্ণুকে ৪ টি ভূজা দেওয়া হয় অর্থাৎ দুইজনকে একত্রে চতুর্ভূজ করা হয়েছে, যদিও এমন কেউ হয় না। মন্দিরে যে চতুর্ভূজ দেখানো হয় - সেটা হলো সূক্ষ্ম বতনের। চতুর্ভূজকে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ইত্যাদি প্রদান করা হয়। এমন কিছুই হয় না। বাচ্চারা, চক্রও তোমাদের কাছে থাকে। নেপালে বিষ্ণুর বিশাল চিত্র ফীর সাগরে দেখানো হয়। পূজার দিনে একটু দুধ ঢালা হয়। বাবা এক একটি কথা ভালো করে বোঝান। এমন ভাবে বিষ্ণুর অর্থ কেউ বোঝাতে পারে না। কেউ জানেই না। এইসব তো স্বয়ং ভগবান বোঝাচ্ছেন। ভগবান বলা হয় শিববাবাকে। তিনি তো একজন কিন্তু ভক্তিমার্গে অনেক নাম রেখে দিয়েছে। তোমরা এখন অনেক নাম উল্লেখ করবে না। ভক্তিমার্গে অনেক ধাক্কা খায় সবাই। তোমরাও খেয়েছ। এখন যদি তোমরা মন্দির ইত্যাদি দেখবে তো সেই বিষয়ে বোঝাবে যে উঁচু থেকে উঁচু হলেন ভগবান, সুপ্রিম সোল, নিরাকার পরমপিতা পরমাত্মা। আত্মা শরীর দ্বারা বলে - ও পরমপিতা। তাঁর মহিমাও করা হয় জ্ঞানের সাগর, সুখের সাগর। ভক্তিমার্গে একজনের অনেক চিত্র আছে। জ্ঞান মার্গে তো জ্ঞান সাগর হলেন একজনই। তিনি হলেন পতিত-পাবন, সকলের সদগতি দাতা। তোমাদের বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ চক্রটি আছে। সর্বোচ্চ হলেন পরমাত্মা, তাঁর উদ্দেশ্যেই প্রশস্ত রয়েছে যে, স্মরণ করে সুখ প্রাপ্ত করো অর্থাৎ একমাত্র বাবাকেই স্মরণ করো বা সিমরণ করতে থাকো, তাহলে দেহের সকল কলহ ক্লেশ মিটে যাবে। তখন জীবনমুক্তি পদমর্যাদা পাও। সেটাই হলো জীবনমুক্তি, তাইনা। বাবার কাছে এই সুখের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। কেউ একজন তো পাবে না। রাজধানী থাকবে নিশ্চয়ই তাইনা। অর্থাৎ বাবা রাজধানী স্থাপন করছেন। সত্যযুগে রাজা, রানী, প্রজা সব থাকে। তোমরা জ্ঞান প্রাপ্ত করছ, ফলে বড় কুলে জন্ম নেবে। অনেক সুখ প্রাপ্ত হয়। যখন ঐ স্থাপনা হয়ে যায় তখন ছিঃ ছিঃ আত্মারা সাজা ভোগ করে ফিরে যায়। নিজের নিজের সেকশনে গিয়ে স্থির হবে। এত সব আত্মারা আসবে তারপরে বুদ্ধি হতে থাকবে। এই কথা বুদ্ধিতে থাকা উচিত যে উপর থেকে কিভাবে আসা হয়। এমন তো নয় দুটি পাতার পরিবর্তে ১০ টি পাতা একসাথে আসা উচিত। না, নিয়ম অনুযায়ী পাতার উৎপত্তি হয়। এ হল বিশাল বৃক্ষ। দেখানো হয় এক দিনে লক্ষ জনের বৃদ্ধি হয়ে যায়। প্রথমে বোঝাতে হবে - সর্বোচ্চ হলেন ভগবান, পতিত-পাবন, দুঃখ হর্তা - সুখ কর্তাও হলেন তিনি। যে পাটধারী দুঃখে থাকে, তাদের সবাইকে এসে সুখ প্রদান করেন। দুঃখ দেয় রাবণ। মানুষ এই কথা জানে না যে বাবা এসেছেন আমরা গিয়ে একটু বুঝে আসি। অনেকে বুঝতে বুঝতে বিচলিত হয়ে যায় (অর্থাৎ বাইরে বেরিয়ে যায়)। যেমন স্নান করতে গিয়ে পা পিছলে গেলে জলের তলায় ডুবে যায়। বাবা হলেন অনুভাবী, তাইনা। এ হলো বিষয় সাগর। বাবা তোমাদের ফীর সাগরের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু মায়া রূপী কুমীর ভালো ভালো মহারথীদেরকেও গ্রাস করে নেয়। জীবিত থেকে বাবার কোলে স্থান অর্জন করেও রাবণের কোলে চলে যায় অর্থাৎ মরে যায়। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের বুদ্ধিতে আছে সর্বোচ্চ হলেন বাবা, তিনিই সৃষ্টির রচনা করেন। সূক্ষ্ম বতনের হিস্ট্রি জিওগ্রাফি তো নেই। তোমরা যদিও সূক্ষ্মবতনে যাও, সাক্ষাৎকার কর। এইসব ভক্তিমার্গের চিত্র। এখনও পর্যন্ত ভক্তিমার্গ চলে আসছে। ভক্তিমার্গ পূর্ণ হলে এইসব চিত্র আর থাকবে না। স্বর্গে এইসব কথা ভুলে যাবে। এখন বুদ্ধিতে আছে যে চতুর্ভূজ রূপে লক্ষ্মী-নারায়ণ দুই রূপে

আছেন। লক্ষ্মী-নারায়ণের পূজা করা অর্থাৎ চতুর্ভূজের পূজা করা। লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দির অথবা চতুর্ভূজের মন্দির, একই কথা। এই দুইয়ের জ্ঞান অন্য কারও নেই। তোমরা জানো এই হল লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব। বিষ্ণুর রাজ্য তো বলা যাবে না। তিনি রক্ষণাবেক্ষণও করেন। সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিক তাই বিশ্বের রক্ষণাবেক্ষণ করেন।

শিব ভগবানুবাচ - আমি তোমাদের রাজযোগ শেখাই। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করো তো এই যোগ অগ্নি দ্বারা বিকর্ম বিনাশ হবে। ডিটেলে বোঝাতে হয়। বলা, এও হলো গীতা। শুধু গীতায় কৃষ্ণের নাম লিখে দেওয়া হয়েছে। সেটা তো ভুল, সবার গ্লানি করা হয়েছে, তাই ভারত তমোপ্রধান হয়েছে। এখন হল কলিযুগী দুনিয়ার অন্তিম সময়, এই সময়কে বলা হয় তমোপ্রধান আয়রন এজ। যারা সতোপ্রধান ছিল, তারা-ই ৮৪ জন্ম নিয়েছে। জন্ম-মরণে তো অবশ্যই আসতে হবে। যখন পুরো ৮৪ জন্ম নেওয়া হয় তখন বাবাকে আসতে হয় - প্রথম নশ্বরে। কোনও একজনের কথা নয়। এনার তো সম্পূর্ণ রাজধানী ছিল তাই না ! আবার হবে নিশ্চয়ই। বাবা সবার জন্য বলেন নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো, বাবাকে স্মরণ করো তাহলে যোগ অগ্নি দ্বারা পাপ বিনষ্ট হবে। কাম চিতায় বসে সবাই শ্যাম বর্ণ হয়েছে। এবারে শ্যাম বর্ণ থেকে গৌর বর্ণে পরিণত হবে কিভাবে? সেসব ও বাবা-ই শেখান। কৃষ্ণের আত্মা নিশ্চয়ই ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপ নিয়ে আসে হয়তো। যাঁরা লক্ষ্মী-নারায়ণ ছিলেন, তাঁদেরই ৮৪ জন্মের পরে পুনরায় সেই রূপ ধারণ করতে হবে। সুতরাং তাঁরই অনেক জন্মের অন্তিম জন্মে এসে বাবা প্রবেশ করেন। তারপরে তিনি সেই সতোপ্রধান বিশ্বের মালিক হন। তোমাদের মধ্যে থেকেই পারসনাথের পূজা করা হয়, শিবেরও পূজা করা হয়। তাঁদেরকে নিশ্চয়ই শিব এমন পারসনাথ বানিয়েছেন। টিচার তো চাই তাই না ! তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর। এখন সতোপ্রধান পারসনাথ হতে হলে বাবাকে খুব ভালোবাসে স্মরণ করো। তিনিই সবার দুঃখ হরণ করেন। বাবা তো হলেন সুখদাতা। এ হলো কাঁটার জঙ্গল। বাবা এসেছেন ফুলের বাগান তৈরি করতে। বাবা নিজের পরিচয় দেন। আমি এই সাধারণ বৃদ্ধ দেহে প্রবেশ করি, যিনি নিজের জন্মের কথা জানতেন না। ভগবানুবাচ - আমি তোমাদের রাজযোগ শেখাই। সুতরাং এই হল ঈশ্বরীয় ইউনিভার্সিটি। মুখ্য উদ্দেশ্য হলো রাজা-রানী হওয়ার তারজন্য প্রজাও তৈরি হবে। মানুষ যোগ-যোগ অনেক করে। নিবৃত্তি মার্গের মানুষরা তো অনেক হঠ যোগ করে। তারা রাজযোগ শেখাতে পারে না। বাবার যোগও হল এক প্রকারের যোগ। শুধু বলেন নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে আমি পিতা আমাকে স্মরণ করো। ৮৪ জন্ম পূর্ণ হয়েছে, এবারে ঘরে (পরমধাম) ফিরে যেতে হবে। এখন পবিত্র হতে হবে। এক পিতাকে স্মরণ করো, বাকি সবকিছু ত্যাগ করো। ভক্তিমার্গে তোমরা গায়ন করেছে যে তুমি এলে আমরা এক তোমার সাথেই যুক্ত হবো। অর্থাৎ নিশ্চয়ই তাঁর কাছে উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়েছিল তাইনা। অর্ধকল্প হল স্বর্গ, তারপরে নরক। রাবণ রাজ্য আরম্ভ হয়। এমন ভাবে বোঝাতে হবে। নিজেকে দেহ ভেবো না। আত্মা হলো অবিনাশী। আত্মাতেই সম্পূর্ণ পার্ট নিহিত আছে, যা কিছু তোমরা প্লে কর। এবারে শিববাবাকে স্মরণ করো তাহলে ভবসাগর পার হয়ে যাবে। সন্ন্যাসীরা পবিত্র থাকার দরুন তাদের অনেক সম্মান করা হয়। সবাই মাথা নত করে। পবিত্রতার কথায় উচ্চ বা নীচ নির্ধারণ হয়। দেবতারা হলেন সর্বদা উচ্চ। সন্ন্যাসীরা এক জন্ম পবিত্র থাকেন, পরের জন্ম তো বিকার দ্বারাই হয়। দেবতারা থাকেন সত্যযুগে। এখন তোমরা পার্ট পড়ছো এবং পড়াচ্ছ। কেউ আবার পড়ে কিন্তু অন্যকে বোঝাতে পারে না কারণ ধারণা নেই। বাবা বলবেন তোমাদের ভাগ্যে নেই তো বাবা কি করবেন। বাবা বসে যদি সবাইকে আশীর্বাদ করেন তাহলে তো সবাই স্কলারশিপ পেয়ে যাবে। তারা তো ভক্তিমার্গে আশীর্বাদ করে। সন্ন্যাসীরাও এমন করে। তাদের গিয়ে বলবে আশীর্বাদ করুন যাতে সন্তান হয়। আচ্ছা, তোমার সন্তান হবে। কন্যা সন্তান হলে বলবে ভবিতব্য। পুত্র সন্তান জন্ম নিলে বাঃ বাঃ করে চরণে গিয়ে উপস্থিত হবে। আচ্ছা, আর যদি মারা যায় তো কান্নাকাটি করে গুরুকে গালাগালি করবে। গুরু বলবে এইসব তো ভবিতব্য ছিল। তাহলে বলবে, আগে বলেননি কেন। কেউ মরে আবার বেঁচে ফিরে এলেও ভবিতব্য-ই বলা হবে। সেসবও ড্রামাতে নির্দিষ্ট আছে। আত্মা কোথায় লুকিয়ে থাকে। ডাক্তাররাও দেখে মনে করলো যে লোকটি মারা গেছে, দেখা গেলো পরে হয়তো বেঁচে উঠলো। চিতায় শুয়েও অনেকে বেঁচে ওঠে। কেউ একজন কাউকে বিশ্বাস করে মানতে শুরু করলো তো অনেক অনেক মানুষও মানতে শুরু করে দিলো।

বাচ্চারা, তোমাদের অনেক নির্মাণচিত্ত (নশ্ব) হয়ে চলতে হবে। অহংকার যেন একটুও না থাকে। আজকাল যদি কাউকে একটুও অহংকার দেখাবে তাহলেই শত্রুতা বেড়ে যাবে। খুব মিষ্টি হয়ে চলতে হবে। নেপালেও এই আওয়াজ ধ্বনিত হবে। বাচ্চারা, এখন তোমাদের মহিমা হওয়ার সময় নয়। তাহলে তো তাদের আখড়া গুলো সব উড়ে যাবে। বড় বড় মানুষ জেগে উঠে সভায় বসে শোনাতে তাদের পিছনে অসংখ্য মানুষ এসে যাবে। কোনও এম.পি বসে যদি তোমাদের মহিমা করে যে ভারতের রাজযোগ এই ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরা ব্যতীত কেউ শেখাতে পারবে না, এমন এখনও কেউ নেই। বাচ্চাদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিযুক্ত ও বিস্ময় সৃষ্টিকারী হতে হবে। অমুকে অমুকে কিভাবে ভাষণ করে, তা শেখা উচিত। সার্ভিস করার যুক্তি বাবা শেখান। বাবা যে মুরলী চালাচ্ছেন, অ্যাকুরেট তেমন মুরলী কল্প-কল্প চালিয়েছেন নিশ্চয়ই। ড্রামায় নির্ধারিত

আছে। প্রশ্ন উঠতে পারে না যে - এই রকম কেন? ড্রামা অনুসারে যা বোঝাবার প্রয়োজন ছিল সেসব বুঝিয়েছেন। বোঝাতেই থাকেন। লোকেরা অসংখ্য প্রশ্ন করবে। তাদের বলো, প্রথমে মন্বনাভব হয়ে যাও। বাবাকে জানলে তোমরা সবকিছু জেনে যাবে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) সার্ভিসের যুক্তি শিখে খুব তীক্ষ্ণ বুদ্ধিদারী এবং বিস্ময় সৃষ্টিকারী (চমৎকারী, Miraculous) হতে হবে। ধারণা করে তারপরে অন্যদের ধারণ করাতে হবে। ঈশ্বরীয় পড়াশোনার দ্বারা নিজের ভাগ্য নিজেই তৈরি করতে হবে।

২) কোনও বিষয়েই এতটুকুও অহংকার দেখাবে না, খুব মিষ্টি ও নির্মাণচিত্ত হতে হবে। মায়া রূপী কুমীরের থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে হবে।

বরদানঃ:- যা ঘটে গেছে তাকে শ্রেষ্ঠ বিধির দ্বারা অতিক্রান্ত করে দিয়ে স্মরণিক স্বরূপ বানানো পাস উইথ অনার ভব “পাস্ট ইজ পাস্ট” তো হতেই হবে। সময় আর দৃশ্য সব পাশ হয়ে যাবে কিন্তু পাস উইথ অনার হয়ে প্রত্যেক সংকল্প বা সময়কে পাশ করো অর্থাৎ যা কিছু অতিক্রান্ত হয়ে গেছে তাকে এইরকম শ্রেষ্ঠ বিধির দ্বারা অতিক্রান্ত করো। যে অতীতের কথা স্মরণে আসতেই বাঃ বাঃ - এর বোল হৃদয় থেকে বেরিয়ে আসে। অন্য আত্মারা তোমাদের অতীত হয়ে যাওয়া স্টোরি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। তোমাদের অতীত, স্মরণিক স্বরূপ হয়ে যাবে, তখন কীর্তন অর্থাৎ কীর্তি গাইতে থাকবে।

স্নোগানঃ:- স্ব-কল্যাণের শ্রেষ্ঠ প্ল্যান বানাও তবে বিশ্ব সেবাতে সকাশ প্রাপ্ত হবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent

6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - এই ওয়ান্ডারফুল পাঠ অসীম জগতের বাবা এসে পড়াচ্ছেন, বাবা আর তাঁর পড়াশোনার প্রতি কোনও সংশয় থাকা উচিত নয়, প্রথমে নিশ্চিত হতে হবে যে কে আমাদের পড়াচ্ছেন"

*প্রশ্নঃ - তোমরা বাচ্চারা নিরন্তর স্মরণের যাত্রায় থাকার জন্য কেন শ্রীমত পেয়েছো?

*উত্তরঃ - কেননা শত্রু রূপে মায়া এখনও তোমাদের পিছনে পড়ে আছে, যে তোমাদের অধঃপতন ঘটিয়েছে। এখনও সে তোমাদের পিছু ছাড়বে না, সেইজন্য অসাবধান হয়ো না। যদিও তোমরা সঙ্গম যুগে রয়েছো, কিন্তু অর্ধকল্প ধরে মায়ার বশীভূত ছিলে, সেইজন্যই এতো শীঘ্র মায়া ছাড়বে না। স্মরণ করা ভুলে যাওয়াতেই মায়া এসে বিকর্ম করিয়েছে। সেইজন্যই সাবধান হতে হবে। আসুরিক মতে চলা উচিত নয়।

ওম্ শান্তি। এখন বাচ্চারাও আছে, বাবা ও আছেন। বাবা অনেক বাচ্চাদের বলবেন 'ওহে বাচ্চারা', সব বাচ্চারাও তারপর বলে উঠবে 'ও বাবা'। এখানে বাচ্চা অনেক। তোমরা এখন বুঝেছো এই জ্ঞান আমরা আত্মাদের জন্যই। এক বাবার অসংখ্য বাচ্চা। বাচ্চারা জানে বাবা শিক্ষা প্রদান করতে এসেছেন। তিনি প্রথমে বাবা, তারপর শিক্ষক, তারপর গুরু। এখন বাবা তো বাবাই, যিনি পবিত্র হওয়ার জন্য স্মরণের যাত্রা শেখান। বাচ্চারা এও জানে এই পড়াশোনা হলো ওয়ান্ডারফুল। ড্রামার আদি-মধ্য-অন্তের রহস্য বাবা ছাড়া আর কেউ বলতে পারবে না, তাই তাঁকে অসীম জগতের পিতা বলা হয়। এই নিশ্চয় তো বাচ্চাদের মধ্যে বসতে হবে, এর মধ্যে সংশয়ের কোনও প্রশ্ন উঠতেই পারে না। অসীম জগতের এই পড়াশোনা, অসীম জগতের বাবা ছাড়া আর কেউ পড়াতে পারবে না। আহ্বান করা হয় বাবা এসো, আমাদের পবিত্র জগতে নিয়ে চলো। কেননা এ হলো পতিত জগৎ। পবিত্র জগতে নিয়ে যান বাবা। ওখানে (সত্য যুগে) তো বলবেই না বাবা এসো, পবিত্র জগতে নিয়ে চলো। বাচ্চারা জানে আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের পিতা হলেন উনিই, তখনই দেহ ভাব ছিল হয়ে যায়। আত্মা বলে উনি আমাদের বাবা। এখন এটা দৃঢ়তার সাথে নিশ্চয় হওয়া উচিত যে প্রকৃতপক্ষে বাবা ছাড়া এতো নলেজ আর কেউ দিতে পারবে না। প্রথমেই তো নিশ্চয় বুদ্ধি হওয়া প্রয়োজন। নিশ্চয়ও আত্মার বুদ্ধিতেই থাকে। আত্মাই এই জ্ঞান প্রাপ্ত করে, ইনি হলেন আমাদের বাবা। এই দৃঢ় বিশ্বাস বাচ্চাদের হওয়া উচিত। মুখে কিছু বলার প্রয়োজন নেই। আমরা আত্মারা এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর ধারণ করি। আত্মার মধ্যেই সংস্কার নিহিত রয়েছে।

এখন তোমরা জেনেছো বাবা এসেছেন, আমাদের এমনই শিক্ষা প্রদান করান, এমনই কর্ম শেখান যাতে আমরা এখন আর এই জগতে আসবো না। লৌকিক জগতের মানুষ বোঝে যে এই দুনিয়াতে আবার আসতে হবে। তোমরা এমনটা ভাবো না। তোমরা এই অমরকথা শুনে অমরপুরীতে যাও। অমরপুরী অর্থাৎ যেখানে সবসময় অমরত্ব থাকে (অকালে মৃত্যু হয় না)। সত্য যুগ-এতো হলো অমরপুরী। বাচ্চাদের কত খুশি হওয়া উচিত। এই পড়াশোনা বাবা ছাড়া আর কেউ পড়াতে পারে না। বাবা আমাদের পড়ান, বাকি যারা টিচার্স আছে তারা সাধারণ মানুষ। এখানে তোমরা যাঁকে পতিত-পাবন, দুঃখ হরণকারী, সুখ প্রদানকারী বলে থাক, সেই বাবা এখন তোমাদের সামনে শিক্ষা প্রদান করছেন। সামনে না আসলে রাজযোগ পাঠ কি ভাবে পড়াচ্ছেন? বাবা বলেন তোমাদের অর্থাৎ মিষ্টি বাচ্চাদের এখানে পড়াতে আসি। শিক্ষা প্রদান করার জন্য এনার (ব্রহ্মা বাবা) মধ্যে প্রবেশ করি। প্রকৃতপক্ষে ভগবানুবাচ যখন আছে, সুতরাং ওনার শরীর নিশ্চয়ই প্রয়োজন। শুধু মুখ নয় সম্পূর্ণ শরীর প্রয়োজন। বাবা স্বয়ং বলেন - মিষ্টি মিষ্টি আত্মিক বাচ্চারা, কল্পে-কল্পে পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে সাধারণ শরীরে (ব্রহ্মা বাবা) আসি। খুব গরীবও নয়, আবার খুব বিত্তবানও নয়, সাধারণ। এটা তো তোমাদের, অর্থাৎ বাচ্চাদের দৃঢ় বিশ্বাস হওয়া উচিত - উনি আমাদের বাবা, আমরা আত্মা। আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের পিতা। সমগ্র পৃথিবীতে যত মানুষরূপী আত্মা আছে সবার পিতা তিনি, তাই তাঁকে অসীম জগতের বাবা বলা হয়। শিব জয়ন্তী উদযাপন করে কিন্তু তার কারণও কেউ জানেনা। কাউকে জিজ্ঞাসা করো যে, শিব জয়ন্তী কবে থেকে উদযাপন হয়ে আসছে? বলবে আবহমানকাল ধরে। সেটাও বা কবে থেকে? কোনও তারিখ তো চাই। ড্রামা তো অনাদি, কিন্তু এই ড্রামার অন্তর্ভুক্ত যে ক্রিয়াকলাপ ঘটিত হয়েছে, তার তিথি - তারিখ তো চাই তাইনা! সেটা তো কেউ জানেনা। আমাদের শিববাবা আসেন, সেই লভ থেকে এই উৎসব পালন করে না। নেহেরু জয়ন্তী ভালোবাসার সাথে উদযাপন করবে। স্মৃতিচারণে দু-চোখে জলও আসবে। শিব জয়ন্তী কেন পালিত হয় কারো জানা নেই। এখন তোমরা বাচ্চারা অনুভবী হয়েছো। অনেক মানুষ আছে যারা কিছুই জানেনা। কত মেলা হয়। ওখানে যারা যায় তারাই বলতে পারবে প্রকৃত সত্য কি। যেমন বাবা অমরনাথের দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছিলেন, ওখানে গিয়ে দেখো - প্রকৃতপক্ষে কি হয় সেখানে। অন্যরা তো

অপরের কাছ থেকে শুনে তারপর বলে। কেউ বলবে বরফের লিঙ্গ হয়, শুনে বলবে সত্যি। এখন বাচ্চারা তোমাদের অনুভব হয়েছে - কোনটা ঠিক, কোনটা ভুল। এখনও পর্যন্ত যা কিছু শুনেছো - পড়েছো, সবই ভুল। গাওয়াও হয়ে থাকে... এ হলো মিথ্যে খন্ড, সত্য যুগ প্রকৃত খন্ড। সত্য যুগ, ত্রেতা, দ্বাপর অতীত হয়ে গেছে, এখন কলিযুগ চলছে। এটাও খুব কম সংখ্যকই জানে। তোমাদের বুদ্ধিতে সব ধারণা চলে। বাবার মধ্যে সম্পূর্ণ নলেজ আছে, ওনাকে বলা হয় জ্ঞানের সাগর। ওনার কাছে যে নলেজ আছে তা উনি এই শরীরের (ব্রহ্মা বাবা) দ্বারা আমাদেরকে নিজের সমান করে তুলছেন। যেমন টিচারও সমতুল্য করে তোলেন, সুতরাং অসীম জগতের বাবাও চেষ্টা করে নিজের সমান করে তোলেন। লৌকিক বাবা সমতুল্য করে তোলেন না। তোমরা অসীম জগতের বাবার কাছে এসেছো। উনি জানেন আমাকে বাচ্চাদের আমার মতো করে তুলতে হবে। যেমন টিচার নিজের মতো করে তোলেন, সেটাও নম্বরনুসারে হবে। এই বাবাও বলে থাকেন নম্বরনুসারে হবে। আমি যে পড়াশোনা করিয়ে থাকি সেটা হলো অবিনাশী। যে যত পড়বে তা ব্যর্থ যাবে না। এরপর কোনো সময় দেখবে, তারাই এসে বলবে আমি ৪ বছর আগে, ৮ বছর আগে কারো একজনের কাছ থেকে এই জ্ঞান শুনেছিলাম। এখন আবার এসেছি। তখন কেউ কেউ ভীষণ ভাবে এর সাথে জড়িয়ে পড়বে। পতঙ্গ তো থাকবেই অগ্নিতে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য। কেউ বা অগ্নির চারদিক ঘুরে ফিরে চলে যায়। শুরুতে অনেক পতঙ্গ অগ্নির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। ডামার প্ল্যান অনুসারে ভাঙি তৈরি হওয়ার ছিল। কল্প-কল্প ধরেই এমনটা হয়ে আসছে। যা কিছু অতীতে হয়েছে, কল্প পূর্বেও এমনই হয়েছিল আবারও তাই হবে। এটাই দৃঢ় নিশ্চয় রাখো যে আমরা আত্মা, বাবা আমাদের পড়াচ্ছেন। এই নিশ্চয়ে অটুট থাকো, ভুলে যেও না। এমন কোনও মানুষ হবে না যে বাবাকে বাবা বলে স্বীকার করবেনা। যদি বাবার সাথে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে চলেও যাবে, তবুও এটুকু বুঝতে পারবে যে আমি বাবাকে ছেড়ে এসেছি। ইনি অসীম জগতের বাবা, ওঁনাকে আমরা কখনোই ছেড়ে যাবো না। শেষ পর্যন্ত সাথে থাকবো। এই বাবা তো সবার সন্নতি প্রদাতা। ৫ হাজার বছর পর আসেন। এটাও তোমরা বুঝেছো, সত্য যুগে অল্প সংখ্যক মানুষ বাস করে। বাকি সমস্ত আত্মারা শান্তিধামে থাকে। এই নলেজও বাবা-ই শোনান আর কেউ শোনাতে পারেনা। কারো বুদ্ধিতেই ধারণ হবে না। তোমাদের, অর্থাৎ আত্মাদের পিতা তিনি। তিনি চৈতন্য বীজরূপ। কোন্ নলেজ দেবেন? সৃষ্টি রূপী বৃক্ষের। রচয়িতা নিশ্চয়ই রচনার নলেজই দেবেন। তোমরাও কি জানতে সত্য যুগ কবে ছিল তারপর কোথায় গেছে?

এখন তোমরা সামনে বসে আছো, বাবা কথা বলছেন। তোমরা পাচ্ছা নিশ্চয় করে থাকো যে - ইনিই আমাদের, অর্থাৎ সমস্ত আত্মাদের বাবা, আমাদের শিক্ষা প্রদান করছেন। ইনি কোনও শরীরধারী শিক্ষক নন। এই শরীরে (ব্রহ্মা বাবা) শিক্ষা প্রদানকারী নিরাকার শিববাবা বিরাজমান। উনি নিরাকার হয়েও জ্ঞানের সাগর, মানুষ তো বলে ওঁনার কোনও আকার নেই। মহিমা করে গীতও গেয়ে থাকে - জ্ঞানের সাগর, সুখের সাগর...। কিন্তু কিছুই বোঝেনা। ড্রামা অনুসারে অনেক দূরে চলে গেছে, বাবাই কাছে টেনে আনেন। এটা তো ৫ হাজার বছরের কথা। তোমরা বুঝেছো প্রতি ৫ হাজার বছর পরে বাবা আমাদের শিক্ষা প্রদান করতে আসেন। এই নলেজ আর কারও কাছ থেকে পাওয়া যাবেনা। এই নলেজ হলো নতুন সৃষ্টির জন্য। কোনও মানুষ এই নলেজ দিতে পারবে না কেননা ওরা তমোপ্রধান হয়ে গেছে। ওরা কাউকে সতোপ্রধান করে তুলতে পারবেনা। ওরা তো তমোপ্রধান হয়েই চলেছে।

তোমরা এখন জেনেছো - বাবা আমাদের এনার মধ্যে প্রবেশ করে বলছেন - বাচ্চারা গাফিলতি করো না, শত্রু এখনও তোমাদের পিছনে রয়েছে, যে তোমাদের অধঃপতিত করেছে। শত্রু এখনও তোমাদের পিছু ছাড়বে না। যদিও তোমরা সঙ্গম যুগে রয়েছো কিন্তু অর্ধকল্প ধরে তোমরা শত্রুর বশীভূত ছিলে, সুতরাং এতো শীঘ্র সে তোমাদের ছাড়বে না, সাবধান না হলে। স্মরণে না থাকলে আরও বিকর্ম করাবে। তারপরও কিছু না কিছু চড় এসে পড়বে (মায়ার)। এখন দেখো মানুষ কেমন নিজেকেই নিজে চড় কষায়। কত কি বলে দেয়। শিব - শঙ্করকে এক বলে দেয়, ওদের পদমর্যাদা সেটা কি? কত পার্থক্য। শিব তো হলেন সর্বোচ্চ ভগবান, শঙ্কর দেবতা। তারপরও শিব-শঙ্কর একত্রে কিভাবে বলে? দু'জনের পাঁটেই আলাদা-আলাদা। এখানেও (লৌকিক জগতে) অনেকের এমন সব নাম আছে- রাধা-কৃষ্ণ, লক্ষ্মী-নারায়ণ, শিবশঙ্কর... দুটো নামই একত্রে নিজের জন্য রেখেছে। সুতরাং বাচ্চারা বুঝেছে এই সময় পর্যন্ত বাবা যা কিছু বুঝিয়েছেন তা আবার রিপিট হবে। অল্প সময় বাকি আছে। বাবা তো বসে থাকবেন না। বাচ্চারা নম্বরনুসারে অধ্যয়ন করে সম্পূর্ণ কর্মজীবিত হয়ে যাবে। ড্রামানুসারে মালাও তৈরি হয়ে যাবে। কোন্ সে মালা? (সব আত্মাদের মালা তৈরি হবে তবেই ফিরে যাবে। মালা নম্বরনুসারে তোমাদের হবে। শিববাবার মালা অনেক বড়। ওখান থেকেই নম্বরনুসারে রোল প্লে করতে আসবে। তোমরা সবাই বাবা-বাবা বলে ডাকো। সবাই এক মালার দানা। সবাইকে বিষ্ণু মালার দানা বলা হবে না। এসবই বাবা বসে পড়ান। সূর্য বংশী হতেই হবে। সূর্যবংশী - চন্দ্র বংশী যা অতীত হয়ে গেছে আবার তৈরি হবে। ঐ পদ পঠনপাঠনের দ্বারাই প্রাপ্ত হয়। বাবার শিক্ষা গ্রহণ ছাড়া ঐ পদ প্রাপ্ত হবে না। চিত্র গুলি তো রয়েছে, কিন্তু কেউ এমন

তৎপরতা দেখায় না যে, আমরা এদের মতো হতে পারি। সত্য নারায়ণের কথা শোনে। গরুড় পুরাণে এমন সব আছে যা মানুষকে শোনানো হয়। বাবা বলেন এই বিষয় বৈতরণী নদী ভয়াবহ। মূলতঃ ভারতের জন্যই বলা হয়। বৃহস্পতির দশা ভারতের উপরেই অবস্থান করছে। বৃহস্পতিও ভারতবাসীদেরই পড়ান। অসীম জগতের বাবা বসে অসীম জগতের কথাই বোঝান। দশা অবস্থান করে। রাহুর দশা চলাকালীন বলা হয় দান দিলেই গ্রহণ থেকে মুক্ত হবে। বাবাও বলে থাকেন এই কলিযুগের শেষে সবার উপরেই রাহুর দশা অবস্থান করছে। এখন আমি বৃহস্পতি ভারতে এসেছি বৃহস্পতির দশা প্রতিষ্ঠা করতে। সত্য যুগে বৃহস্পতির দশা ভারতেই ছিল। এখন চলছে রাহুর দশা। এ সবই অসীম জগতের কথা। এসব কথা কোনও শাস্ত্র ইত্যাদিতে নেই। এসব ম্যাগাজিন ইত্যাদি তাদেরই ধারণা করাবে যারা প্রথমে কিছু না কিছু বুঝেছিল। ম্যাগাজিন পড়ে আরও ভালো করে বোঝার জন্য দৌড় লাগাবে। বাকিরা তো কিছুই বুঝবে না। যে অল্প পড়ে ছেড়ে দিয়েছে তার মধ্যেও অল্প জ্ঞানের ঘৃত অর্পণ করলে সেও সজাগ হয়ে পড়ে। জ্ঞানকে ঘৃত বলা হয়। নিভে যাওয়া দীপক-কে (প্রদীপ অর্থাৎ এখানে আত্মা) বাবা এসে জ্ঞানের ঘৃত অর্পণ করছেন। বাবা বলেন- বাচ্চারা, মায়ার তুফান এসে দীপকে (আত্মা) নিভিয়ে দেবে। বহি পতঙ্গ কেউ মত্ত (ঐশ্বরীয় নেশায়) হয়ে পুড়ে মরবে (সম্পূর্ণ সমর্পণ)। কেউ বা ঘুরে ফিরে চলে যাবে। প্র্যাকটিক্যালি এখন সেটাই হচ্ছে। নশ্বরনুসারে সব পতঙ্গ। প্রথম- প্রথম তো সম্পূর্ণরূপে বাড়িঘর ছেড়ে চলে আসে বহি পতঙ্গ রূপে। ঠিক যেন লটারি প্রাপ্ত হয়েছে। যা কিছু অতীতে হয়েছে তোমরাও সেটাই করবে। যদিও চলে গেছে, এমনটা ভেবো না যে স্বর্গে যেতে পারবো না। বহি পতঙ্গ হয়ে দয়িতের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে, তারপর মায়া এসে হারিয়ে দিয়েছে, সুতরাং পদ কম হয়ে যাবে। ক্রমিকানুসারেই তো নশ্বর হবে। অন্যান্য সংসঙ্গে কারো বুদ্ধিতে এসব ধারণা হবেনা। তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। বাবার সৃষ্টি নতুন দুনিয়াতে যাওয়ার জন্য আমরা সবাই নশ্বরনুসার পুরুষার্থ অনুসারে শিক্ষা গ্রহণ করছি। আমরা অসীম জগতের বাবার সামনে বসে আছি। এটাও জেনে গেছো আত্মা দৃশ্যমান হয় না। আত্মাকে দিব্য দৃষ্টি দিয়ে দেখতে হয়। আমরা আত্মারাও ছোট বিন্দু স্বরূপ। কিন্তু দেহ বোধ ছেড়ে নিজেকে আত্মা মনে করা - এটাই হলো উচ্চ স্তরের পঠন-পাঠ। লৌকিকের পঠন-পাঠনে যে সাবজেক্ট ডিফিকাল্ট হয়, তাতে বিফল হয়। এই সাবজেক্ট তো কত সহজ। কিন্তু কারও কারও ডিফিকাল্ট অনুভব হয়। এখন তোমরা বুঝেছো শিববাবা সামনে বসে আছেন। তোমরাও নিরাকার আত্মা কিন্তু শরীরের সাথে রয়েছো। এইসব কথা অসীম জগতের বাবাই শোনান। আর কেউ শোনাতে পারেনা। তারপর কি করা উচিত? ওঁনাকে ধন্যবাদ দেবে? না। বাবা বলেন এই অনাদি ড্রামা পূর্ব নির্ধারিত। আমি নতুন কথা কিছু বলিনা। ড্রামানুসারে তোমাদের পড়াই। ধন্যবাদ তো ভক্তি মার্গে দেওয়া হয়। শিক্ষক বলবে স্টুডেন্ট ভালো করে পড়লে আমার সুখ্যাতি হবে। স্টুডেন্টকে ধন্যবাদ জানানো হয়। যে ভালো ভাবে পড়ান, আর যে পড়ে তাকে ধন্যবাদ দেওয়া হয়। স্টুডেন্টও তারপর টিচারকে ধন্যবাদ জানায়। বাবা বলেন - মিষ্টি বাচ্চারা, বেঁচে থাকো। এইভাবেই সার্ভিস করো। কল্প পূর্বেও করেছিলে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) সর্বদা এই নেশা (ঐশ্বরীয়) আর নিশ্চয় যেন থাকে যে আমাদের শিক্ষা প্রদানকারী কোনও শরীরধারী শিক্ষক নন। স্বয়ং জ্ঞানের সাগর নিরাকার শিববাবা শিক্ষক রূপে আমাদের পড়াচ্ছেন। এই পঠন-পাঠনের মাধ্যমেই আমাদের সতোপ্রধান হতে হবে।

২) আত্মা রূপী দীপক এ প্রতিদিন জ্ঞানের ঘৃত অর্পণ করতে হবে। জ্ঞান ঘৃতের দ্বারা এমনই প্রজ্জ্বলিত করে তুলতে হবে যাতে মায়ার কোনও তুফান নাড়তে না পারে। সম্পূর্ণ বহি পতঙ্গ হয়ে সমর্পিত হতে হবে।

বরদানঃ:- সদা এক বাবার স্নেহে সমাহিত হওয়া সহযোগী বা সহজযোগী আত্মা ভব
যে বাচ্চাদের বাবার প্রতি অতি স্নেহ আছে, সেই স্নেহী আত্মারা সর্দা বাবার শ্রেষ্ঠ কার্যে সহযোগী হবে আর যে যত সহযোগী, ততই সহজযোগী হয়ে যাবে। বাবার স্নেহে সমাহিত হওয়া সহযোগী আত্মা কখনও মায়ার সহযোগী হতে পারে না। তাঁর প্রত্যেক সংকল্পে বাবা আর সেবা থাকে। সেইজন্য যখন ঘুমায় তখনও অনেক আরামের ঘুম ঘুমায়, শান্তি আর শক্তি প্রাপ্ত হয়। নিদ্রা, নিদ্রা হবে না, যেন উপার্জন করে খুশীতে শুয়ে আছে, এতটাই পরিবর্তিত হয়ে যায়।

স্লোগানঃ:- প্রেমের অশ্রু হৃদয়ের ডিম্বাতে মোতি হয়ে যায়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা হলেন দাতা, বাচ্চারা, তোমাদের বাবার কাছ থেকে কিছুই চাওয়ার প্রয়োজন নেই, কথায় আছে,
চাওয়ার চেয়ে মরণ ভালো"

*প্রশ্ন:- কিসের স্মৃতি যদি সর্বদা থাকে তবে কোনো বিষয়েই চিন্তা বা চিন্তন থাকবে না?

*উত্তর:- যা পাস্ট হয়ে গেছে - ভালো বা মন্দ, ড্রামাতে ছিল। পুরো চক্র সম্পূর্ণ হয়ে গেলে তা পুনরায় রিপিট হবে। যে যেমন পুরুষার্থ করে সে তেমনই পদ পায়। এই কথা স্মৃতিতে থাকলে তবেই কোনো বিষয়ে চিন্তা বা চিন্তন থাকবে না। বাবার ডায়রেকশন হলো, বৎস অতীতকে স্মরণ করো না। উল্টোপাল্টা কোনো কথা শুনোও না, কাউকে শুনিয়েও না। যে কথা অতীত হয়ে গেছে, না তার চিন্তন (বিচার) করো, আর না তা রিপিট করো।

ওম্ শান্তি। আত্মাদের পিতা বসে তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদের বোঝান। আত্মাদের পিতাকে দাতা বলা হয়। তিনি নিজে থেকেই সবকিছু বাচ্চাদেরকে দিয়ে দেন। তিনি আসেনই বিশ্বের মালিক বানাতে। কিভাবে হবে, এই সবকিছুই বাচ্চাদের বোঝান, ডায়রেকশন দিতে থাকেন। তিনি তো দাতা, তাই না। তাই তিনি নিজে থেকেই সবকিছু দিয়ে থাকেন। চাওয়ার চেয়ে মরা ভালো। কোনও জিনিসই চাইতে হয় না। বাচ্চারা অনেকেই শক্তি, আশীর্বাদ, কৃপা প্রার্থনা করতে থাকে। ভক্তিমার্গে তো চাইতে চাইতে, মাথা চাপড়ে-চাপড়ে সিঁড়ি সম্পূর্ণ নীচে নেমে এসেছো। এখন আর চাওয়ার দরকার নেই। বাবা বলেন, (শ্রীমৎ) ডায়রেকশন অনুসারে চলো। এক তো তিনি বলেন যে, অতীত নিয়ে চিন্তা করো না। ড্রামায় যা কিছু হয়েছে তা এখন অতীত হয়ে গেছে। ওগুলো আর চিন্তন করো না। রিপিট করো না। বাবা তো শুধু দুটি শব্দই বলেন, মামেকম্ স্মরণ করো। বাবা ডায়রেকশন বা শ্রীমৎ দেন। সেইমতো চলা বাচ্চাদের কাজ। এ হলো সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ডায়রেকশন। কেউ-কেউ কত কত প্রশ্ন-উত্তর ইত্যাদি করবে, কিন্তু বাবা তো দুটি শব্দই বোঝাবেন। আমি পতিত-পাবন, তোমরা আমাকে স্মরণ করতে থাকো তবেই তোমাদের পাপ ভস্ম হয়ে যাবে। ব্যস্, স্মরণের জন্য কোনো ডায়রেকশন দেওয়া হয় কী! বাবাকে স্মরণ করতে হবে, কোনো ক্রন্দন বা চিৎকার-চঁচামেচি করতে হবে না। মনে-মনে শুধু অসীম জগতের পিতাকে স্মরণ করতে হবে। দ্বিতীয় ডায়রেকশন কী দেন? ৮৪-র চক্রকে স্মরণ করো কারণ তোমাদেরকে দেবতা হতে হবে, দেবতাদের মহিমা তো তোমরা আধাকল্প-ব্যাপী করেছো।

(বাচ্চার কান্নার আওয়াজ হলো) এখন এই ডায়রেকশন সমস্ত সেন্টারের নিমিত্তদের দেওয়া হচ্ছে যে কেউ-ই যেন ছোট বাচ্চাদের নিয়ে না আসে। তাদের জন্য কিছু ব্যবস্থা করতে হবে। বাবার থেকে যারা অবিনাশী উত্তরাধিকার নেবে তারা নিজেরাই সেই ব্যবস্থা করবে। এ হলো আত্মাদের পিতার বিশ্ববিদ্যালয়, এখানে ছোট বাচ্চাদের আসার প্রয়োজন নেই। ব্রাহ্মণীর (টিচার) কাজ হলো, যখন সার্ভিসেবেল আর উপযুক্ত হবে তখন তাদের রিফ্রেশ করার জন্য নিয়ে আসা। তা সে বিশিষ্ট ব্যক্তিই হোক বা সাধারণ, এ হলো বিশ্ববিদ্যালয়। বাচ্চাদের এখানে যারা নিয়ে আসে তারা কি জানে না যে এ হলো ইউনিভার্সিটি। মুখ্য কথা হলো - এটা হলো ইউনিভার্সিটি। এখানে যারা পঠন-পাঠন করে তাদের অনেক ভালো আর সমঝদার হওয়া উচিত। যারা এখনও কাঁচা তারা ডিটারেন্স সৃষ্টি করবে, কারণ তারা বাবার স্মরণে থাকবে না তাই বুদ্ধি এদিকে-ওদিকে ঘুরে বেড়াবে। ক্ষতি করে দেবে। স্মরণের যাত্রায় থাকতে পারবে না। যারা ছোট বাচ্চাদের নিয়ে আসবে তাতে বাচ্চাদের-ই ক্ষতি হবে। অনেকে তো জানেই না যে এ হলো গড ফাদারলী ইউনিভার্সিটি, এখানেই মনুষ্য থেকে দেবতা হতে হয়। বাবা বলেন, গৃহস্থ ব্যবহারে অবশ্যই বাচ্চাদের সঙ্গে থাকো, এখানে তো শুধু এক সপ্তাহ বা ৩-৪ দিনই যথেষ্ট। জ্ঞান তো অতি সহজ। বাবাকে চিনতে হবে। অসীম জগতের পিতাকে জানলে অবিনাশী উত্তরাধিকার পাবে। কিসের উত্তরাধিকার? অসীম জগতের রাজ্য-ভাগ্য (বাদশাহী)। এইরকম মনে করো না যে, প্রদর্শনী বা মিউজিয়ামে কোনো সেবা হয় না। অসংখ্য, অগণিত প্রজা তৈরী হয়। ব্রাহ্মণ কুল, সূর্যবংশী আর চন্দ্রবংশী - এই তিন-ই এখানেই স্থাপিত হচ্ছে। তাই এ হলো অনেক বড় ইউনিভার্সিটি। অসীম জগতের পিতা এখানে পড়ান। তাই মস্তিষ্ক সম্পূর্ণ ভরপুর হয়ে যাওয়া উচিত। কিন্তু বাবা আসেন সাধারণ শরীরে। আর পড়ানও সাধারণ রীতি অনুযায়ী, তাই মানুষের তা পছন্দ হয় না। (তারা বলে) গড ফাদারলী ইউনিভার্সিটি আর এইরকম! বাবা বলেন, আমি তো দীনবন্ধু। দরিদ্রদেরকেই পড়াই। বিত্তবানদের পড়বার হিম্মত নেই। তাদের বুদ্ধিতে তো গাড়ি বাড়ি ইত্যাদিই থাকে। দরিদ্ররাই ধনবান হয়, আর ধনবান দরিদ্র - এটাই হলো রীতি। দান কি কখনও ধনবানদের দেওয়া হয়? এও অবিনাশী জ্ঞান-রত্নের দান। ধনবান দান নিতে

পারবে না। বুদ্ধিতে সঠিকভাবে বসবে না। তারা নিজেদের উপার্জিত পার্থিব জগতের ধন-দৌলতের মধ্যেই ডুবে থাকবে। তাদের কাছে তো এটাই স্বর্গ। তারা বলে, আমাদের অন্যরকম স্বর্গের প্রয়োজন নেই। কোনো গণ্যমান্য ব্যক্তি মারা গেলে বলে স্বর্গবাসী হয়েছে। নিজেরাই বলে যে, উনি স্বর্গে গেছেন। তাহলে তো এখন এ হলো নরক, তাই না। কিন্তু এতটাই প্রস্তুতবুদ্ধিসম্পন্ন যে বুঝতে পারে না - নরক কি? এ হলো তোমাদের কত বড় ইউনিভার্সিটি। বাবা বলেন, যাদের বুদ্ধির তালা বন্ধ হয়ে গেছে, তাদেরকেই এসে পড়াই। বাবা যখন আসে তখন (বুদ্ধির) তালা খোলে। বাবা নিজেই ডায়রেকশন দেন - তোমাদের বুদ্ধির তালা কিভাবে খুলবে? বাবার কাছ থেকে কিছুই চাইতে হবে না, এতে নিশ্চয় চাই। বাবাই মোস্ট বিলাভেড (প্রিয়তম), যাঁকে ভক্তিতে স্মরণ করতে। যাকে স্মরণ করা হয় সে তো অবশ্যই কখনো আসবে, তাই না। স্মরণ করাই হয় পুনরায় রিপিট হওয়ার জন্য। বাবা এসে বাচ্চাদেরকেই বোঝান। বাচ্চাদের আবার বাইরের লোকেদের বোঝাতে হবে যে বাবা কিভাবে এসেছেন। (বাবা) কি করেন? বাচ্চারা, তোমরা সকলেই পতিত, আমিই এসে পবিত্র বানাই। আত্মারা অর্থাৎ তোমরা যারা পতিত হয়ে গেছো, এখন শুধু আমাকে অর্থাৎ পতিত-পাবন বাবাকে স্মরণ করো, পরমাত্মাকে অর্থাৎ আমাকে স্মরণ করো। এতে কিছুই চাওয়ার প্রয়োজন নেই। ভক্তিমার্গে আধাকল্প তোমরা শুধু চেয়েই গেছো, পাওনি কিছুই। এখন চাওয়া বন্ধ করো। আমি নিজে থেকেই তোমাদের দিয়ে থাকি। বাবা-র (বাচ্চা) হলে অবিনাশী উত্তরাধিকার তো পেয়েই যাবে। যারা সাবালক (বড়) বাচ্চা, তারা শীঘ্রই বাবাকে চিনে নিতে পারে। বাবার উত্তরাধিকার-ই হলো স্বর্গের বাদশাহী - ২১ জন্মের। এ তো তোমরা জানো -- যখন নরকবাসী হয় তখন ঈশ্বরের নামে কিছু দান-পুণ্য করলে অল্পকালের জন্য সুখ পাওয়া যায়। মানুষ তো ধর্মকর্মের জন্য কিছু আলাদা করে সরিয়েও রাখে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীরাই দানধ্যান করে। তাই যারা ব্যবসায়ী তারা বলবে যে আমরা বাবার সঙ্গে ব্যাপার করতে এসেছি। বাচ্চারা বাবার সঙ্গে ব্যাপারই তো করে, তাই না। (লৌকিক) বাবার সম্পত্তি নিয়ে তার থেকেই আবার শ্রাদ্ধ ইত্যাদি খাওয়ায়, দান-পুণ্য করে। ধর্মশালা, মন্দির ইত্যাদি তৈরী করে তাতে বাবার নাম লিখে দেয় কারণ যার কাছ থেকে ধন-সম্পদ প্রাপ্ত হয় তারজন্য তো অবশ্যই কিছু করা উচিত। এও হলো একধরনের ব্যাপার। ওইসব হলো লৌকিক বিষয়। এখন বাবা বলেন, অতীতকে চিন্তনে এনো না। উল্টোপাল্টা কোন কথা শুনো না। কেউ যদি উল্টোপাল্টা কোনো প্রশ্ন করে তখন বলো - এইসব কথায় যাওয়ার দরকার নেই। তোমরা প্রথমে বাবাকে স্মরণ করো, ভারতের প্রাচীন রাজযোগ বিখ্যাত। যত স্মরণে থাকবে, দৈবী-গুণ ধারণ করবে, ততই উচ্চপদ লাভ করবে। এ হলো ইউনিভার্সিটি। এখানে এইম অবজেক্ট ক্লিয়ার। পুরুষার্থ করে এমন হতে হবে। দৈবী-গুণ ধারণ করতে হবে। কাউকে কোনো ভাবেই দুঃখ দেবে না। দুঃখহরণকারী, সুখপ্রদানকারী পিতার সন্তান তোমরা, তাই না। সে তো সার্ভিসেই বোঝা যাবে। অনেক নতুন-নতুনও আসে যারা ২৫-৩০ বছর ধরে(জ্ঞানে) চলছে তাদের থেকে ১০-১২ দিনের বাচ্চারা তীক্ষ্ণ হয়ে যায়। বাচ্চারা, তোমাদের তো সকলকে নিজেদের সমান বানাতে হবে। ব্রাহ্মণ না হলে দেবতা হবে কিভাবে। গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার তো ব্রহ্মা, তাই না। যারা এখান থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছে তাদেরকেই স্মরণ করা হয়, তারা পুনরায় অবশ্যই আসবে। যেসমস্ত উৎসব ইত্যাদি স্মরণ করা হয়, সে সব একসময় এখানে হতো, আর তা পুনরায় হবে। এইসময়েই সব উৎসব পালিত হচ্ছে --- রাথী বন্ধন ইত্যাদি.... এসবের রহস্য বাবা এখন বোঝাতে থাকেন। তোমরা হলে বাবার বাচ্চা তাই তোমাদেরকে পবিত্র অবশ্যই হতে হবে। পতিত-পাবন বাবাকে আহ্বান করে তখন বাবাও পথ বলে দেন। প্রতি কল্পে যে যেমন উত্তরাধিকার নিয়েছে, অ্যাকুরেট তেমনই চলতে থাকে। তোমরাও সাক্ষী হয়ে দেখো। বাপদাদাও সাক্ষী হয়ে দেখেন - এরা কতটা উচ্চপদ প্রাপ্ত করতে পারে? এদের ক্যারেক্টার্স কেমন? টিচার তো সবই জানে, তাই না - কতজনকে নিজের মত তৈরী করে, কতটা সময় স্মরণের যাত্রায় থাকে? প্রথমে তো বুদ্ধিতেই একথা স্মরণে রাখা উচিত যে এ হলো গড ফাদারলী ইউনিভার্সিটি। এই ইউনিভার্সিটি হলোই জ্ঞানের জন্য। ওটা হলো পার্থিব জগতের (হদের) ইউনিভার্সিটি, আর এ হলো অসীম জগতের। একমাত্র বাবাই দুর্গতি থেকে সদ্ধতি, হেল থেকে হেভেন (স্বর্গ) তৈরী করেন। বাবার দৃষ্টি কিন্তু সকল আত্মাদের দিকেই যায়। সকলেরই কল্যাণ করতে হবে। (সকলকে) ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। শুধু তোমাদেরই নয় বরং সমগ্র দুনিয়ার আত্মাদের-কেই (তিনি) স্মরণ করে থাকেন। আর তারমধ্যে পড়ান শুধু বাচ্চাদের। তোমরা এও বোঝো, যে যেমন নশ্বরের ক্রমানুসারে আসে সে যাবেও পুনরায় সেইভাবেই। সব আত্মারা নশ্বরের ক্রমানুসারে আসে। তোমরাও নশ্বরের ক্রমানুসারে কিভাবে যাবে - সেইসব বোঝানো হয়। কল্প-পূর্বে যা হয়ে গেছে তাই-ই রিপিট হবে। আবার এও তোমাদের বোঝানো হয় - তোমরা আবার কিভাবে নতুন দুনিয়ায় আসবে। নশ্বরের ক্রমানুসারে যারা নতুন দুনিয়ায় আসে, তাদেরকেই বোঝানো হয়।

বাচ্চারা, তোমরা বাবাকে জেনে যাওয়ার ফলে, নিজের ধর্মকে এবং সর্ব ধর্মের সম্পূর্ণ (সৃষ্টি-রূপী) বৃক্ষকে জেনে যাও। এরমধ্যে কিছু চাওয়ার প্রয়োজন নেই, আশীর্বাদেরও প্রয়োজন নেই। তারা তো লেখে যে, বাবা দয়া করো, কৃপা করো। বাবা তো কিছুই করবেন না। বাবা তো এসেছেনই পথ বলে দিতে। ড্রামায় আমার পার্টই হলো সকলকে পবিত্র করা। সেই

রকমই পাট প্লে করি যেমন প্রতি কল্পে প্লে করে এসেছি। যা পাস্ট হয়ে গেছে, ভালো হোক মন্দ হোক, ড্রামাতে ছিল। কোনো বিষয়েরই চিন্তন ক'রো না। আমরা সদা এগিয়ে যেতেই থাকি। এ হলো অসীম জগতের নাটক, তাই না। পুরো চক্র সম্পূর্ণ হয়ে পুনরায় রিপীট হবে। যে যেমন পুরুষার্থ করে, তেমনই পদ পায়। চাওয়ার কোনো দরকার নেই। ভক্তিমার্গে তোমরা অনেক চেয়েছো। সব পয়সা নিঃশেষ করে ফেলেছো। এসবই ড্রামাতে তৈরী হয়ে রয়েছে। ওরা তো কেবল বোঝায়। আধাকল্প ভক্তি করতে, শাস্ত্র পড়তে কতো খরচ হয়ে যায়। এখন তো তোমাদের কিছুই খরচ করার দরকার নেই। বাবা তো দাতা, তাই না। দাতার তো কিছুই দরকার নেই। তিনি তো এসেছেনই দেওয়ার জন্য। এমন মনে করো না যে, আমরা শিববাবাকে দিচ্ছি। আরে, শিববাবার থেকে তো অনেক অনেক পাওয়া যায়। তোমরা এখানে নিতে এসেছো, তাই না। শিক্ষকের কাছে স্টুডেন্ট নেওয়ার জন্য আসে। লৌকিক পিতা, শিক্ষক, গুরুর থেকে যা পেয়েছো তাতে তোমাদের লোকসানই হয়েছে। এখন বাচ্চাদের শ্রীমতে চলতে হবে তবেই উচ্চপদ প্রাপ্ত করতে পারবে। শিববাবা হলেন ডবল শ্রী-শ্রী, তোমরা হও সিঙ্গেল শ্রী। শ্রী লক্ষ্মী, শ্রী নারায়ণ বলা হয়। শ্রী লক্ষ্মী, শ্রী নারায়ণ হলো দুইজন। বিষ্ণুকে শ্রী-শ্রী বলা হবে কারণ দুজনেই কন্সাইন্ড। তথাপি এঁদের দুজনকে তৈরী করেন কে? তিনি একজনই, শ্রী-শ্রী। এছাড়া আর কেউ শ্রী-শ্রী হয় না। আজকাল তো শ্রী লক্ষ্মী-নারায়ণ, শ্রী সীতা-রামও নাম রেখে দেয়। তাই বাচ্চাদেরকে এসব ধারণ করে খুশীতে থাকতে হবে।

আজকাল স্পীরিচুয়াল কনফারেন্সও অনেক হয়ে থাকে। কিন্তু স্পীরিচুয়ালের অর্থ বোঝে না। আত্মিক জ্ঞান তো এক বাবা ব্যতীত আর কেউই দিতে পারে না। বাবা হলেন সব আত্মাদের পিতা। তাঁকেই স্পীরিচুয়াল বলা হয়। (অজ্ঞানী) ওরা বলে দর্শন হলো স্পীরিচুয়াল (অধ্যাত্ম)। এ তো তোমরা বোঝো যে - এটা হলো জঙ্গল, সকলেই একে-অপরকে দুঃখ দিয়ে থাকে। তোমরা জানো, অহিংসা পরম দেবী-দেবতা ধর্মকে স্মরণ করা হয়। ওখানে কোনো মারামারি হয় না। রাগও হলো হিংসা, একে সেমী-হিংসাই বলা বা আর যেটাই বলা। এখানে তো সম্পূর্ণ অহিংস হতে হবে। মন্সা, বাচা, কর্মণা কোনো কিছুতেই খারাপ কথা আসা উচিত নয়। কেউ যদি পুলিশ ইত্যাদিতে কাজ করে সেখানেও যুক্তি-যুক্তভাবে কার্যসম্পাদন করতে হবে। যতখানি সম্ভব স্নেহ-পূর্বক কার্যসম্পাদন করা উচিত। বাবার তো নিজস্ব অনুভব রয়েছে, স্নেহের দ্বারা নিজের কার্য সম্পন্ন করে নেন, এতেও অনেক যুক্তি চাই। কাউকে অতি প্রেম-পূর্বক বোঝাতে হবে যে - কিভাবে (পাপ) একটির জন্য শতগুণ দণ্ডভোগ করতে হয়। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাত-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মূখ্য সারঃ:-

১) আমরা হলাম দুঃখহরণকারী, সুখপ্রদানকারী পিতার সন্তান, তাই কাউকে দুঃখ দেবে না। এইম অবজেক্টকে সম্মুখে রেখে দৈবী-গুণ ধারণ করতে হবে। নিজের সমান তৈরী করার সেবা করতে হবে।

২) ড্রামার প্রতিটি পার্টকে জেনে নিয়ে অতীতে ঘটে যাওয়া কোনো বিষয়েই যেন চিন্তন না করা হয়। মন্সা, বাচা, কর্মণার দ্বারা যেন কোনো খারাপ কার্য না হয় - এই বিষয়ে সচেতন হয়ে ডবল অহিংসক হতে হবে।

বরদানঃ:- এক বাবাকে কম্পেনিয়ন বানানো বা তাঁর কম্পানীতে থাকা সম্পূর্ণ পবিত্র আত্মা ভব সম্পূর্ণ পবিত্র আত্মা হলো সে যার সংকল্প আর স্বপ্নতেও ব্রহ্মচর্যের ধারণা থাকবে, যে প্রতিটি কদমে ব্রহ্মা বাবার আচরণ অনুযায়ী চলবে। পবিত্রতার অর্থ হলো - সদা বাবাকে কম্পেনিয়ন বানানো আর বাবার কম্পানীতেই থাকা। সংগঠনের কম্পানী, পরিবারের স্নেহের মর্যাদা হলো আলাদা জিনিস, কিন্তু এই সংগঠনের স্নেহ হলো বাবার কারণেই, বাবা না থাকলে পরিবার কোথা থেকে আসতো! বাবা হলেন বীজ, বীজকে কখনও ভুলবে না।

স্লোগানঃ:- কারো প্রভাবে প্রভাবিত হওয়া নয়, সবাইকে জ্ঞানের প্রভাবে প্রভাবিত করো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium

Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা এসেছেন সারা দুনিয়ার হাহাকার দূর করে, জয়জয়কার করতে - পুরোনো দুনিয়াতে আছে হাহাকার, নতুন দুনিয়াতে আছে জয়জয়কার"

*প্রশ্নঃ - কোন ঈশ্বরীয় নিয়মে একমাত্র গরীবই বাবার সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নেয়, বিত্তবান নিতে পারে না?

*উত্তরঃ - ঈশ্বরীয় নিয়ম হলো - সম্পূর্ণ বেগর হও, যা কিছুই রয়েছে তাকে ভুলে যাও। আর গরীব বাচ্চারা সহজেই ভুলে যায় কিন্তু যারা বিত্তশালী, মনে করে নিজেরা স্বর্গে আছে - তারা বুদ্ধি থেকে কিছু ভুলতে পারে না। সেইজন্য যাদের ধন-দৌলত, মিত্র, পরিজন স্মরণে থাকে তারা সত্যিকারের যোগী হতেই পারে না। স্বর্গে ওদের উচ্চ পদ প্রাপ্তি হয় না।

ওম শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি নিশ্চয়বুদ্ধি সম্পন্ন বাচ্চারা তো ভালো করে জানে, তারা দৃঢ় নিশ্চয় রয়েছে যে বাবা এসেছেন সমস্ত দুনিয়ার ঝগড়া মেটাতে। জ্ঞানী ও বিচক্ষণ বাচ্চা যারা, তারা জানে যে এই দেহে বাবা এসেছেন, যার নামও হলো শিববাবা। কেন এসেছেন? হাহাকারকে সমাপ্ত করে জয়জয়কার করতে। মৃত্যুলোকে কতো ঝগড়া ইত্যাদি আছে। সবাইকেই হিসাব-নিকাশ (কর্মের) মিটিয়ে যেতে হবে। অমরলোকে ঝগড়ার কোনো ব্যাপার নেই। এখানে কতো হাস্যামা লেগেই রয়েছে । কতো কোর্ট, জজ ইত্যাদি আছে। মারামারি লেগেই আছে। বিদেশেও দেখো হাহাকার আছে। সারা দুনিয়াতে অনেক বিবাদ। একে বলা হয় পুরানো তমোপ্রধান দুনিয়া। আবর্জনা আর আবর্জনা। জঙ্গল আর জঙ্গল। অসীম জগতের বাবা এই সব কিছু মেটানোর জন্য এসেছেন। এখন বাচ্চাদের অনেক জ্ঞানী আর বিচক্ষণ হতে হবে। বাচ্চাদের মধ্যেও যদি লড়াই ঝগড়া হতে থাকে তবে বাবার সাহায্যকারী কি ভাবে হবে। বাবার তো অনেক ভালো সাহায্যকারী বাচ্চা চাই - জ্ঞানী, বিচক্ষণ, যাদের মধ্যে কোনো বিবাদ থাকবে না। এটাও বাচ্চারা বোঝে যে এটা হলো পুরানো দুনিয়া। এখানে অনেক ধর্ম আছে। বিশেষ তমোপ্রধান ওয়ার্ল্ড। সমস্ত দুনিয়া হলো পতিত। পতিত পুরানো দুনিয়াতে ঝগড়া আর ঝগড়া। এই সব কিছু সমাপ্ত করতে, জয়জয়কার করতে বাবা আসেন। প্রত্যেকে জানে এই পুরোনো দুনিয়াতে কতো দুঃখ আর অশান্তি আছে, সেই জন্য সবাই চায় বিশ্বে শান্তি আসুক। এখন কোনো মানুষ সারা বিশ্বে শান্তি কি ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। অসীম জগতের পিতাকে নুড়ি-পাথর, ভাঙা কলসীর টুকরোতে টেনে এনেছে। এও এক খেলা। তাই বাবা বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন, এখন দাঁড়িয়ে পরো। বাবার সহায়তাকারী হও। বাবার থেকে নিজের রাজ্য- ভাগ্য নিতে হবে। কিছুই কম নেই, অগাধ সুখ। বাবা বলেন- মিষ্টি বাচ্চারা, ড্রামা অনুযায়ী বাবা তোমাদের লক্ষ কোটি গুণের ভাগ্যশালী করে তুলতে এসেছেন। ভারতে এই লক্ষ্মী-নারায়ণ রাজত্ব করতেন। ভারত স্বর্গ ছিল। স্বর্গকেই বলা হয় ওয়াল্ডার অফ ওয়ার্ল্ড। ত্রেকাকেও বলা হবে না। ঐরকম স্বর্গে আসার জন্য বাচ্চাদের পুরুষার্থ করা উচিত। সর্বপ্রথমেই আসা চাই। বাচ্চারা চায়ও যে আমরা স্বর্গে আসবো, লক্ষ্মী বা নারায়ণ হবো। এখন এই পুরোনো দুনিয়াতে অনেক হাহাকার হবে। রক্তের অনেক নদী বইবে, রক্তের নদীর পরে ঘি এর নদী বইবে। তাকে বলা হবে ক্ষীরসাগর। এখানেও বড় পুষ্করিণী বানানো হয় আর কোনো পার্বণে ঐ পুষ্করিণীতে এসে দুধ ঢালা হয়। তাতে আবার স্নান করে। শিব লিঙ্গের উপরেও দুধ ঢালে। সত্যযুগেরও একটা মহিমা আছে যে সেখানে ঘি, দুধের নদী আছে। ঐরকম কোনো ব্যাপার নেই, প্রতি পাঁচ হাজার বছর পরে তোমরা বিশ্বের মালিক হও। এই সময় তোমরা হলে গোলাম আবার তোমরা বাদশাহ হবে। সমস্ত প্রকৃতি তোমার গোলাম হয়ে যায়। ওখানে কখনো অসময়ে বৃষ্টি পড়ে না, নদী সমূহ উত্তাল হয়ে পড়ে না। কোনো উপদ্রব হয় না। এখানে দেখো কতো উপদ্রব। ওখানে বিকারী বৈষ্ণব নয়, যথাযথ বৈষ্ণব থাকে। এখানে কেউ ভেজিটেরিয়ান হলে তাকেই বৈষ্ণব বলে। কিন্তু তা বলা যায় না, বিকারের জন্য এক জন অপর জনকে অনেক দুঃখ দেয়। বাবা কতো ভালো ভাবে বোঝান। এটারও মহিমা আছে গ্রাম্য ছোকরা...কৃষ তো গ্রামের হতে পারে না। উনি তো বৈকুণ্ঠের মালিক। তাও আবার চুরাশি জন্ম নেয়।

এটাও তোমরা এখন জানো যে আমরা ভক্তিতে কতো ধাক্কা খেয়েছি, পয়সা বরবাদ করেছি। বাবা জিজ্ঞাসা করেন - তোমাদের এতো অরাত দিয়েছি, রাজ্য ভাগ্য দিয়েছি, সব কোথায় গেল? তোমাদের বিশ্বের মালিক করলাম আর তোমরা কি করলে? বাবা তো ড্রামাকে জানেন। নতুন দুনিয়া থেকে পুরানো দুনিয়া, পুরানো দুনিয়া থেকে নতুন দুনিয়া তৈরী হয়। এটা হলো চক্র, যা কিছু পাস্ট হয়ে গেছে সেটা আবার রিপিট হবে। বাবা বলেন এখন অল্প সময় আছে, পুরুষার্থ করে ভবিষ্যতের জন্য জমা করো। পুরোনো দুনিয়ার সবকিছুই মাটিতে মিশে যাবে। বিত্তশালী এই জ্ঞানকে ধারণ করবে না।

বাবা হলেন গরীবের অধিশ্বর। গরীব ওখানে বিতশালীতে পরিণত হয়। বিতশালী ওখানে গরীবে পরিণত হয়। এখন লক্ষ কোটি গুণের মালিক অনেকেই আছে। তারা আসবে কিন্তু গরীব হবে। তারা নিজেদের মনে করে স্বর্গে আছে, আর সেটা বুদ্ধি থেকে যেতে চায় না। এখানে তো বাবা বলেন সব কিছু ভুলে যাও। একেবারে নিঃস্ব ভিত্তারী হয়ে যাও। আজকাল তো কিলোগ্রাম, কিলোমিটার ইত্যাদি কি-কি বেরিয়েছে। যে রাজা সিংহাসনে বসে সে নিজের ভাষায় সব কিছু করে। বিদেশের নকল করে। নিজের তো বুদ্ধি নেই, তারা তো তমোপ্রধান। আমেরিকা ইত্যাদিতে বিনাশের সামগ্রীতে কতো ধন বিনিয়োগ করে। এয়ারোপ্লেন থেকে বম্ব ইত্যাদি ফেলে, আগুন লাগায়। বাচ্চারা জানে, বাবা আসেনই বিনাশ আর স্থাপনা করতে। তোমাদের মধ্যেও বোঝানোর মতো সব নম্বর অনুযায়ী। সবাই এক রকমের সুনিশ্চিত বুদ্ধি সম্পন্ন নয়। বাবা যেমন করেছেন, বাবাকে ফলো করা উচিত। পুরানো দুনিয়াতে এই পাই পয়সা কি করবে। আজকাল কাগজের নোট বেরোচ্ছে। ওখানে তো মোহর থাকবে। সোনার মহল হবে তো মোহরের আর কি মূল্য। যেন সব কিছুই বিনা মূল্যের, ধরনী তো সতোপ্রধান থাকবে। এখন তো পুরোনো হয়ে গেছে। সেটা হলো সতোপ্রধান নতুন দুনিয়া। একদম নতুন জমি হবে। তোমরা সূক্ষ্মবতনে গেলে সুবীরস ইত্যাদি পান করো। কিন্তু ওখানে বৃক্ষ ইত্যাদি তো থাকেই না। মূলবতনেও থাকে না। যখন তোমরা বৈকুণ্ঠে যাও তখন সেখানে তোমাদের সব কিছু প্রাপ্ত হয়। বুদ্ধি দিয়ে কাজ করো, সূক্ষ্মবতনে বৃক্ষ থাকে না। বৃক্ষ তো ধরনীর উপরে হয়, আকাশে তো নয়। যদিও নাম হলো ব্রহ্ম মহাত্ম কিন্তু তা হল মহাজাগতিক (পোলার)। আকাশে যেমন স্টার রয়েছে, সেইরকম তোমরা, এই আত্মারা খুব ছোট ছোট বোধগম্য হও। স্টার দেখতে খুব বড়। এইরকম নয় যে ব্রহ্ম তত্ত্বে কোনো বড় বড় আত্মারা থাকবে। এটা বুদ্ধির দ্বারা বুঝতে হবে। বিচার সাগর মন্থন করতে হবে। আত্মারাও উপরে আছে বলে মনে হয়, ছোট বিন্দু এই আত্মা। এই সব ব্যাপার তোমাদের ধারণ করতে হবে, তবে কাউকে ধারণ করতে পারবে। অবশ্যই টিচার নিজে জানলে তবে তো অপরকে পড়ায়। নইলে আর টিচার কিসের। কিন্তু এখানে টিচারও হলো নম্বর অনুযায়ী। তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারা বৈকুণ্ঠকেও বুঝতে পারো। এইরকম নয় যে তোমরা বৈকুণ্ঠ দেখনি। অনেক বাচ্চারা সাক্ষাৎকার করেছে। ওখানে স্বয়ম্বর কিভাবে হয়, কি ভাষা- সব কিছু দেখেছে। পরবর্তীকালেও তোমরা সাক্ষাৎকার করবে, কিন্তু সে-ই করবে যে যোগযুক্ত হবে। আর যাদের নিজেদের মিত্র-পরিজন, ধন দৌলত স্মরণে আসতে থাকবে তারা আর কি দেখবে। সত্যিকারের যোগীই শেষ পর্যন্ত থাকবে, যাদের দেখে বাবা খুশী হবেন। বাগিচা ফুলেরই হয়। অনেকে তো ১০-১৫ বছর থেকেও চলে যায়। ওদের বলা হবে আকন্দ ফুল। অনেক ভালো ভালো বাচ্চারা যারা মাঝমাঝে বাবার জন্যও ডাইরেকশন নিয়ে আসতো, ড্রিল করাতো, তারা আজ নেই। এই বাচ্চারাও জানে আর বাবাও জানেন মায়া খুবই প্রভাবশালী। এ হলো মায়ার সাথে গুপ্ত লড়াই। গুপ্ত ঝড়। বাবা বলেন মায়া তোমাদের অনেক হয়রান করবে। এটা হার-জীতের পূর্ব নির্ধারিত ড্রামা। তোমাদের লড়াই কোনো হাতিয়ারের দ্বারা নয়। এ তো ভারতের অত্যন্ত প্রসিদ্ধ প্রাচীন যোগ, যে যোগবলের দ্বারা তোমরা এইরকম হয়েছো। বাহুবলের দ্বারা কেউ বিশ্বের বাদশাহী নিতে পারে না। খেলাও হলো ওয়ান্ডারফুল। গল্প আছে দুই বিড়াল মাখনের জন্য লড়াই করে আর তৃতীয় কেউ তা খেয়ে নেয়। বলা হয় সেকেন্ডে বিশ্বের বাদশাহী। বাচ্চারা সাক্ষাৎকার করে। গল্প আছে কৃষ্ণের মুখে মাখন আছে। বাস্তবে কৃষ্ণের মুখে নতুন দুনিয়া দেখা যায়। যোগবলের দ্বারা তোমরা বিশ্বের বাদশাহী রূপী মাখন নিয়ে থাকো। রাজত্বের জন্য কতো সংঘর্ষ হয় আর সংঘর্ষের জন্য কতো শেষ হয়ে যায়। এই পুরানো দুনিয়ার হিসাব-পত্র মিটে যাবে। এই পুরানো দুনিয়ার কোনো জিনিসই থাকার নয়। বাবার শ্রীমৎ হলো - বাচ্চারা হিয়ার নো ইভিল, সী নো ইভিল... ওরা বাঁদরদের একটি চিত্র তৈরী করেছে। আজকাল তো মানুষেরও তৈরী করে। পূর্বে চীনের দিক থেকে হাতির দাঁতের জিনিস আসতো। চুড়িও কাঁচের পড়তো। এখানে তো গয়না ইত্যাদি পড়ার জন্য নাক-কান ইত্যাদি ছেদন করে, সত্যযুগে নাক কান ছেদন করার দরকার নেই। এখানে তো মায়া এমন যে সবার নাক কান কেটে নেয়। তোমরা, বাচ্চারা এখন স্বচ্ছ হচ্ছে। ওখানে ন্যাচারাল বিউটি থাকে। কোনো জিনিস (প্রসাধনী) লাগানোর দরকার নেই। এখানে তো শরীরই তমোপ্রধান তত্ত্ব দ্বারা নির্মিত, সেইজন্য রোগ ইত্যাদি হয়ে থাকে। ওখানে এসব ব্যাপার নেই। এখন তোমরা এই আত্মারা খুব খুশীতে থাকো যে আমাদের অসীম জগতের পিতা পড়াশুনা করিয়ে নর থেকে নারায়ণ বা অমরপুরীর মালিক করে তোলেন, সেইজন্য কথিত আছে অতীন্দ্রিয় সুখ কি জানতে হলে গোপ-গোপীদের থেকে জানতে চাও। ভক্তরা এই কথা জানে না। তোমাদের মধ্যেও অনেক খুশী থাকে আর আর এই কথা স্মরণ করতে থাকে - এইরকম বাচ্চা খুবই কম। অবলাদের উপরে কতো অত্যাচার হয়। যা কিছু দ্রোপদীর জন্য কথিত আছে প্র্যাকটিক্যালি সে সব ঘটে চলেছে। দ্রোপদী কেন আকৃতি জানিয়েছিল? সেটা মানুষ জানে না। বাবা বুঝিয়েছেন - তোমরা সবাই হলে দ্রোপদী। এইরকম নয় যে ফিমেল সর্বদা ফিমেলই হবে। দুই বার ফিমেল হতে পারে, তার বেশী না। মাতারা আকৃতি জানায় - বাবা রক্ষা করো, বিকারের জন্য দুঃশাসন আমাদের হয়রান করছে, একে বলা হয় বেশ্যালয়। স্বর্গকে বলা হয় শিবালয়। বেশ্যালয় হলো রাবণের স্থাপনা আর হলো শিববাবার স্থাপনা। আর তোমাদের নলেজও দেন। বাবাকে নলেজফুলও বলা হয়। নলেজফুল মানে এইরকম নয় যে সবার হৃদয়কে জানতে পারবে। এতে কী লাভ হবে ! বাবা বলেন এই সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের নলেজ আমি ছাড়া

কেউ দিতে পারে না। আমিই বসে তোমাদের পড়াই। একমাত্র বাবা-ই হলেন জ্ঞান সাগর। সত্যযুগে হলো ভক্তির প্রালম্ব। সত্যযুগ-ত্রৈতাতে ভক্তি বলে কিছু থাকে না। পড়াশুনার দ্বারাই রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। প্রেসিডেন্ট ইত্যাদিদেরকে দেখো কতো উপদেষ্টা মন্ডলী রয়েছে। অ্যাডভাইস দেওয়ার জন্য উপদেষ্টা রাখে। সত্যযুগে উপদেশক রাখার কোনো দরকার পড়ে না। এখন বাবা তোমাদের বুদ্ধিমান করে তুলছেন। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ দেখো কতো বুদ্ধিমান ছিল। অসীম জগতের বাদশাহী বাবার থেকে পাওয়া যায়। বাবার-ই শিব জয়ন্তী পালন করা হয়। শিববাবা অবশ্যই ভারতে এসে বিশ্বের মালিক করে দিয়ে গেছেন। লক্ষ বছরের ব্যাপার নয়। এই তো কালকের কথা। আচ্ছা! বেশী আর কি বোঝাবো। বাবা বলেন "মন্বনাভব"। বাস্তবে এই পড়াশুনা হলো কেবলমাত্র ইশারা। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) বাবার সম্পূর্ণ সহযোগী হওয়ার জন্য জ্ঞানী, বিচক্ষণ হতে হবে। মনের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব যেন না থাকে।

২) স্থাপনা আর বিনাশের কর্তব্যকে দেখে সম্পূর্ণ সুনিশ্চিত হয়ে বাবাকে ফলো করতে হবে। পুরানো দুনিয়ার পাই-পয়সার থেকে বুদ্ধিকে মুক্ত করে সম্পূর্ণ নিঃস্ব হতে হবে। মিত্র-পরিজন, ধন-দৌলত ইত্যাদি সব কিছু ভুলে যেতে হবে।

বরদান:- সংগঠনে থেকে, সকলের স্নেহী হয়ে বুদ্ধির আশ্রয় (সাহারা) এক বাবাকে বানানো কর্মযোগী ভব কোনও কোনও বাচ্চা সংগঠনে স্নেহী হওয়ার পরিবর্তে ডিট্যাচ হয়ে যায়। ভয় পায় - যদি কোথাও ফেঁসে যায়, এর থেকে তো দূরে থাকাই ভালো। কিন্তু না, ২১ জন্ম পরিবারে থাকতে হবে, যদি ভয় পেয়ে দূরে থাকো তাহলে এটাও একপ্রকারের কর্ম-সন্ধ্যাসীর সংস্কার। কর্মযোগী হতে হবে, কর্ম সন্ধ্যাসী নয়। সংগঠনে থাকো, সকলের স্নেহী হও কিন্তু বুদ্ধির আশ্রয় হলেন এক বাবা, দ্বিতীয় কেউ নয়। বুদ্ধি যেন কোনও আত্মার সাথে, গুণ বা কোনও বিশেষত্বের প্রতি আকৃষ্ট না হয় তবে বলা হবে কর্মযোগী পবিত্র আত্মা।

স্নোগান:- বাপদাদার রাইট হ্যান্ড হও, লেফ্ট হ্যান্ড নয়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium

Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - যোগবলের দ্বারা তোমাদের এই লবণাক্ত চ্যানেলকে পার করে ঘরে যেতে হবে, তাই যেখানে যেতে হবে তার স্মরণ করো, এমন খুশীতে থাকো যে আমরা এখনই ফকির থেকে ধনবান হচ্ছি"

*প্রশ্নঃ - দৈবীগুণ এর সাবজেক্টের বিষয়ে যে সব বাচ্চাদের নজর রয়েছে, তাদের নিদর্শন কি?

*উত্তরঃ - তাদের বুদ্ধিতে থাকে - যেমন কর্ম আমরা করবো, আমাদের দেখে অন্যরাও করবে। কখনোই কাউকে বিরক্ত করবে না। তাদের মুখ থেকে কখনোই উল্টোপাল্টা শব্দ নির্গত হবে না। তারা মন - বচন এবং কর্মে কখনোই কাউকে দুঃখ দেবে না। বাবার সমান সুখ দেওয়ার লক্ষ্য যদি থাকে তখনই বলা হবে দৈবী গুণের সাবজেক্টের প্রতি নজর রয়েছে।

ওম্ শান্তি। মিষ্টি - মিষ্টি আত্মা রূপী বাচ্চাদের আত্মাদের বাবা বোঝাচ্ছেন। তিনি তাদের স্মরণের যাত্রাও শেখাচ্ছেন। এই স্মরণের যাত্রার অর্থ বাচ্চারাই বুঝতে পারে। ভক্তিমার্গেও সবাই দেবতাদের এবং শিববাবাকেও স্মরণ করে কিন্তু এ কথা জানতোও না যে, স্মরণের দ্বারাই বিকর্ম বিনাশ হয়। বাচ্চারা জানে যে, বাবা হলেন পতিত পাবন, তিনিই পবিত্র হওয়ার যুক্তি বলে দেন। আত্মাকেই পবিত্র হতে হবে আবার আত্মাকেই পতিত হতে হবে। বাচ্চারা জানে যে, বাবা ভারতে এসেই স্মরণের যাত্রা শেখান আর কোথাও তিনি শেখাতে পারেন না। শরীরের যাত্রা তো বাচ্চারা অনেকই করেছে, এই যাত্রা কেবল এক বাবাই শেখাতে পারেন। বাচ্চারা, বাবা এখন তোমাদের বুঝিয়েছেন যে, মায়ার কারণে সকলের বুদ্ধিতেই অবুঝের তালা লেগে আছে। বাবার কাছে এখন তোমরা জানতে পেরেছো যে, আমরা কতো বুদ্ধিমান, ধনবান এবং পবিত্র ছিলাম। আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিক ছিলাম। এখন আমরা আবার তেমন তৈরী হচ্ছি। বাবা আমাদের কতো বড় বেহদের বাদশাহী দেন। লৌকিক বাবা হয়তো লাখ বা কোটি টাকা দেন। এখানে তো মিষ্টি অসীম জগতের বাবা অসীমিত বাদশাহী দিতে এসেছেন, এই কারণেই তোমরা এখানে পড়তে এসেছো। তোমরা কার কাছে পড়তে এসেছো? অসীম জগতের বাবার কাছে। বাবা শব্দ মাম্মার থেকেও মিষ্টি। যদিও মাম্মা পালনা করেন কিন্তু বাবা তবুও বাবা, যাঁর থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। তোমরা সদা সুখী আর সদা সোহাগী (এয়োস্ত্রী) তৈরী হচ্ছে। বাবা আমাদের আবার নতুন করে কি বানাচ্ছেন! এ কোনো নতুন কথা নয়। এমন গায়নও আছে যে, ভোরে আমীর ছিলাম, রাতে ফকির। তোমরাও ভোরে ধনী আর অসীম জগতের রাতে ফকির হয়ে যাও। বাবা রোজ রোজ মনে করান - বাচ্চারা, কাল তো তোমরা বিশ্বের মালিক ধনবান ছিলে, এখন তোমরা ফকির হয়ে গেছো। এখন আবার প্রভাত এলে তোমরা ধনী হয়ে যাও। এ কতো সহজ কথা। বাচ্চারা তোমাদের এই ধনী হওয়ার জন্য খুব খুশী হওয়া চাই। ব্রাহ্মণদের দিন আর ব্রাহ্মণদের রাত। এখন এই দিনে তোমরা ধনী হচ্ছে। আর হবেও অবশ্যই কিন্তু তাও পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে। বাবা বলেন যে, এ হলো সেই লবণাক্ত চ্যানেল যা তোমরাই পার করো যোগবলের দ্বারা। যেখানেই যাও না কেন, তার স্মরণ থাকা দরকার। আমাদের এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে। বাবা নিজেই এসেছেন আমাদের নিয়ে যেতে। তিনি খুব ভালোবেসে বোঝান - মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরাই পবিত্র ছিলে, ৮৪ জন্ম নিতে নিতে তোমরাই পতিত হয়ে গেছো, আবার তোমাদের পবিত্র হতে হবে। পবিত্র হওয়ার অন্য আর কোনো উপায় নেই। তোমরা জানো যে, পতিত পাবন আসেন আর তোমরা তাঁর মতে চলে পবিত্র হও। বাচ্চারা তোমাদের অত্যন্ত খুশী হওয়া উচিত যে আমরা এই পদ পাবো। বাবা বলেন, তোমরা ২১ জন্মের জন্য সদা সুখী হবে। বাবা দেন সুখধামের অবিনাশী উত্তরাধিকার আর রাবণ দেয় দুঃখধামের উত্তরাধিকার। বাচ্চারা, তোমরা এখন জানো যে রাবণ তোমাদের পুরানো শত্রু, যে তোমাদের পাঁচ বিকার রূপী খাঁচায় নিষ্ক্ষেপ করেছে। বাবা এসে তোমাদের মুক্ত করেন। যে যত বাবাকে স্মরণ করে ততোই সে অন্যদেরও বাবার পরিচয় দিতে পারে। যারা স্মরণ করে না, তারা দেহ - ভাবে থাকবে। তারা না বাবাকে স্মরণ করতে পারে আর না বাবার পরিচয় দিতে পারে। আমরা আত্মারা হলাম ভাই - ভাই, ঘর থেকে আমরা এখানে এসেছি ভিন্ন - ভিন্ন পার্ট প্লে করার জন্য। এই সম্পূর্ণ পার্ট প্লে কি করে হয়, সেও তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। যে সম্পূর্ণ নিশ্চিত, সেই এখানে এসে রিফ্রেশ হতে পারে। এ এমন কোনো পড়া নয় যে তোমাদের টিচারের সাথেই থাকতে হবে। তা নয়, তোমরা নিজের ঘরে থেকেও পড়তে পারো। এক সপ্তাহে ভালোভাবে বোঝো তোমরা তারপর কাউকে এক মাস বাদে, কাউকে ছয় মাস বাদে কাউকে আবার বারো মাস বাদে নিয়ে আসে। বাবা বলেন, নিশ্চিত হলো আর চলে গেলো।

তোমাদের রাখীও বাঁধতে হবে যে আমরা বিকারে যাবো না। আমরা শিববাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করি। শিববাবাই বলেন -

বাচ্চারা, তোমাদের অবশ্যই নির্বিকারী হতে হবে। বিকারে যদি যাও তাহলে উপার্জন নষ্ট হয়ে যাবে, শত গুণ দণ্ড ভোগ করতে হবে। ৬৩ জন্ম তোমরা ধাক্কা খেয়েছো। এখন বাবা বলছেন, তোমরা পবিত্র হও। আমাকে স্মরণ করো তাহলে তোমাদের পাপ ভস্ম হয়ে যাবে। আত্মা হলো ভাই - ভাই। তোমরা কারোর নাম রূপে আটকে যাবে না। কেউ যদি রেগুলার পড়া না করে তাহলে তাকে শীঘ্র আনার দরকার নেই। যদিও বাবা বলেন, একদিনেও তীর লাগতে পারে কিন্তু বুদ্ধির দ্বারা কাজ করতে হবে। তোমরা ব্রাহ্মণরা হলে সবার থেকে উত্তম। এ হলো তোমাদের সবথেকে উচ্চ কুল। ওখানে কোনো সংসঙ্গ ইত্যাদি হয় না। সংসঙ্গ ভক্তিমার্গে হয়। তোমরা জানো যে সংস্রের সঙ্গ উদ্ধার করে, সংস্রের সঙ্গ তখনই মেলে যখন সত্যযুগের স্থাপনা হওয়ার হয়। এ কথা কারোর বুদ্ধিতেই আসে না কারণ বুদ্ধির তালা বন্ধ হয়ে আছে। এখন তোমাদের সত্যযুগে যেতে হবে। এই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগেই হলো সত্‌ এর সঙ্গ। ওই গুরুরা তো সঙ্গম যুগের নন। বাবা যখন আসেন তখন বাচ্চা - বাচ্চা বলে ডাকতে থাকেন। ওই গুরুদের তোমরা বাবা বলবেই না। বুদ্ধিতে একদম গোদরেজের তালা লেগে আছে। বাবা এসে এই তালা খোলেন। বাবা এসে কতো যুক্তির রচনা করেন যাতে মানুষ হীরে তুল্য জীবন তৈরী করতে পারে। ম্যাগাজিন, বই ইত্যাদিও ছাপানো হয়। অনেকের কল্যাণ হলেই তোমরা অনেকের আশীর্বাদ পাবে। প্রজা বানানোর পুরুষার্থ করা উচিত। নিজেদের বন্ধন থেকে মুক্ত করারও প্রয়োজন। শরীর নির্বাহের কারণে সেবা তো অবশ্যই করতে হবে। এই ঈশ্বরীয় সেবা হয় ভোরবেলা আর সন্ধ্যাবেলা। ওই সময় সকলেরই অবসর আছে, যাদের কাছে তোমরা লৌকিক সেবা করো তাদেরও পরিচয় দিতে থাকো যে, তোমাদের দু'জন বাবা। লৌকিক বাবা সকলের আলাদা। পারলৌকিক বাবা সকলের একজনই। তিনি হলেন সুপ্রীম। বাবা বলেন যে, এখানে আমারও পার্ট আছে। এখন বাচ্চারা, তোমরা আমার পরিচয় জেনে গেছো। আত্মাকেও তোমরা জেনে গেছো। আত্মার জন্য বলা হয়, ঋকুটির মধ্যে ঝলমলে এক অদ্ভুত তারা। সে অকাল সিংহাসনে বিরাজিত। আত্মাকে কখনোই কাল গ্রাস করতে পারে না। আত্মা কেবল অস্বচ্ছ এবং স্বচ্ছ হয়। আত্মার আসনও ঋকুটির মধ্যেই শোভা পায়। তিলকও এখানেই দেওয়া হয়। বাবা বলেন যে তোমরা নিজেরাই নিজেদের রাজ তিলক দেওয়ার উপযুক্ত বানাও। এমন নয় যে আমি সবাইকেই রাজ তিলক দেবো। তোমরা নিজেদেরই দেওয়াও। বাবা জানেন যে - কে বেশী সেবা করে। ম্যাগাজিনেও খুব ভালোভাবে লেখা চাই। এর সাথে সাথে যোগের পরিশ্রমও করতে হবে, যাতে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়। দিনে দিনে তোমরা খুব ভালো রাজযোগী হয়ে যাবে। তোমরা বুঝতে পারবে এখন আমাদের দেহত্যাগ হবে আর আমরা চলে যাবো। সুস্ম বতন পর্যন্ত বাচ্চারা তো যায়ই, মূলবতনকেও তারা খুব ভালোভাবে জানে যে এ হলো আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের ঘর। মানুষ শান্তিধামে যাওয়ার জন্যই ভক্তি করে। সুখধামের কথা তো ওরা জানেই না। বাবা ছাড়া তো কেউই সুখধামে যাওয়ার শিক্ষা দিতে পারেন না। এ হলো প্রবৃত্তি মার্গ। উভয়কেই মুক্তিধামে যেতে হবে। ওরা উল্টো পথ বলে দেয়, ফলে কেউই যেতে পারে না। পরের দিকে বাবাই সবাইকে নিয়ে যাবেন। এ হলো তাঁরই কর্তব্য। কেউ কেউ খুব ভালোভাবে পড়ে রাজ্য - ভাগ্য গড়ে নেয়। বাদবাকি সবাই কিভাবে পড়বে? তারা যেভাবে নম্বর অনুসারে আসে তেমনি নম্বর অনুসারেই চলেও যাবে। এই বিষয়ে বেশী সময় নষ্ট করো না।

বলা হয়, বাবাকে স্মরণ করার সময়ও পাওয়া যায় না তাহলে তোমরা এই সময় কেন নষ্ট করো। এ তো নিশ্চিত যে, অসীম জগতের বাবা, তিনি টিচার আবার সন্ধ্যারও। এরপর দ্বিতীয় অন্য কাউকে স্মরণ করার প্রয়োজন নেই। তোমরা জানো যে আগের কল্পেও এই শ্রীমতে চলে আমরা পবিত্র হয়েছিলাম। তোমরা প্রতি মুহূর্তে চক্র ঘোরাতে থাকো। তোমাদের নামই হলো স্বদর্শন চক্রধারী। রকেটের মতো গুণের সাগরের থেকে গুণ ভরতে তোমাদের দেবী হয় না, খালি হতেই দেবী লাগে। তোমরা হলে মিষ্টি হারানিধি বাচ্চা কেননা তোমরা কল্পের শেষে এসে মিলিত হয়েছো। এই নিশ্চয় পাক্কা হওয়া চাই। আমরা ৮৪ জন্মের পরে আবার এসে বাবার সঙ্গে মিলিত হয়েছি। বাবা বলেন, যে সবার প্রথমে ভক্তি করেছে সেই প্রথমে গুণ ধারণের যোগ্যও হয়েছে, কেননা ভক্তির ফল তো চাই। তাই সর্বদা নিজের সেই ফল আর অবিনাশী উত্তরাধিকার স্মরণ করতে থাকো। ফল শব্দটি হলো ভক্তিমার্গের। অবিনাশী উত্তরাধিকার হলো সঠিক। অসীম জগতের বাবাকে স্মরণ করলে অবিনাশী উত্তরাধিকার পাওয়া যায় আর অন্য কোনো উপায় নেই। ভারতের প্রাচীন যোগ হলো বিখ্যাত। ওরা মনে করে, আমরা ভারতের প্রাচীন যোগ শিখছি। বাবা বোঝান যে, ড্রামা অনুসারে ওরা হঠযোগী হয়ে যায়। তোমরা এখন রাজযোগ শিখছো, কেননা এ হলো সঙ্গমযুগ। ওদের ধর্ম আলাদা। বাস্তবে ওদের গুরু করা উচিত নয় কিন্তু এও ড্রামা অনুসারে ওদের অবশ্যই গুরু করবে। বাচ্চারা, তোমাদের এখন সঠিক হতে হবে। ধর্মের মধ্যেই শক্তি আছে। তোমাদের আমি যে দেবী - দেবতা বানাই, এই ধর্ম খুবই সুখ প্রদানকারী। আমার শক্তিও তারাই পায়, যারা আমার সঙ্গে যোগযুক্ত হয়। তাই বাবা নিজে যে ধর্ম স্থাপন করেন, তাতে অনেক শক্তি। তোমরা সকলেই এই বিশ্বের মালিক হও। বাবা এই ধর্মের অনেক মহিমা করেন যে এতে অনেক শক্তি। সর্বশক্তিমান বাবার থেকে এই শক্তি অনেকেই পায়। বাস্তবে শক্তি সবাই পায় কিন্তু নম্বর অনুসারে। তোমাদের যত শক্তি চাই ততোই বাবার থেকে নিতে পারো এরপর

তোমাদের দৈবী গুণের সাবজেক্টও চাই। তোমরা কাউকেই বিরক্ত কোরো না বা দুঃখ দিও না। ইনি (ব্রহ্মা বাবা) কখনোই কাউকে উল্টোপাল্টা কথা বলতেন না। তিনি জানতেন, আমি যেমন কর্ম করবো, আমাকে দেখে অন্যেরাও তাই করবে। আসুরী গুণ থেকে দৈবী গুণে আসতে হবে। দেখতে হবে, আমি কাউকে দুঃখ দিচ্ছি না তো? এমন কেউই নেই, যে কাউকে দুঃখ দেয় না। কিছু না কিছু ভুল অবশ্যই হয়ে যায়। মন - বচন এবং কর্মে কাউকেই দুঃখ দেবে না, এমন অবস্থা তো অস্তিম সময়ে আসবে। এইসময় আমরা পুরুষার্থী অবস্থায় আছি। প্রতিটা বিষয় পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে হয়। সবাই সুখের জন্যই পুরুষার্থ করে কিন্তু বাবা ছাড়া কেউই সুখের দান দিতে পারে না। সোমনাথের মন্দিরে কতো হীরে - জহরত ছিলো। ওইসব কোথা থেকে এসেছিলো, মানুষ কিভাবে বিত্তবান হয়েছিলো। সারাদিন এই পড়ার মন্থনে থাকতে হবে। গৃহস্থ জীবনে থেকে কমল পুষ্পের ন্যায় পবিত্র হতে হবে। তোমরা এমন পুরুষার্থী করেছেো তাই তো মালা তৈরী হয়েছে। কল্পে কল্পে তা তৈরী হয়। মালা কার স্মরণিক - তাও তোমরা জানো। ওরা তো মালা জপ করেই অনেক আনন্দিত হয়। ভক্তিতে কি হয় আর জ্ঞানে কি হয় - এও তোমরা জানো। তোমরা যে কোনো মানুষকেই বুঝিয়ে বলতে পারো। পুরুষার্থ করতে করতে অবশেষে পূর্ব কল্পের মতো রেজাল্ট সামনে আসবে। প্রত্যেকেই নিজেকে পর্যবেক্ষণ করতে থাকে। তোমরা বুঝতে পারো যে আমাদের এরকম হতে হবে। পুরুষার্থের মার্জিন পাওয়া গেছে। পুরুষার্থের নম্বর অনুসারে বাবাও তোমাদের স্বাগত জানান। তোমরা, বাচ্চারা যেভাবে বাবাকে স্বাগত জানাও তার থেকে বেশী বাবা তোমাদের স্বাগত জানান।

বাবার কাজই হলো তোমাদের স্বাগত জানানো। স্বাগতের অর্থ হলো সঙ্গতি। এ হলো সবথেকে উচ্চ স্বাগত। বাবা তোমাদের সকলকে স্বাগত করতে আসেন। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ - সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) অনেকের আশীর্বাদ প্রাপ্ত করার জন্য কল্যাণকারী হতে হবে। শরীর নির্বাহ করার কারণে কর্ম করেও নিজেকে বন্ধন মুক্ত করে সকাল - সন্ধ্যা অবশ্যই ঈশ্বরীয় সেবা করতে হবে।

২) অন্য বিষয়ে নিজের সময় নষ্ট না করে বাবাকে স্মরণ করে শক্তি অর্জন করতে হবে। সৎ-এর সঙ্গেও থাকতে হবে। মন - বচন এবং কর্মে সকলকে সুখ প্রদান করার পুরুষার্থ করতে হবে।

বরদানঃ:- পবিত্রতার বরদানকে নিজ সংস্কার বানিয়ে পবিত্র জীবন বানানো পরিশ্রম মুক্ত ভব কোনও কোনও বাচ্চার পবিত্র থাকতে পরিশ্রম লাগে, এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে বরদাতা বাবার থেকে জন্মের পর বরদান নেয়নি। বরদানে পরিশ্রম লাগে না। প্রত্যেক ব্রাহ্মণ আত্মার জন্মানোর প্রথম বরদান হলো “পবিত্র ভব, যোগী ভব”। যেরকম জন্মের সংস্কার খুব পাক্কা হয়, তো পবিত্রতা হলো ব্রাহ্মণ জন্মের আদি সংস্কার, নিজস্ব সংস্কার। এই স্মৃতির দ্বারা পবিত্র জীবন বানাও। পরিশ্রম করা থেকে মুক্ত হও।

স্লোগানঃ:- ট্রাস্টি হলো সে যার মধ্যে সেবার শুদ্ধ ভাবনা থাকে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2

2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"তীর পুরুষার্থের একাগ্রতাকে স্বালা রূপ বানিয়ে অসীম বৈরাগ্যের তরঙ্গ ছড়াও"

আজ বাপদাদা প্রত্যেক বাচ্চার ললাটে তিন রেখা দেখছেন। যার মধ্যে একটা রেখা হলো - পরমাত্ম - পালনের ভাগ্যের রেখা। পরমাত্ম-পালনের এই ভাগ্য সারা কল্পে একবারই এখন প্রাপ্ত হয়, এই সঙ্গমযুগ ব্যতীত এই পরমাত্ম-পালন কখনও প্রাপ্ত হতে পারে না। এই পরমাত্ম-পালন খুব অল্প বাচ্চার প্রাপ্ত হয়। দ্বিতীয় রেখা হলো - পরমাত্ম-পার্ঠের ভাগ্যের রেখা। পরমাত্ম-পার্ঠ এটা কত ভাগ্যের যে স্বয়ং পরম আত্মা শিক্ষক হয়ে পড়াচ্ছেন। তৃতীয় রেখা - পরমাত্ম-প্রাপ্তি সমূহের রেখা। ভাবো, কত প্রাপ্তি! সকলের মনে আছে তো না - সমূহ প্রাপ্তির লিস্ট কত লম্বা! তো প্রত্যেকের ললাটে এই তিন রেখা ঝলমল করছে। নিজেদের এমন ভাগ্যবান আত্মা মনে করো তোমরা? লালন-পালন, পার্ঠের পড়া আর সমূহ প্রাপ্তি। সেইসঙ্গে বাপদাদা বাচ্চাদের নিশ্চয়ের আধারে অধ্যাত্ম নেশাও দেখছিলেন। প্রত্যেক পরমাত্ম-বাচ্চা কত আধ্যাত্মিক নেশার বাচ্চা! সারা বিশ্বে আর সারা কল্পে তোমরা হাইয়েস্টও, মহানও এবং হোলিয়েস্টও। তোমাদের মতো পবিত্র আত্মা তন দ্বারাও, মন দ্বারাও দেবরূপে সর্বগুণ সম্পন্ন, সম্পূর্ণ নির্বিকার আর কেউ হয় না। তাছাড়া, তোমরা হাইয়েস্টও, হোলিয়েস্টও সেইসঙ্গে রিচেস্টও। বাপদাদা স্থাপনার কালেও বাচ্চাদের স্মৃতি জাগিয়ে দিতেন এবং বলিষ্ঠ চিত্তে সংবাদপত্রেও ছাপিয়েছিলেন যে, "ওম্ মন্ডলী রিচেস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড।" এ হলো স্থাপনার সময় তোমাদের সকলের মহিমা। যতই তাবড় তাবড় মাল্টি-মাল্টি মিলিয়নিয়ার হোক কিন্তু এক দিনে তোমাদের মতো রিচেস্ট হতে পারে না। এত রিচেস্ট হওয়ার সাধন কী? খুব ছোট একটা সাধন। লোকে রিচেস্ট হওয়ার জন্য কত পরিশ্রম করে আর তোমরা কত সহজে উত্তরোত্তর সৌভাগ্যবান (মালামাল) হতে থাকো। সাধন কি তোমরা জানো তো না! শুধু ছোট একটা বিন্দু লাগাতে হবে, ব্যস্। বিন্দু লাগালে আর উপার্জন হলো। আত্মাও বিন্দু, বাবাও বিন্দু আর ড্রামাতে ফুলস্টপ লাগাও, সেও বিন্দু। তো বিন্দু আত্মাকে স্মরণ করার সাথে সাথে উপার্জন বেড়ে গেলো। সাধারণতঃ লৌকিকেও দেখো, বিন্দু দ্বারাই সংখ্যা বেড়ে যায়। একের পিছনে যদি বিন্দু লাগাও তাহলে কি হয়? ১০, দুটো বিন্দু লাগাও, তিন বিন্দু লাগাও, চার বিন্দু লাগাও, বাড়তেই থাকে। তো তোমাদের সাধন কত সহজ! "আমি আত্মা" - এই স্মৃতির বিন্দু লাগানো অর্থাৎ সম্পদের ভান্ডার জমা হওয়া। আবার "বাবা" বিন্দু লাগানোর সাথে সাথে ভান্ডার জমা হয়ে গেল। কর্মে, সম্বন্ধ-সম্পর্কে ড্রামার ফুলস্টপ লাগাও, যা অতীত হয়ে গেছে তাতে ফুলস্টপ লাগালে আর ভান্ডারের বৃদ্ধি হতে থাকলো। তাহলে বলো সারা দিনে কতবার বিন্দু লাগাও? তাছাড়া, বিন্দু লাগানো কত সহজ! কঠিন কি? বিন্দু পিছলে যায় কি?

উপার্জনের সাধন হিসেবে বাপদাদা কেবল এটাই শিখিয়েছেন যে, বিন্দু লাগাতে থাকো, তো সবাই তোমরা জানো কীভাবে বিন্দু লাগাতে হয়? যদি জানো তো এক হাতের তালি বাজাও। পাক্সা তো না! নাকি কখনো পিছলে যায়, কখনো লেগে যায়? সবচাইতে সহজ বিন্দু লাগানো। কেউ এই চর্চাচ্ছে যদি ব্লাইন্ডও হও, সেও যদি কাগজের উপরে পেন্সিল রাখে তো বিন্দু লেগে যায় আর তোমরা তো গ্রিনেট্রী, সেইজন্য এই তিন বিন্দুকে সদা ইউজ করো। কোশ্চেন মার্ক কত বাঁকা হয়, লিখে দেখ, বাঁকা তো না? আর বিন্দু কত সহজ! সেইজন্য বাপদাদা ভিন্ন ভিন্ন রূপে বাচ্চাদেরকে সমান বানানোর বিধি শুনতে থাকেন। বিন্দুই বিধি। আর কোনো বিধি নেই। যদি বিদেহী হও তবুও বিধি হলো - বিন্দু হওয়া। অশরীরী হও, কর্মাতীত হও, সবার বিধি বিন্দু। সেইজন্য বাপদাদা আগেও বলেছেন - অমৃতবেলায় বাপদাদার সাথে মিলন উদযাপন করাকালীন, আত্মিক বার্তালাপ করাকালীন যখন কার্যে আসো তখন প্রথমে তিন বিন্দুর তিলক মস্তকে লাগাও, ওই লাল বিন্দুর তিলক লাগানো শুরু ক'রো না, বরং স্মৃতির তিলক লাগাও। আর চেক করো - কোনও কারণে এই স্মৃতির তিলক যেন মুছে না যায়। অবিনাশী, দুর্মোচ্য তিলক রয়েছে তোমাদের?

বাপদাদা বাচ্চাদের প্রীতি-ভালোবাসাও দেখেন। কত ভালোবাসার সাথে দৌড়াতে দৌড়াতে মিলন উদযাপন করতে এখানে পৌঁছায়, তারপর আবার আজ হলেও মিলনের জন্য কত পরিশ্রম ক'রে, কত ভালোবাসায় নিদ্রা, তৃষ্ণা ভুলে প্রথম নম্বরের সারিতে কাছে বসার পুরুষার্থ করে। বাপদাদা সব দেখেন, তোমরা কী কী করো সেই সমগ্র ড্রামা দেখেন। বাপদাদা বাচ্চাদের ভালোবাসায় নিজেকে সমর্পণ করেন এবং বাচ্চাদের এটাও বলেন, যেভাবে সাকারে মিলিত হওয়ার জন্য দৌড়ে দৌড়ে আসো, সেভাবেই বাবা সমান হওয়ার জন্যও তীর পুরুষার্থ করে, এক্ষেত্রে ভাবো তো না যে, সবচেয়ে সামনের থেকেও সামনে নম্বর যেন পাওয়া যায়! সবাই তো পায় না, এখানে সাকার দুনিয়া, তাই না! তো সাকার দুনিয়ার নিয়ম রাখতেই হয়। সেই সময় বাপদাদা ভাবেন সবাই সামনে এসে বসে যাক কিন্তু এটা হতে পারে কি? হচ্ছেও, কীভাবে? যারা

পিছনে বসে আছে বাপদাদা দেখেন তারা সদা নয়নে সমাহিত হয়ে আছে। তো সবচেয়ে কাছে হলো নয়ন। সুতরাং পিছনে বসে নেই তোমরা বরং বাপদাদার নয়নে বসে আছ। প্রকাশময় রক্ত তোমরা। যারা পিছনে বসে তারা শূন্য? তোমরা দূরে নেই, কাছে আছ। শরীরের হিসেবে পিছনে বসে আছ কিন্তু আত্মা সবচাইতে কাছে রয়েছে। তাছাড়া, পিছনে যারা বসে আছে বাপদাদা তো সবচাইতে বেশি তাদেরকেই দেখেন। দেখা, যারা কাছে আছে তাদের তো এই স্থূল নয়নে দেখার চান্স রয়েছে আর যারা পিছনে বসে তাদেরকে এই নয়নে কাছে দেখার চান্স নেই, সেইজন্য বাপদাদা তাদেরকে তাঁর নয়নে সমাহিত করে নিয়েছেন।

বাপদাদা মৃদু মৃদু হাসতে থাকেন, দুটো বাজার সাথে সাথে লাইন শুরু হয়ে যায়। বাপদাদা বোঝেন যে, বাচ্চারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্লাস্তও হয়ে যায় কিন্তু বাপদাদা সব বাচ্চাকে ভালোবাসার ম্যাসাজ করে দেন। পায়ে ম্যাসাজ হয়ে যায়। বাপদাদার ম্যাসাজ দেখেছো তো না - অনেক আলাদা আর আদরপূর্ণ। তো আজ সবাই এই সিজনের লাস্ট চান্স নেওয়ার জন্য চারদিক থেকে দৌড়ে দৌড়ে এসে পৌঁছে গেছে। এটা ভালো। বাবার সঙ্গে মিলনের উৎসাহ-উদ্দীপনা সদা সামনে এগিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু বাপদাদা তো বাচ্চাদের এক সেকেন্ডও ভোলেন না। বাবা এক আর বাচ্চা অনেক কিন্তু অনেক বাচ্চাকেও এক সেকেন্ডও ভোলেন না কেননা হারানিধি তোমরা। দেখ, দেশ-বিদেশের কোথায় কোথায় কোণ কোণ থেকে বাবাই তোমাদের খুঁজেছেন। তোমরা বাবাকে খুঁজতে পেরেছ? লক্ষ্যহীনভাবে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়িয়েছো

কিন্তু খুঁজে পাওনি আর বাবা বিভিন্ন দেশ, গ্রাম, গঞ্জ, শহর শহরতলী যেখানে যেখানেই বাবার বাচ্চা রয়েছে, সেখান থেকে খুঁজে নিয়েছেন। নিজের বানিয়ে নিয়েছেন। গীত গেয়ে থাকো তো না - আমি বাবার আর বাবা আমার। না জাতি দেখেছেন, না দেশ দেখেছেন, না রঙ দেখেছেন, সবার মস্তকে একই রহানী রঙ দেখেছেন - জ্যোতির্বিদ্যু। ডবল ফরেনার্স কী ভাবছো তোমরা? বাবা জাতি দেখেছেন? তোমরা কালো বা গৌর, শ্যাম বা সুন্দর কিনা দেখেছেন? কিছু দেখেননি। আমার - এটা দেখেছেন। তাহলে বলো, বাবার স্নেহ-ভালোবাসা নাকি তোমাদের ভালোবাসা? কার আছে? (উভয়ের আছে) উত্তর দিতে বাচ্চারাও

হুঁশিয়ার, বলে বাবা আপনিই বলেন যে, ভালোবাসা ভালোবাসাকে টানে, তো আপনার ভালোবাসা আছে তো আমাদের আছে, তবে তো টানে। বাচ্চারাও হুঁশিয়ার আর বাবাও খুশি হন যে, বাচ্চারা এত মনোবল, উৎসাহ-উদ্দীপনা বজায় রাখে।

বাপদাদার কাছে অনেক বাচ্চার ১৫ দিনের চার্টের রেজাল্ট এসেছে। একটা বিষয় তো বাপদাদা চতুর্দিকের রেজাল্টে দেখেছেন যে, মেজরিটি বাচ্চার অ্যাটেনশন ছিল। তারা নিজেরাও যতটা পার্সেন্টেজ চায় ততটা হয় না, কিন্তু অ্যাটেনশন আছে এবং যে তীব্র পুরুষার্থী বাচ্চারা আছে মনে মনে তারা নিজের প্রতিজ্ঞা পূরো করার লক্ষ্যে অগ্রচালিত হচ্ছে। আর অগ্রচালিত হতে হতে গন্তব্যে পৌঁছেই যাবে। মাইনরিটি এখনও কখনো গড়িমসিতে কখনো আলস্যের বশে অ্যাটেনশনও কম দিচ্ছে। তাদের এক বিশেষ স্লোগান আছে - হয়েই যাবে, করেই যাবো... আমাকে যেতে হবে এটা বলে না, যাবো। হয়েই যাবো, এটা হচ্ছে - হবে ভাব। যেতেই হবে এটা তীব্র পুরুষার্থী। বাপদাদা অনেক প্রতিজ্ঞা শোনে, বারবার খুব ভালো প্রতিজ্ঞা করে। বাচ্চারা এত মনোবলের সাথে প্রতিজ্ঞা করে যে সেই সময় বাপদাদাকেও দিলখুশ মিঠাই খাইয়ে দেয় বাচ্চারা। বাবাও খেয়ে নেন। কিন্তু প্রতিজ্ঞা অর্থাৎ পুরুষার্থে অধিকতম লাভ। যদি লাভ নেই তো প্রতিজ্ঞা শক্তিশালী নয়। সুতরাং, যদিও বা প্রতিজ্ঞা করো অন্ততঃ দিলখুশ মিঠাই খাওয়াও তো না! এইসঙ্গে তীব্র পুরুষার্থের একাগ্রতাকে অগ্নিরূপে নিয়ে এসো। জ্বালামুখী হও। সময় অনুসারে মনের যা কিছুই রয়ে গেছে - সম্বন্ধ-সম্পর্কের হিসাব-নিকাশ সেসব জ্বালা স্বরূপের দ্বারা ভস্ম করো। এটাই তোমাদের একাগ্রতা যাতে বাপদাদাও তোমাদের পাশ করিয়ে দেন কিন্তু এখন একাগ্রতাকে অগ্নিরূপে নিয়ে এসো।

বিশ্বে একদিকে ব্রষ্টাচার, অত্যাচারের অগ্নি হবে, অপরদিকে তোমরা সব বাচ্চার পাওয়ারফুল যোগ অর্থাৎ একাগ্রতার অগ্নি জ্বালারূপে আবশ্যিক। এই জ্বালারূপ এই ব্রষ্টাচার, অত্যাচারের অগ্নিকে সমাপ্ত করবে এবং সকল আত্মাকে সহযোগ দেবে। তোমাদের একাগ্রতা জ্বালারূপ হোক অর্থাৎ পাওয়ারফুল যোগ হোক, তো স্মরণের এই অগ্নি, সেই অগ্নিকে সমাপ্ত করবে এবং অপরদিকে আত্মাদের পরমাত্ম-সমাচারের, শীতল স্বরূপের অনুভূতি করাবে। অসীম বৈরাগ্যের বৃত্তি প্রজ্জ্বলন করাবে। একদিকে ভস্ম করাবে, অন্যদিকে শীতলও করাবে। অসীম বৈরাগ্যের তরঙ্গ ছড়াবে। বাচ্চারা বলে - আমার যোগ তো আছে, বাবা ছাড়া আর কেউ নয়, এটা খুব ভালো। কিন্তু সময় অনুসারে এখন জ্বালারূপ হও। স্মারকে যে শক্তিসমূহের শক্তি রূপ, মহাশক্তি রূপ, সর্বশত্রুধারী দেখানো হয়েছে, এখন সেই মহাশক্তি রূপ প্রত্যক্ষ করো। পান্ডব হও বা

শক্তি হও, সবাই সাগর থেকে নিঃসৃত জ্ঞান নদী তোমরা, সাগর নও, নদী। জ্ঞান গঙ্গা। তো সমূহ জ্ঞান গঙ্গা এখন আত্মাদের নিজের জ্ঞানের শীতলতা দ্বারা পাপের অগ্নি থেকে মুক্ত করো। এটাই হলো বর্তমান সময়ের ব্রাহ্মণের কার্য।

বাচ্চারা সবাই জিজ্ঞাসা করে এই বছরে কী সেবা করা যায়? তো বাপদাদা প্রথম সেবা এটাই বলেন যে, এখন সময় অনুসারে সব বাচ্চা বাণপ্রস্থ অবস্থায় রয়েছে, তো বাণপ্রস্থী নিজের সময়, সাধন সব বাচ্চাকে দিয়ে স্বয়ং বাণপ্রস্থী হয়। সুতরাং তোমরাও সবাই নিজের সময়ের খাজানা, শ্রেষ্ঠ সংকল্পের খাজানা এখন অন্যদের প্রতি নিয়োগ করো। নিজের প্রতি সময়, সঞ্চল কম লাগাও। অন্যদের প্রতি নিয়োগ করায় নিজেও সেই সেবার প্রত্যক্ষফল খাওয়ার নিমিত্ত হয়ে যাবে। মঙ্গ সেবা, বাচা সেবা আর সবচেয়ে বেশি - ব্রাহ্মণ হোক বা যে কেউই সম্বন্ধ-সম্পর্কে আসুক তাদেরকে মাস্টার দাতা হয়ে কিছু না কিছু দিতে থাকো। নিঃস্বার্থ হয়ে খুশি দাও, শান্তি দাও, আনন্দের অনুভূতি করাও, প্রেমের অনুভূতি করাও। দিতে হবে আর দেওয়া মানে স্বতঃই নেওয়া। যে কেউই যে সময়ে, যে রূপে সম্বন্ধ-সম্পর্কে আসুক যেন কিছু নিয়ে যায়। তোমরা মাস্টার দাতার কাছে এসে যেন খালি না যায়। ব্রহ্মা বাবাকে যেমন দেখেছ - চলতে-ফিরতেও যেকোনো বাচ্চা যদি সামনে এসে যায় তো কিছু না কিছু অনুভূতি ব্যতীত খালি যায় না। এটা চেক করো যে-ই এসেছে, তারা পেয়েছে। কিছু না কিছু দিয়েছো, নাকি খালি চলে গেছে? খাজানায় যে পরিপূর্ণ হয় সে না দিয়ে থাকতে পারে না। অটুট, অখন্ড দাতা হও। কেউ চাইবে, না। দাতা কখনো এটা দেখে না যে, 'এ' চাইবে তো দেবো। অটুট মহাদানী, মহাদাতা নিজেই দেয়। তো এই বছরে প্রথম সেবা - মহান দাতা হওয়ার সেবা করো। দাতা দ্বারা যা কিছু প্রাপ্ত করেছে তোমরা সেটাই দিয়ে থাকো। ব্রাহ্মণ কোনো ভিখারী নয়, বরং সহযোগী। তো ব্রাহ্মণদের নিজেদের পরস্পরের মধ্যে দান দিতে হবে না, সহযোগ দিতে হবে। এটা হলো প্রথম নম্বরের সেবা। আর সেইসঙ্গে বাপদাদা বিদেশের বাচ্চাদের খুশ-খবর শুনেছেন, তো বাপদাদা দেখেছেন যে, এই সৃষ্টির আওয়াজ ছড়ানোর নিমিত্ত তিনি যে মাইক নাম দিয়েছেন সেটা বিদেশের বাচ্চারা নিজেদের মধ্যে সেই কার্য করেছে আর প্ল্যান যখন তৈরি হয়েছেই, প্র্যাকটিক্যাল তো হতেই হবে। কিন্তু ভারতেও যে ১৩-টা জোন আছে, প্রতিটা জোন থেকে কমপক্ষে এক এমন বিশেষ নিমিত্ত সেবাধারী যেন হয়, যাকে মাইক বলা বা যা কিছু বলা, আওয়াজ ছড়িয়ে দিতে পারবে এমন বিশেষ কাউকে নিমিত্ত বানাও, বাপদাদা এটা ন্যূনতম বলেছেন কিন্তু বড়-বড়ো দেশে এমন নিমিত্ত যদি হতে পারে তবে শুধু বিভিন্ন জোনের নয়, বরং বড় দেশের থেকেও তাদের এমন তৈরি করে প্রোগ্রাম বানাতে হবে। বাপদাদা বিদেশের বাচ্চাদেরকে হৃদয় থেকে হৃদয়ে অভিনন্দন জানিয়েছেন, এখন শব্দেও জানাচ্ছেন যে প্ল্যান প্র্যাকটিক্যালি করবে তা' প্রথমে বাপদাদার সামনে তোমরা নিয়ে এসেছ। কার্যতঃ, বাপদাদা জানেন যে, ভারতে এটা করা আরও সহজ, কিন্তু এখন কিছু কোয়ালিটি আত্মার সেবা করার সমীপ সহযোগী বানাও। অনেক সহযোগী আছে কিন্তু সংগঠনে তাদেরকে আরও সমীপে নিয়ে এসো।

এর সাথে সাথে বাপদাদার এই সঞ্চল রয়েছে প্রতিটি বড় শহরের যে এরিয়া হয়, তা' অনেক বড় হয়, প্রতিটি সেন্টারকে তাদের নিজের এরিয়া থেকে এইরকম বিশেষ কাউকে তৈরি করা আবশ্যিক, কেননা সময় সমাগত প্রায় আর লাস্ট সময় তোমাদের সবাইকে নিজেদের পরিচয় নিজেদের দিতে হবে না, তারা স্পিকার হোক আর তোমাদের তরফে যেন স্পিচ দেয়, তোমরা সার্চলাইট হবে। সুতরাং তোমাদের প্রত্যেককে নিজের এরিয়া থেকে এমন মাইক তৈরি করতে হবে। প্রতিটা এরিয়াতে কোনো না কোনো বিশেষ বিজনেসম্যান বলা কিংবা প্রধান বলা, ভিন্ন ভিন্ন বর্গে থাকেই। নিজের এরিয়ার নিজের নিজের সেন্টারে বিশেষ আত্মাদের তৈরি করো। তাদেরকে শোনাতে দাও যে এই জ্ঞান কি! এখন লাস্ট সময়ে তোমরা সাক্ষাৎকার-মূর্ত, ফরিস্তা হয়ে দৃষ্টি দাও আর তারা যেন স্পিকার হয়। কীভাবে স্পিকার হতে হয় তা' তো সবাই শিখে গেছে, ছোট ছোট টিচাররাও খুব ভালো স্পিচ করে। তোমরা সবাই স্পিচ দিয়ে থাকো। এখন অন্যদের স্পিকার তৈরি করো। তোমাদের দৃষ্টি আর দুটো কথা এমন আভাস দেয় যেন অনেক সময় ধরে তোমরা তাদের স্পিচ দিয়েছ। এরকম সময় আসতেই হবে।

এখন সময়ও ফাস্ট গতি নিচ্ছে, শুধু সময় বারবার ফাস্ট হয়ে পিছন ফিরে তোমাদের এমনভাবে দেখে যে আমাদের মালিক তীব্রগতিতে আসছে, নাকি সময় ফাস্ট যাচ্ছে? তোমরা মালিক তো না? তাইতো বারবার তোমাদের দেখছে, তোমরা ফাস্ট যাচ্ছে! সেইজন্য এই বছরে কোয়ালিটি সেবাতে বিশেষ অ্যাটেনশন দাও। প্রতিটা সেন্টারের রেজাল্ট আসা চাই - আমাদের সেন্টারে কোন বর্গের আর কত কোয়ালিটি সেবা হচ্ছে! কোয়ালিটি তো আপনা থেকেই ক্রমশঃ বাড়বেই, এখন এরকম প্র্যাকটিক্যাল গ্রুপ তৈরি করো।

এর সাথে সাথে ব্রাহ্মণ আত্মাদের আরও সমীপে আনার জন্য, প্রতি দিকে কিংবা মধুবনের চারদিকে জ্বালাস্বরূপের বায়ুমন্ডল বানানোর জন্য, হতে পারে যাকে তোমরা ভাঙি বলা সেটা করো, অথবা নিজেদের মধ্যে সংগঠনে আত্মিক

বার্তালাপ ক'রে জ্বালা স্বরূপের অনুভব করাও এবং অগ্রচালিত করো। যখন এই সেবাতে নিয়োজিত হবে তখন ছোট ছোট যে বিষয়গুলো আছে না - যাতে সময় লাগে, পরিশ্রম লাগে, ভগ্নাংশসহ হয় সেসব এমন লাগবে, যেন জ্বালামুখী হাইয়েস্ট স্টেজ আর সেই হেতু এই সময় দেওয়া, পরিশ্রম করা, এক পুতুল খেলা অনুভব হবে। আপনা থেকেই সহজভাবে সেফ হয়ে যাবে। বাপদাদা বলেছেন যে, সর্বাপেক্ষা বেশি বাপদাদার কৃপা তখনই হয় যখন তিনি দেখেন যে, মাস্টার সর্বশক্তিমান বাচ্চারা ছোট ছোট বিষয়ের জন্য পরিশ্রম করে। অনুরাগ জ্বালামুখী রূপের তুলনায় কম, তখনই পরিশ্রম লাগে। তো এখন পরিশ্রম থেকে মুক্ত হও, টিমেন্টালে হয়ো না। বরং পরিশ্রম মুক্ত হও। এমন ভেবো না পরিশ্রম করতে হবে না তো আরামে শুয়ে যাবে। বরং অনুরাগ দ্বারা পরিশ্রম শেষ করো। হচ্ছে হবে ভাব দ্বারা নয়। বুঝেছ - কী করতে হবে?

এখন বাপদাদাকে আসতে তো হবেই। জিজ্ঞাসা করে পরে কী হবে? বাপদাদা আসবেন, নাকি আসবেন না? বাপদাদা না তো করেন না, হাঁ জী, হাঁ জী করেন। বাচ্চারা বলে, হজুর, বাবা বলেন জী হাজির। তো বুঝেছ কী করতে হবে, কী করতে হবে না! অনুরাগ দ্বারা পরিশ্রম কাট করো। এখন পরিশ্রম-মুক্ত বর্ষ উদযাপন করো - অনুরাগে, আলস্যে নয়। এটা দৃঢ়তার সাথে স্মরণে রেখো - আলস্য নয়।

ঠিক আছে - সব সঙ্কল্প পুরো হয়েছে? কিছু রয়ে গেছে? জনককে (দাদি জানকিকে) জিজ্ঞাসা করছি - কিছু রয়েছে? দাদি তো মুচকি মুচকি হাসছেন। খেলা পুরো হয়ে গেছে? এই অপারেশনই বা কি? খেলার মধ্যকার খেলা। খেলা ঠিক ছিলো তো না!

(ড্রিল)সেকেন্ডে বিন্দু স্বরূপ হয়ে মন-বুদ্ধিকে একাগ্র করার অভ্যাস বারবার করো। স্টপ বলার সাথে সাথে সেকেন্ডে দেহবোধ থেকে মন-বুদ্ধি যেন একাগ্র হয়ে যায়। এইরকম কন্ট্রোলিং পাওয়ার সারাদিনে ইউজ করে দেখো। এইভাবে অর্ডার ক'রো না যে - কন্ট্রোল আর দু'মিনিট পরে কন্ট্রোল হবে, পাঁচ মিনিট পরে কন্ট্রোল হবে। সেইজন্য মাঝে মাঝে কন্ট্রোলিং পাওয়ারকে ইউজ করে যাচাই করতে থাকো। সেকেন্ডে হয়, মিনিটে হয়, বেশি মিনিটে হয়, এই সব চেক করতে করতে চলো।

এখন সবাইকে তিন মাসের চার্ট আরও পরিপক্ব বানাতে হবে। সার্টিফিকেট নিতে হবে। প্রথমে নিজে নিজেকে সার্টিফিকেট দাও তারপরে বাপদাদা দেবেন। আচ্ছা।

চতুর্দিকের পরমাত্ম-পালনের অধিকারী আত্মাদের,

পরমাত্ম-পাঠের অধিকারী শ্রেষ্ঠ আত্মাদের, পরমাত্ম-প্রাপ্তিসমূহ দ্বারা সম্পন্ন আত্মাদের, সদা বিন্দুর বিধির দ্বারা তীর পুরুষার্থী আত্মাদের, সদা পরিশ্রম থেকে মুক্ত হয়ে অনুরাগে সমাহিত হওয়া বাচ্চাদের, জ্বালা স্বরূপ বিশেষ আত্মাদের বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর নমস্কার।

বরদান:- শুদ্ধ আর শক্তিশালী শক্তির দ্বারা ব্যর্থ ভাইব্রেশনকে সমাপ্ত করে প্রকৃত সেবাধারী ভব বলা হয়ে থাকে সঙ্কল্পও সৃষ্টি রচনা করে দেয়। যখন দুর্বল আর ব্যর্থ সংকল্প করো তখন ব্যর্থ বায়ুমণ্ডলের সৃষ্টি তৈরি হয়ে যায়। প্রকৃত সেবাধারী সেই হয় যে শুদ্ধ শক্তিশালী সংকল্প দ্বারা পুরানো ভাইব্রেশনও সমাপ্ত করে দেয়। সায়েন্সের ওরা যেমন শস্ত্র দ্বারা শস্ত্র বিনষ্ট করে দেয়, একটি বিমানের দ্বারা অন্য বিমান নিচে ফেলে দেয় - সেইরকম তোমাদের শুদ্ধ, শক্তিশালী সংকল্পের ভাইব্রেশন, ব্যর্থ ভাইব্রেশনকে যেন সমাপ্ত করে দেয়, এখন এইরকম সেবা করো।

স্নোগান:- বিদ্বৎ রূপী সোনার মিহি সূতো থেকে মুক্ত হও, মুক্তি বর্ষ উদযাপন করো।

সূচনা:- আজ মাসের তৃতীয় রবিবার অন্তরীক্টিয় যোগ দিবস, সকল ব্রহ্মা বংশ সংগঠিত ভাবে সন্ধ্যা ৬:৩০ থেকে ৭:৩০ পর্যন্ত নিজের বিশেষ পূজা স্বরূপে স্থিত হয়ে নিজেকে ইষ্ট দেব, ইষ্ট দেবী মনে করে নিজের ভক্তদের মনোকামনা পূরণ করুন, দৃষ্টি দ্বারা কৃপা করার দর্শনীয় মূর্ত হয়ে সকলকে দর্শন করিয়ে প্রসন্ন করার সেবা করুন। Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent

1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - সকলের সদগতি দাতা হলেন একমাত্র বাবা, বাবার মতো নিষ্কাম সেবা আর কেউ করতে পারে না"

*প্রশ্নঃ - নিউ ওয়ার্ল্ডের স্থাপনা করতে বাবাকে কোন্ পরিশ্রমটি করতে হয়?

*উত্তরঃ - একদম অজামিল অর্থাৎ ঘোর পাপীদের পুনরায় লক্ষ্মী-নারায়ণ সম পূজনীয় দেবতায় পরিণত করার পরিশ্রম বাবাকেই করতে হয়। বাচ্চারা, বাবা তোমাদের দেবতায় পরিণত করার পরিশ্রম করেন। বাকি সর্ব আত্মারা শান্তিধামে ফিরে যায়। প্রত্যেককে নিজের হিসেব-নিকেশ মিটিয়ে উপযুক্ত হয়ে ঘরে অর্থাৎ পরমধাম ফিরতে হবে।

ওম্ শান্তি । মিষ্টি মিষ্টি আত্মা রূপী বাচ্চারা গীত শুনলো। বাচ্চারা জানে এটা হলো পাপের দুনিয়া। নতুন দুনিয়ায় হয় পুণ্যের দুনিয়া। সেখানে পাপ হয় না। সেটা হল রাম রাজ্য, এটা হল রাবণ রাজ্য। এই রাবণ রাজ্যে সবাই পতিত দুঃখী হয়ে আছে, তবেই তো আহবান করা হয় - হে পতিত-পাবন এসে আমাদেরকে পবিত্র করো। সব ধর্মের মানুষ প্রার্থনা করে - ও গড ফাদার এসে আমাদের লিবারেট (উদ্ধার) করো, গাইড হয়ে পথ দেখাও। অর্থাৎ বাবা যখন আসেন তো যত ধর্ম আছে পুরো সৃষ্টিতে, সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যান। এই সময় সবাই রাবণ রাজ্যে আছে। সব ধর্মের আত্মাদের শান্তিধামে ফিরিয়ে নিয়ে যান। বিনাশ তো সবার হওয়ার আছে। বাবা এখানে এসে বাচ্চাদের সুখধামের উপযুক্ত করে তোলেন। সবার কল্যাণ করেন, তাই একমাত্র তাঁকেই সর্বের সদগতি দাতা, সর্বের কল্যাণ কর্তা বলা হয়। বাবা বলেন এখন তোমাদের ফিরতে হবে। সব ধর্মের আত্মাদের শান্তিধাম, নির্বাণধাম যেতে হবে, যেখানে সব আত্মারাই শান্তিতে থাকে। অসীম জগতের বাবা যিনি হলেন রচয়িতা, তিনি এসে সবাইকে মুক্তি ও জীবনমুক্তি প্রদান করেন। তাই মহিমাও একমাত্র গড ফাদারের করা উচিত। যিনি এসে সর্বের সেবা করেন, তাঁকেই স্মরণ করা উচিত। বাবা নিজেই বোঝান আমি দূর দেশ, পরমধামের নিবাসী। সর্ব প্রথমে যে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল, সে ধর্ম এখন নেই তাই আমাকে ডাকে। আমি এসে সব বাচ্চাদের ফিরিয়ে নিয়ে যাই। এখন হিন্দু কোনও ধর্ম নয়। আসলে হল দেবী-দেবতা ধর্ম। কিন্তু পবিত্র না হওয়ার জন্যে নিজেদের দেবতা নামের বদলে হিন্দু বলে দিয়েছে। হিন্দু ধর্মের স্থাপনকর্তা তো কেউ নেই। গীতা হল সর্ব শাস্ত্রের শিরোমণি। তা হল ভগবানের দ্বারা উদ্ভাবিত। ভগবান একজনকেই বলা হয় - গড ফাদার। শ্রীকৃষ্ণ বা লক্ষ্মী-নারায়ণকে গড ফাদার বা পতিত-পাবন বলা হবে না। তাঁরা তো হলেন রাজা-রানী। তাঁদের এমন কে তৈরি করেন? বাবা করেন। বাবা প্রথমে নতুন দুনিয়া রচনা করেন, তাঁরা সেই দুনিয়ার মালিক হন। কিভাবে হন, সে কথা কোনও মানুষ জানে না। বড় বড় লক্ষপতির মন্দির নির্মাণ করে। তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা উচিত - তাঁরা এই বিশ্বের রাজ্য কিভাবে প্রাপ্ত করেন? মালিক হলেন কিভাবে? কেউ কখনো বলতে পারবে না। কি এমন কর্ম করেছেন যে তার এমন ফল প্রাপ্ত হয়েছে? এখন বাবা বোঝান - তোমরা নিজেদের ধর্মকে ভুলে গেছো। আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম কে না জানার জন্যে সবাই অন্য অন্য ধর্মে কনভার্ট হয়েছে। তারা আবার রিটার্ন হবে নিজের নিজের ধর্মে। যারা আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের আত্মা রয়েছে, তারা আবার নিজের ধর্মে ফিরে আসবে। খ্রীস্টান ধর্মের হলে তো পুনরায় খ্রীস্টান ধর্মেই আসবে। এখন আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্যাপলিং লাগছে। যে মানুষ যে ধর্মের তাকে নিজের ধর্মে আসতে হবে। এ হলো বৃক্ষ, এই বৃক্ষের তিনটি টিউব আছে (ইসলাম ধর্ম, খ্রীষ্টান ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম) যার থেকে বৃদ্ধি হতে থাকে। অন্য কেউ এই নলেজ দিতে পারবে না। এখন বাবা বলছেন তোমরা নিজেদের ধর্মে এসো। কেউ বলে আমি সল্যাস ধর্মে যাই, কেউ বলে আমি রামকৃষ্ণ পরমহংস সল্যাসীর ফলোয়ার। এবারে এরা সবাই হল নিবৃত্তি মার্গের, তোমরা হল প্রবৃত্তি মার্গের (গৃহস্থ আশ্রমের)। গৃহস্থ মার্গের মানুষ নিবৃত্তি মার্গ অর্থাৎ সল্যাস ধর্মের ফলোয়ার কিভাবে হতে পারবে ! তোমরা প্রথমে প্রবৃত্তি মার্গে পবিত্র ছিলে। তারপরে তোমরা রাবণের দ্বারা অপবিত্র হয়েছ। এইসব কথা বাবা বোঝান। তোমরা হলে গৃহস্থ আশ্রমের, ভক্তিও তোমাদের করতে হবে। বাবা এসে ভক্তির ফল স্বরূপে সদগতি প্রদান করেন। বলা হয় - রিলিজন ইজ মাইট (শক্তি) । বাবা রিলিজন স্থাপন করেন। তোমরা সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিক হও। বাবার কাছে তোমরা কত মাইট বা শক্তি প্রাপ্ত করো। একমাত্র সর্ব শক্তিমান বাবা-ই এসে সকলের সদগতি করেন অন্য কেউ সদগতি দিতেও পারেনা, প্রাপ্ত করতেও পারে না। এখানেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত করে। কেউ ফিরে যেতে পারে না। বাবা বলেন আমি হলাম সর্ব ধর্মের সার্ভেন্ট, সবাইকে এসে সদগতি প্রদান করি। সদগতি বলা হয় সত্যযুগকে। মুক্তি হল শান্তিধামে। তাহলে সবচেয়ে বড় কে ? বাবা বলেন - হে আত্মারা তোমরা সবাই হলে ব্রাদার্স, সবারই বাবার কাছে অবিনাশী উত্তরাধিকার অর্থাৎ স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত হয়। এসে সবাইকে নিজের নিজের সেকশনে পার্টিয়ে দেওয়ার উপযুক্ত করি। উপযুক্ত না হলে সাজা ভোগ করতে হয়।

হিসেব নিকেশ মিটিয়ে তারপরে ফিরে যেতে হয়। ওটা হলো শান্তিধাম এবং ওটা হলো সুখধাম।

বাবা বলেন আমি এসে নিউ ওয়ার্ল্ডের স্থাপনা করি, এতেই পরিশ্রম করতে হয়। একদম অজামিল সম পাপীদের এসে এমন দেবী-দেবতায় পরিণত করি। যখন থেকে তোমরা বাম মার্গে গিয়েছ তখন থেকে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমেছ। এই হল ৮৪ জন্মের সিঁড়ি নীচে নামবার। সতোপ্রধান থেকে সতঃ, রজঃ, তমঃ.... এখন এই হল সঙ্গম। বাবা বলেন আমি একবার-ই আসি। আমি ইব্রাহিম বা বুদ্ধের দেহে আসি না। আমি পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগেই আসি। এখন বলা হয় ফলো ফাদার। বাবা বলেন আত্মারা তোমাদের সবাইকে আমাকে ফলো করতে হবে। মামেকম্ স্মরণ করো তাহলে তোমাদের পাপ যোগ অগ্নিতে ভস্ম হবে। একেই বলা হয় যোগ অগ্নি। তোমরা হলে প্রকৃত সত্য ব্রাহ্মণ। তোমরা কাম চিতার থেকে নেমে জ্ঞান চিতায় বস। এই কথা একমাত্র বাবা বোঝান। থাইস্ট, বুদ্ধ ইত্যাদি সবাই এক-কেই স্মরণ করেন। কিন্তু তাঁকে যথার্থ রূপে কেউ জানে না। এখন তোমরা আস্তিক বা ঈশ্বরে বিশ্বাসী হয়েছ। রচয়িতা এবং রচনাকে তোমরা বাবার দ্বারা জেনেছ। ঋষি-মুনি সবাই নেতি-নেতি বলতেন (আমরা জানি না)। স্বর্গ হলো সত্যখন্ড, দুঃখের নাম নেই। এখানে কত দুঃখ আছে। আয়ুও অনেক কম হয়ে গেছে। দেবতাদের আয়ু অনেক বেশি হয়। তারা হলেন পবিত্র যোগী। এখানে রয়েছে অপবিত্র ভোগী। সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে আয়ু কমে যায়। অকালে মৃত্যুও হয়। বাবা তোমাদের এমন তৈরি করেন যে তোমরা ২১ জন্ম কখনও রুগী হবে না। তো এমন বাবার কাছ থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করা উচিত। আত্মাকে কত বুদ্ধিমান হওয়া উচিত। বাবা এমন উত্তরাধিকার প্রদান করেন যে সেখানে কোনও দুঃখ থাকে না। তোমাদের কান্না কাটি বন্ধ হয়ে যায়। সবাই হল পাটধারী। আত্মা এক শরীর ছেড়ে অন্য নেয়। এও হল ড্রামা। বাবা কর্ম, অকর্ম, বিকর্মের গতিও বোঝান। কৃষ্ণের আত্মা ৮৪ জন্ম ভোগ করে এখন শেষে সেই আত্মাই জ্ঞান শুনছে। ব্রহ্মার দিন ও রাত গায়ন আছে। ব্রহ্মার দিন - রাত সেটা হলো ব্রাহ্মণের। এখন তোমাদের দিন আসবে। মহাশিবরাত্রি বলা হয়। এখন ভক্তির রাত পূর্ণ হয়ে জ্ঞানের উদয় হয়। এখন হল সঙ্গম। তোমরা এখন পুনরায় স্বর্গবাসী হচ্ছ। অন্ধকার রাতে ধাক্কা খেয়েছ, চটি ছিঁড়েছো, টাকাও খরচ করেছো। এখন বাবা বলছেন আমি এসেছি তোমাদের শান্তিধাম ও সুখধামে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। তোমরা সুখধামের বাসিন্দা ছিলে। ৮৪ জন্মের পরে দুঃখধামে এসে পড়েছ। তখন আহবান কর -বাবা আসুন, এই পুরানো দুনিয়ায়। এই দুনিয়া তোমাদের নয়। তোমরা এখন যোগবলের দ্বারা নিজের দুনিয়া স্থাপন করছ। তোমাদের এখন ডবল অহিংসক হতে হবে। না কাম কাটারী চালাবে, না লড়াই ঝগড়া করবে। বাবা বলেন আমি প্রতি ৫ হাজার বছর পরে আসি। এই কল্প হল ৫ হাজার বছরের, লক্ষ বছরের নয়। যদি লক্ষ বছরের হত তাহলে তো এখানে অসংখ্য অসংখ্য মানুষের ভিড় থাকত। সব গল্প দেয় তাই বাবা বলেন আমি কল্প-কল্প আসি, আমারও ড্রামাতে পাট আছে। পাট ছাড়া আমি কিছুই করতে পারি না। আমিও ড্রামার বন্ধনে আবদ্ধ। ড্রামার পূর্ণ সময়ে আসি, মন্বন্তরাভব। কিন্তু এর অর্থ কেউ জানে না। বাবা বলেন দেহের সব সম্বন্ধ ত্যাগ করে মামেকম্ স্মরণ করো তো সব পবিত্র হয়ে যাবে। বাচ্চারা বাবাকে স্মরণ করার পরিশ্রম করতে থাকে।

এ হলো ঈশ্বরীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়। এমন বিদ্যালয় আর হতে পারে না। এখানে ঈশ্বর পিতা এসে সম্পূর্ণ বিশ্বকে চেঞ্জ করেন। নরক থেকে স্বর্গে পরিণত করেন, যেখানে তোমরা রাজত্ব করো। এখন বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করো তাহলে তোমরা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে যাবে। এ হলো বাবার ভাগ্যশালী রথ, যার মধ্যে বাবা এসে প্রবেশ করেন। শিব জয়ন্তী কারো জানা নেই। তারা তো বলে দেয় পরমাত্মা হলেন নাম-রূপ বিহীন। আরে, নাম-রূপ হীন কোনো কিছুই হয় না। বলা হয় এই হল আকাশ, তো এই আকাশ নাম তো হল তাইনা। যদিও শূণ্য, কিন্তু নাম তো আছে। সুতরাং বাবারও নাম হল কল্যাণকারী। তারপর ভক্তিমার্গে অনেক নাম রাখা হয়েছে। বাবুরিনাথও বলা হয়। তিনি এসে কাম কাটারী থেকে মুক্ত করে পবিত্র করেন। নিবৃত্তি মার্গের মানুষ অর্থাৎ সন্ন্যাস ধর্মের মানুষ ব্রহ্মকে পরমাত্মা নিশ্চয় করে, তাঁকেই স্মরণ করে। ব্রহ্ম যোগী, তত্ত্ব যোগী বলা হয়। কিন্তু সেটা হল থাকবার জায়গা, যাকে ব্রহ্মান্ড বলা হয়। তারা সেই ব্রহ্মকে ভগবান ভেবে নেয়। ভাবে আমরা সেখানে বিলীন হয়ে যাব। অর্থাৎ আত্মাকে তারা বিনাশী করে দেয়। বাবা বলেন আমিই এসে সর্বের সদগতি করি তাই একমাত্র শিববাবার জয়ন্তী হল হীরে তুল্য বাকি সব জয়ন্তী গুলি হল কড়ি তুল্য। শিববাবা-ই এসে সবার সদগতি করেন। অর্থাৎ তিনি হলেন হীরে সম। তিনিই তোমাদের গোন্ডেন এজে নিয়ে যান। এই জ্ঞান তোমাদের বাবা-ই এসে পড়ান, যার দ্বারা তোমরা দেবী-দেবতায় পরিণত হও। তারপরে এই জ্ঞান প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়। এই লক্ষ্মী-নারায়ণে রচয়িতা ও রচনার নলেজ নেই।

বাচ্চারা গীত শুনলো - তারা বলে এমন স্থানে নিয়ে চলো, যেখানে শান্তি ও স্বস্তি আছে। ওটা হলো শান্তিধাম, তারপরে হলো সুখধাম। সেখানে অকালে মৃত্যু হয় না। সুতরাং বাবা এসেছেন বাচ্চাদেরকে সেই সুখ শান্তির দুনিয়ায় নিয়ে যেতে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

রাগি ক্লাস :-

এখন তোমাদের সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী বংশ তৈরি হচ্ছে। তোমরা যত জানো এবং পবিত্র হও অন্য আর কেউ তত জানতে পারবে না, পবিত্রও হতে পারবে না। যখন তারা শুনবে বাবা এসেছেন তখন স্মরণ করতে শুরু করে দেবে। সেসবও তোমরা ভবিষ্যতে গিয়ে দেখবে - লক্ষ, কোটি মানুষজন বুঝবে। বায়ুমন্ডল এমনই হবে। শেষের লড়াইয়ে সবাই হোপলেস হয়ে যাবে। সবার মনে টাচ হবে। তোমাদেরও আওয়াজ শোনা যাবে। স্বর্গের স্থাপনা হচ্ছে। বাকি সবার মৃত্যু নিশ্চিত হয়ে আছে। কিন্তু সেই সময়ে শ্বাস ফেলার সময় থাকবে না। ভবিষ্যতে সবাই বুঝবে, যারা থাকবে। এমনও নয় - এরা সবাই সেই সময় থাকবে। কেউ মরেও যাবে। থাকবে তারা-ই যারা কল্প-কল্প থেকেছে। সেই সময় একমাত্র বাবার স্মরণে থাকবে। আওয়াজও কম হয়ে যাবে। তখন নিজেদেরকে আত্মা নিশ্চয় করে বাবাকে স্মরণ করতে শুরু করবে। তোমরা সাক্ষী হয়ে দেখবে। ভয়ানক যন্ত্রণা দায়ক ঘটনা ঘটবে। সবাই জানবে যে এখন বিনাশ হবে। দুনিয়া চেঞ্জ হবে। বিবেক বলে বিনাশ তখন হবে যখন বোমা নিক্ষেপ করা হবে। এখন নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে শর্ত মেনে চলো, প্রমিস করো যে আমরা বোমা প্রয়োগ করবো না। কিন্তু এইসব জিনিস তৈরি হয়ে আছে বিনাশের জন্য।

বাচ্চারা তোমাদের খুশীও অনেক অনুভব হবে। তোমরা জানো নতুন দুনিয়া তৈরি হচ্ছে। তোমরা বুঝেছো বাবা-ই নতুন দুনিয়া স্থাপন করবেন। সেখানে দুঃখের নাম থাকবে না। তার নাম-ই হলো প্যারাডাইস অর্থাৎ স্বর্গ। যেমন তোমাদের নিশ্চয় আছে তেমনই ভবিষ্যতে অনেকের হবে। যাদের অনুভব হওয়ার হবে, ভবিষ্যতে তাদের অনুভব হবে। শেষের দিকে স্মরণের যাত্রায়ও অনেকেই থাকবে। এখন তো সময় আছে, পুরুষার্থ পুরো করবে না তো পদ মর্যাদা কম হয়ে যাবে। পুরুষার্থ করলে পদও ভালো পাবে। ঐ সময়ে তোমাদের অবস্থা খুব ভালো থাকবে। সাক্ষাৎকারও হবে। কল্প-কল্প যেমন বিনাশ হয়েছে, তেমনই হবে। যাদের দৃঢ় বিশ্বাস থাকবে, চক্রের জ্ঞান থাকবে তারা খুশীতে থাকবে। আচ্ছা - আত্মা রূপী বাচ্চারা গুড নাইট।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) ডবল অহিংসক হয়ে যোগ বল এর দ্বারা এই নরককে স্বর্গে পরিণত করতে হবে। তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে।

২) একমাত্র বাবাকেই পুরোপুরি ভাবে ফলো করতে হবে। প্রকৃত সত্য ব্রাহ্মণ হয়ে যোগ-অগ্নির দ্বারা বিকর্ম গুলি দন্ধ করতে হবে। সবাইকে কাম চিতা থেকে নামিয়ে জ্ঞান চিতায় বসাতে হবে।

বরদানঃ:- নিঃস্বার্থ আর নির্বিকল্প স্থিতির দ্বারা সেবা করে সফলতার মূর্তি ভব সেবাতে সফলতার আধার হলো তোমাদের নিঃস্বার্থ আর নির্বিকল্প স্থিতি। এই স্থিতিতে থেকে যারা সেবা করে তারা নিজেরাও সন্তুষ্ট আর প্রসন্ন থাকে আর তার দ্বারা অন্যরাও সন্তুষ্ট থাকে। সেবাতে সংগঠন থাকে আর সংগঠনে ভিন্ন ভিন্ন কথা, ভিন্ন ভিন্ন অভিমত হয়ে থাকে। কিন্তু অনেক মতে দ্বিধাগ্রস্ত হবে না। এইরকম চিন্তা করবে না যে কার অভিমত গ্রহণ করবো আর কার মত গ্রহণ করবো না। নিঃস্বার্থ আর নির্বিকল্প ভাবের দ্বারা নির্ণয় নাও তাহলে কারোর ব্যর্থ সংকল্প আসবে না আর তোমরা সফলতার মূর্তি হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ:- এখন সকাশের দ্বারা (অন্যদের বিগড়ে যাওয়া) বুদ্ধিগুলিকে পরিবর্তন করার সেবা প্রারম্ভ করো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent

1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা যে শিক্ষা দেন, তা অভ্যাসে পরিণত করো, তোমরা প্রতিজ্ঞা করে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ক'রো না, আঙুর উলঙ্ঘন ক'রো না"

*প্রশ্নঃ - তোমাদের পড়াশুনার সার কি? তোমাদের কোন্ অভ্যাস অবশ্যই করা উচিত?

*উত্তরঃ - তোমাদের পড়াশোনা হলো বাণপ্রস্থে যাওয়ার। এই পড়াশোনার সার হলো বাণীর উর্ধ্বে যাওয়া। বাবা-ই সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যান। বাচ্চারা, তোমাদের ঘরে ফিরে যাওয়ার আগে সতোপ্রধান হতে হবে। এরজন্য একান্তে গিয়ে দেখি - অভিমানী হওয়ার অভ্যাস করো। এই অশরীরী হওয়ার অভ্যাসই আত্মাকে সতোপ্রধান করবে।

ওম্ শান্তি। নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করলে তোমরা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে যাবে আর এমনভাবেই এই বিশ্বের মালিক হয়ে যাবে। কল্প - কল্প তোমরা এমনভাবেই তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হও তারপর আবার ৮৪ জন্মে তমোপ্রধান হও। বাবা তখন শিক্ষা দেন, নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো। ভক্তিমার্গেও তোমরা স্মরণ করতে, কিন্তু ওই সময় তোমাদের জ্ঞান ছিলো স্থূল বুদ্ধির। এখন তোমাদের জ্ঞান হলো সূক্ষ্ম বুদ্ধির। প্রত্যক্ষভাবে এখন বাবাকে স্মরণ করতে হবে। তোমাদের এও বোঝাতে হবে - আত্মাও তারার মতো আবার বাবাও তারার মতো। কেবলমাত্র তিনি পুনর্জন্ম নেন না, তোমরা পুনর্জন্ম নাও তাই তোমাদের তমোপ্রধান হতে হয়। তারপর আবার সতোপ্রধান হওয়ার জন্য পরিশ্রম করতে হয়। মায়া তোমাদের প্রতি মুহূর্তেই সব ভুলিয়ে দেয়। এখন তোমাদের নির্ভুল হতে হবে। তোমরা ভুল করো না। তোমরা যদি ভুল করতে থাকো তাহলে আরো তমোপ্রধান হয়ে যাবে। তোমাদের নির্দেশ হলো, নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো, ব্যাটারিকে চার্জ করো, তাহলে তোমরা সতোপ্রধান বিশ্বের মালিক হতে পারবে। টিচারতো সবাইকেই পড়ান। ছাত্রদের মধ্যে নম্বর অনুযায়ী পাস করে। নম্বর অনুসারেই কামাই করে। তোমরাও সেই নম্বর অনুসারেই পাস করো তারপর নম্বর অনুসারেই পদ পাও। কোথায় বিশ্বের মালিক আর কোথায় প্রজা, দাস - দাসী। যে ছাত্ররা ভালো, যারা সুপুত্র, আঙুরাকারী, বিশ্বাসী, নির্দেশ যারা পালন করে তারা অবশ্যই টিচারের মতে চলবে। রেজিস্টার যত ভালো হবে, ততই নম্বর বেশী পাওয়া যাবে তাই বাবাও বাচ্চাদের বারবার বোঝাতে থাকেন, গাফিলতি করো না। এমন মনে কোরো না যে, আগের কল্পেও ফেল করেছিলাম। অনেকেরই মনে এই কথা আসে যে, আমরা যদি সেবা না করি তাহলে অবশ্যই ফেল করে যাবো। বাবা তো সাবধান করতেই থাকেন যে, তোমরা সত্যযুগী সতোপ্রধান আবস্থা থেকে কলিযুগী তমোপ্রধান হয়েছ এরপর এই পৃথিবীর হিস্টি - জিওগ্রাফী আবার রিপিট হবে। সতোপ্রধান হওয়ার জন্য বাবা অনেক সহজ রাস্তা বলে দেন - আমাকে স্মরণ করো তাহলে বিকর্ম বিনাশ হবে। তোমরা চড়তে - চড়তে সতোপ্রধান হয়ে যাবে। তোমরা চড়তে থাকবে খুব ধীরে ধীরে তাই ভুলে যেও না। মায়া কিন্তু তোমাদের ভুলিয়ে দেয়। তোমাদের নির্দেশ অমান্যকারী (নাফরমানবরদার) বানিয়ে দেয়। বাবা যা ডায়রেকশন দেন, তা মানে, প্রতিজ্ঞা করে কিন্তু তাতে চলে না। তাই বাবা বলবেন, আঙুর উলঙ্ঘন করে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে। বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করেও তার অভ্যাস করতে হয়। অসীম জগতের বাবা যে শিক্ষা দেন সেই শিক্ষা আর কেউই দেবে না। পরিবর্তন তো অবশ্যই হতে হবে। চিত্র কতো সুন্দর। ব্রাহ্মণবংশী তারপর বিষ্ণুবংশী হবে। এ হলো নতুন ঈশ্বরীয় ভাষা, একেও বুঝতে হয়। এই ঈশ্বরীয় নলেজ কেউই দেয় না। এমন কোনো সংস্থা বের হয়েছে কি যার নাম আধ্যাত্মিক সংস্থা রাখা হয়েছে। আধ্যাত্মিক সংস্থা তোমাদের ছাড়া আর কেউই হতে পারবে না। নকল অনেকই হয়ে যায়। এ হলো নতুন কথা, তোমরা সংখ্যায়ও অল্প, আর কেউই এই কথা বুঝতে পারবে না। সম্পূর্ণ বৃক্ষ এখন দাঁড়িয়ে আছে। বাকি কান্ড নেই কিন্তু কান্ড পরে তৈরী হয়ে যায়। বাকি শাখাপ্রশাখা থাকবে না, ওইসব শেষ হয়ে যাবে। অসীম জগতের বাবা-ই অসীমের কথা বুঝিয়ে বলেন। এখন সম্পূর্ণ দুনিয়ায় রাবণের রাজ্য। এ হলো লক্ষা। ওই লক্ষা তো সমুদ্রের ওপারে। অসীম জগতও সমুদ্রের উপরে। চারিদিকেই তার জল। এ হলো সীমিত জগতের কথা আর বাবা বোঝান অসীম জগতের কথা। এক বাবা-ই সব বোঝান। এ হলো পড়া। যতক্ষণ না মানুষ চাকরি পাবে বা পড়ার রেজাল্ট পাবে ততক্ষণ পড়াশোনাতেই লেগে থাকে। তাতেই বুদ্ধি নিয়োজিত থাকে। ছাত্রদের কাজই হলো পড়াতে মনোযোগ দেওয়া। উঠতে - বসতে, চলতে - ফিরতে তোমাদের স্মরণ করতে হবে। ছাত্রদের বুদ্ধিতে এই পড়া থাকে। তারা পরীক্ষার দিনে খুব পরিশ্রম করে, যাতে বিফল না হয়ে যায়। বিশেষ করে ভোরবেলা বাগানে গিয়ে পড়ার অভ্যাস করে কেননা ঘরে আওয়াজের ভাইব্রেশন খারাপ হয়।

বাবা বুঝিয়েছেন যে, তোমরা দেহী - অভিমাত্রী হওয়ার অভ্যাস করো তাহলে ভুলবে না। একান্ত স্থান তো অনেক আছে। শুরুর দিকে ক্লাস সম্পূর্ণ করে তোমরা পাহাড়ে চলে যেতে। এখন দিনে দিনে তোমাদের জ্ঞান গভীর হয়ে যাচ্ছে। স্টুডেন্টদের এইম অবজেক্ট স্মরণে থাকে। এ হলো বাণপ্রস্থ অবস্থায় যাওয়ার পড়া। এই এক ছাড়া অন্য কেউই পড়াতে পারে না। সাধু - সন্ত ইত্যাদি সব ভক্তিই শেখান। বাণীর উর্ধ্ব যাওয়ার পথ এক বাবাই বলে দেন। এক বাবাই সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যান। এখন তোমাদের হলো অসীম জগতের বাণপ্রস্থ আবস্থা, যাকে কেউই জানে না। বাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমরা সকলেই বাণপ্রস্থী। সম্পূর্ণ দুনিয়ার এখন বাণপ্রস্থ আবস্থা। কেউ পড়ুক বা না পড়ুক, সবাইকে ফিরে যেতে হবে। যে আত্মারা মূলবর্তনে যাবে তারা নিজের নিজের বিভাগে চলে যাবে। আত্মাদের ঝড়ও আশ্চর্যজনক বানানো আছে। এই সম্পূর্ণ ড্রামার চক্র সম্পূর্ণ সঠিক। কোথাও তফাৎ হয় না। লিভার আর সিলিন্ডার ঘড়ি আছে না? কারোর আবার সম্পূর্ণ লাগেও না। ঘড়ি যেন চলে না। তোমাদের সম্পূর্ণ লিভার ঘড়ি হতে হবে তবেই রাজ পরিবারে যেতে পারবে। সিলিন্ডার ঘড়ি প্রজাতে যাবে। লিভার হওয়ার জন্য তোমাদের পুরুষার্থ করতে হবে। কোটির মধ্যে কয়েকজনই রাজপদের অধিকারী বলা হয়। এরাই বিজয় মালায় গ্রথিত হয়। বাচ্চারা বুঝতে পারে যে, বরাবর এতে পরিশ্রম আছে। তারা বলে - বাবা, প্রতি মুহূর্তে ভুলে যাই। বাবা বোঝান যে - তোমরা যতো পালোয়ান হবে, মায়া ততই তোমাদের সঙ্গে জবরদস্ত লড়াই করবে। মল্ল যুদ্ধ তো হয়, তাই না। ওতে খুব সাবধানতা রাখা হয়। পালোয়ানদের পালোয়ানরাই জানে। এখানেও এমন, মহাবীর বাচ্চারাও আছে। তাদের মধ্যেও নম্বরের ক্রম আছে। খুব ভালো ভালো মহারথীদেরও মায়া ঝড়ের মধ্যে এনে ফেলে দেয়। বাবা বুঝিয়েছেন যে - মায়া যতোই হয়রান করুক, তুফান আনুক, তোমরা সাবধান থেকে। কোনো বিষয়েই হেরে যেও না। মনে যতই ঝড় আসুক না কেন, কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কিছুই ক'রো না। তুফান তোমাদের ফেলে দেওয়ার জন্যই আসে। মায়ার লড়াই না হলে পালোয়ান কিভাবে বলবে? মায়ার এই ঝড়ের পরোয়া করা উচিত নয়। তবুও চলতে - ফিরতে কর্মেন্দ্রিয়ের বশে চট করে পড়ে যায়। এই বাবা তো রোজ বুঝিয়ে বলেন - কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কোনো রকম বিকর্ম করো না। ভুল কাজ করা না ছাড়লে পাই পয়সার পদ পাবে। ভিতরে - ভিতরে নিজেরাও বুঝতে পারে যে আমরা পাস করতে পারবো না। যেতে তো সবাইকেই হবে। বাবা বলেন যে - আমাকে যদি তোমরা স্মরণ করো তাহলে সেই স্মরণের বিনাশ হয় না। অল্প স্মরণ করলেও স্বর্গে এসে যাবে। অল্প স্মরণ করলে বা খুব বেশী স্মরণ করলে কি কি পদ পাওয়া যাবে, এও তোমরা বুঝতে পারো। কিছুই লুকানো যায় না। কে কে, কি - কি হবে তা তারা নিজেরাও বুঝতে পারে। আমরা যদি এখনই হার্টফেল হয়ে যাই, তাহলে কি ধরনের পদ পাবো? বাবাকে জিজ্ঞেসও করতে পারো। পরের দিকে তোমরা নিজেরাই বুঝতে পারবে। বিনাশ তো সামনেই উপস্থিত। ঝড়, অতি বৃষ্টি, প্রাকৃতিক বিপর্যয় এসব বলে আসে না। রাবণ তো বসেই আছে। এ হলো অনেক বড় পরীক্ষা। যে পাস করতে পারে, সে উঁচু পদ পায়। রাজা তো অনেক বুদ্ধিমান হওয়া চাই যে প্রজাদের সামলাতে পারবে। আই.সি.এস পরীক্ষায় খুব অল্পই পাস করতে পারে। বাবা তোমাদের পড়িয়ে সত্যপ্রধান স্বর্গের মালিক তৈরী করেন। তোমরা জানো যে, আমরা সত্যপ্রধান থেকে তমোপ্রধান হয়েছি, এখন আবার বাবার স্মরণে আমাদের সত্যপ্রধান হতে হবে। পতিত - পাবন বাবাকে স্মরণ করতে হবে। বাবা বলেন "মনমনাভব।" এ হলো সেই গীতার এপিসোড। ডবল মুকুটধারী হওয়ার জন্যই এই গীতা। বাবাই তো বানাবেন, তাই না। তোমাদের বুদ্ধিতে এই সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে। যারা খুব ভালো বুদ্ধিমান, তাদের কাছে ধারণাও খুব ভালো থাকে। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

রাত্রি ক্লাস - ০৫-০১-৬৯

বাচ্চারা এখানে ক্লাসে বসে আছে, তারা জানে আমাদের টিচার কে। স্টুডেন্টরা সারাক্ষণ মনে রাখে যে, আমাদের টিচার কে কিন্তু এখানে তোমরা ভুলে যাও। টিচারও জানেন যে, বাচ্চারা আমাকে মুহূর্তে - মুহূর্তে ভুলে যায়। এমন আত্মিক বাবা তো কখনোই পাওয়া যায়নি। সঙ্গমযুগেই আমরা পাই। সত্যযুগ আর কলিযুগে তো শরীরের পিতা মেলে। এ কথা তিনি বাচ্চাদের স্মরণ করান যে, তোমাদের মনে দৃঢ় হওয়া উচিত যে, এ হলো সঙ্গম যুগ, যখন আমরা অর্থাৎ বাচ্চারা পুরুষোত্তম তৈরী হই। তাই বাবাকে স্মরণ করলে এই তিনই স্মরণে আসা চাই। টিচারকে স্মরণ করলেও তিন এর স্মরণ আবার গুরুকে স্মরণ করলেও তিনের স্মরণ আসা চাই। এ অবশ্যই স্মরণ করতে হয়। মুখ্য বিষয়ই হলো পবিত্র হওয়ার। পবিত্রকে সত্যপ্রধান বলা হয়। তাঁরা থাকে সত্যযুগে। এখন তাঁরা চক্র সম্পূর্ণ করে এসেছে। এ হলো সঙ্গম যুগ। কল্প - কল্প বাবাও আসেন, আমাদের পড়ান। বাবার কাছেই তো তোমরা থাকো, তাই না। তোমরা এও জানো যে, ইনি হলেন প্রকৃত

সদ্ব্যবহার। ইনিই আমাদের মুক্তি আর জীবনমুক্তির পথ বলে দেন। ডামার নিয়ম অনুযায়ী আমরা পুরুষার্থ করে বাবাকে অনুসরণ করি। এখানে শিক্ষা অর্জন করে আমরা বাবাকে অনুসরণ করি। ইনি যেমন শেখেন তেমনি বাচ্চারা, তোমরাও পুরুষার্থ করো। দেবতা হতে হলে তো শুদ্ধ কর্ম করতে হবে। কোথাও যেন কোনোরকম আবর্জনা না থাকে। বাবাকে স্মরণ করা হলো বিশেষ ব্যাপার। মনে করে যে বাবাকে ভুলে যাই, শিক্ষাকে ভুলে যাই আর স্মরণের যাত্রাকেও ভুলে যাই। বাবাকে ভুলে গেলে এই জ্ঞান ভুলে যায়। আমি স্টুডেন্ট, এ কথাও ভুলে যায়। এই তিনই স্মরণে আসা চাই। বাবাকে স্মরণে আসলে টিচার আর সদ্ব্যবহারও অবশ্যই স্মরণে আসবে। শিববাবাকে স্মরণ করলে সাথে সাথে দৈবীগুণও অবশ্যই চাই। বাবার এই স্মরণে আছে ম্যাজিক। এই ম্যাজিক বাবা যতটা বাচ্চাদের শেখান, ততটা আর কেউই শেখাতে পারে না। তমোপ্রধান থেকে আমরা এই জন্মেই সতোপ্রধান হই। তমোপ্রধান হতে আমাদের সম্পূর্ণ কল্প লাগে। এখন এই এক জন্মেই আমাদের সতোপ্রধান হতে হবে, এতে যে যতো পরিশ্রম করবে। সম্পূর্ণ দুনিয়া তো আর পরিশ্রম করে না। অন্য ধর্মের মানুষ পরিশ্রম করবে না। বাচ্চারা সাফাৎকার করেছে। ধর্মস্থাপকরাও আসেন, তাঁরা অমুক - তমুক ড্রেসে অভিনয় করেন। ওরাও তমোপ্রধান অবস্থায় আসেন। বুদ্ধিও বলে যে আমরা যেমন সতোপ্রধান হই, অন্য সকলেও তেমন হবে। বাবার থেকে তারা পবিত্রতার দান গ্রহণ করবে। সকলেই ডাকতে থাকে, আমাদের এখান থেকে উদ্ধার করে ঘরে নিয়ে চলো। আমাদের গাইড হও। ডামার নিয়ম অনুসারে সকলকেই ঘরে ফিরে যেতে হবে। আমরা অনেক বার ঘরে ফিরে যাই। কেউই তো সম্পূর্ণ পাঁচ হাজার বছর ঘরে থাকে না। কেউ প্রায় পাঁচ হাজার বছরই ঘরে থাকবে। অন্তিম সময়ে আসবে তখন বলবে ৪৯০০ বছর শান্তিধামে ছিলাম। আমরা বলব ৪৯০০ বছর আমরা এই সৃষ্টিধামে আছি। বাচ্চারা তো এই বিষয়ে নিশ্চিত যে তারা ৮৩ - ৮৪ জন্ম নিয়েছে। যারা খুবই বুদ্ধিমান হবে তারা অবশ্যই প্রথমের দিকে আসবে। আচ্ছা। মিষ্টি - মিষ্টি আত্মা রূপী বাচ্চাদের প্রতি স্মরণ আর শুভ রাত্রি।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) সতোপ্রধান হওয়ার জন্য স্মরণের যাত্রায় নিজের ব্যাটারি চার্জ করতে হবে। নির্ভুল হতে হবে। নিজের রেজিস্টার সুন্দর রাখতে হবে। কোনোরকম গাফিলতি করবে না।

২) কোনোরকম ভুল কাজ করবে না, মায়ার তুফানের পরোয়া না করে কর্মেন্দ্রিয় জিৎ হতে হবে। লিভার ঘড়ির মতো নিখুঁত পুরুষার্থ করতে হবে।

বরদান:- সেবার দ্বারা খুশী, শক্তি আর সকলের আশীর্বাদ প্রাপ্তকারী পূণ্যাত্মা ভব সেবার প্রত্যক্ষ ফল - খুশী আর শক্তি প্রাপ্ত হয়। সেবা করে আত্মাদেরকে বাবার উত্তরাধিকারের অধিকারী বানিয়ে দেওয়া - এটাই হলো পূণ্যের কাজ। যে পূণ্য করে সে আশীর্বাদ অবশ্যই পায়। সকল আত্মাদের হৃদয়ে যে খুশীর সংকল্প উৎপন্ন হয়, সেই শুভ সংকল্প আশীর্বাদ হয়ে যায় আর ভবিষ্যতের জন্যও জমা হয়ে যায়। সেইজন্য সদা নিজেকে সেবাদারী মনে করে সেবার অবিনাশী ফল খুশী আর শক্তি সদা নিতে থাকো।

স্লোগান:- মন্সা - বাণীর শক্তির দ্বারা বিঘ্নের পর্দা সরিয়ে দাও তো অন্তরে কল্যাণের দৃশ্য দেখা যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;

2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা সকালে ধনবান হয়ে যাও, সন্ধ্যায় কাঙ্গাল হয়ে পড়ো। কাঙ্গাল থেকে ধনী, পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার জন্য দুটি শব্দ স্মরণে রেখো - 'মন্মানাভব', 'মধ্যাজীভব'"

*প্রশ্নঃ - কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার যুক্তি কি?

*উত্তরঃ - ১) স্মরণের যাত্রা তথা জ্ঞানের চিন্তন (সিমরণ), ২) এক এর সঙ্গেই যেন সর্বসম্বন্ধ থাকে, অন্য কারোর প্রতি যেন বুদ্ধি না চলে যায়, ৩) যিনি সর্বশক্তিমান ব্যাটারী, সেই ব্যাটারীর সঙ্গে যেন যোগ-যুক্ত থাকা হয়। নিজের প্রতি যেন সম্পূর্ণ নজর থাকে, যদি দৈবী-গুণের পাখনা সর্বদা লাগানো থাকে তবেই কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।

ওম শান্তি। বাবা বসে বোঝান - এই কাহিনী হলো ভারতের। কিরকম কাহিনী? সকালে ধনী, সন্ধ্যায় কাঙ্গাল। এর উপরে একটি গল্পও রয়েছে। এক রাজা সকালে ধনবান ছিল। এই কথা যখন তোমরা ধনবান থাকো তখন শোনো না। কাঙ্গাল আর ধনীর কথা তোমরা এই সঙ্গমযুগেই শোনো। এ'কথা হৃদয়ে(মনে) ধারণ করতে হবে। ভক্তি সর্বদাই কাঙ্গাল বানায়, আর জ্ঞান ধনবান বানিয়ে দেয়। দিন আর রাতও হয় অসীম জগতের। কাঙ্গাল আর ধনীও অসীম জগতেরই কথা আর যিনি তৈরী করেন তিনিও অসীম জগতের পিতা। সমস্ত পতিত আত্মাদের পবিত্র বানানোর ব্যাটারী কিন্তু সেই এক-ই। এমন-এমন টোটকা যদি স্মরণে রাখো তাহলেও খুশীতে থাকবে। বাবা বলেন -- বাচ্চারা, তোমরা সকালে ধনবান হয়ে যাও আবার সন্ধ্যায় কাঙ্গাল হয়ে পড়ো। কিভাবে হও - তাও বাবা-ই বলে দেন। 'মন্মানাভব', 'মধ্যাজীভব' - এই-ই হলো দুটি যুক্তি(মত)। এও বাচ্চারা জানে যে -- এ হলো পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ। তোমরা যারাই এখানে বসে রয়েছে, এই গ্যারান্টি রয়েছে যে তোমরা স্বর্গে ধনশালী অবশ্যই হবে, পুরুষার্থের নশ্বরের ক্রমানুসারে। স্কুলেও এমনটাই হয়। ক্লাসে নশ্বরের ক্রমানুসারে ট্রান্সফার হয়ে যায়। পরীক্ষা সম্পূর্ণ হয়ে গেলে আবার নশ্বরের ক্রমানুসারে গিয়ে বসে, ওটা হলো পার্থিব জগতের(হৃদয়ের) কথা, এটা হলো অসীম জগতের কথা। নশ্বরের ক্রমানুসারে রুদ্র মালায় যায়। মালা বা বৃক্ষ (সৃষ্টিকর্ষী)। বীজ তো বৃক্ষের-ই। পরমাত্মা হলেন মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ, বাচ্চারা এটা জানে যে বৃক্ষের বৃদ্ধি কিভাবে হয়, আর তা পুরানো কিভাবে হয়। পূর্বে তোমরা একথা জানতে না, বাবা-ই এসে বুঝিয়েছেন। এখন এ হলো পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ। এখন বাচ্চারা, তোমাদের পুরুষার্থ করতে হবে। দৈবী-গুণের পাখনাও ধারণ করতে হবে। নিজের প্রতিও সম্পূর্ণ নজর দিতে হবে। স্মরণের যাত্রার দ্বারাই তোমরা পবিত্র হবে আর অন্য কোনও উপায় নেই। বাবা, যিনি সর্বশক্তিমান ব্যাটারী, তাঁর সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করতে হবে। তাঁর ব্যাটারী কখনও ডিসচার্জ হয় না। তিনি সতঃ, রজঃ, তমঃ-তে আসেন না কারণ তাঁর তো সর্বদাই কর্মাভীত অবস্থা। বাচ্চারা, তোমরা কর্মবন্ধনে আসো। বন্ধন কত দুট। এই কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার একটিই উপায় রয়েছে - স্মরণের যাত্রা। এছাড়া আর কোনো অন্য উপায় নেই। যেমন, এ হলো জ্ঞান, এও হাড়-কে নরম করে। এমনিতে তো ভক্তিতেও নরম করে দেয়। লোকে বলে, এ তো বেচারী ধার্মিক লোক, এর মধ্যে প্রতারণার ভাবনা ইত্যাদি কিছু নেই। কিন্তু ভক্তদের মধ্যেও প্রতারক হয়। বাবা হলেন অনুভাবী। আত্মা শরীরের দ্বারা কাজ-কর্ম করে, তাই এই জন্মের সবকিছু তার স্মৃতিতে আসে। ৪-৫ বছর বয়স থেকেই নিজের জীবন-কাহিনী স্মরণে থাকার কথা। কেউ তো আবার ১০-২০ বছরের কথাও ভুলে যায়। জন্ম-জন্মান্তরের নাম, রূপ তো স্মরণে থাকতে পারে না। এক জন্মের (কথা) কিছু-কিছু বলতে পারে। ফটো ইত্যাদি রেখে দেয়। দ্বিতীয় জন্মের কথা তো জানতে পারে না। প্রত্যেকটি আত্মা ভিন্ন-ভিন্ন নাম, রূপ, দেশ, কাল অনুযায়ী তার ভূমিকা পালন করে। নাম, রূপ - সবই পরিবর্তিত হতে থাকে। বুদ্ধিতে একথা থাকে যে আত্মা এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করে। তাহলে অবশ্যই ৮৪ জন্মে, ৮৪-টি নাম, ৮৪-জন পিতাও হবে। পরিশেষে সম্বন্ধও আবার তমোপ্রধান হয়ে যায়। এইসময় যত সম্বন্ধ তৈরী হয় তত আর কখনই হয় না। কলিযুগী সম্বন্ধকে বন্ধন-ই মনে করা উচিত। কত কত বাচ্চা হয়, তারপর বিবাহ করে, আবার সন্তানাদির জন্ম দেয়। এইসময় সর্বাপেক্ষা বেশী বন্ধন হলো -- চাচা, মামা, কাকা-র.... যত বেশী সম্বন্ধ ততই বেশী বন্ধন। খবরের কাগজে বেরিয়েছিল পাঁচটি সন্তান একসাথে জন্ম নিয়েছে আর পাঁচজনই সুস্থ রয়েছে। হিসাব করো যে, কত বেশী করে সম্বন্ধ তৈরী হয়ে যায়। এইসময় তোমাদের সম্বন্ধ সবচেয়ে কম। শুধুমাত্র এক পিতার সঙ্গেই সর্ব সম্বন্ধ। দ্বিতীয় আর কারোর সঙ্গে তোমাদের বুদ্ধি-যোগ নেই। সেই একজন ব্যতীত। সত্যযুগে আবার এর থেকে বেশী হবে। এখন তোমাদের জন্ম হলো হীরে-তুল্য। হাইয়েস্ট বাবা এখনই বাচ্চাদের-কে অ্যাডপ্ট করেন। অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত করার জন্য জীবিত অবস্থায় (বাবার) কোলে চলে যাওয়া, সে তো এখনই হয়। তোমরা এমন পিতার কোলে শরণ নিয়েছো, যাঁর থেকে

তোমরা উত্তরাধিকার পাও। তোমাদের ব্রাহ্মণদের থেকে উচ্চ আর কেউ হয় না। সকলের যোগ একজনের সাথে রয়েছে। তোমাদের পরস্পরের মধ্যে কোনও সম্বন্ধ নেই। ভাই-বোনের সম্বন্ধও পতনের দিকে নিয়ে যায়। সম্বন্ধ এক এর সাথেই হওয়া উচিত। এ হলো নতুন বিষয় (কথা)। পবিত্র হয়ে ফিরে যেতে হবে। এমন-এমনভাবে বিচার সাগর মন্তন করলে তোমাদের অনেক ঔজ্জ্বল্য আসবে। সত্যযুগী চাকচিক্য আর কলিযুগী চাকচিক্যের মধ্যে রাত-দিনের পার্থক্য। ভক্তিমার্গের সময়েই হয় রাবণ-রাজ্য। পরিশেষে বিজ্ঞানেরও কত অহংকার হয়ে যায়। তারা যেন সত্যযুগের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামে।

এক কন্যা সমাচার লিখেছে, আমি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছিলাম যে, স্বর্গে রয়েছে না নরকে? তখন ৪-৫ জন বলেছে যে স্বর্গে। বুদ্ধিতেই রাত-দিনের পার্থক্য হয়ে যায়। কেউ-কেউ মনে করে আমরা নরকে রয়েছি, তখন তাদের বোঝাতে হয় যে, স্বর্গবাসী হতে চাও? স্বর্গ কে স্থাপন করে? এ'সব হলো অতি মিষ্টি-মধুর বিষয়। তোমরা নোট করতে থাকো, কিন্তু সেই নোটস খাতাতেই রয়ে যায়। সঠিক সময়ে স্মরণে আসে না। এখন অপবিত্র থেকে পবিত্র বানান পরমপিতা পরমাত্মা। তিনি বলেন, মামেকম্ স্মরণ করো তবেই পাপ ভস্ম হয়ে যাবে। স্মরণের দ্বারা কিছু তো প্রাপ্তি হবে, তাই না। স্মরণের পদ্ধতিও এখনই ইমার্জ হয়েছে। স্মরণের দ্বারাই তোমরা কতো উচ্চ, স্বচ্ছ হয়ে যাও। যে যত পরিশ্রম করবে সে ততই উচ্চপদ লাভ করবে। বাবাকেও জিজ্ঞাসা করতে পারো। দুনিয়ায় তো সম্পর্ক আর সম্পত্তির জন্য শুধু ঝগড়া-ঝামেলা হতেই থাকে। এখানে তো অন্য কোনও সম্বন্ধ নেই। এক বাবা, আর অন্য কেউ-ই নয়। বাবা হলেন অসীম জগতের মালিক। এ তো অতি সহজ কথা। ওইদিকে স্বর্গ আর এইদিকে নরক। নরকবাসী ভালো নাকি স্বর্গবাসী ভালো? যে চতুর হবে সে বলবে স্বর্গবাসী ভালো। কেউ তো আবার বলে দেয় যে নরকবাসী আর স্বর্গবাসী, এই বিষয়ের সাথে আমাদের কোনও সম্পর্ক নেই, কারণ তারা বাবাকে চেনে না। কেউ আবার বাবার কোল থেকে নেমে মায়ার কোলে চলে যায়। ওয়ান্ডার, তাই না! বাবাও ওয়ান্ডারফুল, তাই জ্ঞানও ওয়ান্ডারফুল, সব ওয়ান্ডারফুল। এইসব ওয়ান্ডার্স বোঝার মতো সমঝদারও এমন চাই, যার বুদ্ধি সদা এই বিশ্বায়ের মধ্যেই থাকে। রাবণ তো কোনো ওয়ান্ডার নয়, না তার রচনা ওয়ান্ডার। রাত-দিনের পার্থক্য। শাস্ত্রতে লেখা রয়েছে - কালীন্দহ-তে গেছিল, সর্প দংশন করেছিল, তাই কালো হয়ে গেছে। এখন তোমরা সঠিকভাবে এইসব বিষয়কে বোঝাতে পারো। কৃষ্ণের চিত্রকে নিয়ে যদি (সঠিকভাবে) পড়ে তবে রিফ্রেশ হয়ে যাবে। ৮৪ জন্মের কাহিনী। যেমন কৃষ্ণের তেমনই তোমাদের। স্বর্গে তো তোমরা আসো, তাই না। পুনরায় ত্রেতাতেও আসতে থাকো। বুদ্ধি হতে থাকে। এমন নয়, ত্রেতায় যে রাজা হবে সে ত্রেতাতেই আসবে। শিক্ষিতের সম্মুখে অশিক্ষিতকে নত হতে হয়। ড্রামার এই রহস্য শুধু বাবা-ই জানেন। এখন তোমরা জানো যে, তোমাদের মিত্র-সম্বন্ধী ইত্যাদি সকলেই নরকবাসী। আর আমরা পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগী। এখন পুরুষোত্তম হচ্ছি। বাইরে থাকা আর এখানে ৭ দিন এসে থাকা, এর মধ্যে অনেক পার্থক্য। অনেকে হংসমন্ডলীর সঙ্গ থেকে বেরিয়ে বকেদের দলে এসে ভিড়ে যায়। অনেকেই রয়েছে যারা অন্যদের নষ্ট করে দেয়। অনেক বাচ্চা তো মুরলীর পরোয়াই করে না। বাবা বোঝান - গাফিলতি কোরো না। তোমাদেরকে সুরভিত ফুল হতে হবে। শুধু একটি মাত্র কথাই তোমাদের জন্য যথেষ্ট - "স্মরণের যাত্রা"। এখানে তোমাদের ব্রাহ্মণদের-ই সঙ্গ হয়। কোথায় উচ্চ থেকেও উচ্চ, আর কোথায় নীচ। বাচ্চার লেখে - বাবা, বকেদের দলে আমি একা হংস কি আর করব? বকেরা ঠুকরে দেয়। কত পরিশ্রম করতে হয়। বাবার শ্রীমতে চললে পদও উচ্চ পাওয়া যায়। সদা হংস হয়ে থাকো। বকের সঙ্গে থেকে বক হয়ে যেওনা। গায়নও রয়েছে : আশ্চর্যবৎ শোনে, বলে তারপর পালিয়ে যায়.... জ্ঞান যদি অল্পও থাকে তাহলেও স্বর্গে আসবে। পার্থক্য কিন্তু রাত-দিনের হয়ে যায়। সাজাও অতি কঠিন হবে। বাবা বলেন, আমার মতে না চলে যদি অপবিত্র হও তাহলে সাজাও শতগুণ হয়ে যাবে। আবার পদপ্রাপ্তিও কম হবে। এখানে রাজত্ব স্থাপন করা হচ্ছে। একথা ভুলে যায়। একথাও যদি স্মরণে থাকে তাহলেও উচ্চপদ প্রাপ্তির জন্য পুরুষার্থ অবশ্যই করবে। যদি না করে তাহলে বোঝা যাবে - এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দেয়। বাবার সঙ্গে যোগ নেই। এখানে থেকেও বুদ্ধিযোগ সন্তান-সন্ততিদের দিকে রয়েছে। বাবা বলেন সবকিছু ভুলে যেতে হবে -- একেই বলা হয় বৈরাগ্য। সেখানেও কিন্তু পারসেন্টেজ রয়েছে। চিন্তন(খেয়াল) কোথায় না কোথায় চলে যায়। যদি কারোর প্রেমে পড়ে যায় তাহলে বুদ্ধিও সেখানেই আটকে পড়ে।

বাবা রোজ বোঝান - এই চোখ দিয়ে যা কিছু দেখো, সেই সবই বিনাশ হয়ে যাবে। তোমাদের বুদ্ধিযোগ যেন নতুন দুনিয়ার সঙ্গে যুক্ত থাকে আর অসীম জগতের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত যারা, বুদ্ধির যোগ তাদের সাথেই রাখতে হবে। এই প্রেমিক হলেন ওয়ান্ডারফুল। ভক্তিতেও গাওয়া হয় যে, তুমি যখন আসবে তখন আমরা তোমাকে ছাড়া আর কাউকে স্মরণ করব না। এখন আমি এসেছি, তাই এখন তোমাদের বুদ্ধিযোগকে সবদিক থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। তাই না! এই সবকিছু মাটিতে মিশে যাবে। যেমন এখন তোমাদের বুদ্ধিযোগ মাটির সাথে রয়েছে। যদি (বাবার) আমার সঙ্গে বুদ্ধির যোগ থাকে

তাহলে মালিক হয়ে যাবে। বাবা কত সমঝদার বানায়। মানুষ জানে না যে, ভক্তি কি আর জ্ঞান কি? এখন তোমরা জ্ঞান পেয়েছ তাই তোমরা ভক্তিকেও বুঝতে পেরেছ। এখন তোমাদের ফীলিং হয় যে, ভক্তিতে কত দুঃখ রয়েছে। মানুষ ভক্তি করে আর নিজেকে অত্যন্ত সুখী মনে করে। আবার এও বলে যে, ভগবান এসে ফল দেবে। কাকে আর কিভাবে ফল দেবে -- সেসব কিছুই বুঝতে পারে না। এখন তোমরা জেনেছো যে -- বাবা ভক্তির ফল দিতে এসেছেন। বিশ্বের রাজধানীর ফল, যে পিতার থেকে পাওয়া যায় সেই পিতা যেমন ডায়রেকশন দেন, সেইমতোই চলতে হবে। একেই বলে উচ্চ থেকেও উচ্চ মত (শ্রীমত)। সকলেই তো মত পায়। কেউ আবার (সেইমতো) চলতে পারে, কেউ চলতে পারে না। অসীম জগতের বাদশাহী (রাজত্ব) স্থাপিত হচ্ছে। তোমরা এখন বোঝো যে - আমরা কি ছিলাম, আর এখন আমাদের কি অবস্থা হয়েছে। মায়া একদম শেষ করে দেয়। এ তো যেন মৃত-দের দুনিয়া। ভক্তিমার্গে তোমরা যা কিছু শুনতে, সেই সবকিছুকেই 'সত্য সত্য' বলতে। কিন্তু তোমরা জানো যে, সত্যকথা তো একমাত্র বাবা-ই শোনান। এমন বাবাকে স্মরণ করা উচিত। এখানে যদি কোনো বাইরের ব্যক্তি বসে থাকে তাহলে সে তো কিছুই বুঝতে পারবে না। তারা বলবে, না জানি এসব কি শোনায়। সমগ্র দুনিয়া বলে যে, পরমাত্মা সর্বব্যাপী আর এরা বলে যে, তিনি আমাদের পিতা। কাঁধ নাড়িয়ে না-না বলতে থাকে। আর তোমাদের অন্তর থেকে হ্যাঁ-হ্যাঁ (শব্দ) নির্গত হয়, তাই নতুন কাউকে এখানে অ্যালাউ করা হয় না। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) সুরভিত ফুল হওয়ার জন্য সঙ্গ নির্বাচনে অত্যন্ত সাবধান হতে হবে। হংসমন্ডলীর সঙ্গ করতে হবে, হংস হয়ে থাকতে হবে। মুরলীর বিষয়ে (পড়ায়) কখনও বেপরোয়া হয়ো না, গাফিলতি কোরো না।

২) কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য সঙ্গময়ুগে নিজের সর্বসম্বন্ধ এক বাবার সাথে যুক্ত রাখতে হবে। পরস্পরের মধ্যে যেন কোনো সম্বন্ধ না রাখা হয়। প্রেমের বশে কোনো পার্থিব জগতের সম্বন্ধে যেন বুদ্ধিযোগ আটকে না যায়। এক-কেই স্মরণ করতে হবে।

বরদান:- পরমাত্ম লভ-এ লীন হয়ে বা মিলনে মগ্ন থেকে সত্যিকারের স্নেহী ভব স্নেহের লক্ষণ হিসেবে গাওয়া হয় যে - দুজন থেকেও যেন দুজন না থাকে, যেন মিলেমিশে এক হয়ে যায়, একেই সমাহিত হয়ে যাওয়া বলা হয়। ভক্তরা এই স্নেহের স্থিতিকে সমাহিত হয়ে যাওয়া বা লীন হওয়া বলে দিয়েছে। লভ-এ লীন হওয়া - এই স্থিতি আছে কিন্তু স্থিতির বদলে তারা আত্মার অস্তিত্বকে সদাকালের জন্য সমাপ্ত হওয়া মনে করে নিয়েছে। তোমরা বাচ্চারা যখন বাবার বা আত্মিক প্রেমিকের সাথে মিলনে মগ্ন হয়ে যাবে তখন সমান হয়ে যাবে।

স্লোগান:- অন্তর্মুখী হলো সে যে ব্যর্থ সংকল্পের থেকে মনকে মৌন রাখে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium

Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

“মিষ্টি বাচ্চারা - এই পুরুষোত্তম যুগই হলো গীতার এপিসোড, এই সময়েই তোমাদেরকে পুরুষার্থ করে উত্তম পুরুষ অর্থাৎ দেবতা হতে হবে”

*প্রশ্নঃ - সর্বদা কোন্ বিষয়ের প্রতি মনোযোগ থাকলেই তরী পার হয়ে যাবে?

*উত্তরঃ - সর্বদা যদি এটাই লক্ষ্য থাকে যে আমাকে ঈশ্বরীয় সঙ্গে থাকতে হবে, তাহলেও তরী পার হয়ে যাবে। যদি সঙ্গদোষের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে কোনো সংশয় উৎপন্ন হয়, তাহলে জীবন রূপী তরী বিষয় সাগরে ডুবে যাবে। বাবা যেগুলো বোঝান, সেগুলো নিয়ে বাচ্চাদের মনে কোনো সংশয় আসা উচিত নয়। বাচ্চারা, বাবা তো তোমাদেরকে নিজের সমান পবিত্র এবং নলেজফুল বানাতে এসেছেন। তাই সর্বদা বাবার সাথেই থাকতে হবে।

ওম্ শান্তি । ভগবানুবাচ - বাচ্চারা জানে যে বাবা এখন সেই রাজযোগই শেখাচ্ছেন যা ৫ হাজার বছর আগে বুঝিয়েছিলেন। বাচ্চারা জানলেও দুনিয়ার মানুষ তো জানে না। তাই তাদেরকে জিজ্ঞেস করতে হবে যে গীতার ভগবান কখন এসেছিলেন? ভগবান তো বলেছেন যে আমি তোমাদেরকে রাজযোগ শিখিয়ে রাজাদের রাজা বানাই। কিন্তু গীতার ওই এপিসোড কখন হয়েছিল? এটা জিজ্ঞেস করতে হবে। এই কথাগুলো কেউই জানে না। বাস্তবে তোমরাই এখন সেটা শুনছো। কলিযুগের অন্তিম এবং সত্যযুগের আদির মধ্যবর্তী সময়েই গীতার এপিসোড হওয়া উচিত। আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম স্থাপন করতে হলে তো সঙ্গমযুগেই আসতে হবে। তাই পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ অবশ্যই রয়েছে। যদিও পুরুষোত্তম বছরের কথা বলে, কিন্তু প্রকৃত অর্থ ওরা জানে না। তোমরা মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা জানো যে উত্তম পুরুষ বানানোর জন্য অর্থাৎ মানুষ থেকে উত্তম দেবতা বানানোর জন্য বাবা এসে শিক্ষা দেন। দেবতারাই (লক্ষ্মী-নারায়ণ) হলো মানুষের মধ্যে সর্বোত্তম। এই সঙ্গমযুগেই মানুষ থেকে দেবতা বানানো হয়। দেবতারাই নিশ্চয়ই সত্যযুগেই থাকবেন। বাকিরা সবাই কলিযুগে থাকে। তোমরা বাচ্চারা জানো যে আমরা হলাম সঙ্গমযুগবাসী ব্রাহ্মণ। এটা পাকাপাকি ভাবে স্মরণে রাখতে হবে। কেউ কখনো নিজের বংশকে ভুলে যায় না। কিন্তু এখানে মায়া ভুলিয়ে দেয়। এখন আমরা ব্রাহ্মণ বংশের এবং এরপরে দেবতা বংশের হবো। এটা স্মরণে থাকলেই অনেক খুশি হবে। তোমরা রাজযোগের শিক্ষা অর্জন করছ। তোমরা সবাইকে বোঝাও যে ভগবান এখন পুনরায় গীতার জ্ঞান শোনাচ্ছেন এবং ভারতের প্রাচীন যোগ শেখাচ্ছেন। আমরা মানুষ থেকে দেবতা হচ্ছি। বাবা বলেছেন - কামবিকার হলো সবথেকে বড় শত্রু, এর উপরে বিজয় লাভ করার ফলেই তোমরা জগৎজিৎ হয়ে যাও। পবিত্রতার বিষয় নিয়ে কতই না তর্ক করে। দুনিয়ার মানুষের কাছে তো বিকার একটা সম্পত্তির মতো। লৌকিক পিতার কাছ থেকে এই উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়। পিতার কাছ থেকে সন্তান সবার আগে এই উত্তরাধিকারটাই লাভ করে। বিয়ে শাদী করিয়ে জীবন বরবাদ করে দেয়। অপরদিকে অসীম জগতের বাবা বলছেন- কামবিকার হলো সবথেকে বড় শত্রু। তাই এই কামবিকারের ওপরে বিজয়ী হলেই জগৎজিৎ হওয়া যাবে। বাবা তো নিশ্চয়ই সঙ্গমযুগেই আসবেন। মহাভারতের ভয়ংকর যুদ্ধও হবে। আমরাও এখানেই রয়েছি। এমন নয় যে সবাই হঠাৎ করে কাম বিকারের ওপরে বিজয়ী হয়ে যাবে। সব কিছুতেই সময় লাগে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাচ্চারা বাবাকে পত্রতে লেখে - বাবা, আমি বিষয় বৈতরণী নদীতে ডুবে আছি। সেক্ষেত্রে অবশ্যই বাবা কোনো নির্দেশ দেবেন। বাবার নির্দেশ হলো - কাম বিকারের ওপরে বিজয়ী হলেই তুমি জগৎজিৎ হবে। এমন নয় যে জগৎজিৎ হওয়ার পরে তুমি পুনরায় কামবিকারগ্রস্ত হয়ে যাবে। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ হলো জগৎজিৎ। এদেরকে তো সম্পূর্ণ নির্বিকারী বলা হয়। দেবতাদেরকে সকলেই নির্বিকারী বলে। ওই সময়টাকেই তোমরা রামরাজ্য বলা। ওটা হলো নির্বিকারী দুনিয়া। এটা হলো বিকারী দুনিয়া, অপবিত্র গৃহস্থ আশ্রম। বাবা বুঝিয়েছেন যে তোমরা এক সময় পবিত্র গৃহস্থ আশ্রমে ছিলে। এখন ৮৪ জন্ম নিতে নিতে অপবিত্র হয়ে গেছো। এটা হলো ৮৪ জন্মের কাহিনী। নুতন দুনিয়া তো অবশ্যই নির্বিকারী হবে। স্বয়ং ভগবান অর্থাৎ পবিত্রতার সাগর সেই দুনিয়া স্থাপন করেন। এরপর রাবণ রাজ্যও অবশ্যই আসবে। রাম রাজ্য এবং রাবণ রাজ্যের নামও প্রচলিত রয়েছে। রাবণ রাজ্য মানে অসুরদের রাজত্ব। তোমরা এখন সেই আসুরি রাজত্ব রয়েছে। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ হলো দৈবী রাজত্বের নিদর্শন।

তোমরা বাচ্চারা প্রভাতফেরি ইত্যাদির আয়োজন করো। ভোরবেলাকে প্রভাত বলা হয়। ওই সময়ে মানুষ শুয়ে থাকে। তাই দেরি করে কাজে বেরোয়। কোনো প্রদর্শনী ভালো ফলপ্রসূ হবে যদি কাছাকাছি কোনো সেন্টার থাকে। যেখানে গিয়ে

মানুষ বুঝবে যে কামবিকার হলো সবথেকে বড় শত্রু, এর উপরে বিজয়ী হলেই জগৎজিৎ হওয়া যাবে। ড্রামলাইটের লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্রও অবশ্যই সঙ্গে রাখতে হবে। এটা ভুলে গেলে চলবে না। এটা এবং সিঁড়ির চিত্র। যেভাবে ট্রাকে করে দেবীদের মূর্তি নিয়ে যায়, সেইরকম তোমরাও দুটো-তিনটে ট্রাকে মুখ্য চিত্রগুলো সাজিয়ে বার করলে ভালো দেখতে লাগে। দিনে দিনে ছবির সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। তোমাদের জ্ঞানও বাড়ছে। বাচ্চাদের সংখ্যাও বাড়ছে। এদের মধ্যে গরিব-বড়লোক সকলেই রয়েছে। শিববাবার ভান্ডারীও ভরপুর হচ্ছে। যারা এখন ভান্ডারী ভরপুর করছে, তারা ওখানে অনেক গুন বেশি রিটার্ন পেয়ে যাবে। সেইজন্যই বাবা বলছেন - মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা কোটি কোটি পতি হবে, সেটাও আবার ২১ জন্মের জন্য। স্বয়ং বাবা বলছেন - তোমরা ২১ জন্মের জন্য জগতের মালিক হয়ে যাবে। এখন আমি নিজে ডাইরেক্ট এসেছি। তোমাদের জন্য হাতে করে স্বর্গ নিয়ে এসেছি। যেমন সন্তানের জন্ম হলে, পিতার উত্তরাধিকার তো সন্তানের হাতের মুঠোতেই থাকে। লৌকিক পিতা বলে - এই ঘরবাড়ি সবকিছুই তোমার। সেইরকম অসীম জগতের পিতাও বলছেন - তোমরা যেহেতু আমার সন্তান হয়েছ, তাই স্বর্গের বাদশাহী তোমাদের জন্য। সেটাও আবার ২১ জন্মের জন্য। কারণ তোমার কালজয়ী হয়ে যাও। তাই বাবাকে মহাকাল বলা হয়। মহাকাল সবাইকে মেরে দেয় না। তাঁর উদ্দেশ্যে অনেক মহিমা করা হয়। মানুষ মনে করে, ভগবান যমদূতের দ্বারা ডাক পাঠিয়েছেন। কিন্তু এইরকম কোনো ব্যাপার নেই। এইগুলো সব ভক্তিমার্গের কথা। বাবা বলছেন - আমি হলাম কালেরও কাল। পাহাড়ীর লোকেরা মহাকালকে খুব মানে। মহাকালের মন্দিরও রয়েছে। কোনো একটা ধ্বজা (পতাকা) লাগিয়ে দেয়। এখন বাবা বসে থেকে বাচ্চাদেরকে বোঝাচ্ছেন। তোমরা বুঝতে পারছো যে এই কথাগুলো সঠিক। বাবাকে স্মরণ করলেই জন্ম-জন্মান্তরের বিকর্ম দন্ধ হবে। সুতরাং তাঁর কথা প্রচার করতে হবে। কুন্তে অনেক বড় মেলা হয়। স্নানের অনেক মহিমা করা হয়েছে। তোমরা বাচ্চারা ৫ হাজার বছর পরে এই জ্ঞান অমৃত পান করছ। বাস্তবে তো এটার নাম অমৃত নয়, এ হলো পড়াশুনা। ঐগুলো তো সব ভক্তিমার্গের নাম। অমৃত নাম শুনে ছবিতেও জল দেখানো হয়েছে। বাবা বলছেন, আমি তোমাদেরকে রাজযোগের শিক্ষা দিই। পড়াশুনার দ্বারাই উঁচু পদ পাওয়া যায়। আমি নিজেই শিক্ষা দিই। ভগবানের তো এইরকম কোনো সুসজ্জিত রূপ নেই। বাবা তো এনার মধ্যে এসে শিক্ষা দেন। শিক্ষা দিয়ে আত্মাদেরকে নিজসম বানান। তিনি নিজে তো লক্ষ্মী-নারায়ণ নন। তাই তিনি ঐরকম বানান না। আত্মা শিক্ষা লাভ করে, তিনি আত্মাদেরকে নিজসম নলেজফুল বানান। এমন নয় যে তিনি ভগবান-ভগবতী বানান। দুনিয়ার মানুষ তো কৃষ্ণকে দেখিয়ে দিয়েছে। কিন্তু কৃষ্ণ কিভাবে পড়াবে? সত্যযুগে তো কেউই পতিত হবে না? কৃষ্ণ তো সত্যযুগেই থাকবে। তারপর আর কখনোই তোমরা কৃষ্ণকে দেখতে পাবে না। ড্রামা অনুসারে সকলের পুনর্জন্মের চেহারা একেবারে পৃথক হয়। এটাই ড্রামার নিয়ম। সবকিছুই পূর্ব-নির্মিত। বাবাও বলছেন, প্রত্যেক কল্পে হুবহু এইরকম চেহারাতে তোমরাই এখানে পড়তে আসো। হুবহু রিপিট হয়। আত্মা একটা শরীর ত্যাগ করার পর আগের কল্পে যেমন শরীর নিয়েছিল, পুনরায় সেইরকম শরীর ধারণ করে। ড্রামাতে একটুও পরিবর্তন হয় না। ওটা হলো সীমিত জাগতিক ড্রামা, আর এটা হল অসীম জগতের ব্যাপার। অসীম জগতের বাবা ছাড়া আর কেউ এটা বোঝাতে পারবে না। এই বিষয়ে কোনো সংশয় আসা উচিত নয়। নিশ্চয়বুদ্ধি হওয়ার পরেও কোনো না কোনো ব্যাপারে সংশয় চলে আসে। সঙ্গদোষের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যায়। ঈশ্বরের সঙ্গে চলতে থাকলেই পার হয়ে যাবে। সঙ্গ ছেড়ে দিলেই বিষয় সাগরে ডুবে যাবে। একদিকে রয়েছে ক্ষীরসাগর, আর অন্যদিকে বিষয় সাগর। জ্ঞান অমৃতও বলা হয়। বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর। তাঁর উদ্দেশ্যে মহিমা করা হয়। তাঁর যেসব মহিমা রয়েছে, সেইগুলো লক্ষ্মী-নারায়ণের উদ্দেশ্যে বলা যাবে না। কৃষ্ণ তো জ্ঞানের সাগর নয়। বাবা হলেন পবিত্রতার সাগর। হয়তো দেবী-দেবতারা সত্য এবং ত্রেতাযুগে পবিত্র ছিল, কিন্তু ওরা তো সর্বদা পবিত্র থাকে না। অর্ধেক কল্প পরে পতিত হয়ে যায়। বাবা বলছেন, আমি এসে সকলের সদগতি করি। কেবল আমিই হলাম সকলের সদগতি দাতা। তোমরা সদগতিতে চলে গেলে, এইসব ঘটনা আর হবে না। এখন তোমরা বাচ্চারা সম্মুখে রয়েছ। তোমরাও শিববাবার কাছে পড়াশুনা করে টিচার হয়ে গেছ। তিনিই হলেন মুখ্য প্রিন্সিপাল। তোমরা তো তাঁর কাছেই আসো। তোমরা বলো যে আমরা শিববাবার কাছে এসেছি। কিন্তু তিনি তো নিরাকার। তিনি এই শরীরের মধ্যে আসেন। তাই বলা হয় - বাপদাদার কাছে যাচ্ছি। এই বাবা হল ওঁনার রথ। এই রথের ওপরেই তিনি সওয়ার হন। এনাকে রথ, ঘোড়া, অশ্ব ইত্যাদি বলা হয়। এই বিষয়ে একটা কাহিনী রয়েছে - প্রজাপিতা দক্ষ একটা যজ্ঞ রচনা করেছিল। কেবল একটা গল্প লিখে দিয়েছে। আসলে ঐরকম কিছুই হয়নি।

শিব ভগবানুবাচ - ভারতে যখন চরম ধর্মগ্লানি হয়, তখনই আমি আসি। গীতাপন্থীরা মুখে বলে - যদা যদা হি... কিন্তু অর্থ কিছুই বোঝে না। তোমাদের এই বৃক্ষ এখন খুব ছোট। এর ওপরে অনেক ঝড় আসে। এটা হলো নুতন বৃক্ষ। এটাই হলো ফাউন্ডেশন। এত বিভিন্ন ধর্মের মধ্যেই আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের চারা রোপন করা হচ্ছে। অনেক পরিশ্রম করতে হয়। অন্যদেরকে এত পরিশ্রম করতে হয় না। ওরা তো উপর থেকে আসতে থাকে। যারা সত্য কিংবা ত্রেতাযুগে আসবে, তারাই এখানে বসে পড়াশুনা করবে। যারা পতিত হয়ে গেছে, তাদেরকে পবিত্র দেবী-দেবতা বানানোর জন্য বাবা

স্বয়ং বসে থেকে পড়াচ্ছেন। ইনিও (ব্রহ্মা বাবা) অনেক গীতা পড়তেন। এখন যেমন আত্মাকে স্মরণ করে দৃষ্টি দিলে পাপ নাশ হয়, সেইরকম ভক্তিমার্গেও সামনে জল রেখে গীতাপাঠ করে। ওরা মনে করে, পূর্বপুরুষের উদ্ধার হবে, তাই তাদেরকে স্মরণ করে। ভক্তিমার্গে গীতাকে খুব সম্মান করে। আরে, বাবা কি কোনো ছোটখাটো ভক্ত ছিলেন? রামায়ণ থেকে শুরু করে সবকিছুই পড়তেন। খুব আনন্দ হতো। সেসব এখন পাস্ট হয়ে গেছে

বাবা এখন বলছেন, অতীতের কথা চিন্তনে রেখো না। সবকিছু বুদ্ধি থেকে মুছে দাও। বাবা তো স্থাপনা, বিনাশ এবং রাজধানীর সাক্ষাৎকার করিয়েছেন। তাই এটাই পাকাপাকি ভাবে বুদ্ধিতে বসে গেছে। এটা তো আগে জানা ছিল না যে এইগুলো সব বিনষ্ট হয়ে যাবে। বাবা বুঝিয়েছেন যে এইরকম ঘটনা ঘটবে। আর বেশি দেরি নেই। আমি গিয়ে অমুক রাজা হব। বাবা তখন কি কি চিন্তা-ভাবনা করতেন, সে বিষয়ে কিছু জানতাম না। বাবার প্রবেশ কিভাবে হয়েছে, সেটা তো তোমরা বাচ্চারা জানো। ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শঙ্করের নাম তো বলে, কিন্তু এদের ভিতর কার মধ্যে ভগবান প্রবেশ করে সেটা জানে না। দুনিয়ার মানুষ বিষ্ণুর কথা বলে। কিন্তু তিনি তো দেবতা। তিনি কিভাবে পড়বেন? বাবা স্বয়ং বলছেন - আমি এনার মধ্যেই প্রবেশ করি, তাই বলা হয় ব্রহ্মার দ্বারা স্থাপন। এনার (বিষ্ণু) দ্বারা পালন আর এনার (শঙ্কর) দ্বারা বিনাশ হয়। এই কথাগুলো ভালো ভাবে বুঝতে হবে। ভগবানুবাচ - আমি তোমাদেরকে রাজযোগ শেখাই। কিন্তু ভগবান কখন এসে রাজযোগ শেখান আর রাজত্ব দেন? এটা এখন তোমরা বুঝেছ। ৮৪ জন্মের রহস্যও বোঝানো হয়েছে। পূজ্য এবং পূজারীর বিষয়েও বোঝানো হয়েছে। সমগ্র দুনিয়া যে শান্তির রাজত্ব চায়, সেই শান্তির রাজ্য তো এই লক্ষ্মী-নারায়ণের সময়ে ছিল। যখন লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল, তখন বাকি সবাই শান্তিধামে ছিল। এখন আমরা শ্রীমৎ অনুসারে এই কার্য করছি। আগে অনেকবার করেছি এবং ভবিষ্যতেও করব। এটাও জানা আছে যে কোটির মধ্যে কেউ বুঝবে। যারা দেবী-দেবতা ধর্মের, তাদের বুদ্ধিতেই টাচ হবে। এটা কেবল ভারতের কথা। যারা এই কুলের, তারাই উঠে এসেছে এবং আসতে থাকবে। যেমন তোমরা উঠে এসেছো, সেইরকম অনেক প্রজাও তৈরি হবে। যে ভালো পড়াশুনা করবে, সে ভালো পদ পাবে। আসল হলো জ্ঞান আর যোগ। যোগের জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন। এরপর পাওয়ার হাউসের সাথে যোগযুক্ত হতে হবে। যোগের দ্বারা-ই বিকর্ম বিনষ্ট হবে এবং হেলদি-ওয়েলদি হবে। পাস উইথ অনারও হয়ে যাবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) যেটা অতীত হয়ে গেছে, সেটা নিয়ে চিন্তন করা উচিত নয়। এতদিন যা কিছু পড়েছো, সেইসব ভুলে কেবল বাবার কাছ থেকেই শুনতে হবে এবং নিজের ব্রাহ্মণ কুল সর্বদা স্মৃতিতে রাখতে হবে।

২) সম্পূর্ণ 'নিশ্চয়বুদ্ধি' হয়ে থাকতে হবে। কোনো ব্যাপারেই সংশয় প্রকাশ করা উচিত নয়। ঈশ্বরীয় সঙ্গ এবং পড়াশুনা কখনো ছাড়া যাবে না।

বরদান:- আধ্যাত্মিক দয়িতের আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়ে পরিশ্রম করা থেকে মুক্ত থাকা আধ্যাত্মিক দয়িতা ভব প্রেমিক তাঁর হারিয়ে যাওয়া প্রেমিকাদের দেখে খুশী হচ্ছেন। আধ্যাত্মিক আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়ে নিজের সত্য প্রেমিককে জেনে গেছো, পেয়ে গেছো, যথার্থ ঠিকানাতে পৌঁছে গেছো। যখন এইরকম দয়িতা আত্মারা এই প্রেমের গভীর ভিতরে পৌঁছে যায় তখন অনেক প্রকারের পরিশ্রম থেকে মুক্ত হয়ে যায়। কেননা এখানে জ্ঞান সাগরের স্নেহের তরঙ্গ, শক্তির তরঙ্গ... সদাকালের জন্য রিফ্রেশ করে দেয়। এই মনোরঞ্জনের বিশেষ স্থান, মিলনের স্থান তোমাদের (তাঁর দয়িতাদের) জন্য প্রিয়তম বানিয়েছেন।

স্লোগান:- একান্তবাসী হওয়ার সাথে-সাথে একনামী আর ইকোনামী হও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent

1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - শরীর নির্বাহ করার জন্য কর্মরত থেকে অসীম জগতের উল্লসিত করো, যত ভালো ভাবে অসীম জগতের পাঠ পড়বে, ততই উল্লসিত হবে"

- *প্রশ্নঃ - বাচ্চারা, তোমরা যে অসীম জগতের পাঠ পড়ছো, এর মধ্যে সবথেকে উচ্চ ডিফিকাল্টি সাবজেক্ট কোনটি?
- *উত্তরঃ - এই পাঠ্যতে সব থেকে উঁচু সাবজেক্ট হলো ভাই-ভাই এর দৃষ্টি পরিপক্ব করা। বাবা জ্ঞানের যে তৃতীয় নেত্র দিয়েছেন সেই নেত্রের দ্বারা আত্মাকে ভাই-ভাই এর রূপে দেখো। চোখ যেন সামান্যতমও ধোঁকা না দেয়। কোনো দেহধারীর নাম বা রূপের প্রতি বুদ্ধি যেন না যায়। বুদ্ধিতে যেন একটুও বিকারী, খারাপ সংকল্প না চলে। এটাই হলো পরিশ্রম। এই সাবজেক্টে যারা পাশ করবে তারা বিশ্বের মালিক হয়ে যাবে।

ওম শান্তি । অসীম জগতের বাবা বসে অসীম জগতের বাচ্চাদের বোঝাচ্ছেন। প্রতিটি কথা প্রথমতঃ এই জগতের হয়, আর দ্বিতীয়তঃ অসীম জাগতিকেরও হয়। এতটা সময় তোমরা এই জগতে ছিলে, এখন আছো অসীম জগতে। তোমাদের পড়াশোনা হলো অসীম জগতের। অসীম জগতের বাদশাহীর জন্য পড়াশোনা, এর চেয়ে বড়ো পড়াশোনা আর হয় না। কে পড়ান? অসীম জগতের পিতা- ভগবান। শরীর নির্বাহের জন্য সব কিছু করতে হয়। তবুও নিজের উল্লসিতের জন্যও কিছু করতে হয়। অনেক লোক চাকরী করেও নিজের উল্লসিতের জন্য পড়াশুনা করে থাকে। সেখানে হলো জাগতিক উল্লসিত, এখানে অসীম জগতের পিতার নিকট অসীম জাগতিক উল্লসিত। বাবা বলেন জাগতিক আর অসীম জাগতিক দুইরকমই উল্লসিত করো। বুদ্ধির দ্বারা বোঝো, আমাদের অসীম জগতের প্রকৃত উপার্জন এখন করতে হবে। এখানে তো সব কিছু মাটিতে মিশে যাবে। যতটা তোমরা অসীম জগতের উপার্জনে শক্তিশালী হতে থাকবে ততই জাগতিক উপার্জনের ব্যাপারে ভুলে যেতে থাকবে। সকলে বুঝে যাবে এখন বিনাশ হতে চলেছে। বিনাশ নিকটতম হলে ভগবানকেও খুঁজবে। যদি বিনাশ হবে তো অবশ্যই স্থাপনা করারও কেউ থাকবে। দুনিয়া তো কিছুই জানে না। তোমরা প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরাও নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে পড়াশোনা করছো। হোস্টেলে সেই স্টুডেন্ট থাকে যারা পড়াশুনা করে। কিন্তু এই হোস্টেল তো আলাদা। এই হোস্টেলে তো কেউ এমনিই থাকে, যারা শুরু থেকে ছিল, রয়ে গেছে। এমনিই এসে গেছে। ভ্যারাইটি এসে গেছে। এইরকম নয় যে, যারা এসেছে সকলেই ভালো। ছোট ছোট বাচ্চাদেরও তোমরাই নিয়ে এসেছো। তোমরাই এই বাচ্চাদেরও সামলাতে। তাদের মধ্যে আবার কতজন চলে গেছে। বাগিচাতে ফুলও দেখো, পক্ষীও দেখো, কেমন দুলে দুলে ওঠে, কূজন করে (টিকলু টিকলু) করে। এই মনুষ্য সৃষ্টিও এই রকম সময় তেমনই। আমাদের মধ্যে কোনো সভ্যতা ছিলো না। সভ্যতা যাদের ছিলো তাদেরই মহিমা খ্যাত ছিল। বলা হতো - তুমি নিগুণ (সতঃ, রজঃ, তমঃ এই তিন গুণের উর্ধ্বে তিন) আমার মধ্যে কোনো গুণ নেই.... যত বড় মাপের মানুষই হোক না কেন, ফিল করে যে আমি রচয়িতা বাবা আর রচনার আদি-মধ্য-অন্তকে জানি না। তবে সেটা কি কোনো কাজের। তোমরাও কোনো কাজের ছিলে না। এখন তোমরা মনে করো যে বাবার চমৎকারিষ। বাবা বিশ্বের মালিক করেন। যে রাজ্যপাট আমাদের থেকে কেউ ছিনিয়ে নিতে পারে না। কেউ সামান্যতমও বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে না। আমাদের কি থেকে কি তৈরী করেন। তাইতো এমন বাবার শ্রীমতে অবশ্যই চলা উচিত। যদিও দুনিয়াতে কতো গ্লানি, বিপর্যয় ইত্যাদি হতে থাকে। এটা কোনো নতুন ব্যাপার নয়। পাঁচ হাজার বছর পূর্বেও হয়েছিল। শাস্ত্রেও আছে। বাচ্চাদের বলা হয়েছে, এই যে ভক্তি মার্গের শাস্ত্র আছে, সেটা আবার ভক্তি মার্গে পড়বে। এই সময় তোমরা জ্ঞানের দ্বারা সুখধামে যাও। এর জন্য সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করা দরকার। এখন যত পুরুষার্থ করবে, সেটাই কল্প-কল্প হবে। নিজের মনের ভিতরে যাচাই করে দেখতে হবে যে - আমি কতোটা উচ্চ পদ প্রাপ্ত করতে পারি। এটা তো প্রতিটি স্টুডেন্ট বুঝতে পারে যে আমরা যত ভালো করে পড়বো তত উচ্চ পদ প্রাপ্ত করব। ইনি আমার থেকে হুঁশিয়ার, আমিও হুঁশিয়ার হব। ব্যবসায়ীদের মধ্যেও এইরকম হয় - আমি এর থেকে উপরে উঠবো তাই আরও সুচতুর হবো। সুখের জন্য ক্ষণিকের পরিশ্রম করতে হয়। বাবা বলেন - মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, আমি তোমাদের কতো বড় বাবা। সাকারী পিতাও আছেন তো নিরাকারী পিতাও আছেন। দুই জন যে একত্রিত। দুজনে মিলে বলেন - মিষ্টি বাচ্চারা, এখন তোমরা অসীম জগতের পাঠকে বুঝে গেছো। আর কেউ তো জানেই না। প্রথম কথা তো আমাদের পড়ানোর জন্য কে আছেন? ভগবান কি পড়ান? রাজযোগ। তোমরা হলে রাজঋষি। অন্যন্যরা হলো হঠযোগী। ওরাও হলো ঋষি, কিন্তু জাগতিক। তারা বলে আমরা ঘর-বাড়ি ছেড়েছি। এটা কি কোনো ভালো কাজ করেছে? তোমরা ঘরবাড়ী তখন ছাড়তে যখন বিকারের জন্য উত্তপ্ত করতো। ওদের কি উপদ্রব সহ্য করতে হয়েছে? তোমরা প্রহৃত হয়েছে তাই তোমরা সরে পড়েছো। একেক জনকে জিজ্ঞাসা করো, কুমারীরা, স্ত্রী-রা কতো প্রহৃত হয়েছে, তাই তো চলে

এসেছে। শুরুতে কতো এসেছে। এখানের প্রাপ্তি ছিলো জ্ঞান অমৃত, তাই চিঠি নিয়ে আসে আমি জ্ঞান অমৃত পান করবো বলে ওম্ব রাধের কাছে যাচ্ছি। এই বিকার নিয়ে ঝগড়া, বিবাদ প্রথম থেকে চলে আসছে। বন্ধ তখন হবে যখন আসুরী দুনিয়ার বিনাশ হবে। আবার অর্ধ-কল্পের জন্য বন্ধ হয়ে যাবে।

এখন তোমরা অর্থাৎ বাচ্চারা অসীম জগতের বাবার থেকে প্রালব্ধ নিচ্ছে। অসীম জগতের বাবা সকলকে অসীম জগতের প্রালব্ধ দেন। জাগতিক পিতা জাগতিক প্রালব্ধ দেন। সেটাও শুধুমাত্র বাচ্চাদেরই (পুত্রদের) উত্তরাধিকার প্রাপ্তি হয়। এখানে বাবা বলেন - তোমরা পুত্র সন্তান হও বা কন্যা সন্তান, দুইয়েরই সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার আছে। লৌকিক পিতার কাছে বিভেদ থাকে, শুধুমাত্র পুত্র সন্তানকে উত্তরাধিকারী করে। স্ত্রীকে হাফ পার্টনার বলে। কিন্তু তাকেও সম্পত্তির ভাগ দেয় না। পুত্র সন্তানই সামলে নেয়। পিতার পুত্র সন্তানের উপরে মোহ থাকে। এই পিতা পুত্র বা কন্যা যে কোনো বাচ্চাকেই আত্মা রূপে উত্তরাধিকার প্রদান করেন। এক্ষেত্রে পুত্র বা কন্যার ভেদ জানাই যায় না। তোমরা সুখের কতো উত্তরাধিকার অসীম জগতের পিতার থেকে নাও। তবুও পড়াশুনা সম্পূর্ণ করে না। পড়াশোনা ছেড়ে দেয়। কন্যারা লেখে- বাবা অমুকে ব্লাড দিয়ে লিখে দিয়েছে। এখন আর আসে না। ব্লাড দিয়েও লেখে - বাবা, তুমি ভালোবাসো বা আঘাত করো, আমি কখনো তোমাকে ছাড়বো না। তথাপি তারা প্রতিপালিত হয়ে আবার চলেও যায়। বাবা বুঝিয়েছেন- এই সব হলো ড্রামা। কেউ আশ্চর্যবৎ ভাগিন্টি হয়ে যায়। এখানে বসলে নিশ্চয় থাকে, এইরকম অসীম জগতের বাবাকে আমরা ছাড়বো কি ভাবে। এটা তো পড়াশুনাও। গ্যারান্টিও দেন আমি সাথে নিয়ে যাবো। সত্যযুগ ইত্যাদিতে এত সমস্ত মানুষ ছিলো না। এখন সমস্তে সব মানুষেরা আছে, সত্যযুগে খুব কম থাকবে। এত সব ধর্মের লোক কেউই থাকবে না। এসবের সমস্ত প্রস্তুতি চলছে। এই শরীর ছেড়ে শান্তিধামে চলে যাবে। হিসাবপত্র মিটিয়ে দিয়ে, যেখান থেকে এসেছিল পার্ট প্লে করার জন্য, সেখানে চলে যাবে। ওটা তো হলো ঘন্টা দুয়েকের নাটক, এ হলো অসীম জগতের নাটক। তোমরা জানো যে আমরা ঐ ঘরের বাসিন্দা এবং সেই এক বাবার সন্তান। থাকার জায়গা হলো নির্বাণধাম, যা বাণীর ওপারে। সেখানে শব্দ হয় না। মানুষ মনে করে ব্রহ্মতে লীন হয়ে যায়। বাবা বলেন আত্মা হলো অবিনাশী, এর কোনো বিনাশ হতে পারে না। কতো জীব আত্মারা আছে। অবিনাশী আত্মা জীব (শরীর) দ্বারা পার্ট প্লে করে। সব আত্মারা ড্রামার অ্যাক্টার্স। থাকার জায়গা হলো ব্রহ্মান্ড - সেটা হলো গৃহ। আত্মা ডিম্বাকৃতি দেখায়। ওখানে ঐ ব্রহ্মান্ডে অনেক থাকার জায়গা আছে। প্রতিটি কথাকে ভালো ভাবে বুঝতে হবে। না বুঝলে আরো এগিয়ে গেলে নিজেই বুঝে যাবে, যদি শুনতে থাকো তবেই। ছেড়ে দিলে আবার কিছুই বুঝতে পারবে না। বাচ্চারা, তোমরা জানো এই পুরানো দুনিয়া শেষ হয়ে নতুন দুনিয়ার স্থাপনা হয়। বাবা বলেন কাল তোমরা বিশ্বের মালিক ছিলে, এখন আবার তোমরা বিশ্বের মালিক হতে এসেছো। গান আছে না যে, বাবা আমাদের ঐরকম মালিক করেন যেটা কেউ আমাদের থেকে ছিনিয়ে নিতে পারে না। আকাশ, জমি ইত্যাদির উপর আমাদের অধিকার থাকে। এই দুনিয়াতে দেখো কি-কি আছে। সকলেই সাথী হয় নিজ স্বার্থে। ওখানে তো ঐরকম হয় না। যেমন লৌকিক পিতা বাচ্চাকে (পুত্রকে) বলে- এই ধন, সম্পত্তি সব কিছু তোমাকে দিয়ে যাচ্ছি, এসব ভালো ভাবে সামলিও। অসীম জগতের পিতাও বলেন তোমাদের ধন সম্পদ সব কিছু দিয়ে দিচ্ছি। তোমরা আমাকে ডেকেছো, বলেছো পবিত্র দুনিয়াতে নিয়ে চলো তো অবশ্যই পবিত্র করে তুলে বিশ্বের মালিক করবো। বাবা কতো যুক্তি দ্বারা বোঝান। এর নামই হলো সহজ জ্ঞান আর যোগ। সেকেন্ডের ব্যাপার। সেকেন্ডে মুক্তি, জীবন-মুক্তি। তোমাদের এখন কতো দূরদর্শী হয়ে গেছে। এই চিন্তনই চলতে থাকে যে আমরা অসীম জগতের পিতার দ্বারা পড়াশোনা করছি। আমরা নিজেদের জন্য রাজ্য স্থাপন করছি, তো সেখানে আমরা কেন উচ্চ পদ প্রাপ্ত করবো না! কম কেন পাবো। রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। সেখানেও কতো প্রকার লোক থাকবে। অনেক দাস-দাসী থাকবে। তারাও অনেক সুখে থাকবে। একসাথে মহলে থাকবে। বাচ্চা ইত্যাদি সামলাবে। কতো সুখী হবে। শুধু নামেই দাস-দাসী। যা রাজা-রানী খায়, সেটাই দাস-দাসীও খায়। প্রজারা পায় না, দাস-দাসীদেরও অনেক সম্মান, কিন্তু তার মধ্যেও নম্রর অনুযায়ী। বাচ্চারা, তোমরা সমস্ত বিশ্বের মালিক হচ্ছে। দাস-দাসীরা তো এখানেও রাজাদের কাছে থাকে। প্রিন্সেসের যখন সভা অনুষ্ঠিত হয়, নিজেদের মধ্যে সাক্ষাৎ হয় তখন তারা মুকুট পরিহিতা, ফুলে সজ্জিত থাকে। তার মধ্যেও এক একজনের তো আরও ভীষণ শোভনীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে রানীরা বসে না। তারা পর্দার আড়ালে থাকে। এই সব কথা বাবা বোঝান। ওনাকে তোমরা প্রাণদাতাও বলা, জীবন দান যিনি দেন। অকালে মৃত্যুর হাত থেকে যিনি বাঁচান। ওখানে মরণের চিন্তা হয় না। এখানে কতো চিন্তা থাকে। সামান্যতমও কিছু হলে ডাক্তারকে ডাকে, যেন মরে না যাই। সেখানে ভয়ের ব্যাপার নেই। তোমরা মৃত্যুর উপর বিজয় প্রাপ্ত করো, তাই কতো নেশা থাকা চাই। যিনি পড়ান তাঁকে স্মরণ করলেও সেটাও স্মরণের যাত্রা হলো। পিতা-টিচার-সদ্বুদ্ধকে স্মরণ করলে সেটাও ঠিক আছে, যত শ্রীমতে চলবে, মনসা-বাচা-কর্মণাতে পবিত্র হবে। বুদ্ধিতে বিকারী সংকল্পও যেন না আসে। সেটা তখন হবে যখন ভাই-ভাই মনে করবো। বোন-ভাই মনে করলেও অপবিত্রতা এসে যায়। সর্বাধিক ধোঁকা দেয় এই চোখ, তাই বাবা তৃতীয় নেত্র দিয়েছেন আর তার দ্বারা নিজেকে আত্মা মনে করে ভাই-ভাই

এর রূপে সকলকে দেখো। একে বলা হয় জ্ঞানের তৃতীয় নেত্র। বোন-ভাইও ফেল হয়, তাই দ্বিতীয় যুক্তি বেরিয়ে আসে - নিজেদেরকে ভাই-ভাই মনে করো। খুব পরিশ্রমের। সাবজেক্ট যেমন থাকে। কোনও কোনোটা খুব কঠিন সাবজেক্ট হয়। এ হলো পড়াশুনা, এতেও উচ্চ সাবজেক্ট আছে - তোমরা কারোরই নাম রূপে আটকে পড়তে পারো না। অনেক বড় পরীক্ষা। বিশ্বের মালিক হতে হবে। মুখ্য কথা বাবা বলেন, ভাই-ভাই মনে করো। তাই বাচ্চাদের এতো পুরুষার্থ করা চাই। কিন্তু চলতে চলতে কতো জন ট্রেটর হয়ে পড়ে। এখানেও ঐরকম হয়। ভালো ভালো বাচ্চাদেরও মায়া নিজের করে নেয়। তখন বাবা বলেন আমাকে পৃথকও করে দেয়, ডিভোর্সও দিয়ে দেয়। বাবাকে ছেড়ে দেওয়া বাচ্চা অন্য বাবার হয়ে যায়, আর ডিভোর্স স্ত্রী অন্য স্বামীর হয়। বাবা বলেন আমার দুটোই মেলে। ভালো ভালো কন্যারাও ডিভোর্স দিয়ে গিয়ে রাবণের হয়ে যায়। ওয়ান্ডারফুল খেলা তো। মায়া কি না করে দেয়। বাবা বলেন মায়া খুব কড়া। কথায় আছে হাতিকে বড় কুমীরে খেয়েছে। অনেক গাফিলতি করে বসে। বাবার সাথে বেয়াদপি করলে মায়া কাঁচা খেয়ে নেয়। মায়া এমনই যে কাউকে কাউকে একদম ধরে নেয়। আচ্ছা!

বাচ্চাদের কতো শুনিয়েছি, কতো শোনাবো। মুখ্য ব্যাপার হলো অল্ফ। মুসলমানরাও বলে - সকালে উঠে অল্ফ-কে স্মরণ করো। এই সময় শুয়ে থাকার নয়। এই উপায়েই বিকর্ম বিনাশ হয়, আর কোনো উপায় নেই। বাবা তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের সাথে কতো বিশ্বস্ত। কখনো তোমাদের ছাড়বে না। এসেছেনই শুধরে দিয়ে সাথে নিয়ে যেতে। স্মরণের যাত্রার দ্বারাই তোমরা তমোপ্রধান হবে। ওই দিকে জমা হতে থাকবে। বাবা বলেন নিজের হিসাব রাখো - কতোটা স্মরণ করছো, কতোটা সার্ভিস করছো। ব্যবসায়ীরা লোকসান দেখলে সাবধান হয়ে যায়। লোকসান যেন না হয়। তবে কল্প কল্পান্তর লোকসান হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) মন-বাণী-কর্মে পবিত্র হতে হবে, বুদ্ধিতে বিকারী সংকল্পও যেন না আসে, এর জন্য আমরা আত্মারা হলাম ভাই-ভাই এই অভ্যাস করতে হবে। কারোর নাম রূপে আটকে যেও না।

২) বাবা যেমন বিশ্বস্ত, বাচ্চাদের শুধরে দিয়ে সাথে নিয়ে যান, সেই রকম বিশ্বস্ত হতে হবে। কখনো পৃথক হয়ো না বা ডিভোর্স দিও না।

বরদানঃ-

সদা হাঙ্কা হয়ে বাবার নয়নে সমাহিত থাকা সহজযোগী ভব

সঙ্গম যুগে যে খুশীর খনি প্রাপ্ত হয় তা আর অন্য কোনও যুগে প্রাপ্ত হয় না। এই সময় বাবা আর বাচ্চাদের মিলন হয়, উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়, বরদান প্রাপ্ত হয়। উত্তরাধিকার বা বরদান - নিতে পরিশ্রম করতে হয় না। সেইজন্য তোমাদের টাইটেল-ই হলো সহজযোগী। বাপদাদা বাচ্চাদের পরিশ্রম দেখতে পারেন না, বলেন - বাচ্চারা নিজের সব বোঝা বাবাকে দিয়ে নিজেরা হাঙ্কা হয়ে যাও। এত হাঙ্কা হও যে বাবা নিজের নয়নের উপর বসিয়ে সাথে নিয়ে যেতে পারেন। বাবার সাথে স্নেহের লক্ষণ হলো - সদা হাঙ্কা হয়ে বাবার দৃষ্টির মধ্যে সমাহিত হয়ে যাওয়া।

স্নোগানঃ-

নেগেটিভ চিন্তা করার রাস্তা বন্ধ করে দাও তো সফলতা স্বরূপ হয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent

2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা এসেছ বাবার কাছে হেল্খ, ওয়েল্খ, হ্যাপিনেসের অবিনাশী উত্তরাধিকার নিতে, ঈশ্বরীয় মতানুসারে চললেই বাবার অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়"

*প্রশ্নঃ - বাবা সব বাচ্চাদের বিকল্পজিৎ (কলুষিত চিন্তাকে) জয় করবার কোন্ যুক্তি বলে দিয়েছেন?

*উত্তরঃ - বিকল্পজিৎ হওয়ার জন্য নিজেকে আত্মা মনে করে ভাই-ভাইয়ের দৃষ্টিতে দেখো। শরীর দেখলেই বিকল্প চিন্তা আসে, তাই ক্রকুটিতে আত্মা ভাইকে দেখো। পবিত্র হতে হলে এই দৃষ্টি পাকা মজবুত রাখো। নিরন্তর পতিত-পাবন বাবাকে স্মরণ করো। স্মরণের দ্বারা-ই মরচে দূর হবে, খুশীর পারদ উর্ধ্ব থাকবে এবং বিকল্পের উপরে বিজয় প্রাপ্ত করে নেবে।

ওম্ শান্তি। শিব ভগবানুবাচ নিজের শালগ্রামদের উদ্দেশ্যে। শিব ভগবানুবাচ সুতরাং শরীর নিশ্চয়ই থাকবে, তবেই বাচ (বাণী/কথা) হবে। বলার জন্যে অবশ্যই মুখের প্রয়োজন। তো শোনার জন্যেও অবশ্যই কানের দরকার। আত্মার কান, মুখ চাই। এখন বাচ্চারা তোমাদের ঈশ্বরীয় মতামত প্রাপ্ত হচ্ছে, যাকে রামের মত বলা হয়। অন্যরা রয়েছে রাবণের মত অনুসারে। ঈশ্বরীয় মত এবং অসুরী মত। ঈশ্বরীয় মত অর্ধকল্প চলে। বাবা ঈশ্বরীয় মত দিয়ে তোমাদের দেবতায় পরিণত করেন, তারপরে সত্যযুগ-ত্রৈতায় সেই মত চলে। সেখানে জন্মও কম হয় কারণ সবাই যোগী। এবং দ্বাপর-কলিযুগে থাকে রাবণের মত, এখানে জন্মও অনেক হয়, কারণ সবাই ভোগী, তাই আয়ুও কম হয়। অনেক সম্প্রদায় হয়ে যায় এবং অনেক অনেক দুঃখে থাকে। রামের মতানুসারে যারা চলে, তারাও রাবণের মত অনুযায়ী চলা মানুষের সাথে মিলে যায়। তখন সম্পূর্ণ দুনিয়া রাবণ মতের হয়ে যায়। সেইসময় বাবা এসে সবাইকে রামের মত প্রদান করেন। সত্যযুগে হয় রামের মত, ঈশ্বরীয় মত। সেই সময়কে বলা হয় স্বর্গ। ঈশ্বরীয় মত প্রাপ্ত হলে স্বর্গের স্থাপনা হয়ে যায় অর্ধকল্পের জন্য। সেই কল্প পূর্ণ হলে রাবণ রাজ্য হয়, তাকে বলা হয় অসুরী মত। এখন নিজেকে জিজ্ঞাসা করো - আমরা অসুরী মতানুযায়ী চলে কি করতাম? ঈশ্বরীয় মতানুযায়ী কি করছি? পূর্বে নরকবাসী ছিলাম, তারপরে স্বর্গবাসী হই - শিবালয়ে এসে। সত্যযুগ-ত্রৈতাকে শিবালয় বলা হয়। যে নামের দ্বারা স্থাপন হয় সে নাম নিশ্চয়ই রাখা হবে। অতএব ওটা হলো শিবালয়, যেখানে দেবতারা বাস করেন। রচয়িতা পিতা স্বয়ং তোমাদের এই কথা বুঝিয়ে বলছেন। কি রচনা করেন, সেসবও তোমরা বাচ্চারা বুঝেছো। সম্পূর্ণ রচনা এই সময় তাঁকে আহবান করছে - হে পতিত-পাবন বা হে লিবারেটর, রাবণের রাজ্য থেকে বা দুঃখ থেকে মুক্তি প্রদানকারী। এখন তোমরা সুখের সন্ধান পেয়েছো তবেই দুঃখ বুঝতে পারো। তা নাহলে অনেকে এই সময়কে দুঃখের সময় ভাবে না। যেমন বাবা হলেন নলেজফুল, মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ, তোমরাও নলেজফুল হও। বীজের মধ্যে বৃক্ষের নলেজ থাকে, তাইনা। কিন্তু সেটা হলো জড় বস্তু। যদি চৈতন্য (চেতনা যুক্ত) হতো, তবে কথা বলতে পারতো। তোমরা হলে চৈতন্য বৃক্ষের অংশ তাই বৃক্ষকেও জানো। বাবাকে বলা হয় মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ, সৎ, চিৎ, আনন্দ স্বরূপ। এই বৃক্ষের উৎপত্তি ও পালনা কিভাবে হয়, সে কথা কেউ জানে না। এমন নয় নতুন বৃক্ষ উৎপন্ন হয়। এই কথাও বাবা বুঝিয়েছেন। পুরানো বৃক্ষের মানুষ আহ্বান করে যে, এসে রাবণের হাত থেকে লিবারেট করো। কারণ এই সময় হলো রাবণ রাজ্য। মানুষ না রচয়িতা-কে জানে আর না রচনা-কে। বাবা নিজে বলছেন আমি একবার-ই হেভেন তৈরি করি। হেভেনের পরে আবার হেল তৈরি হয়। রাবণের আগমনে তারা বাম মার্গে চলে যায়। সত্যযুগে হেল্খ, ওয়েল্খ, হ্যাপিনেস সবই থাকে। তোমরা এখানে এসেছো বাবার কাছ থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার নিতে - হেল্খ, ওয়েল্খ, হ্যাপিনেসের। কারণ স্বর্গে কখনও দুঃখ হয় না। তোমাদের অন্তরে আছে যে আমরা কল্প-কল্প পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগে পুরুষার্থ করি। নামটাই কত সুন্দর। অন্য কোনও যুগকে পুরুষোত্তম বলা হয় না। অন্য যুগে তো সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামা হয়। বাবাকেও আহ্বান করা হয়, সমর্পণও করা হয়। কিন্তু বাবা কবে আসবেন সে কথা জানা থাকে না। যদিও আহ্বান করা হয় - গড ফাদার লিবারেট করো, আমাদের গাইড হও। লিবারেটর হতে হলে অবশ্যই আসতে হবে। তখন গাইড রূপে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। বাবা বাচ্চাদের বহু দিন পরে দেখে খুব খুশী হন। উনি হলেন দেহের পিতা। ইনি হলেন অসীম জগতের পিতা। বাবা হলেন ক্রিয়েটর। রচনা করে তারপরে বাচ্চাদের লালন পালন করেন। পুনর্জন্ম তো নিতে হয়। কারও ১০-টি, কারও ১২-টি সন্তান হয়, কিন্তু সেইসব হলো দেহের সীমিত সুখ, যা হলো কাক বিষ্ঠা সমান সুখ। তমোপ্রধান হয়ে যায়। তমোপ্রধান স্থিতিতে সুখের মাত্রা খুবই কম থাকে। তোমরা যখন সতোপ্রধান হও তখন অনেক সুখ ভোগ করো। সতোপ্রধান হওয়ার যুক্তি বাবা এসে বলেন। বাবাকে অলমাইটি অথরিটি বলা হয়। মানুষ ভাবে গড হলেন অলমাইটি অথরিটি তিনি যা ইচ্ছে তা করতে পারেন। মরা মানুষকে বাঁচাতে পারেন। একবার কেউ লিখেছিল - আপনি

যদি ভগবান হন, তো মরা মাছি বাঁচিয়ে দেখান। বাচ্চারা এমন অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে।

বাবা তোমাদেরকে শক্তি প্রদান করেন, যার দ্বারা তোমরা রাবণের উপরে বিজয় প্রাপ্ত করো। তোমরা বানর থেকে মন্দির তুল্য হয়ে যাও। তারা যদিও কি সব বানিয়ে দিয়েছে। বাস্তবে তোমরা সবাই হলে সীতা, ভক্তির প্রতিমূর্তি। তোমাদের সবাইকে রাবণের হাত থেকে মুক্ত করা হয়। রাবণের দ্বারা তোমরা কখনও সুখ প্রাপ্ত করতে পারো না। এই সময় সবাই রাবণের জেলে বন্দী আছে। রামের জেল বলা হবে না। রাম আসেন রাবণের জেল থেকে মুক্ত করতে। রাবণের ১০-টি মাথা দেখানো হয়। তাকে ২০-টি ভূজা দেখানো হয়েছে। বাবা বুঝিয়েছেন যে ৫-টি বিকার হল পুরুষের, ৫-টি বিকার স্ত্রীর। তাকেই বলা হয় রাবণের রাজ্য বা ৫ বিকার রূপী মায়ার রাজ্য। এমন বলা হবে না, এদের কাছে অনেক মায়া আছে। মায়ার নেশা লেগে রয়েছে, তা নয়। ধনকে মায়া বলা হবে না। ধনকে সম্পত্তি বলা হয়। বাচ্চারা, তোমরা সম্পত্তি ইত্যাদি অনেক প্রাপ্ত কর। তোমাদের কিছু চাইবার দরকার নেই, কারণ এ হলো পড়াশোনা। পড়াশোনাতে কিছু চাইতে হয় কি ! টিচার যা পড়াবেন স্টুডেন্ট তাই পড়বে। যে যত পড়বে, ততই প্রাপ্তি করবে। চাইবার কথা নেই। এতে পবিত্রতাও চাই। এক একটি শব্দ দেখা কত মূল্যবান। পদ্মাপদম। বাবাকে জানো, স্মরণ করো। বাবা পরিচয় দিয়েছেন - যেমন আত্মা হলো বিন্দু রূপ, তেমনই আমিও হলাম বিন্দু রূপী আত্মা। তিনি হলেন এভার পিওর। শান্তি, জ্ঞান, পবিত্রতার সাগর। এক এরই হলো মহিমা। সবার নিজস্ব পজিশন আছে। নাটকও তৈরি করা হয়েছে - প্রতিটি কণায়-কণায় ভগবান আছেন, যারা নাটকটি দেখেছে তারা জানবে। যারা মহাবীর বাচ্চা, তাদেরকে তো বাবা বলেন তোমাদের যেখানে ইচ্ছে তোমরা যাও, শুধুমাত্র সাক্ষী হয়ে দেখা উচিত।

এখন তোমরা বাচ্চারা রাম রাজ্য স্থাপন করে রাবণ রাজ্য সমাপ্তি করো। এ হলো অসীম জাগতিক কথা। তারা লৌকিক কাহিনী তৈরি করে দিয়েছে। তোমরা হলে শিব শক্তি সেনা। শিব হলেন অলমাইটি, তাইনা। শিবের কাছে শক্তি প্রাপ্ত করা শিবের সেনা হলে তোমরা। তারা যদিও শিব সেনা নাম রেখেছে। এবারে তোমাদের নাম কি রাখা হবে। তোমাদের নাম তো রাখা আছে - প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার-কুমারী। শিবের তো সবাই সন্তান। সম্পূর্ণ দুনিয়ার আত্মারা তাঁরই সন্তান। শিবের কাছে তোমরা শক্তি প্রাপ্ত করো। শিববাবা তোমাদের জ্ঞান শেখান, যার দ্বারা তোমরা এতখানি শক্তি প্রাপ্ত করো যে অর্ধকল্প তোমরা সম্পূর্ণ বিশ্বে রাজত্ব করো। এ হলো তোমাদের যোগ বলের শক্তি। আর তাদের হলো বাহুবলের শক্তি। ভারতের প্রাচীন রাজযোগের সুখ্যাতি আছে। সবাই ভারতের প্রাচীন যোগ শিখতে চায়, যার দ্বারা প্যারাডাইস স্থাপন হয়েছিল। বলাও হয় - খ্রিস্টের এত বছর পূর্বে প্যারাডাইস ছিল। কিভাবে তৈরি হয়েছিল? যোগের দ্বারা। তোমরা হলে প্রবৃত্তি মার্গের সন্ন্যাসী। তারা ঘর সংসার ত্যাগ করে জঙ্গলে যায়। ড্রামা অনুযায়ী প্রত্যেকের পার্ট আছে। এত সূক্ষ্ম বিন্দু রূপী আত্মাতে কত পার্ট ভরা আছে, একেই প্রকৃতি বলা হবে। বাবা তো হলেন এভার শক্তিমান গোল্ডেন এজেড, এখন তোমরা তাঁর কাছেই শক্তি প্রাপ্ত করছো। এও ড্রামা, এও নির্ধারণ রয়েছে। এমন নয় হাজার সূর্যের চেয়েও তেজোময় হলেন ঈশ্বর। সে তো যার যেরকম ভাব অনুভূতি হয় তখন সে সেই ভাবে ঈশ্বরের দর্শন করে। চোখ লাল হয়ে যায়। থামো, আমি আর সহ্য করতে পারছি না। বাবা বলেন সেসব হল ভক্তিমার্গের সংস্কার। এইসব তো হলো নলেজ, এখানে পড়তে হবে। বাবা হলেন টিচারও, তিনি-ই পড়াচ্ছেন। আমাদের বলেন তোমাদের তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতে হবে। বাবা বুঝিয়েছেন হিয়ার নো ইভিল... মানুষের জানা নেই এই কথাটি কে বলেছে, প্রথমে বানরের চিত্র তৈরি করা হত। এখন মানুষের তৈরি হয়। বাবাও নলিনী বস্তীর তৈরি করেছিলেন। মানুষের মনে ভক্তির কত নেশা থাকে। ভক্তির রাজ্য তাইনা। এখন হল জ্ঞানের রাজ্য। অনেক তফাৎ হয়ে যায়। বাচ্চারা জানে যথাযথভাবে জ্ঞানের দ্বারা অনেক সুখের প্রাপ্তি হয়। তারপরে ভক্তি থেকে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামা হয়। আমরা প্রথমে সত্যযুগে যাই তারপরে উঁকুনের মতো ধীর গতিতে নীচে নামা হয়। ১২৫০ বছরে আত্মার দুটি কলা কম হয়। চাঁদের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়। চন্দ্রে গ্রহণ লাগে। চন্দ্রের কলা কম হতে থাকে তারপরে ধীরে ধীরে কলা বৃদ্ধি পায় তখন ১৬ কলা সম্পন্ন হয়। সে হল অল্পকালের কথা। এই হল অসীম জগতের কথা। এই সময় সবার উপরে রাহুর গ্রহণ লেগে আছে। উঁচুর চেয়ে উঁচু হল বৃহস্পতির দশা। নীচু থেকে নীচু হল রাহুর দশা। একবারে দেউলিয়া করে দেয়। বৃহস্পতির দশা লাগলে আমাদের উন্নতি হয়। তারা অসীম জগতের পিতাকে জানে না। এবারে রাহুর দশা তো সবার উপরে সমান রয়েছে। এই কথা তোমরা জানো, অন্য কেউ জানে না। রাহুর দশাই ইন-সলভেন্ট (কাঙ্গাল) করে দেয়। বৃহস্পতির দশা সলভেন্ট করে। ভারত খুব সলভেন্ট ছিল। একটি ভারত ছিল। সত্যযুগে রাম রাজ্য, পবিত্র রাজ্য হয়, যার মহিমা মন্ডন করা হয়। অপবিত্র রাজ্যের মানুষ গায় - আমি নিগুণ, আমার কোনও গুণ নেই। এমন সংস্থাও তৈরি করা হয়েছে যার নাম নিগুণ সংস্থা। আরে, এই সম্পূর্ণ দুনিয়াটাই তো হলো নিগুণ সংস্থা। একজনের কথা তো নয়। বাচ্চাদের সদা মহাত্মা বলা হয়। তোমরা তবু বলো কোনও গুণ নেই। এটা তো সম্পূর্ণ দুনিয়া, যাতে কোনও গুণ না হওয়ার জন্য রাহুর দশা বসেছে। এখন বাবা বলছেন দান করে গ্রহণ মুক্ত হও। এখন

ফিরে যেতে হবে সবাইকে। দেহ সহ দেহের সব ধর্মকে ত্যাগ করো। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। তোমাদের এখন ফিরে যেতে হবে। পবিত্র না হওয়ার জন্যে কেউ ফিরে যেতে পারে না। এখন বাবা পবিত্র হওয়ার যুক্তি বলে দেন। বেহদের বাবাকে স্মরণ করো। অনেকে বলে বাবা আমরা ভুলে যাই। বাবা বলেন - মিষ্টি বাচ্চারা, পতিত-পাবন বাবাকে তোমরা ভুলে যাবে তো পবিত্র হবে কিভাবে? ভেবে চিন্তে দেখো যে কি কথা বলছে? পশু পাখিরাও কখনও এমন বলবে না যে আমরা বাবাকে ভুলে যাই। তোমরা কি বলো! আমি তোমাদের অসীম জগতের পিতা, তোমরা এসেছ অসীম জগতের প্রাপ্ত করতে। নিরাকার বাবা সাকারে আসবেন তবে তো পড়াবেন। এখন বাবা এনার মধ্যে প্রবেশ করেছেন। ইনি হলেন বাপদাদা। দুই আত্মা এই ভ্রুকুটির মাঝখানে উপস্থিত আছেন। তোমরা বলো বাপ-দাদা, তো নিশ্চয়ই দুই আত্মা আছেন। শিববাবা ও ব্রহ্মার আত্মা। তোমরা সবাই হলে প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারী। তোমরা নলেজ পেয়েছো যে আমরা হলাম ভাই-ভাই। তারপরে প্রজাপিতা ব্রহ্মা দ্বারা আমরা ভাই-বোন হই। এই স্মৃতি মজবুত হওয়া চাই। কিন্তু বাবা দেখেন যে ভাই-বোনের মধ্যেও নাম-রূপের আকর্ষণ থাকে। অনেকের বিকল্প আসে। সুন্দর শরীর দেখে বিকল্প আসে। এখন বাবা বলেন নিজেকে আত্মা মনে করে ভাই-ভাইয়ের দৃষ্টি দিয়ে দেখো। আত্মারা সবাই হলো ব্রাদার্স। ব্রাদার্স হলে পিতাও নিশ্চয়ই চাই। সবার পিতা একজনই। সবাই পিতাকে স্মরণ করে। এখন বাবা বলেন সতোপ্রধান হতে হবে তাই মামেকম স্মরণ করো। যত স্মরণ করবে ততই মরচে দূর হবে, খুশীর পারদ উর্ধ্বে থাকবে এবং আকৃষ্ট হতে থাকবে। নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে। আত্মা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ:-

১) ঈশ্বরীয় পঠন-পাঠনে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করে নিজেকে সম্পত্তিবান করতে হবে। কোনও কিছু চাইবে না। এক বাবার স্মরণে এবং পবিত্রতার ধারণা দ্বারা পদ্মাপদমপতি হতে হবে।

২) রাহুর গ্রহণ থেকে মুক্ত হতে বিকারের দান করতে হবে। হিয়ার নো ইভিল... যে সব বিষয়ের দ্বারা সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামা হয়, নির্গুণ বা গুণ হীন হয়, সেসব কথা বুদ্ধি দ্বারা ভুলে যেতে হবে।

বরদানঃ:- “প্রথমে আপনি”- র মন্ত্রের দ্বারা সকলের স্বমান প্রাপ্তকারী নির্মাণ তথা মহান ভব এই মহামন্ত্র সদা স্মরণে থাকে যে “নির্মাণ-ই হলো সর্ব মহান”। “প্রথমে আপনি” করাই হলো সকলের স্বমান প্রাপ্ত করা। মহান হওয়ার এই মন্ত্র বরদান রূপে সদা সাথে রাখো। বরদানের দ্বারাই সদা পালিত হয়ে উড়ে উড়ে লক্ষ্যে পৌঁছাতে হবে। পরিশ্রম তখন করো যখন বরদানগুলিকে কাজে লাগাও না। যদি বরদানের দ্বারা পালিত হতে থাকে, বরদানগুলিকে কাজে লাগাতে থাকে তাহলে পরিশ্রম সমাপ্ত হয়ে যাবে। সদা সফলতা আর সন্তুষ্টির অনুভব করতে থাকবে।

স্লোগানঃ:- চেহারার দ্বারা সেবা করার জন্য নিজের হাস্যময় রমণীয় আর গম্ভীর স্বরূপ ইমার্জ করো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent

2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"সময়ের আওয়াজ – দাতা হও"

আজ সর্বশ্রেষ্ঠ ভাগ্য বিধাতা, সর্বশক্তি দাতা বাপদাদা চতুর্দিকের সব বাচ্চাকে দেখে উৎফুল্ল হচ্ছেন। হতে পারে তারা মধুবনে সমুখে রয়েছে, অথবা দেশে বিদেশে স্মরণে শুনছে, দেখছে, যেখানেই বসে থাকুক কিন্তু হৃদয় থেকে তারা সমুখে রয়েছে। সেই সব বাচ্চাকে দেখে বাপদাদা উৎফুল্ল হচ্ছেন। সবাই তোমরা উল্লসিত হচ্ছেো তো না! বাচ্চারাও প্রফুল্লিত আর বাপদাদাও প্রফুল্লিত। আর এটাই সদাকালের হৃদয়ের প্রকৃত পুলক দুনিয়ার দুঃখ দূর করে থাকে। হৃদয়ের এই পুলক আত্মাদের বাবার অনুভব করায়, কেননা বাবাও সদা সকল আত্মার জন্য সেবাস্বার্থী আর তোমরা বাচ্চারা সবাই বাবার সাথেই সেবা-সার্থী। তোমরা সার্থী তো না! বাবার সার্থী আর বিশ্বের দুঃখ পরিবর্তন করে সদা খুশির সাধন দেওয়ার সেবায় সদা উপস্থিত তোমরা। সদা সেবাস্বার্থী তোমরা।

সেবা শুধু চার ঘণ্টা, ছ' ঘণ্টা করো না তোমরা। প্রতি সেকেন্ড সেবার স্টেজে পার্ট প্লে করা পরমাত্মা-সার্থী তোমরা। সদা স্মৃতি আছে, এভাবেই সেবাও নিরন্তর রয়েছে। নিজেকে নিরন্তর সেবাস্বার্থী মনে করো তোমরা? নাকি তোমরা ৮-১০ ঘণ্টার সেবাস্বার্থী? এই ব্রাহ্মণ জন্মই স্মরণ এবং সেবার জন্য। আর কিছু করতে হবে কি? এটাই তো না! প্রতিটি শ্বাস, প্রতিটি সেকেন্ড স্মরণ আর সেবার সাথে, নাকি সেবার ঘণ্টা আলাদা আর স্মরণের ঘণ্টা আলাদা? না, তাই তো না? আচ্ছা, ব্যালেন্স আছে? যদি ১০০% সেবা রয়েছে তো ১০০ পার্সেন্টই স্মৃতি রয়েছে? দুয়ের ব্যালেন্স আছে? প্রভেদ হয়ে যায়, তাই না? কর্ম যোগীর অর্থই হলো - কর্ম আর স্মরণ, সেবা আর স্মরণ - দুয়ের ব্যালেন্স সমান, সমান হওয়া উচিত। এমন নয় কোনো সময় স্মরণ বেশি আর সেবা কম, কিংবা সেবা বেশি স্মরণ কম। যেমন, আত্মা আর শরীর যতক্ষণ স্টেজে আছে তখন সাথে সাথেই রয়েছে তো না! আলাদা হতে পারে? সেইরকমই স্মরণ আর সেবা যেন সাথে থাকে। স্মরণ অর্থাৎ বাবা সমান, স্ব-এর স্বমানেও স্মৃতি। যখন বাবার স্মরণ থাকে তো আপনা থেকেই স্বমানেও স্মৃতি থাকে। যদি স্বমানে না থাক তবে স্মরণও পাওয়ারফুল থাকে না।

স্বমান অর্থাৎ বাবা সমান। সম্পূর্ণ স্বমান হয়ই বাবা - সমান। আর এইরকম স্মরণে থাকা বাচ্চারা সদাই দাতা হবে, গ্রহীতা নয়। দেবতা মানে যিনি দেন। তো আজ বাপদাদা সব বাচ্চার দাতা ভাবের স্টেজ চেক করছিলেন যে, কতদূর দাতার বাচ্চারা দাতা হয়েছে? বাবা যেমন কখনও নেওয়ার সঙ্কল্প করতে পারেন না, দেওয়ার জন্য করেন। যদি বলেও থাকেন পুরানো সবকিছু দিয়ে দাও, তবুও তিনি পুরানোর বদলে নতুন দেন। নেওয়া মানে বাবার দেওয়া। তো বর্তমান সময়ে

বাচ্চাদের একটা টপিক বাপদাদার খুব ভালো লাগে।

কোন টপিক? বিদেশের টপিক। কোনটা? (কল অফ টাইম।)

তো বাপদাদা দেখছিলেন যে, বাচ্চাদের প্রতি সময়ের কী আহ্বান রয়েছে! তোমরা দেখছো বিশ্বের জন্য, সেবার জন্য, বাপদাদা সেবার সার্থী তো আছেনই, কিন্তু বাপদাদা দেখেন বাচ্চাদের প্রতি এখন সময়ের কী আহ্বান রয়েছে? তোমরাও বুঝতে পারো তো না যে সময়ের আহ্বান কী? নিজের জন্য ভাবো। সেবার জন্য ভাষণ করেছ, করছ তো না! কিন্তু নিজের জন্য, নিজের কাছেই জিজ্ঞাসা করো আমার প্রতি সময়ের আহ্বান কি? বর্তমান সময়ের আহ্বান কি? তো বাপদাদা দেখছিলেন যে, এখনকার সময় অনুসারে সবসময়, প্রত্যেক বাচ্চার 'দাতাভাব'-এর স্মৃতি আরও বাড়াতে হবে। হয় তা' স্ব-উল্লতির জন্য দাতা-ভাবের ভাব, অথবা সকলের জন্য স্নেহ ইমার্জ রূপে প্রতীয়মান হতে হবে। যে যেমনই হোক, যা-ই হোক, আমাকে দিতে হবে। তো দাতা সদাই অসীম বৃত্তির হবে, সীমাবদ্ধতার নয় আর দাতা সদা সম্পন্ন, পরিপূর্ণ হবে। দাতা সদাই ক্ষমাশীলতার মাস্টার সাগর হবে। এই কারণে সীমাবদ্ধ দুনিয়ার যে আপন সংস্কার কিংবা অন্যের সংস্কার তা' ইমার্জ হবে না, মার্জ হবে।

আমাকে দিতে হবে। কেউ দিক, না দিক কিন্তু আমাকে দাতা হতেই হবে। কোনও আত্মা সংস্কারের বশীভূত বা পরবশ

হোক, সেই আত্মাকে আমার সহযোগ দিতে হবে। তাহলে, কারও সীমাবদ্ধ সংস্কার তোমাকে প্রভাবিত করবে না। কেউ মান দিক আর কেউ না দিক, তারা না দিলেও কিন্তু আমাকে দিতে হবে। এরকম দাতাভাব এখন ইমার্জ হওয়া দরকার। মনে ভাবনা তো আছে, কিন্তু.... কিন্তু যেন না আসে। আমাকে করতেই হবে। এমন কোনো আচরণ কিংবা বোল যা তোমার কাজের নয়, ভালো লাগে না, তা' নিওই না। খারাপ জিনিস নেওয়া হয় কি? মনে ধারণ করা অর্থাৎ নেওয়া। মাথায়ও পর্যন্ত নয়। মাথাতে

বিষয় ঢুকে গেছে, না, সেটাও নয়। যখন জিনিসই খারাপ, ভালো নয় তখন মাথায় আর মনে নিও না অর্থাৎ ধারণ ক'রো না। তাছাড়াও, নেওয়ার পরিবর্তে দাতা হয়ে শুভ ভাবনা, শুভ কামনা দাও। নিও না; কেননা, এখন সময় অনুসারে যদি মন আর মাথা খালি না হবে তবে নিরন্তর সেবাধারী হতে পারবে না। মন অথবা মাথা যদি অন্য কোনও বিষয়ে বিজি হয়ে যায় তাহলে সেবা কী করবে! তারপরে লৌকিকে যেভাবে কেউ ৮ ঘন্টা, কেউ ১০ ঘন্টা ওয়ার্ক করে, সেভাবে এখানেও হয়ে যাবে - ৮ ঘন্টার সেবাধারী, ৬ ঘন্টার সেবাধারী। নিরন্তর সেবাধারী হতে পারবে না। হয় মন্সা সেবা করো, অথবা বাণী দ্বারা অথবা কর্ম অর্থাৎ সম্বন্ধ, সম্পর্ক দ্বারা প্রতি সেকেন্ড দাতা অর্থাৎ সেবাধারী। বুদ্ধিকে খালি রাখলে বাবার সেবার সাথী হতে পারবে। তোমাদের সবার প্রতিজ্ঞা কী? সাথে থাকবে, সাথে যাবে। প্রতিজ্ঞা রয়েছে তো না? নাকি বাবা আপনি সামনে থাকুন আমরা পিছনে পিছনে যাবো? না, তাই তো? সাথে থাকার প্রতিজ্ঞা আছে তো না? তো বাবা সেবা ব্যতীত থাকেন? স্মরণ ব্যতীতও থাকেন না। যতটা বাবা স্মরণে থাকেন ততটা তোমরা পরিশ্রমের সাথে থাকো। থাকো স্মরণে কিন্তু পরিশ্রমের সাথে, অ্যাটেনশনের সাথে। আর বাবার জন্য আছেই বা কি! পরম আত্মার জন্য আত্মারাই রয়েছে। নশ্বর অনুক্রমে আত্মারা তো আছেই। বাচ্চাদের স্মরণ ব্যতীত বাবা থাকতে পারেন না। তোমরা থাকতে পারো? কখনো কখনো তোমরা চাতুর্যপূর্ণ হয়ে যাও।

তো কী শুনেছো তোমরা? সময়ের আওয়াজ - দাতা হও। অনেক আবশ্যিকতা রয়েছে। সারা বিশ্বের আত্মাদের আহ্বান - 'হে মোদের ইষ্ট...' তোমরা ইষ্ট তো না! কোনো না কোনও রূপে সকল আত্মার জন্য তোমরা ইষ্ট। তাইতো আত্মাদের এখনকার আহ্বান - হে ইষ্ট দেব-দেবী পরিবর্তন করো। এই আওয়াজ শুনতে পাচ্ছ তোমরা? এই আওয়াজ পান্ডবরা শুনতে পাও? শুনে তারপরে কী করছ? শুনতে যদি পাও তাহলে স্যালভেশন দাও (পরিদ্রাণ করো), নাকি ভাবো - হ্যাঁ করবো? আহ্বান শুনতে পাও তোমরা? সময়ের আওয়াজ শুনিয়ে থাকো আর আত্মাদের আহ্বান শুধু শোনো? তো ইষ্ট দেব-দেবী এখন নিজের দাতা-ভাবের রূপ ইমার্জ করো। দিতে হবে। কোনও আত্মা যেন বঞ্চিত না থেকে যায়! নয়তো অভিযোগের মালা পরতে হবে। তাহলে অভিযোগের মালা পরিহিত ইষ্ট তোমরা, নাকি ফুলের মালা পরিহিত ইষ্ট তোমরা? কোন ধরনের ইষ্ট তোমরা? পূজ্য তো না! এমন ভেবো না যে, আমরা তো পিছনে আসবো। যারা বড়-বড়ো তারাই দাতা হবে, আমরা কোথায় হবো! কিন্তু না, সবাইকে দাতা হতে হবে। ফার্স্ট টাইম যারা মধুবনে এসেছ তারা হাত উঠাও।

যারা ফার্স্ট টাইম এসেছো তারা দাতা হতে পারো, নাকি দ্বিতীয় তৃতীয় বছরে দাতা হবে? যারা এক বছরের তারা হতে পারো? (হ্যাঁ জী) খুব ভালো, হুঁশিয়ার তোমরা। বাপদাদা মনোবলের প্রতি সদা খুশি হন। হতে পারে এক মাসের বাচ্চাও আছে, এরা তো এক বছর কিংবা ৬ মাস হয়েছে হবে, কিন্তু বাপদাদা জানেন যে, এক সালের হোক বা এক মাসের হোক, এক মাসেও নিজেকে ব্রহ্মাকুমার কিংবা ব্রহ্মাকুমারী বলে থাকে তো না! তো ব্রহ্মাকুমার এবং ব্রহ্মাকুমারী অর্থাৎ ব্রহ্মাবাবার অবিনাশী উত্তরাধিকারের অধিকারী হয়ে গেছ। ব্রহ্মাকে বাবা বলে মেনেছ তবে কুমার-কুমারী হয়েছে তো না? সুতরাং ব্রহ্মাকুমার এবং ব্রহ্মাকুমারী, বাবা ব্রহ্মা, শিব বাবার অবিনাশী উত্তরাধিকারের অধিকারী হয়েছে, হয়েছে না! নাকি এক মাসের সেজন্য উত্তরাধিকার পাবে না? যারা এক মাসের তাদের উত্তরাধিকার লাভ হয়? যখন উত্তরাধিকার পেয়ে গেছ তখন দেওয়ার জন্য দাতা হবে তো না! যা কিছু জিনিস প্রাপ্ত হয়েছে তা' দেওয়া শুরু করা উচিত তো না!

যদি বাবা মনে ক'রে কানেকশন জুড়ে নাও তবে এক দিনেও অবিনাশী উত্তরাধিকার নিতে পারো। এরকম নয় যে, এটা ভালো, কোনো শক্তি আছে, বোধগম্য তো হচ্ছে.....এটা নয়। অবিনাশী উত্তরাধিকারের অধিকারী হয় বাচ্চারা। বুঝবে, দেখবে নয়। যদি এক দিনেও হৃদয় থেকে বাবা মেনেছ তো উত্তরাধিকারের অধিকারী হতে পারো। তোমরা সবাই অধিকারী তো না? তোমরা সবাই ব্রহ্মাকুমার-কুমারী, তাই তো না? নাকি হচ্ছে? হয়ে গেছো, নাকি হতে এসেছো? কেউ তোমাদের বদলাতে পারবে না? ব্রহ্মাকুমার-কুমারীর পরিবর্তে শুধু কুমার-কুমারী হয়ে যাবে, হতে পারে না?

ব্রহ্মাকুমার আর কুমারী হওয়াতে কত লাভ আছে? এক জন্মের লাভ নয়, অনেক জন্মের লাভ। পুরুষার্থ অর্ধেক জন্মের অর্থাৎ তোমাদের জন্মের চতুর্থাংশের আর প্রালব্ধ রয়েছে অনেক জন্মের। লাভই লাভ, তাই না! বাপদাদা সময় অনুসারে

বর্তমান সময় বিশেষ একটা বিষয়ে অ্যাটেনশন দিইয়ে থাকেন, কেননা বাপদাদা বাচ্চাদের রেজাল্ট দেখতে থাকেন তো না! তো রেজাল্ট দেখা গেছে, মনোবল খুব ভালো রয়েছে। লক্ষ্যও খুব ভালো। লক্ষ্য অনুসারে এখন পর্যন্ত লক্ষ্য আর লক্ষ্যে প্রভেদ আছে। নম্বর ওয়ান লক্ষ্য রয়েছে সবার, যেকোনো কাউকেও যদি বাপদাদা জিজ্ঞাসা করবেন তোমাদের লক্ষ্য ২১ জন্মের রাজ্য-ভাগ্য নেওয়ার, নাকি সূর্যবংশী হওয়ার বা চন্দ্রবংশী? তবে কিসের পক্ষে সবাই হাত উঠাবে? সূর্যবংশীতে, তাই তো না! কেউ আছে যে চন্দ্রবংশী হতে ইচ্ছুক? কেউ রাম হওয়ার আছে? কেউ নেই। এক তো কেউ হও। কাউকে রাম হতেই হবে তো না! (কেউ একজন হাত তুলেছে) ভালো, নয়তো রামের সিট খালি থেকে যাবে। তো লক্ষ্য সকলেরই খুব ভালো, লক্ষ্য আর লক্ষ্যে সমতা - তাতে অ্যাটেনশন দেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তার কারণ কী? যা আজ তোমাদের শোনানো হয়েছিল, কখনো কখনো তোমরা গ্রহীতা হয়ে যাও। এটা হওয়া উচিত, এ' এটা করে দিক, এ' সহযোগ দিক, এ' যদি বদলায় তো আমি বদলাবো। এই পরিস্থিতি ঠিক থাকলে আমি ঠিক থাকব। এটা হলো গ্রহীতা হওয়া। দাতাভাব নয়। কেউ দিক বা না দিক, বাবা তো সবকিছু দিয়ে দিয়েছেন। বাবা কাউকে অল্প দিয়েছেন আর কাউকে বেশি দিয়েছেন কী? একই কোর্স তো না! ৬০ বছরের হও বা এক মাসের হও, কোর্স তো একই, নাকি যারা ৬০ বছরের তাদের কোর্স আলাদা আর যারা এক মাসের তাদের কোর্স আলাদা? তারাও সেই কোর্স করেছে এবং এখনও সেই একই কোর্স আছে। সেই জ্ঞান, সেই প্রীতি-ভালোবাসা, সেই সর্বশক্তি আছে। সব একরকম আছে। তার ১৬ শক্তি, তার ৮ শক্তি এরকম নয়। সবার একরকম উত্তরাধিকার আছে। তো বাবা যখন সবাইকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন, তখন পরিপূর্ণ আত্মা দাতা হয়, গ্রহীতা নয়। আমাকে দিতে হবে। কেউ দিক বা না দিক, নেওয়ার ইচ্ছুক নয়, দেওয়াতে ইচ্ছুক। আর যত দেবে, দাতা হবে ততই ঐশ্বর্য ভান্ডার বাড়তে থাকবে। মনে করো কাউকে নিজের স্বমান দিয়েছ, তো অন্যকে দেওয়া অর্থাৎ নিজের স্বমান বাড়ানো। দেওয়া হয় না বরং দেওয়া অর্থাৎ নেওয়া। নিও না, যদি দাও তো নেওয়া হয়েই যাবে। তো বুঝে - সময়ের আওয়াজ কি? দাতা হও। একটা শব্দ স্মরণে রেখো। যেকোনও ব্যাপার হয়ে যাক না কেন "দাতা" শব্দ সদা স্মরণে রেখো। ইচ্ছা-মাত্রম-অবিদ্যা। না সূক্ষ্ম নেওয়ার ইচ্ছা, না স্থূল নেওয়ার ইচ্ছা। দাতার অর্থই হলো ইচ্ছা- মাত্রম-অবিদ্যা। সম্পন্ন। কোনও অপ্রাপ্তি অনুভব হবে না যাতে নেওয়ার ইচ্ছা হবে। সর্বপ্রাপ্তি সম্পন্ন। তো লক্ষ্য কী? সম্পন্ন হওয়ার তো না? নাকি যতটা পাওয়া গেল সেটাই ভালো? সম্পন্ন হওয়াই সম্পূর্ণ হওয়া।

আজ বিদেশিদের বিশেষ চান্স প্রাপ্ত হয়েছে। এটা ভালো। প্রথম চান্স বিদেশিরা নিয়েছে, অতি প্রিয় হয়ে গেছে তো না! সবাইকে নিষেধ করা হয়েছে আর বিদেশিদের নিমন্ত্রণ দেওয়া হয়েছে। বাপদাদারও স্মরণে আছে সব বাচ্চা, তবুও ডবল বিদেশিদের দেখে, তাদের মনোবল দেখে খুব খুশি হন। এখন বর্তমান সময় তোমরা এত সংশয়াপন্ন হও না। এখন পার্থক্য এসে গেছে। শুরু শুরুতে তোমাদের কোশ্চেন ছিল তো না - ইন্ডিয়ান কালচার এবং ফরেন কালচার সম্পর্কে, এখন সেটা তোমাদের বোধগম্য হয়েছে। এখন ব্রাহ্মণ কালচারে এসে গেছে। না ইন্ডিয়ান কালচার, না ফরেন কালচার, ব্রাহ্মণ কালচারে রূপান্তরিত হয়েছে। ইন্ডিয়ান কালচার অল্পস্বল্প ঝুট-ঝামেলা করে কিন্তু ব্রাহ্মণ কালচার সহজ তো না! ব্রাহ্মণ কালচার হলো - স্বমানে থাকো আর স্বরাজ্য অধিকারী হও। এটাই ব্রাহ্মণ কালচার। এটা তো পছন্দ, পছন্দ না? এখন কোশ্চেন নেই তো না - ইন্ডিয়ান কালচার কীভাবে গ্রহণ করবে, কঠিন আছে? সহজ হয়ে গেছে, গেছে না? দেখো ওখানে ফিরে গিয়ে আবার বলবে না যেন এটা একটু কঠিন আছে! ওখানে গিয়ে এরকম লিখো না, সহজ তো বলেছিলাম কিন্তু কার্যতঃ এটা কঠিন! সহজ নাকি একটু একটু কঠিন? সামান্যও কঠিন নয়। খুব সহজ। সমস্ত খেলা পুরো হয়ে গেছে সেইজন্য এখন হাসি আসে। এখন পরিপক্ব হয়ে গেছে তোমরা। শৈশবের খেলা এখন সমাপ্ত হয়ে গেছে। এখন অনুভাবী হয়ে গেছে আর বাপদাদা দেখেন পুরানোরা যত পাকা হতে থাকে, তো যারা নতুন নতুন আসে তারাও পাকা হয়ে যায়। এটা ভালো, একে অপরকে ভালোভাবে সামনে এগিয়ে দিতে থাকে। পরিশ্রম ভালোই করে। এখন দাদিদের কাছে মনগড়া কাহিনী নিয়ে যাও না তো না! কল্প-কাহিনী নিয়ে দাদিদের কাছে যাও? এখন এসব কমে গেছে! পার্থক্য আছে তো না? (দাদি জানকির সাথে) তো তুমি এখন অসুস্থ নও তো না? কল্প-কাহিনীতে অসুস্থ হতে, সেটা তো শেষ হয়ে গেছে। এটা ভালো, সবার মধ্যে মহোত্তম বিশেষ গুণ আছে - হৃদয়ের স্বচ্ছতা। ভিতরে কিছু রাখে না, বাইরে বের করে দেবে। যে ব্যাপারই হবে সত্যি বলে দেবে। এরকম না, ওরকম। এরকম ওরকম করে না, বিষয় যেটা সেটাই ব'লে দেয়, এই বিশেষ স্বচ্ছ ভালো। সেইজন্য বাবা বলেন, সত্য আর স্বচ্ছ হৃদয়ে বাবা প্রসন্ন হন। হ্যাঁ তো হ্যাঁ, না তো না। এমন নয় - দেখব . . . ! বাধ্যবাধকতায় চলে না। যদি চলে তো পুরোপুরি, না তো না। আচ্ছা।

যে বাচ্চারা স্মরণের স্নেহ-সুমন পাঠিয়েছে, বাপদাদা সেই সব বাচ্চাকে, যারা পত্র দ্বারা কিংবা কারও দ্বারা স্মরণের স্নেহ-সুমন পাঠিয়েছে তা' বাপদাদা স্বীকার করেছেন। আর বাপদাদা রিটার্নে সব বাচ্চাকে দাতাভাবের বরদান দিচ্ছেন। আচ্ছা! এক সেকেন্ডে উড়তে পারো? পাখা পাওয়ারফুল তো না? ব্যস, বাবা বলার সাথে সাথে ওড়া। (ড্রিল) চতুর্দিকের

বাবা সমান দাতাভাবের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাবনা রাখা শ্রেষ্ঠ আত্মাদের, যারা নিরন্তর স্মরণ আর সেবায় তৎপর থাকে, পরমাত্ম-সেবার সাথী বাচ্চাদের যারা সদা লক্ষ্য আর লক্ষণ সমান বানায়, সদা বাবার স্নেহ আর সমান ও সমীপ হয়ে বাপদাদার নয়নতারা হয়, সদা বিশ্ব কল্যাণের ভাবনায় থাকা দরাজদিল, মাস্টার ঋণের সাগর বাচ্চাদের, যারা দূরে বসে আছে, মধুবনে নিচে বসে আছে এবং বাপদাদার সামনে বসে থাকা সকল বাচ্চাকে স্মরণ-স্নেহ আর নমস্কার।

বরদান:- হৃদয়ে এক দিলারামকে সমাহিত করে এক এর সাথে সর্ব সস্বন্ধের অনুভূতি করে সন্তুষ্ট আত্মা ভবনলেজ সমাহিত করার স্থান মাথা কিন্তু প্রিয়তমকে সমাহিত করার স্থান হৃদয়। কোনো কোনো প্রিয়া মাথা বেশি খাটায় কিন্তু বাপদাদা সত্য-হৃদয়বানের প্রতি প্রসন্ন হন। সেইজন্য হৃদয়ের অনুভব হৃদয় জানে, দিলারাম জানে। যে হৃদয় দিয়ে সেবা করে বা স্মরণ করে তাদের পরিশ্রম কম আর সন্তুষ্টতা বেশি লাভ হয়। হৃদয়বান সদা সন্তুষ্টতার গীত গায়। সময় অনুসারে তাদের একের সাথে সর্ব সস্বন্ধের অনুভূতি হয়।

স্লোগান:- অমৃতবেলায় প্লেইন বুদ্ধি হয়ে ব'সো তবে সেবার নতুন বিধিসমূহ টাচ হবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - এ হলো উপরে ওঠার প্রকৃত সৎ সঙ্গ, তোমরা এখন সৎ বাবার সঙ্গে এসেছে, তাই মিথ্যা সঙ্গে কখনোই যেও না"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা, কোন্ আধারে তোমাদের বুদ্ধি সদা অসীমে টিকে থাকতে পারে?

*উত্তরঃ - বুদ্ধিতে যেন স্বদর্শন চক্র ঘুরতে থাকে, যা কিছুই ড্রামাতে আছে, সে সবই নির্ধারিত আছে। সেকেণ্ডেরও তফাৎ হতে পারে না। অসীমে টিকে থাকার জন্য এই খেয়াল যেন থাকে যে, এখন বিনাশ হয়ে যাবে, আমাদের ঘরে ফিরে যেতে হবে, আমরা পবিত্র হয়েই ঘরে ফিরে যাবো।

ওম্ শান্তি। মিষ্টি - মিষ্টি আত্মা রূপী বাচ্চাদের আত্মাদের বাবা বসে বোঝাচ্ছেন। বাচ্চারা এই পড়ার দ্বারাই সবকিছু বুঝতে পারে। তোমরাও এই পড়াতেই সব বুঝতে পারো। আমাদের কে পড়ান? এ তো কখনোই ভুলে যেও না। আমাদের পড়ান টিচার, তিনিই সুপ্রীম বাবা। তাই তাঁর মতেই চলতে হবে। তোমাদের শ্রেষ্ঠ হতে হবে। শ্রেষ্ঠের থেকেও শ্রেষ্ঠ হলেন সূর্যবংশীরা। যদিও চন্দ্রবংশীরাও শ্রেষ্ঠ, কিন্তু এরা হলেন শ্রেষ্ঠের থেকেও শ্রেষ্ঠ। তোমরা এখানে এসেছো শ্রেষ্ঠের থেকেও শ্রেষ্ঠ হতে। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, আমাদের এমন হতে হবে। এমন স্কুল পাঁচ হাজার বছর অন্তর খোলা হয়। এখানে তোমরা এ কথা বুঝেই বসেছো যে, এ সত্যিকারের সতের সঙ্গ। সৎ হলেন উঁচুর থেকেও উঁচু, তাঁর সঙ্গে তোমাদের সঙ্গ। তিনি বসেই সত্যযুগের জন্য শ্রেষ্ঠের থেকেও শ্রেষ্ঠ দেবতা বানান, অর্থাৎ ফুল বানান। তোমরা এখন কাঁটার থেকে ফুলে পরিণত হচ্ছে। কেউ তো শীঘ্র পরিণত হয়, কারোর আবার সময় লাগে। বাচ্চারা জানে যে, এ হলো সঙ্গম যুগ। সেও কেবল বাচ্চারাই জানে, তারা নিশ্চিত যে, এ হলো পুরুষোত্তম হওয়ার যুগ। পুরুষোত্তমও কেমন? উঁচুর থেকেও উঁচু আদি সনাতন দেবী - দেবতা ধর্মের যে মহারাজা - মহারানী ছিলেন, তেমনই হওয়ার জন্য তোমরা এখানে এসেছো। তোমরা বুঝতে পারো যে, আমরা এখানে এসেছি অসীম জগতের বাবার থেকে অসীম জগতের, সত্যযুগী সুখ নেওয়ার জন্য। লৌকিক যে সমস্ত বিষয় আছে, সবই সমাপ্ত হয়ে যায়। লৌকিক জগতের বাবা, লৌকিক ভাই, কাকা, মামা, সীমিত পাই - পয়সার সম্পত্তি ইত্যাদি, যার প্রতি অনেক মোহ থাকে, এ সবই শেষ হয়ে যাবে। বাবা বোঝান যে, এই সম্পদ হলো সীমিত জগতের। এখন তোমাদের অসীমে (বেহদে) যেতে হবে। অসীম জগতের সম্পদ প্রাপ্ত করার জন্য তোমরা এখানে এসেছো। আর তো সবকিছুই হলো লৌকিক বা সীমিত সামগ্রী। এই শরীরও সীমিত জগতের। অসুস্থ হয়, সবই শেষ হয়ে যায়। অকালমৃত্যু হয়ে যায়। এখন তো দেখো, মানুষ কি কি বানাতে থাকে। বিজ্ঞানও জাদু করে দেখিয়ে দিয়েছে। এখানে কতো মায়ার জৌলুস। বৈজ্ঞানিকরা খুবই পরিশ্রম করছে। যাদের কাছে অনেক মন - প্রাসাদ ইত্যাদি আছে, তারা মনে করে এ হলো আমাদের জন্য সত্যযুগ। তারা এ কথা বোঝেই না যে, সত্যযুগে এক ধর্ম থাকে, সে হলো নতুন দুনিয়া। বাবা বলেন, এরা সম্পূর্ণ অবুঝ। তোমরা কতো বুঝদার হও। তোমরা উপরে ওঠো আবার সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকো। সত্যযুগে তোমরা বুঝদার (বুদ্ধিমান) ছিলে, তারপর ৮৪ জন্ম নিতে নিতে অবুঝ হয়ে যাও। বাবা এসে আবার তোমাদের বুঝদার করে তোলেন, যাকে পারস বুদ্ধি বলা হয়। তোমরা জানো যে আমরা পরশ পাথর তুল্য বুদ্ধির অর্থাৎ খুবই বুদ্ধিমান ছিলাম। গানও তো এমনই আছে, তাই না - বাবা তুমি যে অবিনাশী উত্তরাধিকার দাও, আমরা সম্পূর্ণ পৃথিবী এবং আকাশের মালিক হয়ে যাই। কেউই আমাদের থেকে ছিনিয়ে নিতে পারে না। কেউই দখল করতে পারে না। বাবা আমাদের অফুরন্ত দেন। এর থেকে বেশী কেউই আমাদের ঝুলি ভর্তি করতে পারেন না। এমন বাবাকে আমরা পেয়েছি, যাঁকে অর্ধেক কল্প স্মরণ করেছি। দুঃখে তো মানুষ স্মরণ করে, তাই না। যখন আমরা সুখ পেয়ে যাই, তখন স্মরণ করার প্রয়োজন হয় না। দুঃখেই সবাই স্মরণ করে -- হায় রাম... এমন অনেক প্রকারের কথা বলে থাকে। সত্যযুগে এমন কোনো শব্দ হয় না। বাচ্চারা, তোমরা এখানে এসেছো বাবার সম্মুখে বসে পড়বার জন্য। প্রত্যক্ষভাবে তোমরা বাবার ভাষা শোনো। বাবা কোনো ইনডায়রেক্ট গুণ দেন না। গুণ আমরা প্রত্যক্ষভাবেই পাই। বাবাকে আসতে হয়। তিনি বলেন, আমি আমার মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চাদের কাছে এসেছি। আমাকে ডাকে - "ও বাপদাদা" বলে। বাবাও উত্তর দেন "ও বাচ্চারা" বলে। এখন তোমরা আমাকে খুব ভালোভাবে স্মরণ করো, ভুলে যেও না। মায়ার বিদ্বান তো অনেকই আসবে। তোমাদের পড়া ছাড়িয়ে দিয়ে তোমাদের দেহ - ভাবে নিয়ে আসবে, তাই সাবধান থাকো। এ হলো সত্যিকারের সৎসঙ্গ - উপরে যাওয়ার। দুনিয়ার ওইসব সৎসঙ্গ হলো নীচে নামার। এই সত্যসঙ্গ একবারই হয়, মিথ্যাসঙ্গ জন্ম - জন্মান্তর অনেকবারই হয়। বাবা বাচ্চাদের বলেন, এ তোমাদের অন্তিম জন্ম। এখন তোমাদের ওখানে যেতে হবে যেখানে কোনো অপ্রাপ্ত বস্তুই নেই। যার জন্য তোমরা এখন পুরুষার্থ করছো। বাবা এখন যা বলছেন তা এখন তোমরা শুনছো, ওখানে তোমরা এসব

কিছুই জানতে পারবে না। এখন তোমরা কোথায় যাচ্ছো? নিজেদের সুখধামে। এই সুখধাম তোমাদেরই ছিল। তোমরা সুখধামে ছিলে এখন তোমরা দুখধামে আছ। বাবা খুবই সহজ রাস্তা বলে দিয়েছেন, সেটাই স্মরণ করো। আমাদের ঘর হল শান্তিধাম, সেখান থেকে আমরা স্বর্গে আসব। তোমরা ছাড়া আর কেউই স্বর্গে আসে না। তাই তোমরাই স্মরণ করবে। আমরা প্রথমে সুখের দুনিয়ায় যাই, তারপর দুঃখের। কলিযুগে সুখধাম হয়ই না। এখানে সুখ পাওয়াই যায় না, তাই সন্ন্যাসীরা বলেন - সুখ কাক বিষ্ঠার সমান।

বাচ্চারা এখন বুঝতে পারে যে, বাবা এসেছেন আমাদের ঘরে নিয়ে যেতে। তিনি আমাদের অর্থাৎ পতিতদের পবিত্র করে নিয়ে যাবেন। এই স্মরণের যাত্রায় তোমরা পবিত্র হবে। লৌকিক যাত্রায়ও অনেক উপর - নীচ হয়। কেউ কেউ তো অসুস্থ হয়ে যায়, তখন ফিরে যায়। এখানেও এমন। এ হল আধ্যাত্মিক যাত্রা, অস্তিম সময়ে যেমন মতি, তেমনই গতি হয়ে যাবে। আমরা আমাদের শান্তিধামে যাচ্ছি। এ তো হল খুবই সহজ কিন্তু মায়ী খুবই ভুলিয়ে দেয়। তোমাদের যুদ্ধ হল এই মায়ার সঙ্গে। বাবা খুবই সহজ করে বুঝিয়ে বলেন, আমরা এখন শান্তিধামে যাই। বাবাকেই আমরা স্মরণ করি। দৈবীগুণ ধারণ করি। আমরা পবিত্র হই। তিন - চারটি বিষয় হলো মুখ্য যা বুদ্ধিতে রাখতে হবে - বিনাশ তো হতেই হবে, পাঁচ হাজার বছর পূর্বেও আমরা গিয়েছিলাম। আবার আমরাই প্রথমের দিকে আসব। এমন বলাও হয় যে - রাম গেল, রাবণও গেল। সবাইকেই তো শান্তিধামে যেতে হবে। তোমরা যে পড়া পড়ো - সেই পড়া অনুসারেই তোমরা পদ পাও। তোমাদের এইম অবজেক্ট সামনে দণ্ডায়মান। কেউ বলবে আমরা সাক্ষাৎকার করবো। এই চিত্র (লক্ষ্মী - নারায়ণের) সাক্ষাৎকার নয় তো কি! এঁরা ছাড়া কার সাক্ষাৎকার করবে? বেহদের বাবার কি? আর তো কোনো সাক্ষাৎকারই কাজের নয়। তোমরা বাবার সাক্ষাৎকার চাও। বাবার থেকে মিষ্টি আর কিছুই নেই। বাবা বলেন - মিষ্টি বাচ্চারা, প্রথমে নিজের সাক্ষাৎকার করেছে কি? আত্মা বলে যে, বাবার সাক্ষাৎকার করব। আগে নিজের সাক্ষাৎকার করেছে কি? এ তো বাচ্চারা, তোমরা জেনেই গেছো। এখন তোমরা বুঝতে পেরেছ - আমরা হলাম আত্মা, আমাদের ঘর হলো শান্তিধাম। সেখান থেকে আমরা আত্মারা ভূমিকা পালন করতে আসি। ড্রামার নিয়ম অনুসারে আমরা প্রথমে সত্যযুগ আদিত আসি। এ হলো আদি আর অন্তের পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ। এখানে তফাৎ কেবল ব্রাহ্মণদেরই হয়, আর কারোর নয়। কলিযুগে তো অনেক ধর্ম - কুল ইত্যাদি আছে। সত্যযুগে একই রাজত্ব হবে। এ তো খুবই সহজ, তাই না। এইসময় তোমরা হলে সঙ্গমযুগী ঈশ্বরীয় পরিবারের। তোমরা না হলে সত্যযুগী আর না কলিযুগী। তোমরা এও জানো যে, কল্প - কল্প বাবা এসে এমন পড়া পড়ান। এখানে তোমরা যখন বসে আছো তখন এই স্মৃতিতেই থাকা উচিত। শান্তিধাম, সুখধাম আর এ হলো দুঃখধাম। বুদ্ধির দ্বারা এই দুঃখধামের বৈরাগ্য বা সন্ন্যাস করতে হবে। ওরা বুদ্ধির দ্বারা কোনো সন্ন্যাস করে না। ওরা তো বাড়ি ঘর ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়। বাবা তো তোমাদের কখনোই বলেন না যে, তোমরা ঘরবাড়ি ত্যাগ করো। অবশ্য করেই ভারতের এই সেবা বা নিজের সেবা করতে হবে। তোমরা সেবা তো ঘরে বসেই করতে পারো। পড়ার জন্য অবশ্যই এখানে আসতে হবে। তারপর হুঁশিয়ার হয়ে অন্যদেরও নিজের তুল্য বানাতে হবে। সময় তো খুবই অল্প। এমন তো কথিতও আছে - অনেক চলে গেলো, অল্প রইলো....। দুনিয়ার মানুষ তো সম্পূর্ণ অন্ধকারে আছে, তারা মনে করে এখনো ৪০ হাজার বছর পড়ে আছে। বাবা তোমাদের বোঝান - বাচ্চারা, খুবই অল্প সময় বাকি আছে। তোমাদের বেহদের বুদ্ধিতে টিকতে হবে। সম্পূর্ণ দুনিয়ায় যা কিছু চলছে, সবই লিপিবদ্ধ আছে। চিড়িয়াখানার মতো এই নাটক চলছে। পৃথিবীর এই হিস্ট্রি - জিওগ্রাফীর পুনরাবৃত্তি হতে হবে। যারাই সত্যযুগে যাবে, তারাই এসে এই পড়া পড়বে। তোমরা অনেকবারই পড়েছ। তোমরা শ্রীমতে চলে স্বর্গ স্থাপন করো। তোমরা এও জানো যে, উঁচুর থেকেও উঁচু ভগবান এই ভারতেই আসেন। পূর্ব কল্পেও তিনি এসেছিলেন। তোমরা বলবে যে, কল্প কল্প এমন বাবা আসেন। তিনি বলেন, আমি কল্প - কল্প এমন স্থাপন করি। এই বিনাশও তোমরাই দেখো। তোমাদের বুদ্ধিতে এখন সব বসে যাচ্ছে। স্থাপনা, বিনাশ আর পালনার কর্তব্য কেমন হয় তা তোমরাই জানো। এরপর অন্যদেরও বোঝাতে হবে। আগে তোমরা এসব জানতে না। বাবাকে জানলে তোমরা বাবার কাছে সবকিছুই জানতে পারো। এই পৃথিবীর হিস্ট্রি - জিওগ্রাফী যথার্থ রীতিতে তোমরাই জানো। মানুষ কিভাবে তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয় - এ কথা বাবা তোমাদের বোঝাচ্ছেন। তোমাদের আবার তা অন্যদেরও বোঝাতে হবে।

বাচ্চারা, তোমরা এখন পরশ পাথর তুল্য বুদ্ধির তৈরী হচ্ছে। সত্যযুগে থাকে পারসবুদ্ধি। এ হলো পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগ। একে গীতা এপিসোড বলা হয়, তোমরা যেই সময় পাথর বুদ্ধির থেকে পরশ পাথর বুদ্ধির হও। গীতা তো ভগবান নিজেই শোনান। মানুষ শোনায় না। তোমরা আত্মারা আগে শোনো তারপর অন্যদেরও শোনাও। একে বলা হয় আত্মিক জ্ঞান যা তোমরা আত্মা রূপী ভাইদের শোনাও। তোমরা ধীরে ধীরে বুদ্ধি পেতে থাকো। তোমরা জানো যে, বাবা এসে সূর্যবংশী এবং চন্দ্রবংশী রাজত্ব স্থাপন করেন। কার দ্বারা স্থাপন করেন? ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ কুল ভূষণদের দ্বারা। বাবা শ্রীমত দান করেন। এ হলো বোঝার মতো কথা। হৃদয়ে নোট করে নিতে হবে যে, এ হলো খুবই সহজ। এ হলো দুঃখধাম।

আমাদের এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে। কলিযুগের পরে হল সত্যযুগ। বিষয় তো খুবই সহজ আর ছোটো। তোমরা যদি পড়তে নাও পারো, তাহলেও কোনো অসুবিধা নেই। যারা পড়তে জানেন, তাদের থেকে তখন শোনা উচিত। শিববাবা হলেন সমস্ত আত্মাদের বাবা। এখন তাঁর থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার নিতে হবে। বাবার উপর নিশ্চিত থাকবে তো স্বর্গের সম্পদ পাবে। তোমাদের ভিতরেও অজপা জপ চলতে থাকে। শিববাবার থেকে বেহদের সুখ আর স্বর্গের অবিনাশী উত্তরাধিকার পাওয়া যায়, তাই অবশ্যই শিববাবাকে স্মরণ করতে হবে। সকলেরই বেহদের বাবার থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার নেওয়ার অধিকার আছে। লৌকিকে যেমন জন্মগত অধিকার পাওয়া যায় তেমনি এ হলো অসীম জগতের। শিববাবার থেকে তোমরা সম্পূর্ণ বিশ্বের রাজ্য পাও। ছোটো - ছোটো বাচ্চাদেরও এ কথা বুঝিয়ে বলা উচিত। প্রত্যেক আত্মারই অধিকার আছে বাবার থেকে জন্মগত অধিকার নেওয়ার। তোমরা কল্প - কল্প অবশ্যই তা নিয়েছো। তোমরা জীবনমুক্তির অবিনাশী উত্তরাধিকার নাও। যারা মুক্তির অবিনাশী উত্তরাধিকার পায় তারাও জীবনমুক্তিতে অবশ্যই আসে। প্রথম জন্ম তো সুখেরই হয়। এ হলো তোমাদের ৮৪ তম জন্ম। এই সম্পূর্ণ জ্ঞান তোমাদের বুদ্ধিতে থাকা উচিত। অসীম জগতের বাবা তোমাদের পড়ান, এ কথা ভুলে যেও না। দেহধারীরা কখনোই জ্ঞান দিতে পারে না। তাদের মধ্যে আত্মিক জ্ঞান থাকে না। তোমাদের বোঝানো হয় - সকলকে ভাই - ভাই মনে করো। যে সমস্ত মানুষ আছে, তারা কেউই এই শিক্ষা পায় না। যদিও তারা গীতা শোনায় যে - কাম মহাক্রম, একে জয় করলে তোমরা জগতজিৎ হতে পারবেন, তবুও বুঝতে পারে না। এখন ভগবান তো হলো সত্য। দেবতারও এই ভগবানের থেকে সত্যতা শিখেছে। কৃষ্ণও এই পদ কোথা থেকে পেয়েছে? লক্ষ্মী - নারায়ণ কিভাবে হলো? তাঁরা কি কর্ম করেছে? কেউ কি তা বলতে পারবে? এখন তোমরাই জানো যে, ব্রহ্মার দ্বারা নিরাকার বাবা তাদের এই কর্ম শিখিয়েছেন। এ তো সৃষ্টি। তোমরা এখন হলে প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমার - কুমারী। তোমাদের কাছে আত্মিক বাবার জ্ঞান আছে। তোমরা বুঝতে পারো যে, আমরা ভগবানকে জেনে গেছি। তিনি হলেন উঁচুর থেকেও উঁচু, নিরাকার। তাঁর কোনো সাকার রূপ নেই। বাকি আর যা কিছুই দেখো, তা সাকার। মন্দিরেও তোমরা লিঙ্গ দেখো, অর্থাৎ তাঁর কোনো শরীর নেই। এমনও নয় যে তিনি নাম - রূপ থেকে পৃথক। হ্যাঁ, অন্য সব দেহধারীর নাম আছে, জন্মপত্র আছে। শিববাবা হলেন নিরাকার। তাঁর কোনো জন্মপত্রিকা নেই। কৃষ্ণের হলো এক নম্বর জন্মপত্রিকা। মানুষ শিব জয়ন্তীও পালন করে। শিববাবা হলেন নিরাকার, কল্যাণকারী। বাবা যেহেতু আসেন, তিনি অবশ্যই অবিনাশী উত্তরাধিকার দেবেন। তাঁর নাম হলো শিব। বাবা, টিচার, সঙ্কর এই তিনই হলেন এক। তিনি কতো ভালোভাবে পড়ান। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ - সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের বাবা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মূখ্য সারঃ:-

১) বুদ্ধির দ্বারা এই দুঃখধামের সন্ন্যাস করে স্মৃতিকে শান্তিধাম আর সুখধামে রাখতে হবে। ভারতের বা নিজের প্রকৃত সেবা করতে হবে। সবাইকে আধ্যাত্মিক নলেজ শোনাতে হবে।

২) নিজের সত্যযুগী জন্মসিদ্ধ অধিকার নেওয়ার জন্য এক বাবার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে হবে। মনের মধ্যে অজপা জপ চলতেই থাকবে। রোজ অবশ্যই পড়া করতে হবে।

বরদানঃ:- সর্ব সম্বন্ধের অনুভূতির সাথে প্রাপ্তির খুশী অনুভবকারী তৃপ্ত আত্মা ভব
যে সত্যিকারের প্রেমিকা সে সকল পরিস্থিতিতে, প্রতিটি কর্মে সদা প্রাপ্তির খুশীতে থাকে। কোনও কোনও বাচ্চা অনুভূতি করে যে হ্যাঁ উনিই আমার বাবা, সাজন, বাচ্চা... কিন্তু যতটা প্রাপ্তি করতে চায় ততটা হয় না। তো অনুভূতির সাথে সর্ব সম্বন্ধের দ্বারা প্রাপ্তিরও অনুভব হবে। এইরকম প্রাপ্তি আর অনুভব যে করে সে সদা তৃপ্ত থাকে। তার কাছে কোনও জিনিসের অপ্রাপ্তি থাকে না। যেখানে প্রাপ্তি থাকে সেখানে তৃপ্তি অবশ্যই হবে।

স্নোগানঃ:- নিমিত্ত হও তো সেবার সফলতার শেয়ার প্রাপ্ত হয়ে যাবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light

Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;

"মিষ্টি বাচ্চারা - নিজের কর্মের চার্ট বা পোতামেল চেক করো যে সারাদিন বাবাকে কতবার স্মরণ করছি, কোনও ভুল তো করিনি? কারণ তোমরা প্রত্যেকে হলে ব্যাপারী"

*প্রশ্নঃ - অন্তর্মুখী হয়ে কোন পরিশ্রমটি করলে অপার খুশী থাকবে?

*উত্তরঃ - জন্ম-জন্মান্তর যা কিছু করেছে, যা কিছু সামনে আসতে থাকে, সেসব থেকে বুদ্ধিযোগ ছিন্ন করে সতোপ্রধান হওয়ার জন্য বাবাকে স্মরণ করার পরিশ্রম করতে থাকো। চারিদিক থেকে বুদ্ধি সরিয়ে অন্তর্মুখী হয়ে বাবাকে স্মরণ করো। সার্ভিসের প্রমাণ দাও তাহলেই অপার খুশী থাকবে।

ওম্ শান্তি । বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝান, এই কথা তো বাচ্চারা জানে যে আত্মাদের পিতা পরমাত্মা আত্মা রূপী বাচ্চাদের বসে বোঝাচ্ছেন। আত্মাদের পিতা পরমাত্মা হলেন অসীম জগতের পিতা। আত্মা রূপী বাচ্চারাও হলো অসীম জগতের বাচ্চা। বাবার তো সব বাচ্চাদের সদগতি প্রদান করতে হবে। কাদের দ্বারা? এই বাচ্চাদের দ্বারা তিনি বিশ্বের সদগতি করবেন। সম্পূর্ণ বিশ্বের বাচ্চারা তো এখানে এসে অধ্যয়ন করে না। নামই হলো ঈশ্বরীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়। মুক্তি তো সবার হয়। মুক্তি বলো বা জীবনমুক্তি বলো, মুক্তি-তে গিয়ে সবাইকে জীবনমুক্তিতে আসতেই হবে। অতএব এমন বলা হবে- সবাই জীবনমুক্তিতে আসে ভায়া মুক্তিধাম। একে অপরের পিছনে আসতেই হবে পার্ট প্লে করতে। ততক্ষণ মুক্তিধামে থেকে অপেক্ষা করতে হবে। বাচ্চারা এখন রচয়িতা ও রচনার কথা জেনেছে। এই সম্পূর্ণ রচনা হল অনাদি। রচয়িতা হলেন একমাত্র বাবা। এই সব আত্মারা যে আছে, সবাই অসীম জগতের পিতার সন্তান। যখন বাচ্চারা জানতে পারে তখন তারা-ই যোগ শিখতে আসে। এই যোগ হল ভারতের জন্যে। বাবা আসেন ভারতে। ভারতবাসীদের-ই যোগের যাত্রা শিখিয়ে পবিত্র করেন এবং নলেজ প্রদান করেন যে এই সৃষ্টি চক্র কিভাবে পরিক্রম করে, এইসব বাচ্চারা এখন জানে। রুদ্র মালা আছে যার গায়ন হয়, পূজন হয়, স্মরণ করা হয়। ভক্ত মালাও আছে। উঁচুর চেয়ে উঁচু হলো ভক্তের মালা। ভক্ত মালার পরে হবে জ্ঞান মালা। ভক্তি ও জ্ঞান আছে, তাইনা। ভক্ত মালাও আছে তো রুদ্র মালাও আছে। পরে আবার রুদ্র মালাও বলা হয় কারণ উঁচুর চেয়ে উঁচু হলেন মনুষ্য সৃষ্টিতে বিষ্ণু, যাকে সূক্ষ্মবতনে দেখানো হয়। প্রজাপিতা ব্রহ্মা তো হলেন ইনি, এনার মালাও আছে। শেষে যখন এই মালা তৈরি হয়ে যাবে তখন এই রুদ্র মালা ও বিষ্ণুর বৈজয়ন্তি মালাও তৈরি হবে। উঁচুর চেয়ে উঁচু হলেন শিববাবা পরে উঁচুর চেয়ে উঁচু হল বিষ্ণুর রাজস্ব। শোভা বৃদ্ধির জন্যে ভক্তিমার্গে কত চিত্র বানানো হয়েছে। কিন্তু জ্ঞান কিছুই নেই। তোমরা যে চিত্র তৈরি কর তার পরিচয় দিলে মানুষ বুঝবে। নাহলে শিব ও শঙ্কর এক করে দেয়।

বাবা বুঝিয়েছেন সূক্ষ্মবতনেও সমস্ত সাক্ষাৎকারের কথা আছে। হাড় মাংস সেখানে থাকে না। সাক্ষাৎকার করে। সম্পূর্ণ ব্রহ্মাও আছেন কিন্তু তিনি হলেন সম্পূর্ণ, অব্যক্ত। এখন ব্যক্ত ব্রহ্মা যিনি আছেন তাঁকে অব্যক্ত হতে হবে। ব্যক্ত-ই অব্যক্ত হয়, যাকে ফরিস্তা বলা হয়। তাঁর চিত্র সূক্ষ্মবতনে রাখা হয়েছে। সূক্ষ্ম বতনে গিয়ে, বলে বাবা সূবীরস পান করালেন। এবারে সেখানে গাছপালা ইত্যাদি কিছুই হয় না। বৈকুণ্ঠে আছে, কিন্তু এমনও নয় বৈকুণ্ঠ থেকে নিয়ে এসে পান করাবেন। এইসব হল সূক্ষ্ম বতনে সাক্ষাৎকারের কথা। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো যে, ঘরে অর্থাৎ পরমধামে ফিরতে হবে এবং আত্ম অভিমানী হতে হবে। আমি আত্মা অবিনাশী, এই শরীর হলো বিনাশী। আত্মার জ্ঞানও তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের বুদ্ধিতে আছে। তারা তো আত্মার বিষয়ে জানে না। তাদের তো এই কথাও জানা নেই যে কিভাবে আত্মার মধ্যে ৮৪ জন্মের পার্ট ভরা আছে। এই নলেজ কেবল বাবা-ই প্রদান করেন। নিজের (ওঁনার পরিচয়) নলেজও দেন। তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান করেন। ব্যস্, এই পুরুষার্থ করতে থাকো - আমরা হলাম আত্মা, এখন পরমাত্মার সঙ্গে যোগ যুক্ত হতে হবে। সর্বশক্তিমান পতিত-পাবন একমাত্র বাবাকেই বলা হয়। সন্ন্যাসীরা বলে পতিত-পাবন এসো। কেউ তো আবার ব্রহ্মকে পতিত-পাবন বলে। এখন বাচ্চারা তোমাদের ভক্তির জ্ঞানও প্রাপ্ত হয়েছে যে ভক্তি কত সময় চলেছে, জ্ঞান কত সময় চলে? এইসব বাবা বসে বোঝান। প্রথমে কিছুই জানা ছিল না। মানুষ হয়েও তুচ্ছ বুদ্ধি হয়ে গেছে। সত্যযুগে খুব স্বচ্ছ বুদ্ধি ছিল। তাঁদের মধ্যে কত দৈবী গুণ ছিল। বাচ্চারা তোমাদের দৈবী গুণ অবশ্যই ধারণ করতে হবে। কথায় বলে না মানুষ তো নয় যেন দেবতা। যদিও সাধু, সন্ন্যাসী, মহাত্মাদের লোকেরা সম্মান করে তবুও তাদের দৈবী বুদ্ধি তো নয়। রজোগুণী বুদ্ধি হয়ে যায়। রাজা, রানী, প্রজা আছে, তাইনা। রাজধানী কখন এবং কিভাবে স্থাপন হয় - সেই কথা দুনিয়া জানে না। এখানে তোমরা সব নতুন কথা শোনো। মালার রহস্যও বোঝানো হয়েছে। উঁচুর চেয়ে উঁচু হলেন শিববাবা।

তাঁর মালা উপরে রয়েছে, তিনি হলেন রুদ্র নিরাকার তারপরে হলেন সাকার লক্ষ্মী নারায়ণ তাঁদেরও মালা আছে। ব্রাহ্মণদের মালা এখন তৈরি হয় না। শেষ সময়ে তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের মালাও তৈরি হয়। এইসব কথায় বেশী প্রশ্ন উত্তর করার প্রয়োজন নেই। মূল কথা হলো নিজেকে আত্মা ভেবে পরমপিতা পরমাত্মাকে স্মরণ করো। এই বিশ্বাস দৃঢ় মজবুত হওয়া চাই। মূল কথা হলো পতিতদের পবিত্র করা। সম্পূর্ণ দুনিয়া হলো পতিত, তাদের পবিত্র করতে হবে। মূলবতনেও সবাই পবিত্র থাকে, তো সুখধামেও সবাই পবিত্র থাকে। তোমরা পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ায় প্রবেশ করো। বর্তমানে পবিত্র দুনিয়া স্থাপন হচ্ছে। এই সব ড্রামাতে নির্দিষ্ট আছে।

বাবা বলেন, সারা দিনের কর্মের চার্ট (পোতামেল) দেখো - কোনো ভুল হয়নি তো? ব্যবসায়ীরা হিসাবের খাতা দেখে, এখানে এও হলো ধন উপার্জন তাইনা। তোমরা প্রত্যেকে এক একজন ব্যাপারী। বাবার সাথে ব্যাপার করো। নিজেকে পরখ করা উচিত - আমাদের মধ্যে কতখানি দৈবী গুণ আছে? বাবাকে কত স্মরণ করি? আমরা কতবার অশরীরী অবস্থায় থাকি? আমরা অশরীরী এসেছিলাম আবার অশরীরী হয়ে ফিরে যেতে হবে। এখনও সবাই আসছে। মধ্যখানে কারো ফিরে যাওয়ার নেই। সবাইকে একসাথেই ফিরতে হবে। যদিও সৃষ্টি খালি থাকে না, গায়ন আছে রাম গেল, রাবণ গেল... কিন্তু থাকে দুইজনেই। রাবণ সম্প্রদায় চলে গেলে আর ফিরে আসেনা। কিছু জন বাকি থেকে যায়। এইসব ভবিষ্যতে গিয়ে সব সাক্ষাৎকার হবে। এই কথা জানতে হবে যে নতুন দুনিয়ার স্থাপনা কিভাবে হচ্ছে, পরবর্তীকালে কি কি হবে? তখন শুধুমাত্র আমাদের ধর্ম রয়ে যাবে। সত্যযুগে তোমরা রাজ্য করবে। কলিযুগ শেষ হয়ে যাবে, তারপরে সত্যযুগ আসবে। এখন রাবণ সম্প্রদায় ও রাম সম্প্রদায় দুই-ই আছে। সঙ্গমযুগেই এইসব হয়। এখন তোমরা এইসব কিছু জানো। বাবা বলেন যে রহস্য উন্মোচন এখনো বাকি রয়েছে, সেসব ভবিষ্যতে ধীরে ধীরে বোঝানো হবে। যা রেকর্ডে আছে, সেসব জানতে পারবে। তোমরা বুঝতে পারবে। আগে থেকেই কিছু বলা হবে না। এও ড্রামার প্ল্যান, রেকর্ড উন্মোচিত হয়। বাবা বলতে থাকেন। তোমার বুদ্ধিতে এইসব কথা বুঝবার শক্তি বেড়ে যায়। যেমন যেমন বাবার রেকর্ড বাজবে তেমন ভাবে বাবার মুরলি চলবে। ড্রামার রহস্য সম্পূর্ণ টি ভরা আছে। এমন নয়, রেকর্ড থেকে পিন সরিয়ে মাঝখানে রাখতে পারবে যাতে আবার রিপিট হোক। না, সেসব আবার নতুন করে রিপিট হবে। কোনো নতুন কথা নয়। বাবার কাছে যা কিছু নতুন কথা থাকবে সব রিপিট হবে। তোমরা শুনবেও শোনাবে। বাকি সবকিছু গুপ্ত থাকবে। এই ভাবে রাজধানী স্থাপন হচ্ছে। পুরো মালা-টি তৈরি হচ্ছে। তোমরা ভিন্ন ভিন্ন রাজার বংশে জন্ম নেবে। রাজা, রানী, প্রজা সবই চাই। এসবের জন্যে বুদ্ধি দ্বারা কাজ নিতে হবে। প্রাক্তিক্যালে যা হবে দেখা যাবে। যারা এখান থেকে যায় তারা ধনী ঘরে জন্ম নেয়। এখনও সেখানে তোমাদের অনেক আপ্যায়ন করা হয়। এই সময়েও রত্ন জড়িত সামগ্রী অনেকের কাছেই রয়েছে। কিন্তু তাদের মধ্যে এত শক্তি নেই, শক্তি রয়েছে তোমাদের মধ্যে। তোমরা যেখানে যাবে সেখানে নিজেদের প্রত্যক্ষ করাবে। তোমরা তো উচ্চ মানের হয়ে ওঠো, তাই তোমরা সেখানে গিয়ে নিজেদের দৈবী চরিত্র প্রদর্শন করবে। আসুরীক বাচ্চারা জন্ম থেকেই কাঁদবে। অপবিত্র হতে থাকবে। তোমরা খুব নিয়ম অনুযায়ী প্রতিপালিত হবে। অপবিত্রতার কোনো চিহ্নই থাকবে না। আজকালকার বাচ্চারা তো অপবিত্র হয়ে যায়। সত্যযুগে এমন হতে পারে না। সেই সময়টা তো হেভেন বা স্বর্গ, তাইনা। সেখানে কোনো রূপ দুর্গন্ধ নেই যে বলতে হবে ধূপকাঠি জ্বালাও। বাগানে অনেক রকমের সুগন্ধিত ফুল থাকবে। এখানকার ফুলে এমন সুগন্ধ নেই। সেখানে তো প্রত্যেকটি জিনিসে ১০০ শতাংশ সুগন্ধ থাকে। এখানে তো ১ শতাংশও নেই। সেখানে তো ফুলের কোয়ালিটি ফার্স্টক্লাস হবে। এখানে যতই কেউ ধনী, সম্পদশালী হোক না কেন তবুও সেই রকমের হবে না। সেখানে তো বিভিন্ন রকমের জিনিস থাকবে। বাসন ইত্যাদি সবই সোনার হবে। যেমন এখানকার পাথর, সেখানে হবে সোনা আর সোনা। বালিতেও সোনা থাকবে। ভেবে দেখো - কত সোনা হবে! যার দ্বারা বাড়ি ঘর তৈরি হবে। সেখানে এমন ঋতু থাকবে - না শীত, না গ্রীষ্ম। সেখানে গরমের প্রকোপ থাকবে না যে ফ্যান বা পাখা চালাতে হবে। তার নামই হলো স্বর্গ। সেখানে অপার সুখ থাকবে। তোমাদের মতন পদ্মাপদম ভাগ্যবান আর কেউ হয় না। লক্ষ্মী-নারায়ণের কত মহিমা গাওয়া হয়। যিনি তাঁদের এমন তৈরি করেন, তাঁর কত মহিমা গায়ন হওয়া উচিত! প্রথমে হয় অব্যভিচারী ভক্তি, তারপরে দেবতাদের ভক্তি আরম্ভ হয়। তাকেও ভূত পূজা বলা হবে। শরীর তো আর সেইরূপ নেই। পাঁচ তন্ত্রের পূজা হয়। শিববাবার জন্য এমন বলা হবে না। পূজা করার জন্য কোনও জিনিসের বা সোনার মূর্তি তৈরি করা হয়। আত্মাকে সোনা বলা হবে না। আত্মা কি দিয়ে তৈরি? শিবের চিত্র কি দিয়ে তৈরি হয় তা চট করে বলতে পারবে। কিন্তু আত্মা-পরমাত্মা কি দিয়ে তৈরি হয়েছে, তা কেউ বলতে পারে না। সত্যযুগে ৫-টি তন্ত্রও শুদ্ধ হয়। এখানে সবই অশুদ্ধ। অতএব পুরুষাথী বাচ্চারা এমন এমন চিন্তন করবে। বাবা বলেন সব কথাকে ত্যাগ করো। যা হওয়ার হবে। প্রথমে বাবাকে স্মরণ করো। চারিদিক থেকে বুদ্ধি সরিয়ে মামেকম্ স্মরণ করো (কেবলমাত্র আমাকে স্মরণ করো), তাহলে বিকর্ম বিনাশ হবে। যা কিছু শোনো সেসব ছেড়ে একটি কথা পাকা করো যে আমাদের সত্বপ্রধান হতে হবে। তারপরে সত্যযুগে যা কল্প-কল্প হয়েছে, তাই হবে। তাতে কোনও তফাৎ হবে না। মূল কথা হল, বাবাকে স্মরণ

করো। এইটি হলো পরিশ্রম। সেটাই সম্পূর্ণ রূপে করো। ঝড়, তুফান তো অনেক আসবে। জন্ম জন্মান্তর যা কিছু করেছ, সেসব সামনে আসে। অতএব সব দিক থেকে বুদ্ধি সরিয়ে আমাকে স্মরণ করার পুরুষার্থ করো, অন্তর্মুখী হয়ে। বাচ্চারা, তোমাদের মনে পড়েছে, তাও নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে। সার্ভিস দ্বারা সব কিছু জানা যায়। সার্ভিস যারা করে তাদের সার্ভিস করার খুশী থাকে। যারা ভালো সার্ভিস করে তাদের সার্ভিস করার প্রমাণ পাওয়া যায়। পান্ডা রূপে অর্থাৎ গাইড রূপে আসে। কে মহারথী, কে সহিস, কে পেয়াদা, সেসব জানতে পারা যায়। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা, বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার:-

১) অন্য সব কথা ত্যাগ করে, বুদ্ধিকে চারিদিক থেকে সরিয়ে সত্যে প্রধান হওজন্য অশরীরী হওয়ার অভ্যাস করতে হবে। দৈবী গুণ ধারণ করতে হবে।

২) বুদ্ধিতে সু-চিন্তা রাখতে হবে, আমাদের রাজ্যে (স্বর্গে) কি-কি হবে, সেই বিষয়ে চিন্তন করে নিজেকে সেইরূপ উপযুক্ত চরিত্রবান বানাতে হবে। এখান থেকে (কলিযুগ থেকে) বুদ্ধিকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে।

বরদান:- সেবার দ্বারা মেওয়া প্রাপ্তকারী পার্থিব জগতের সকল চাহিদা থেকে মুক্ত সदा সম্পন্ন আর সমান ভব সেবার অর্থ হলো মেওয়া প্রদানকারী । যদি কোনও সেবা অসন্তুষ্ট বানায় তাহলে সেই সেবা, সেবা নয়। এইরকম সেবা করা ছেড়ে দাও কিন্তু সন্তুষ্টতাকে ত্যাগ করো'না। যে'রকম শারীরিক ভাবে তৃপ্ত আত্মা সदा সন্তুষ্ট থাকে, সেইরকম মানসিক তৃপ্তিতে থাকা আত্মাও সदा সন্তুষ্ট থাকে। সন্তুষ্টতা হলো তৃপ্তিতে থাকার লক্ষণ। তৃপ্ত আত্মার মধ্যে পার্থিব জগতের কোনও ইচ্ছা, মান, নেশা, স্যালভেশন, সাধনের ক্ষুধা থাকেনা। সেই আত্মা পার্থিব জগতের সকল চাহিদার থেকে মুক্ত সदा সম্পন্ন আর সমান থাকে।

স্নোগান:- সত্যিকারের হৃদয় থেকে নিঃস্বার্থ সেবাতে এগিয়ে যাওয়া অর্থাৎ পুণ্যের খাতা জমা হওয়া।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent

5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;